INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963

APRIL 2, 1969

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 2nd April, 1969.

PRESENT

Sri Manindra Lal Bhowmik, Speaker, in the Chair. Chief Minister, four Ministers, Dy. Minister, Dy. Speaker and twenty three members.

Mr. Speaker—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the ministers concerned. Starred Questions.

Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 194

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, question No. 194

QUESTION	ANSWER
(১) কমলপুর বিভাগে বর্তমানে বালোয়াড়ী স্কুলের সংখ্যা কত ?	(১) বর্তমানে কমলপুরে ৫০টি বালোয়াড়ী কেন্দ্র আছে।

QUESTION	ANSWER
(২) মহারাণী বালোয়াড়ী স্কুলটি ধ্বসে যাওয়ার পর পুনরায় উহা গড়ে না তোলার কারণ কি ?	(২) ১৯৬৯ইং জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত উপযুক্ত জায়গার হদিস করা যায় নাই, যদিও জানুয়ারীর একেবারে শেষের দিকে উক্ত মহারাণী বালোয়াড়ী কেন্দ্রের জন্য যথোপযুক্ত জায়গা নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল কিন্তু গ্রামবাসীরা বর্ষার পূর্ব্বে এতবড় Mud Well Construction এর কাজ শেষ করিতে ভরসা পাইতেছে না, তাহারা মনে করেন যে বর্ত্তমান সময়টা Mud Wall করার পক্ষে উপযুক্ত নহে।
(৩) কত ছাত্র ছাত্রী বালোয়াড়ীগুলিতে শিক্ষালাভ করে থাকে ?	(৩) প্রতি কেন্দ্রে গড়ে ৫০ জন।
(৪) পশ্চিম মাণিকভাণ্ডার বালোয়াড়ী স্কুলটিতে শিক্ষয়িত্রী দেওয়া হয়েছে কি ?	(৪) না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন পশ্চিম মাণিকভাণ্ডার বালোয়াড়ী স্কুলটিতে শিক্ষয়িত্রী না দেওয়ার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—Construction of West Manik Bhander Balowari School has just been completed.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—বর্ত্তমানে এই বালোয়াড়ী কেন্দ্রে ছাত্র ছাত্রী আছে কিনা ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee—I demand notice.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—যে ৫০টি বারোয়ারী কেন্দ্রের কথা অর্থমন্ত্রী বলেছেন এইগুলি কোন্ কোন্ গ্রামে বলতে পারেন কি ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee—I demand notice.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—বর্ত্তমানে যে জায়গাটা অ্যালট করা হয়েছে সেটা কি কোন গ্রামবাসী দান করেছে না সরকার অ্যাকুইজিশান করে নিয়েছেন এবং বর্ত্তমানে স্কুলটির কাজ কোথায় চালানো হচ্ছে ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee--I demand notice.

Mr. Speaker—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch Deb Barma—Question No. 223

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, question No. 223

QUESTION	ANSWER
১। বিশালগড় হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলকে মোট কতটাকা Grant-in-aid দেওয়া হইয়াছে ?	১। টা, ৭,৬৭, ৩৭৪ ·২০
২। এই অর্থ কি সম্পূর্ণ Utilised হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে তাহার কারণ ?	২। না, সরকার এখনও জ্ঞাত নহেন, ব্যাপারটি তদন্তাধীন।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন এই অর্থ কাহাদের হাতে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—স্কুল কমিটিকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—এই স্কুল ঘর নির্মানের জন্য কোন ঠিকাদারকে কাজ দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—এই কাজের জন্য কোন টেণ্ডার কল করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই স্কুল ঘরটি নির্ম্মাণের কাজ শেষ হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই বিশালগড় হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ঘর নির্মাণের কাজ কবে আরম্ভ হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma—Question No. 291.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 291.

Question	Answer
১। কৈলাশহর কুমারঘাটে শিল্প দপ্তর কি কোন শিল্প স্থাপনের জন্য বাড়ীঘর তৈরী করাইয়াছেন ?	১। হাঁ, Model Curpentry Unit খোলার জন্য কৈলাসহর মহকুমায় কুমারঘাটে বাড়ীঘর তৈরী হইয়াছিল।
২। যদি তৈরী করাইয়া থাকেন তবে উহা কবে এবং কত টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।	২। ১৯৬৭ ইং সালের ডিসেম্বর মাসে বাড়ীঘর তৈরীর কাজ শেষ হইয়াছে এবং তৈরী খরচ মং ১৪, ২১৬৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে।
৩। ঐ বাড়ীঘরে বর্ত্তমানে কি কি শিল্প স্থাপিত হইয়াছে ?	৩। Fruit canning Factory চালু করার জন্য একটি বে-সরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে allot করা হইয়াছে।
৪। যদি শিল্প স্থাপিত না হইয়া থাকে, তবে ঐ বাড়ীগুলি কি ভাবে ব্যবহার করা হইবে ?	৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বর্ত্তমানে সেখানে কোন কাজ চালু আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বলা হয়েছে ফ্রুট ক্যানিং ফ্যাক্টরী চালু করার জন্য বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে এ্যালট করা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কবে এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে কাজ করার জন্য এ্যালট করা হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—১৬/৪/৬৮'এ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এই কাজ চালু করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ?

Shri S. L. Singh—To M/s, Raman Investment and Manufacturing Co, Ltd., 338 Indian Exchange place, Calcutta.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কবে এই কাজ চালু করা হবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—যখনই তাহাদের পক্ষে সম্ভব হবে, তখনই চালু করা হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, সক্ষম বলতে কি বুঝায় ?

শ্রীএস, এল সিংহ—সক্ষম বলতে মাননীয় সদস্য যাহা বুঝেন তাহাই বুঝায়।

মিঃ স্পীকার—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭০

শ্রীএস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭০ স্যার।

QUESTION	ANSWER
(ক) ত্রিপুরায় কয়লা ও খনিজ তৈল প্যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে কি ?	
(খ) উক্ত ব্যাপারে জিওলোজিকেল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া কোন তত্ব অনুসন্ধান করিয়াছেন কি ?	(ক), (খ), (গ), জিওলজিকেল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া এবং তৈল ও গ্যাস কমিশন কর্ত্তৃক ভুতত্ব সম্বন্ধীয় নক্সা প্রস্তুতি এবং অনুসন্ধান কার্য্য চলিতেছে। অন্তবর্ত্তী কালীন প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ত্রিপুরার খনিজ তৈল, গ্যাস ও কয়লার উত্তোলন লাভজনক হইবে মনে হয়না।
(গ) যদি অনুসন্ধান হয়ে থাকে কোন রিপোর্ট দাখিল হয়েছে কি ? এবং opinion ত্রিপুরা সরকারের জানা আছে কি ?	

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই তদন্ত কোন সময়ে আরম্ভ হয়েছিল ?

Shri S. L. Singh—During the period 1960—65.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কোন কোন জায়গায় অনুসন্ধান হয়েছে ?

Shri S. L. Singh—The total area of 1069 sq. miles has been covered by detailed, semi-detailed and reconnaissance Geological mappi g by the oil and Natural Gas Commission.

The area exposes several North-South trending felds in sediments of tertiary age (such as Baramura, Atharamura, Battohia and Harganj anticlines) with their corresponding synclines. All the structures are doubly plunging and affected by faults and thrusts. The folds expose Surma and Tipam Groups of sediments of Miospliocene age and the owest exposed horizens belong to Middle Bhuban of Surma Group.

Eight gas shows have been investigated. Laboratory investigations show that the gas is mainly methane with traces of higher hydrocarbons.

Good reservoir rocks are present in the Surma Group of sediments, Some of the structures in the adjoining areas of Pakistan are producing gas from these sediments, from these, the sands of Pre-surma sediments which yield most of the old in Assam also appear to be present in some of these structure.

In view of the above, the area is of interest for petrolium prospecting. Detailed geological work is still in progress.

Mr. Speaker - Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta—Question No. 321.

Shri S. L Singh—Question No. 321 Sir.

QUESTION	ANSWER
(1) Whether Government has received any permission for starting small or medium industry in the Public Sector in 1967-68 & 1968-69 ?	(1) No.
(2) If so, the nature of the Industry ?	(2) Does not arise.

Mr. Speaker—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan—Question No. 331

Shri S. L Singh - Question No. 331 Sir.

QUESTION	ANSWER
১। ইহা কি সত্য যে কাঞ্চনপুর টি. ডি ব্লকের দশদা টি. সি. পি. টি. তে গত ১৯৬৭—৬৮ সন থেকে আর নূতন শিক্ষার্থীনী ভর্ত্তি করা হয় না ;	১। হাঁ।
২। যদি সত্য হয় ইহার কারণ ?	২। শিক্ষণ কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রী ঘনশ্যাম দেওয়ান—এই টি সি. পি. সি প্রোগ্রাম কত বছরের জন্য চালু থাকে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ—শিক্ষণ কার্য্য যখন সমাপ্ত হয়, তখনই শেষ হয়।

শ্রী ঘনশ্যাম দেওয়ান—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কতজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হয় ?

শ্রী এস. এল. সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি বলছি যে- No new trainees were taken at the Centre ; trainees were also not available. In 1967—68 some ex-trainee workers were engaged in production works on wage basis. Project Executive Officer, Kanchanpur is taking action for formation of an Industrial Co-operative Society/Samity at Dasda with the available ex-trainee workers there and it is expected to convert the T. C. P. C into a Co-operative Society soon.

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কো-অপারেটিভ সোসাইটি ফর্ম করার কি প্রচেষ্টা চলছে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ—সেটা আমি বললাম যে কাঞ্চনপুরের ব্লক প্রজেক্ট অফিসার is taking action for formation of an Industrial Co-opetative Society etc. etc.

Mr. Speaker—Shri Ershad Ali Choudhury, Shri Naresh Roy, Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal—Question No. 367.

Shri K. Bhattacharjee—Question No. 367 Sir.

QUESTION	ANSWER
১। তেলিয়ামুড়া হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের জন্য "ট্রাইবেল বোর্ডিং হাউস" এবং "হেড মাষ্টারস কোয়ার্টার্স" তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?	১। হাঁ।
২। যদি থাকিয়া থাকে, তবে কবে পর্যান্ত উহা কার্য্যকরী করা হইবে ?	২। স্কুলের জমি ভরাট করার পর।

Mr Speaker—Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder—Question No. 390 Sir.

Shri K. Bhattacharjee- Question No. 390 Sir.

QUESTION	ANSWER
১। ত্রিপুরায় Non-Govt. aided High and Higher Secondary Schoolগুলি পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে ত্রিপুরা সরকার নিজস্ব Rules করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন কি ?	১। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, হ্যাঁ।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— এখানে কোন রুলস ফলো করা হয়েছে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—এখানে গ্রান্টস ইন এইড রুলস যেগুলি আছে সেগুলি এবং যেগুলি নেই, সেইগুলি ওয়েষ্ট বেঙ্গল সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ড' এর রুলস যা আছে সেটা ফলো করা হয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—যেগুলি আমাদের রুলসে নেই, ওয়েষ্ট বেঙ্গলের হায়ার সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ডের রুলস ফলো করা হয়, বেসরকারী স্কুল গুলির ক্ষেত্রে এই বিষয়ে অসুবিধা ভোগ করছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে— for non-Government High and Higher Secondary Schools the Government has their own rules., in the matter.

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—এইসব বেসরকারী স্কুলগুলি সরকারী ভাবে গ্রহণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—পরিকল্পনা নেই, তবে অবস্থার চাপে গ্রহণ করা হয়।

শ্রী সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—রামঠাকুর পাঠশালা সম্পর্কে, সরকারের সেটা গ্রহণ করবার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—এই সম্পর্কে একটা প্রশ্ন আছে, আজকে, সেটাপরে বলা হবে।

Mr. Speaker – Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma – Starred Question No. 224

Shri Krishnadas Bhattacharjee – (Minister in-charjee of the Education Department) :

Starred Question No. 224

QUESTION	ANSWER
১। Superanuated School Teacherদের কয়জন extension service এর জন্য ১৯৬৮-৬৯ সালে আবেদন করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে কয়জনকে কয় বছরের জন্য চাকুরীতে রাখা হইয়াছে ;	১। সরকারী স্কুল হইতে ৫ জন এবং বেসরকারী স্কুল হইতে ৩৭ জন। ইহাদের মধ্যে কেবল মাত্র বেসরকারী স্কুলের ৩২ জনকে extension মঞ্জুর করা হইয়াছে, এই ৩২ জনের মধ্যে ১ জনকে ২ বৎসর, ২ জনকে ১ বৎসর ১১ মাস, ১ জনকে ১ বৎসর ১০ মাস, ১ জনকে ১ বৎসর ৮ মাস, ১ জনকে ১ বৎসর ৪ মাস, ১ জনকে ১ বৎসর ২ মাস, ২২ জনকে ১ বৎসর, ১ জনকে ৬ মাস, ১ জনকে ৫ মাস এবং ১ জনকে ৪ মাসের জন্য।
২। সদর ঈশানচন্দ্র নগরের প্রধান শিক্ষক শ্রীহেমেন্দ্র বিজয় রায়ের চাকুরী কি extend করা হইয়াছে, করা হইলে কয় বছরের জন্য করা হইয়াছে ;	২। হঁা, ১ বৎসর ১১ মাসের জন্য।
৩। ইহা কি সত্য যে প্রধান শিক্ষকের জন্য যে সকল যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন তাহা তাহার নাই, যদি সত্য হয় তাহাকে extension দেওয়া হইল কি কারণে ?	৩। না, প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে সদর ঈশানচন্দ্রনগর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাকুরীর মেয়াদ এ্যাকৃষ্টেণ্ড করা হল, অথচ অন্যান্য শিক্ষকের চাকুররীর মেয়াদ এ্যাকষ্টেণ্ড না করার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—যাদের চাকুরীর মেয়াদ এ্যাকৃষ্টেণ্ড হল, তাদের নামতো আমি এখানে বলেছি, কাজেই অন্যদের এ্যাকৃষ্টেণ্ড হয়নি এমন তো হয়।

Mr. Speaker—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma—Starred Question No. 253.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—(Minister in-charge of the Education Department) : Starred Question No. 253.

QUESTION	ANSWER
১। কৈলাসহর R. K. মহাবিদ্যালয়টির পরিচালনা সরকারের হাতে দেওয়ার জন্য উহার Governing Body কি কোন সিদ্ধান্ত নিয়াছেন ;	১। হ্যাঁ।
২। যদি সিদ্ধান্ত লইয়া থাকেন তাহার কারণ ;	২। আর্থিক অসুবিধা।
৩। সরকার কি ঐ কলেজ পরিচালনার ভার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন ;	৩। বিষয়টি পরীক্ষাধীন আছে।
৪। সিদ্ধান্ত লইয়া থাকিলে, কলেজে বর্ত্তমানে যে সকল অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন, তাহাদের যাহাতে কার্য্যরত রাখা যায় এবং কোন ক্ষতিগ্রস্থ না হইতে হয় তাহার জন্য কি ব্যবস্থা করা হইবে ;	৪। প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath—Starred question No. 272

Shri Krishnadas Bhattacharjee—(Minister in-charge of the Education Department) Starred Question No. 272.

QUESTION	ANSWER
১। শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রীদিগের বদলী সম্পর্কে কোন রোল বা principle আছে কি ?	১। না।
২। যদি থাকে তাহা অনুসরণ করা হয় কি ?	২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—অনেক শিক্ষক আছে যারা বাড়ীতে থেকে শিক্ষকতা করে সাড়া জীবন কাটাচ্ছেন আর অনেক আছেন বাড়ী থেকে দূরবর্ত্তী কোন জায়গাতে সারা জীবন ধরে শিক্ষকতা করছেন, এখন ট্রেন্সফারের ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন অসন্তোষের কারণ আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—ট্রেন্সফারের ব্যাপারে সন্তোষ অসন্তোষের কোন প্রশ্ন নেই, এমন লোকও আছেন যারা ত্রিপুরার বাহিরে সারা জীবন কাটাতে চান।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে লোকটা বহুদিন ধরে তার বাড়ী থেকে দূরবর্ত্তী কোন জায়গাতে শিক্ষকতা করছেন, তাকে তার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী কোন জায়গাতে না আনার কারণটা কি জানাতে পারেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—আমি আগেই বলেছি যে এইসব ট্রেন্সফার পাব্লিক ইন্টারেষ্টে করা হয়ে থাকে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি লোক সারা জীবন বাড়ীতে বসে বসে চাকুরী করবে, আর একজন সারাজীবন বাহিরে বাহিরে ঘুরে চাকুরী করবে, তাকে কি নিকটবর্ত্তী কোথাও আসার সুযোগ দেওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—তাদের সংগে কোন চুক্তি করে চাকুরী দেওয়া হয়নি যে তাদের কাউকে বাড়ীতে রাখতে হবে বা কয়েক বছর পর তাদের বাড়ীর কাছে কোথাও বদলী করতে হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি জানতে চাই যে লোকটা সারা জীবন বাড়ীতে বসে চাকুরী করছে, তাকে কি সারা জীবন বাড়ীতে বসে চাকুরী করার জন্য এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—সারাজীবন বাড়ীতে রাখার প্রয়োজন মনে হলে তা করা হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে পাবলিক ইন্টারেষ্ট বলতে কি বুঝায় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—জনসাধারণের স্বার্থ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে যারা সারা জীবন বাড়ীতে বসে চাকুরী করেন, আর অন্যদের বাড়ী থেকে অনেক দূরে দূরে বদলী করেন, এই বাড়ীতে থেকে চাকুরী করার সুযোগ পান, তারা কি খুটির জোরে এখানে থাকেন, না তার জন্য কোন কারণ আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—আমি তো আগেই বলেছি যে পাবলিক ইন্টারেষ্টে করা হয়।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ--মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সরকারের কাছে আজ পর্য্যন্ত ট্রেন্সফারের ব্যাপারে কতগুলি পিটিশান এসেছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য- আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—এই ট্রেন্সফারের ব্যাপারে শিক্ষকদের মধ্যে যে অসন্তোষ হয়েছে তার জন্য কোন রকম রুলস তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য— এজন্য কোন রুলস করা সম্ভব নয়, পাবলিক ইন্টারেষ্টে যখন যাকে ট্রেন্সফার করার দরকার হয়, তা করা হবে।

Mr. Speaker—Shri Promode Rn. Dasgupta.

Sri Promode Rn. Dasgaptu—Starred Question No 343

Shri Krishnadas Bhattacharjee—(Minister incharge of the Finance Department) : Starred Question No. 343

QUESTION	ANSWER
1) The recommendation in the report submitted by the Secretary Mr. Erady entrusted for effecting removal of anomalies & inconsistencies in the Revision of Pay scales of Tripura Government Employees with effect from 1st April, 1961	1) Mr. Erady was not entrusted for effecting removal of anomalies and inconsistencies but was asked to examine such cases, if any The question of recommendation by him does not arise.
2) The present position thereof.	2) I already told the House in my budget speech on the present position.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে মিঃ এরেডিকে কি জন্য entrusted করা হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—আমি বলেছি যে এগুলি এ্যাকজামিনেশন করার জন্য দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত— কতটা কেশ এ্যাকজামিনেশন করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—এখনও ঐ কেসগুলি ফাইন্যালী এ্যাকজামিনেশন হয়নি, কাজেই এখনই এটা বলা শক্ত বিশেষ করে নাম্বার অব কেস কতটা হয়েছে সেটা বলা মুসকিল।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে মিঃ ইরেডি সেখানে কতগুলি কেস এ্যাকজামিনেশন করে গিয়েছিলেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে মিঃ ইরেডি রাজ্য সরকারের কাছে এই সম্পর্কে কোন রিপোর্ট দাখিল করেন নাই, না করেছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—তিনি এ্যাকজামিন করেছেন এই পর্য্যন্ত, এ্যাকজামিন করে যা পেয়েছেন তাই দিয়েছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—উনি যা পেয়েছেন, তাইতো তার রিপোর্ট এবং সেটা তিনি রাজ্য সরকারের কাছে সাবমিট করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—তিনি ফাইল এ্যাকজামিনেশন করে যা পেয়েছেন, তাই দিয়েছেন, ইট ইজ নট এ কোয়েশ্চান অব রিপোর্ট, শুধু ফাইলে নোটিং করেছেন এই পর্য্যন্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—তার এ্যাকজামিন করার পর যেসব পেয়েছেন, সেগুলিই রেফার করেছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—সেগুলির এখনও স্ক্রুটিনি শেষ হয়নি, আরও স্ক্রুটিনির দরকার হবে, মিঃ ইরেডি যা পেয়েছেন সেগুলিই রেফার করেছেন এবং সেই ফাইলগুলি আমার হেফাজতে আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—আমার প্রশ্ন হল মিঃ ইরেডি যেগুলি এ্যাকজামিনেশন করেছেন সেগুলি তিনি রেফার করেছেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য— তিনি তার এ্যাকজামিনেশনের যে নোটিশ সেগুলি আমাদের গভর্ণমেণ্ট লেভেলে দিয়েছেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—তাইতো refer করা হল।

শ্রী এস এল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দি রিকমেণ্ডেশান ইন দি রিপোর্ট, কারণ এটা রিকমেণ্ডেশান নয় এবং রিপোর্টও নয়। The recommendation in the report submitted by the Secretary Mr. Erady entrusted for effecting removal of anomalies & inconsistencies in the Revisien of pay scales of Tripura Govt. employees w. e. f. 1st April, 1961

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—আমার কোয়েশ্চানটা হল যদি রিকমেণ্ডেশান না হয়, রিপোর্টও না হয় তাহলে সামথিং হী হ্যাজ ডান। তিনি একটা ডিউটি করেছেন এবং সেই ডিউটি যদি তিনি করে থাকেন তাহলে কি করেছেন সেটাই আমার প্রশ্ন।

শ্রী এস, এল, সিংহ—In the main question it is not asked. It is a definite question of recomendation. Now he has altered the question.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—ইরেডিকে একটা ডিউটি দেওয়া হয়েছিল। তাকে কি ডিউটি দেওয়া হয়েছিল আমি তার কল্যারিফিকেশন চাইতে পারি।

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে সাপ্লিমেণ্টারী ভেরী করে ফ্রম দি মেন্ কোয়েশ্চান। মেন্ কোয়েশ্চান যদি রং হয় তাহলে এর উপর সাপ্লিমেণ্টারী হতে পারে কিনা ?

Mr Speaker—It may be wrong according to your interpretation.

Shri S. L. Singh—It is upto you.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন তিনি যে নোট দিয়েছেন সেই নোটের মধ্যে কি কি আছে ?

Mr. Speaker--He has already replied the question.

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—নোটগুলির মধ্যে কি আছে সেটা জানতে চাই।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—ফাইলে নোট আছে, সেটা জানানো সম্ভব নয়।

Mr. Speaker—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan—Question No. 332.

Shri S, L. Singh—Mr. Speaker, Sir, Question No. 332.

QUESTION	ANSWER
১। ইহা কি সত্য যে ছামনু টি, ডি, ব্লকের টি, সি, পি, সি, টি, এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ?	১। না।
২। যদি সত্য হয়, ইহার কারণ ?	২। প্রশ্ন উঠে না।

One Training-cum-Production Centre on weaving under Tribal Welfare Scheme was run at Chailengta under Chamanu T. D. Block for one and half years during 1965-66 and 1966-67. 16 Nos. tribal trainees were imparted training. Due to non-availability of sufficient number of trainees the centre was subsequently shifted to Vitar Mainama which was a more compact tribal area as per proposal of the B. D. O , Chamanu T. D. Block and with the approval of the Government. 15 trainees completed training in the centre at Vitar Mainama in the month of October, '68. Arrangement for giving work to the ex-trainees on piece rate basis in the centre is being made. It is also proposed to start training of another batch of 15 trainees in the centre and the proposal is under consideration of the Government. The particulars are as follows :—

1. Staff pattern.

Instructor--1. in the scale of Rs. 175-7-238-E.B—7-245-8-293/-

Skilled Worker—2 in the scale of Rs. 65-1-85/-.

2. Budget provision & Expenditure.

Year.	Budget provision	Expenditure
1965—66	Rs. 5,960.00	Rs. 1,100 00 Centre started at the very fag end of the year.
1966—67	Rs. 13,300 00	Rs 6,129.00
1967—68	Rs. 7,700.00	Rs 4,928 00

Training of 16 persons in another two training centres on weaving one at Dhumacherra and the other at Nelcharra under Chamanu T. D. Block is continuing. These training centres have been started under the programme of Rural Arts, Crafts & Industries of the Block.

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—এই টি, সি, পি, সি, সেণ্টারগুলি কি কেবল মাত্র ট্রাইবেলদের জন্যই রিজার্ভ রাখা হয় কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—তা কেবলমাত্র ট্রাইবেলদের জন্যই রিজার্ভ রাখা হয়। যদি সেখানে অন্য স্কিল্‌ড লেবারার পাওয়া যায় তাদিগকে নেওয়া হয়। তবে ট্রাইবেলদের ফার্স্ট প্রেফারেন্স দেওয়া হয়।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—এই খরচটা কোন হেড থেকে করা হয় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—কিছুটা ট্রাইবেল হেড থেকেও সাপলিমেণ্ট করা হয়, অন্যান্য জেনারেল হেড থেকেও সাপলিমেণ্ট করা হয়।

Mr. Speaker—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch Deb Rankhal—Question No. 434.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, question No. 434

QUESTION	ANSWER
১। ইহা কি সত্য যে অমরপুরের জনসাধারণ একটি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য সরকারের নিকট বহুবার আবেদন করিয়াছেন ?	১। হ্যাঁ।
২। যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে অমরপুরে উক্ত বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন কি ?	২। হ্যাঁ।
৩। প্রয়োজন অনুভব করিয়া থাকিলে কবে স্থাপন করা হইবে ?	৩। বর্তমান শিক্ষাবর্ষ হইতে অমরপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুল সিনিয়ার বেসিক স্কুলে (কেবল মেয়েদের জন্য) উন্নীত করা হইয়াছে। এই স্কুলটিকে উপযুক্ত সময়ে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে।

Mr. Speaker—Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr Majumder—Question No. 373

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, Question No. 373

QUESTION	ANSWER
(ক) খয়েরপুর পল্লীমঙ্গল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি অন্যত্র সরানো হইবে বলিয়া যে জনশ্রুতি শুনা যায় ইহা সম্পর্কে শিক্ষা বিভাগের মতামত কি ?	(ক) স্কুলটি অন্যত্র সরানোর প্রস্তাব আছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—অন্যত্র সরানোর কি কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—এটা বর্ষায় জলের নীচে চলে যায়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—বর্ষায় যাতে জলের নীচে যেতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—এটা সম্ভব নয়। তার চেয়ে এক কিলোমিটার দূরে স্যুটেবল সাইট দেখা হচ্ছে।

Mr. Speaker—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma—Qnestion No. 225.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, question No. 225.

QUESTION	ANSWER
১। ত্রিপুরা সরকার কি রামঠাকুর কলেজ, higher Secondary স্কুল for boys, higher secondary school for girls এবং primary school এর পরিচালনা ভার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।	১। হ্যাঁ

QUESTION	ANSWER
২। যদি সিদ্ধান্ত লইয়া থাকেন, তবে উহার কারণ;	২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালক মণ্ডলী সমূহের অনুরোধে।
৩। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য কোন Ad-hoc কমিটি গঠিত হইয়া থাকিলে তাহাদের সদস্যদের নাম;	৩। এড্-হক কমিটির সদস্যদের নাম। ১) শ্রীঅমরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সভাপতি ২) শ্রীজ্ঞানদা কিশোর রায় সদস্য, ও ৩) শ্রীপ্রিয়গোপাল দত্ত সম্পাদক।
৪। ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া কলেজটির পরিচালনা ভারও সরকারের হাতে দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে, যদি সত্য হয় তাহার কারণ ও ঐ সম্পর্কে সরকারী মনোভাব কি?	(৪) হ্যাঁ, কলেজ পরিচালনা সমিতির বহুবিধ ব্যাপারে ক্রমবর্দ্ধমান অসুবিধা, বিষয়টি পরীক্ষাধীন আছে।

Mr. Speaker—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma—Mr. Speaker, Sir, question No. 384.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No, 384.

QUESTION	ANSWER
১। কুমারঘাটে সুতাকল সংস্থাপনের কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে?	১। কুমারঘাটে সুতাকল বসানোর কোন প্রস্তাব নাই।
২। যদি অগ্রসর না হইয়া থাকে তাহার কারণ?	২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, ইহা কি সত্য যে আগরতলা শহরের একজন বড় সুতা ব্যবসায়ী কুমারঘাটে একটা সুতার কল সংস্থাপনের জন্য আবেদন করেছিল কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩৭।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩৭ স্যার।

QUESTION	ANSWER
১। ইহা কি সত্য যে ছামনু টি, ডি, ব্লকের মধ্যে ময়নামা সিনিয়র বেসিক স্কুলের কাছে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে প্রাইভেট হাই স্কুল এই বৎসর খোলা হয়েছে ?	১। না।
২। যদি সত্য হয় তবে উক্ত স্কুলকে সরকারী মঞ্জুরী দেওয়ার বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত কি ?	২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ছামনু সিনিয়ার বেসিক স্কুলের কাছে, পাবলিক থেকে একটা জুনিয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল খুলতে চেয়েছিল কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—ক্লাশ নাইন খুলতে চেয়েছিল, স্কুল ইন্‌পেক্টার সেটা নিষেধ করে দিয়েছেন।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—স্কুল খোলার আদেশ না দেওয়ার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—উইদ আউট এ্যাপ্রুভেল অব দি কম্পিটেন্ট অথরিটি খুলার চেষ্টা করলে সেটা না করা হয়েছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, ছামনু টি, ডি, ব্লকে প্রাইভেট স্কুল ছাড়া আর কোন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল নেই ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—আমাদের কাছে যদি আবেদন আসে, তাহলে পরীক্ষা করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৭।

শ্রী এস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৭ স্যার।

QUESTION	ANSWER
(ক) বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় লোক সংখ্যা অনুপাতে literate লোকের হার কত ?	(ক) ১৯৬১ সনের আদমসুমারী অনুযায়ী ত্রিপুরার লোক সংখ্যা অনুপাতে literate লোকের হার ২০·২ %
(খ) সর্ব্ব ভারতীয় হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে কি ?	(খ) ১৯৬১ সনের আদমসুমারী অনুয়ায়ী সর্ব্বভারতীয় শিক্ষিতের হার ২৮·৩ %

শ্রীশ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে আমাদের ত্রিপুরাতে শিক্ষিতের পারসেন্টেজ কম, সেই দিক থেকে সর্ব্ব ভারতীয় ভিত্তির সংগে সামঞ্জস্য রাখার জন্য কি চেষ্টা করা হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—সেইজন্যই স্কুল কলেজ খোলা হচ্ছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—কাহাদের শিক্ষিত বলে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—এখানে লিটারেট বলা হয়েছে ২০·২ শতকরা + নট শিক্ষিত।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—লিটারেটের সত্যকার বাংলা অর্থ কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—লিটারেট মীন্‌স অভিজ্ঞতা।

মিঃ স্পীকার—Any body interested to the question of Shri Naresh Roy ?

Shri Jatindra Kr. Majumder—Yes sir, question No. 364.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Question No. 364 Sir.

QUESTION	ANSWER
১। সুখময় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গৃহটি বিল্ডিং করার (আগামী আর্থিক বৎসরে (১৯৬৯—৭০) কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?	১। হ্যাঁ।
২। থাকিয়া থাকিলে কখন হইতে এই কার্য্য আরম্ভ করা হইবে ?	২। নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করার পর।

Mr. Speaker—Shri Jatindra Kr. Majumdar.

Shri Jatindra Kr. Majumdar—Question No. 436 Sir.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Question No. 436 Sir.

QUESTION

(1) Whether there is any Departmental Promotion Committee in the Education Directorate of Tripura ?

(2) If so, who are the members of the Committee ?

(3) When the Committee was formed (date to be mentioned) ?

ANSWER

(1) Yes.

(2) Ex-Officio Secretary and Director of Education, Tripura. Addl. Director of Education, Tripura. Principal, M. B. B, College, Agartala. Principal, Engineering College.

(3) The Committee was formed on 7-2-66.

Mr. Speaker—any body interested to the question of Shri Bajuban Riyan ?

Shri Debendra Kr. Choudhury—Question No. 401 Sir.

Shri S. L. Singh—Question No. 401 Sir.

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে সরকারী উদ্যোগে ত্রিপুরাতে রেশম শিল্প প্রসারের পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে ও ত্রিপুরার গ্রামবাসীরা উৎসাহের সহিত রেশমগুলি উৎপাদন করিতেছেন।

ANSWER

১। হ্যাঁ।

QUESTION	ANSWER
২। যদি সত্য হয়, উৎপাদনের রেশমগুলি বিক্রয়ের জন্য সরকারী ব্যবস্থা আছে কি?	২। সরকারী সাহায্যে বিশ্রামগঞ্জ আদিবাসী তন্তুবায় সমবায় সমিতির মাধ্যমে রেশমগুলি ক্রয় ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
৩। থাকিলে ১৯৬৮ ইং সনের নভেম্বরের পর উৎপাদকরা বিক্রয় করিতে পারিয়াছিল কি?	৩। না।

Shri Jatindra Kr. Majumder—রেশম গুটি বিক্রয়ের জন্য বিশ্রামগঞ্জ আদিবাসী মহিলা সমিতি তারা কেনেন বলছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। গেল বছর অর্থাৎ ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ এরা কিনেছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

Shri S. L. Singh—Particulars of Production, purchase and sale are given below :—

Production	1967-68	2000 kg.
,,	1968-69	2100 kg.
Purchase	1967-68	226 kg.
Sale	,,	226 kg,

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—সরকারী উদ্যোগে এই রেশমগুলি যারা উৎপাদন করছেন তাদের থেকে সরাসরি কেনার কোন পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টা আছে কি?

শ্রী এস. এল. সিংহ—বর্তমানে নেই।

Mr. Speaker—Any body interested to the question of Shri Nishi Kanta Sarkar ?

Shri Rajkumar Kamaljit Singh—Question No. 410 Sir.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Question No. 410 Sir.

QUESTION	ANSWER
উদয়পুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে craft shed and craft teacher আছে কিনা ?	এই নামীয় কোন স্কুল সরকারের গোচরে নাই।

Mr. Speaker—There are two unstarred question to-day. The Minister may lay on the table of the House the reply of the Unstarred questions.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৯তে আমার একটা কাট্ মোশান আছে, সেটাই হচ্ছে জল সেচের অর্থ বরাদ্দের সল্পতা সম্পর্কে। সেটা রাখার কারণ হল যদি আমরা ত্রিপুরারাজ্যকে কৃষিবক্ষেত্রে উন্নত করতে চাই তাহলে আমাদের এই জলসেচের উপর সর্বচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু বিগত দিনে আমরা দেখেছি যে এই জল সেচ ব্যবস্থার সম্পর্কে অনেক সময়ে সরকার অনেক পরিকল্পনা করেছেন, কিন্তু কার্য্যতঃ আজ পর্য্যন্ত সেগুলি সফলতা লাভ করেনি। আমরা আরও দেখেছি যে যদিও কোথাও সাধারণ একটা ছোটখাটো ছড়ার মধ্যে বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়, কিন্তু একবছরের মধ্যে সেটা করে উঠা সম্ভব হয়নি। এই কয়েকদিন আগে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম ঐ সর্ব্ব ছড়াতে বাঁধ দেওয়ার ব্যাপারে, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়, সেটার উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে সেখানে কাজ চলছে। আমি একটা জিনিষ প্রত্যক্ষ করেছি যে সেখানে গত ১ বছর যাবত বাঁধের কাজ চলছে কিন্তু সেটা এখনও শেষ করা হচ্ছে না এবং আমি বুঝতে পারি না যে সেটা কি একটা অনির্দিষ্ট কালের জন্যই হতে থাকবে কিনা। সেখানে যারা কৃষক, ইতিমধ্যে তাদের একটা দাবী সরকারের কাছে পেশ করেছেন যে এই বাঁধ যদি আমরা না করতে পারি, তাহলে সরকার যেন সেটার কাজ খুব তাড়াতাড়ি শেষ করেন। তা না হলে পরে সেখানকার কৃষকেরা তাদের জমিতে যে ফসল পাবার কথা সেটাও তারা পাবে না। এই সব ছাড়াও আমি আরও উল্লেখ করতে চাই যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আরও অনেক বড় বড় নদী আছে যেগুলির দ্বারা অর্থাৎ বন্যা হলে পরে সেই নদীর জলে তার আসে পাশের কৃষকদের যে সমস্ত

জমি আছে সেগুলির ফসল নষ্ট করে দেয়। কাজেই সেই সব নদীর বন্যা রোধ করার মত সরকারের কোন ব্যবস্থা নেই। কারণ আমরা দেখেছি কৈলাসহরের ছত্তরমিয়ার হাওয়াদের অবস্থা। সেখানে গতবারের বন্যাতে জমিগুলির যে ফসল ছিল সেগুলিকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সেই হাওয়ারের জমি থেকে কোন বছরই ফসল পাওয়া যাচ্ছেনা। সেখানে হয়তো খরা, না হয় বন্যার জলে বছরের পর বছর ফসলগুলি নষ্ট করে দেয়। জানি না সরকার থেকে এর জন্য কোন কার্যাকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা। অথচ আমরা দেখি যে প্রত্যেক বছরই সরকার এই নদীগুলিতে বন্যা রোধ করার জন্য কিছু না কিছু টাকা মঞ্জুর করে থাকেন। সেই মঞ্জুরী টাকা কিভাবে খরচ করা হয় তাও আমরা বুঝতে পারি না। মনে হয় সেগুলি ঠিকঠিকভাবে ব্যয় করা হচ্ছে না, একটা না একটা সন্দেহ সেখানে থাকবেই। কেননা যদি সেই টাকা ঠিকঠিকভাবে খরচ করা হত তাহলে নিশ্চয় সেখানকার কৃষকেরা তাদের সুবিধা মত তাদের জমিতে জল পেত বা বন্যার সময়ে তার জলে জমির ফসল যেভাবে নষ্ট হয় সেটা থেকে তারা তাদের ফসলকে রক্ষা করতে পারত। আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা হচ্ছে মাননীয় সদস্য নিশি বাবু এখানে অনেক বড় বড় কথা বলছেন কিন্তু কাজের বেলায় তিনি কিছু করছেন কিনা অন্ততঃ আমার জানা নেই। আমি জানি যে উদয়পুরে একটা বেশ বড় জলা আছে, সেখানে ২০০ পরিবারের জমিতে জল সেচের দরকার, সেখানে একটা স্লুইচ গেটও আছে, অথচ সেটার দ্বারা সেখানে কোন জল সেচের ব্যবস্থা হচ্চে না। সেই ব্যবস্থাটা যদি সেখানে করে দেওয়া যেত তাহলে সেখানকার যারা কৃষক তাদের জমি থেকে তারা অনেক ভাল ফসল পেত। এছাড়া শান্তিনগর এবং সোনাইছড়ি প্রভৃতি জায়গাতেও যদি কোন রকমে একটা কি দুইটা অন্ততঃ নালা কেটে দেওয়া হত, তাহলে সেখানকার কৃষকেরা তাদের জমি থেকে ভাল ফসল পেত। এই রকম বহু জমিতেই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে জল সেচের অভাব আছে। যেমন বলতে পারি খোয়াই এর আশারাম বাড়ীতে জলের কোন ব্যবস্থা নেই, মাঠগুলি যেন শুকনো হয়ে পড়ে আছে, সেখানে এই জলের অভাবে জমি থেকে কোন ফসল পাওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। আর একটা দুঃখের কথা সেখানে নাকি আজকাল বিশেষ করে গ্রীষ্মের সময়ে খাওয়ার জল পাওয়া যায় না। কিন্তু সরকার থেকে শুধু পরিকল্পনার কথাই বলা হচ্ছে, কাজগুলি আর হচ্ছে না। কাজেই সেদিক থেকে তারা যে বাজেটে টাকার অংকটা রেখেছেন সেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম, এই কারণে আমি বলছি যে এই টাকাটা আরো বাড়ানো দরকার। এবং আমাদের যে জল সেচ এবং বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা আছে, সেগুলি যাতে ঠিকঠিকভাবে রূপায়িত হয় তার দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। কিন্তু সেখানে একটা কথা আছে যে চোরের মায়ের বড় গলা, গল্পবাজি করাই তাদের সার, জনসাধারণের জন্য একটু আধটু কাজ করা দরকার সেদিকে তাদের কোন নজর নেই। তারপরে যে সমস্ত নদীর ভাঙ্গন আছে সেগুলিকে আরও শক্ত এবং মজবুত করার জন্য আরো বেশী টাকা বরাদ্দ করা উচিত ছিল। কারণ এই নদীর ভাঙ্গনের ফলে বহু শহর যেমন খোয়াই শহর অঞ্চলে যে

পাকিস্তানী বর্ডার আছে, তাতে অনেকগুলি ভারতীয় জমি নদীর ভাঙ্গনের ফলে পাকিস্থানের দিকে চলে যাচ্ছে আর সেখানে আমাদের দিকে যে একটা রাস্তা আছে সেটা যদি এখনই মেরামত করা না হয় তাহলে সেটাও আবার বন্যার জলে নদীতে চলে যাবে। কাজেই এই রাস্তাটা যাতে ঠিকঠিকভাবে থাকে তার জন্য করণীয় সমস্ত কাজকর্ম এখন থেকে হাতে নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি এবং যদি তার জন্য টাকার দরকার হয়, তাহলে এই বাজেটের মধ্যে আরও টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে শুধু খোয়াই নয়, প্রত্যেক বারই আমরা দেখি যে কমলপুর, ধর্মনগর, কৈলাশহর এবং সোনাইমুড়ীতে বর্ষাকালে জলে সেই সব এলাকার জমির সমস্ত ফসল নষ্ট করে দেয়, তারা তাদের জমি থেকে কোন ফসলই তুলতে পারে না। কাজেই এই সব দিকে চিন্তা করে আমাদের বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে তাতে সবগুলির কাজ করে সংকুলান হবে বলে আমার মনে হয়না। কাজেই আমি যে কাজগুলির কথা বললাম সেগুলি যাতে বাস্তবে রূপায়িত হয় তার আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্ট নাম্বার ৩৯—ক্যাপিট্যাল আউটলে অন ইরিগেশন, নেভিগেশন, ড্রেনেজ ওয়ার্কস। এই খাতে ১৯৬৯—৭০ সালের জন্য ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। টাকার অংক হিসাবে যদি দেখি তাহলে খুব কম বলা যায় না। আমার এখানে কাট মোশনটা হচ্ছে "আগরতলা সহ বিভিন্ন সহর ও গ্রামকে বন্যার হাত হইতে রক্ষার কাজে ব্যর্থতা সম্পর্কে এবং জল নিষ্কাষণের কাজে ব্যর্থতা।" এই যে আগরতলা সহরটা, যখন প্রতিবৎসরেই বন্যা আসে, এই বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বর্তমানে যে বাঁধটা আছে সেটা খুব মজবুত নয় এবং বন্যা প্রতিরোধ করার পক্ষে সেটা যথেষ্ট মজবুত নহে। গতবার যখন বন্যা হয় তখন এই বাঁধ সামান্যের জন্য রক্ষা পায়। কারণ শহরের যুবকরা দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেটা রক্ষা করে। কিন্তু আমরা দেখছি যখন বিপদসীমা অতিক্রম করার দিকে তখনও সরকার পক্ষ থেকে এই বাঁধটা রক্ষার জন্য কোন উৎসাহ দেখা যায় নি। যখন শহরের যুবকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাঁধটা রক্ষার জন্য এগিয়ে গেল তখন সরকারপক্ষ বাঁধের দিকে এগিয়ে গেলেন। এই আগরতলা শহর হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী অর্থাৎ ত্রিপুরার প্রাণকেন্দ্র। এই শহরটা যদি রক্ষা করা না যায় তাহলে শহরবাসী লোকের জীবন, ধন, সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে। সেজন্য এটাকে আরও শক্ত করা দরকার। তা না হলে মানুষের জীবন, সম্পত্তি কিছুই রক্ষা পাবে না। শুধু আগরতলা শহরই নয়, খোয়াই শহরেরও একই অবস্থা। খোয়াইয়ে প্রতি বৎসর বন্যায় শহরের লোকের ধনপ্রাণ এবং ফসল নষ্ট হয়। সেটা রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা আমরা দেখি না। কমলপুর শহর এবং সোনামুড়া শহর, বলতে গেলে ত্রিপুরার সমস্ত সাবডিভিশন্যাল শহরগুলিই প্রতি বৎসর বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কিন্তু তাকে

রক্ষার জন্য কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে সরকার এগিয়ে আসছেন না। আজকে যদি গ্রামের দিকে তাকিয়ে দেখি তাহলেও একই অবস্থা। যেমন খয়েরপুর এলাকা প্রতি বৎসর বন্যার জলে ভেসে যায়। সেখানে যে পল্লীমঙ্গল উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে সেখানে যখন বন্যা আসে তখন সেই স্কুলের অর্দ্ধেকটা ডুবে যায়। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা হয় না, স্কুল বন্ধ থাকে। দুর্গাচৌধুরীপাড়ার দক্ষিণাঞ্চলে বিরাট মাঠ জলে ডুবে যায়। সেখানে অনেক ফসল নষ্ট হয়। তাকে রক্ষার কোন উপায় নাই। সাব্রুমের ছোটখিল মাঠে বন্যায় প্রতি বৎসর ফসল নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সেখানে ফেনী নদীর উপর যদি বাঁধ দেওয়া যায় তাহলে সেই মাঠটাকে রক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হচ্ছে না। আমরা দেখছি প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা এই খাতে রাখা হয়। কিন্তু এই টাকা যে কি ভাবে খরচ হয় সেটা বোঝা যায় না। যদি ঠিক ঠিক ভাবে এই টাকা খরচ হত তাহলে মানুষের ধন, সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হতো। আর রামনগরে, রঞ্জিতনগরে যে মাঠ সেখানেও বন্যার জলে প্রতি বৎসর ফসল নষ্ট হয়। রাজনগরে যে বাঁধটা আছে পাকিস্তান বাঁধ দেওয়াতে সেই বাঁধটা আর কোন কাজে আসছে না। সেখানে জল নিকাশের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। সে জন্য পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের সংঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত যাতে এখানকার জল সরে যায়। ত্রিপুরার নদীগুলি অত্যন্ত খরস্রোতা। যখন বন্যার জল আসে তখন তাকে ধরে রাখার ক্ষমতা নাই। এখানে যদি হাইড্রেল স্কীম চালু করা যায় তা হলে জল ধরে রাখা সম্ভব হবে। একবার এই রকম একটা স্কীম করা হবে বলে শুনেছিলাম। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন টাকা বাজেটে দেখছি না। সরকারের এই ব্যর্থতার জন্য বন্যা খাতে যে টাকা রাখা হয়েছে আমি তার বিরোধিতা করছি এবং আমি যে কাটমোশন রেখেছি তার সমর্থন করছি। যদি সময় মত প্রতিরোধ করতে হয় তা হলে সরকারকে আরও দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং বন্যা প্রতিরোধের জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা চাইতে হবে। তা না হলে বন্যা প্রতিরোধ করা যাবে না, মানুষের ধন সম্পত্তি রক্ষা করা যাবে না এবং প্রতি বৎসর আমাদের যে খাদ্যের ঘাটতি হচ্ছে তাও পূরণ করা যাবে না। প্রতি বৎসরেই আমরা খাদ্যের ঘাটতি দেখি। কিন্তু এই খাদ্যের ঘাটতি যে কি করে পূরণ করা হবে তা বুঝতে পারছি না। প্রতি বৎসর জলের নীচে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। অথচ এই ফসল রক্ষার ক্ষেত্রে আজকে আমরা কোন প্রতিকার দেখি না। কাজেই এই গ্রামগুলিকে, মাঠগুলিকে যাতে রক্ষা করা যায় তার জন্য আরও অধিক অর্থ বরাদ্দ করা উচিত ছিল। কিন্তু এখানে বিভিন্ন খাতে মাত্র ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। দেশের উন্নতি, অগ্রগতি যদি আমরা চাই, তা হলে বন্যার হাত থেকে ধন সম্পত্তি রক্ষার জন্য এবং ফসল রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। তা না হলে উন্নতি হবে না। কাজেই এই ক্ষেত্রে আমি এই ডিমাণ্ডটিকে সমর্থন করতে পারছি না। আমার আর একটা কাটমোশন হচ্ছে, "নদী ভাংগন

প্রতিরোধে অর্থ বরাদ্দের অপার্য্যাপ্ততা"। এই যে ত্রিপুরার হাওড়া নদী, যখন প্রতি বৎসর বন্যা আসে, তখন নদীর দুই পাড় ভাংতে শুরু করে। ভাংগার ফলে মানুষের বাড়ীঘর, ফসল সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যেমন উদাহরণস্বরূপ জিরাণীয়া বাজার। সেটা আজকে নদীগর্ভে যাওয়ার পথে এবং কয়েকটা পরিবার সম্পূর্ণ বিপন্ন। এটা প্রতিরোধ যাতে করা যায় সে জন্য জিরাণীয়ার জনসাধারণের পক্ষ থেকে বহুবার দরখাস্ত এবং আবেদন নিবেদন করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা করা যায়নি। শুধু বাজার নয় জিরাণীয়াতে যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে, সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রও আজকে নদীগর্ভে যাওয়ার পথে। সেটাকে যদি বর্ষা আসার আগেই রক্ষা করা না যায় তা হলে এই হসপিটাল অদূর ভবিষ্যতে নদীগর্ভে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আরও একটি উদাহরণ স্বরূপ আমি বলছি এই যে খয়েরপুর মাঠ এবং চন্দ্রপুরের মাঠ প্রতি বৎসর বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়, এমন কি গাড়ীঘোড়া চলাচল পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। এইটা অন্ততঃ যদি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা না যায়, তাহলে পরে খয়েরপুর এবং চন্দ্রপুরের মাঠের কৃষকদের ফসল রক্ষা করা যাবে না। তারপর এই যে চিচিমাছড়া যেখানে বাজকলা বাজার থেকে আরম্ভ করে মুহুরীপুর পর্য্যন্ত চলে এসেছে। এই চিচিমাছড়ার দুইপাশে গত বছর প্রায় কয়েক শত একর জমি সম্পূর্ণ বালির নীচে পড়ে যায়। তার বছরখানেক আগে দশরাম বাড়ীর কাছে বাধ দেওয়া হয়েছিল। সেই বাঁধ কাচ্চা বাধ, সেই বাধ বন্যা রোধের পক্ষে অসমর্থ, তার দ্বারা ঐ এলাকার কৃষকদের ফসল বা জমি রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আজকে সেখানকার কৃষকদের কি অবস্থা? তারা আজকে চরম দুর্দ্দশার সম্মুখীন। তাদের যে সামান্য জমি ছিল, সমস্ত কিছু আজকে বালির নীচে চলে যাওয়ার ফলে আজকে অনেকের বাঁচার কোন ব্যবস্থা নেই। সরকারের কাছে তারা অনেক আবেদন নিবেদন করেছে এর প্রতিকারের জন্য, এবং সাহায্যের জন্য কিন্তু কোনরকম সাহায্য তাদের দেওয়া হয়নি। তারপর এই যে বুড়িগাঙ, জম্পুই বাজার থেকে আরম্ভ করে বিশালগড় পর্য্যন্ত এই নদীর দুইপাশে ভাঙ্গন আরম্ভ হয়েছে, ফলে কৃষকদের জমির ফসল এমন কি তাদের ঘরবাড়ী পর্য্যন্ত নদীর নীচে চলে যাচ্ছে। তাকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই এই সমস্ত নদীগুলি যেভাবে ভাঙতে আরম্ভ করেছে, সেগুলি প্রতিরোধ যদি না করা যায় তাহলে পরে অদূর ভবিষ্যতে এই নদীর আশে পাশে বাস করা বা ফসল করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না, তাদের ঐ সমস্ত অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে হবে। শুধু চিচিমাছড়া, হাওড়া নদী নয়, খোয়াই নদী, মনু নদী, সমস্ত নদীগুলির অবস্থা একই দেখি, কিন্তু তার প্রতিকারের ব্যবস্থা আমাদের করতে যদি হয় তবে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কাজ করিতে হবে। আমরা জানি আজকে বিজ্ঞানের যুগ। এই বৈজ্ঞানিক প্রথায় ভারতবর্ষের বাইরে অন্যান্য দেশে নদীর বন্যা প্রতি-রোধ করা সম্ভব হচ্ছে, ত্রিপুরারও এই যে ছোট্ট ছোট্ট নদী, ছড়া, সেটাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে

আমি মনে করি। কিভাবে? এই নদীগুলি সাধারণতঃ আঁকাবাঁকা। এইগুলিকে যদি সোজা করা যায়, তাহলে এই নদীগুলির ভাংগনের ফলে যে জমির ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেটাকে প্রতিরোধ করা যাবে। আমরা জানি যে চীনের যে হোয়াংহো নদী, যেটাকে চীনে চীনের দুঃখ বলে জনসাধারণ জানত, যার ভাংগনের ফলে চীনে একটা দুঃখের করাল ছায়া নামত, সেই নদীকেও আজকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাংগনের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে এবং জনসাধারণকে দুঃখ দুর্দশা থেকে রক্ষা করা হয়েছে। সেটার তুলনায়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের নদী কিছুই নয়, কাজেই ত্রিপুরার নদীগুলির বন্যা যদি প্রতিরোধ করা যায়, তাহলে ত্রিপুরার যে কৃষক, প্রতি বৎসর এই বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেটাকে রক্ষা করা সম্ভব। কাজেই আমি এই হাউসের কাছে এই কথাই বলতে চাই যে এই সমস্ত বন্যার ভাংগন যে প্রতি বৎসর সহর এবং গ্রামগুলি ভাসিয়ে নিয়ে যায়, বন্যা হলে পরে যে সহরবাসীর মনে একটা আতংকের সৃষ্টি হয়, এবং তারা একটা অনিশ্চয়তার উপর বাস করতে থাকে, তাদের ধন সম্পত্তি রক্ষা পাবে কি পাবে না সেটা একটা দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠে, কি হবে কি হবে না, এই রকম অস্বস্তিকর অবস্থায় তাদের দিন কাটাতে হয়। এই সমস্ত ভাংগন যদি প্রতিরোধ করতে হয়, তাহলে এই ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে কিছু হবে না, আরও বেশী টাকা বরাদ্দ করা উচিত ছিল। আমরা বৎসরের শেষে দেখতে পাব, অপর্য্যাপ্ত টাকার দরুন আমাদের যে বড় বড় পরিকল্পনার কাজ সেগুলি করা সম্ভব হবে না, এবং কিছু করার তখন আর ক্ষমতা থাকবে না কাজেই আজকে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দিতে হবে যাতে করে এই সমস্ত গ্রাম এবং সহর, সেগুলি নদীর ভাংগনে এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যে সমস্ত জমির ফসল নষ্ট হয়, সেগুলিকে রক্ষা করার জন্য আরও বেশী টাকার দাবী করতে হবে। তার জন্য সমস্ত সদস্যকে এগিয়ে আসা উচিত, আমরা বিরোধী দলের সদস্যরাও রুলিং পার্টিকে এই বিষয়ে সাহায্য করব যাতে করে কেন্দ্রকে এই টাকা দিতে বাধ্য করতে পারি। আমাদের সঠিকভাবে কাজ করতে হবে যে কার্য্য করলে পরে গ্রাম এবং সহরগুলি রক্ষা হবে, কৃষকেরই জমি রক্ষা পাবে, ফসল রক্ষা পাবে, নদীর ভাংগন প্রতিরোধ করা হবে, এর মধ্যে কোন দলীয় স্বার্থ বা রাজনীতির খেলা থাকবে না, নিজের লোককে সুযোগ সুবিধা দেওয়া যেতে না হয়, সামগ্রিক ত্রিপুরার জনসাধারণ যাতে উপকৃত হয়, এর জন্য রুলিং পার্টির নিরপেক্ষতার দৃষ্টি ভংগি নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত।

যদি এগিয়ে না আসেন, তাহলে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ উন্নতি, অগ্রগতি হবে না। কৃষক জমির ফসল রক্ষা করতে পারবে না। ত্রিপুরার খাদ্য ঘাটতি পূরণের সহায়ক হিসাবে তারা ফসল উৎপাদন করতে পারবে না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার এই কাট মোশানের মাধ্যমে আমি এই কথাটাই বলতে চাই যে ত্রিপুরার উন্নতি, অগ্রগতি হবে না, যদিনা আমরা এই নদীগুলির ভাঙ্গন প্রতিরোধ করতে পারি এবং তা করতে হলে পরে আরও বেশী বেশী টাকা প্রয়োজন এবং তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আমাদের

চাপ সৃষ্টি করা দরকার। যদি তা না করা যায়, তাহলে আমাদের এই অল্প টাকা দিয়ে ত্রিপুরার উন্নতি অগ্রগতি কিছুই করা সম্ভব হবে না। এই ক্ষেত্রে কেবল গণতন্ত্রের বুলি জনসাধারণকে শুনিয়ে কিছু হবে না, যদিনা তাদের এই বিপদের সময় সামান্যতম যে সাহায্য সেটা না করতে পারি। কৃষকদের জমি নদীগর্ভে চলে গেলে পরে তাদের কাছে গণতন্ত্রের কথা বললে তাদের পেট ভরবে না, তার জীবিকার ব্যবস্থা হবে না। শহরগুলি যে বন্যায় জলের নীচে চলে যায়, সেগুলি যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে পরে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আরও বেশী টাকা দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে আমরা এই কাজগুলি ঠিক ঠিক ভাবে করতে পারি, ত্রিপুরার উন্নতি ক্ষেত্রে কার্য্য করে যেতে পারি। কার্যক্ষেত্রে যদি দলীয় স্বার্থের খেলা করা হয় তাহলে পরে আরও বেশী টাকা দিয়েও ত্রিপুরার উন্নতি অগ্রগতির আশা করা যায় না। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের গত কয়েক বৎসরের ইতিহাস যদি দেখি তাহলে দেখব যে তিন তিনটি পরিকল্পনার মাধ্যমে অনেক টাকা পয়সা খরচ করা হয়েছে, কিন্তু কোন একটা নির্দিষ্ট এলাকার কথা বলা যাবেনা যে সেই জায়গাটা বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা গেছে। এই অবস্থা যদি বেশীদিন চলতে থাকে ত্রিপুরাবাসী নিশ্চয়ই সেটা স্বীকার করে নেবেনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বলেই আমার কাটমোশানের সপক্ষে এবং ডিমাণ্ডের বিপক্ষে বক্তব্য রেখে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত।

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৬ থেকে ৩৯ পর্য্যন্ত যে ডিম্যাণ্ড রাখা হয়েছে তার সমর্থনে, এবং বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে কাটমোশান এনেছেন তার বিপক্ষে আমি দুই একটা কথা বলা সমীচীন বলে মনে করছি। আজকে পাবলিক ওয়ার্কস'এ আমরা জানি যে ত্রিপুরার মধ্যে আগে কি ছিল এবং তিনটি পরিকল্পনার মারফত যে ত্রিপুরায় যোগাযোগের কোন রাস্তা ঘাট ছিলনা, বিল্ডিং ছিলনা, বললেই চলে, সেখানে ত্রিপুরার দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখতে পাই আজকে কত রাস্তা হয়েছে এবং স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি বিভিন্ন বিল্ডিং আজকে ত্রিপুরায় কত হয়েছে। বিরোধী দলের সদস্যরা তাদের বক্তব্যে কাটমোশানে সমর্থনের বলতে গিয়ে, কালকে একজন সদস্য একজন অফিসারের নামে কুৎসা প্রচার করেছেন, এটা তাদের স্বভাব সুলভ ধর্ম, একজন অফিসার নাকি গাড়ী কিনেছেন, এতে তাদের গাত্রদাহ হয়েছে, এটা স্বাভাবিক। এতেই তাদের চিন্তা এবং চরিত্রের প্রকাশ পেয়েছে। গাড়ী কেনাটা দোষের নয়। আমরা জানি যে সরকারী অফিসাররা গাড়ী কেনার জন্য তারা লোন নিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা আছে এবং অনেকেই হয়তো লোন নিয়ে গাড়ী কিনেছেন। তার জন্য আজকে তাদের এই বাজেটকে বিরোধীতা করতে হবে, এর পিছনে কোন যুক্তি বা আদর্শ থাকতে পারে বলে আমি মনে করিনা। তবে একটা সত্য কথা যে ত্রিপুরাতে বন্যার একটা মস্ত বড় সমস্যা। সেখানে বন্যা নিরোধের সাথে সাথে জল সেচের এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা আজকে সরকার চিন্তা করছেন। আমরা দেখতে পারছি যে একটা

বড় নদী, সেই গোমতী নদীতে হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্টের কাজ শুরু হয়েছে এবং সেই কাজ অনেক দূর হয়েছে। আমরা আশা করব যে চতুর্থ পরিকল্পনার ভিতরে এই নদীকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। সেখানে থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে এবং চাষের জন্যও কিছু জল আমরা পাব। এই যে জলবিদ্যুৎ হাইডেল এটা ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর অনেক বড় বড় পরিকল্পনা আমাদের হয়েছে, যেমন ভাক্রানাঙ্গল এবং দামোদর ইত্যাদি। বড় বড় নদীগুলিকে সেখানে নিয়ন্ত্রিত করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কাজে লাগানো হচ্ছে, এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে জলের প্রয়োজন সেগুলি রেখে বাকীগুলি আমাদের কৃষকদের প্রয়োজনে তাদের জমিতে দেওয়া হচ্ছে এবং তাতে করে আমাদের খাদ্য উৎপাদনও অনেক বেড়ে চলেছে। কিন্তু আমাদের এখানে যেসব বিরোধী দল বা সদস্য আছেন, তাদের ত্রিপুরার উন্নতি তথা ভারতবর্ষের উন্নতি চোখে পড়ে না। তারা শুধু দেখছে মস্কো আর পিকিং। অথচ এখানকার উন্নতি তাদের চোখে পড়ছে না। কারণ আজকে তাদের মানষিকতায় হয় মস্কো না হয় পিকিং আছে। কাজেই তাদের এই যে বিরোধীতা এই বিরোধীতার কোন অর্থ নেই। আজকে আমর ত্রিপুরাতে কি ছিলাম আর এখন কি হয়েছে তা দিয়ে আমাদের এখানকার উন্নতি বিচার করতে হবে। এটা সত্যি কথা যে আমাদের প্রয়োজন অনেক বেশী। আজকে গোমতীর মত অন্য যে সমস্ত বড় বড় নদী যেমন খোয়াই, মনু, ধলাই ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রিত করা একান্ত দরকার। বন্যা রোধের জন্য এবং জমিতে জল সেচের জন্য এই গুলিকে আজকে আমাদের নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আজকে সরকার হয়তো সব নদীগুলিকে এক সংগে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে না। সেখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে আজকে বিশেষ করে হাওড়া নদী, যে নদীর জলে প্রতি বছরই তার আশে পাশের অনেক জমির ফসল নষ্ট হয়, এই আগরতলা শহরকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমরা গত বছরও দেখেছি যে অনেক চেষ্টার ফলে আমাদের এই যে এক মাত্র শহর তাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল এবং তার চারদিকে যে বাঁধ আছে তাকে আরও শক্ত করার জন্য এবং মজবুত করার জন্য আমাদের পি, ডবলিউ, ডি কাজ করে যাচ্ছেন, সেই কাজ এখনও চলছে। তারা যদি সেদিকে যেতে পারতেন তাহলে নিশ্চয় সেগুলি তারা দেখতে পারতেন i এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে আজকে যে হাওড়া নদী এবং মনু নদী যে নদীর বন্যার ফলে হাজার হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে, সেগুলিকে যদি আজকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, তাহলে আমাদের হাজার হাজার টাকার প্রয়োজন, সেই কারণে এখন সেগুলি করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে হাওড়া নদীতে ; অন্যান্য যে সব নদী আছে বা ছড়া আছে সেগুলির জল আসে যখন বন্যার এই নদীর জলের সংগে মিলিত হয় তখন তার জল দুই পাশ ভাসিয়ে যে জমি আছে সেগুলির ফসল নষ্ট করে। কাজেই সেগুলিকে চেক ডাউন করা যায় কিনা সেদিকে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে মনু নদী এবং মাঝে মাঝে যে সমস্ত বড় বড় ছড়া আছে যেমন যাদু ছড়া, ধুমা ছড়া, মাছলি ছড়া, রাতা ছড়া এবং পাপিয়া ছড়া এগুলিকে যদি চেক ডাউন করা যায় তাহলে আজকে মনু নদীতে

যে জল আসে সেটার একটা অংশকে যদি আজকে রোখা যায় তার ফলে কৈলাশহর এর নিম্ন অঞ্চলে এবং মনু নদীর নিম্ন অঞ্চলে বিশেষ করে হাওড়া অঞ্চলে এবং অন্যান্য অঞ্চলে যে সমস্ত অঞ্চল প্রতি বছর কয়েকবার বন্যায় প্লাবিত হয় সেই সমস্ত প্লাবনকে যদি আমরা চেক ডাউন করতে প্যারি তাহলে একদিকে যেমন নীচু অঞ্চলের বন্যা রোধ করা যাবে ঠিক আবার অপেক্ষাকৃত উচ্চ অঞ্চলে আমরা জল সেচের ব্যবস্থা করতে পারি। সেজন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব এইগুলিকে চেক ডাউন করা যায় কিনা তা যেন পরীক্ষা করে দেখেন। তারপর যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আমাদের লাইফ লাইন যেটা সেটা একমাত্র আসাম আগরতলা রোড। সেজন্য আমি প্রস্তাব করব যে আমাদের একটা সেকেণ্ড লাইন এর বিশেষ প্রয়োজন। আমি আজকে আনন্দিত এবং খুসী কারণ সরকার সেটা করবার জন্য টেণ্ডার কল করেছেন। কৈলাশহরে এটার বড় অভাব ছিল এবং মনু নদীর পশ্চিম পাড় দিয়ে ফটিকরায় পর্যান্ত একটা রাস্তা করার জন্য এই বাজেটে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেজন্য আমি আমার এলাকার প্রত্যেকটি অধিবাসীদের পক্ষ থেকে পি.ডবলিউ, ডিকে ধন্যবাদ জানাই। আর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে এই রাস্তাটার কাজ যেন তাড়াতাড়ি শেষ করা হয়। আজকে আমাদের আর একটা বড় প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরার পূর্ব্বদিকে যেদিকে আজকে সেংক্রাক এবং মিজো'দের অহরহ আক্রমণ হয়, সেদিকে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অত্যন্ত শক্ত করা এবং তাড়াতাড়ি গড়ে তোলার প্রয়োজন। আমি জানি যে মনু থেকে মংকৈ পর্যান্ত একটা রাস্তা করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং সেই রাস্তার কাজও অনেক দুর অগ্রসর হয়েছে, আর বাকী অংশটা যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় সেজন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আর একটা রাস্তা ছামনু—মানিকপুর হয়ে রাজধর এবং বগাফা থেকে কাঞ্চনপুর রোড সে রোডের কাজ আমাদের তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার বলে আমি মনে করি। কারণ আমাদের এই সীমান্তে আজকে বলতে গেলে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নেই এর ফলে সেংক্রাকের আক্রমণ সময়মত রোধ করা সম্ভব হয় না। তার জন্যই আমি অনুরোধ করব যে এই সমস্ত রাস্তা করার পরিকল্পনা যেন তাড়াতাড়ি করা হয়। এই বলে আমি কাটমোশানের বিরোধিতা করে এবং মূল ডিমাণ্ডের সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ডগুলির জন্য যে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাটমোশান আনা হয়েছে আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পি, ডবলিউ, ডি, এর রোড্‌স এ্যাণ্ড বিল্ডিংস সম্পর্কে জেনারেল বাজেট ডিস্কাশনের সময় আমাদের মাননীয় সদস্যরা অনেক বলেছেন এবং আজকেও অনেক সদস্য বলেছেন। কাজেই খুব বেশী বলে আমি আর তার কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। তবে মূল সমস্যা যেগুলি সেই সম্পর্কে কিছু বলার দরকার আছে। আজকে আমাদের রাস্তাঘাট যেটা হয়েছে, আর বাকী যেগুলি আছে সেগুলি আস্তে আস্তে হওয়ার কারণ

সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধান করা দরকার। সেখানে অবশ্য একটা কারণ আছে, সেটা আমার যতটুকু মনে হয় অর্থের অভাব কিন্তু যে অর্থ আমাদের পি, ডব্লিউ ডির হাতে আছে, সেগুলি রাস্তাঘাট করার ব্যাপারে কি ভাবে খরচ হচ্ছে—আমার মনে হয় যে আসাম আগরতলা যে রোড, তার মেন্টেনেন্স এবং তার উপর যে এস, পি, টি, ব্রীজগুলি আছে সেখানে আর, সি, সি, কালভার্ট বা ব্রীজ করা হচ্ছে। তাতে আমাদের যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হচ্ছে। তারই জন্য মনে হয়, শুধু মনে হয় নয়, এই অনুমানটা ঠিক যে অন্যান্য রাস্তা গ্রামবাসীদের সুযোগ সুবিধার জন্য, কমিউনিকেশনের জন্য যে রাস্তাঘাট আমাদের দরকার সেগুলিকে ডেভেলাপমেণ্ট করা যাচ্ছে না। যেমন জিরাণীয়া ব্লক, আমি বলতে পারি সেখানে কত বৎসর পর্যন্ত একটিও রাস্তা হচ্ছে না। পি, ডবলিউ, ডি, এর রাস্তা আছে, সেটাই ২/৩ বৎসর পর পর মেরামত করা হচ্ছে। যেগুলি ব্লক করতে পারে সেগুলিও ব্লক এখন করছে না। কারণ ব্লক টাকা পাচ্ছে না। তাদের বাজেটে টাকা রাখা হয় না। পি, ডবলিউ, ডি,ও করছে না। পি, ডবলিউ, ডি, এর টেক আপ করতে অসুবিধা আছে। বুঝি যে টেক আপ করলেই অর্থের প্রয়োজন হবে। তাই মূল সমস্যা হচ্ছে যাতে আসাম আগরতলা রাস্তার জন্য টাকা কম খরচ করতে পারি কিনা সেটা আমাদের দেখতে হবে। তার জন্য কি ব্যবস্থা আছে সেটাই দেখতে হবে। আসাম—আগরতলা রাস্তাটাকে আমরা যদি ন্যাশন্যাল হাইওয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের ত্রিপুরার বাজেট থেকে যে অর্থ ব্যয় হবে সেটা গ্রামীন জনগণের উন্নতি, তাদের যোগাযোগের ব্যবস্থা এবং সেগুলি যাতে করে ত্বরান্বিত ভাবে করা হয়, ইমপ্লিমেণ্টেশান হয় তারই জন্য আমরা হাত দিতে পারব। আজকে রাস্তাটাকে আমাদের ন্যাশন্যাল হাইওয়ে করা প্রয়োজন এবং সে জন্য আমাদের সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের কাছে লিখা উচিত। কারণ আমাদের গ্রামীন জনসাধারণের সংগে জড়িত আছে এই প্রশ্নটি। যে টাকাটা আমাদের এই আসাম—আগরতলা রোডকে মেণ্টেন করতে চলে যাচ্ছে ন্যাশন্যাল হাইওয়ে করলে আমরা সেটা রাখতে পারতাম এবং খরচ করতে পারতাম গ্রামীন জনসাধারণের প্রয়োজনে। সেজন্য আমি আজকে এই হাউসের মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই বিষয়ের প্রতি এবং এই মূল প্রশ্নটা সম্পর্কে চিন্তা করতে আমি সকলকে বলছি। ব্লক বাজেটে কমিউনিকেশন খাতে যে টাকা আছে সেটা অত্যন্ত কম। মাত্র ৬,০০০ টাকা। একটা ব্রিজ যদি করতে হয় তাহলে ৯ হাজার, ১০ হাজার টাকা লাগে। তাতে রাস্তাঘাট কি করে হবে? একটা হিউম পাইপ দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। একটা হিউম পাইপ বসাতে গেলে ১১০০/১২০০ টাকা লেগে যায়। তারই জন্য আমার সাজেশান আছে, যে রাস্তা দিয়ে আমাদের বহির্জগতের সংগে যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হয় সেটাকে যদি ন্যাশন্যাল হাইওয়ে করা হয় তাহলে আমরা একটা সমস্যার সমাধান করতে পারব বলে মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্যান্য বিষয়ে যেগুলি বিরোধী সদস্যরা এনেছেন সেগুলির আমি উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করি না। তারা চেঁচামেচি অনেক করে থাকেন

প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে। তাদের গলা ফাটিয়ে বললেও তারা শুনবেন না। যেমন আমি বলেছিলাম পরশু দিন, এত জোরে বলেছি যে মাইক ফেটে যাবে। তবু মাননীয় সদস্যদের কর্ণ কুহরে গিয়ে মরমে পৌঁছলো না এবং তাদের হৃদয় আকুল করে তুললো না। তাদের বক্তৃতায় কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশান নাই। তারা যা বলেন সেটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই বলে থাকেন। সে সমস্ত কথার উত্তর দেওয়ার আমি প্রয়োজন মনে করি না। আমার একটা কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে আমাদের জিরাণীয়া ব্লকের কথা বলছি, সেখানে ১২/১৩টা রাস্তা আছে। কিন্তু সেখানে কিছুই হচ্ছে না। এক টুকরা মাটিও সেখানে ফেলার কোন ব্যবস্থা নাই। আমাদের আসাম—আগরতলা রাস্তা থেকে আরুল-বাঁচাই হয়ে যে রাস্তা আছে একটা রাস্তা মাঝে মাঝে মেনটেনেন্স করা হয়। জনসাধারণ যে সেণ্টারে গিয়ে ধান দিয়ে আসবে, দেওয়ার কোন উপায় নাই। মাথায় করে এনে দিতে হবে। গরুর গাড়ীও চলবে না। তাই আমাদের গ্রামীন জনসাধারণের যে অসুবিধা আছে আগরতলা সহরে আসার বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসার বা এনিমেল হাজবেনড্রির ষ্টকম্যান সেণ্টারে আসার সেইদিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে কি করে এই রাস্তাগুলি করা যায়। আর একটা রাস্তা আমি মেনশান করতে পারি, তার নাম, রেডিও সেণ্টার থেকে সেটা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে নলগড়িয়া গ্রামের সংগে। কিন্তু সেই রাস্তাটা কি ভাবে যে হল, কোথা থেকে টাকা খরচ হল সেই সম্পর্কে কিছুই বোঝা যায় না। এটা কি আকাশ থেকে হল না কোথা থেকে হল? যে রাস্তার এক্সপেনডিচার কোথা থেকে হল সেটাই বোঝা যায় না সেই রাস্তা কি করে মেনটেন হবে? কাজেই আজকে বোঝা যায় যে প্রকৃতপক্ষে যদি আমরা ঠিক ঠিকভাবে আমাদের যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা যদি ঠিকঠিকভাবে জনসাধারণের স্বার্থে ব্যয় করতে পারি তাহলে আমাদের কাজ সহজ হবে। এই বলেই মুটামুটিভাবে ডিমাণ্ডটিকে সমর্থন করে আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর যে সকল ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে আমি সেগুলি সমর্থন করি এবং বিরোধী সদস্যরা যে সব ডিমাণ্ড সম্বন্ধে কাটমোশন এনেছেন এইগুলির বিরোধিতা করছি। পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট সম্বন্ধে বলতে গেলে আমরা বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে যদি দেখি তাহলে দেখব যে গত কয়েক বছরে ত্রিপুরার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। যে সকল স্থানে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা ছিল না, সে সকল স্থানে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আসাম আগরতলা রাস্তা, আগরতলা উদয়পুরে, সাব্রুম পর্য্যন্ত রাস্তা সারা বৎসরের উপযোগী রাস্তা হয়েছে, যোগাযোগের সুবিধা হয়েছে। আসাম আগরতলা রাস্তা, আগরতলা-উদয়পুর, উদয়পুর-সাব্রুম পর্য্যন্ত রাস্তা, প্রায় সর্ব্বত্র সারা বৎসর যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা হয়েছে। সাউদার্ণ সাবডিভিশণে যে দুইটী পুলের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হত, সেই পুলগুলি হওয়াতে ত্রিপুরার সাথে, ত্রিপুরার দক্ষিণ অঞ্চলের সারা

বৎসরের যোগাযোগ করবার সুযোগ সুবিধা হয়েছে। আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা যেভাবে তাদের গতানুগতিক ভাবধারা নিয়ে ত্রিপুরা সরকারের ২০ বছরের শাসনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে বলছেন, আমি বলব উনারা যেন বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে দেখেন ত্রিপুরার কোন উন্নতি হয়েছে কিনা? পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের কার্য্যকলাপ বলে কয়ে কাহাকেও বুঝিয়ে দেওয়ার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। যারা বাইরে বেড়োবেন, তারাই বুঝতে পারবেন, ত্রিপুরার উন্নতি হয়েছে কিনা। বড় বড় রাস্তার কথা শুধু আমি বলছি না। বিভিন্ন গ্রাম্য রাস্তারও উন্নতি হয়েছে এবং আরও যাতে গ্রাম্য রাস্তা করা যায়, গ্রামের সাথে যাতে যোগাযোগ রক্ষা করা যায় তার দিকেও সরকার যথেষ্ট দৃষ্টি রেখেছেন এবং বাজেটের বরাদ্দের মধ্যেও প্রত্যেকটি সাবডিভিশনের জন্য কয়েক শত রাস্তা ধরা হয়েছে, যেগুলি নেহাত প্রয়োজন। সেই দিক থেকে আমি বলব, বিরোধী দলের সদস্যরা চিন্তা করে দেখা উচিত, এবং দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বুঝবেন ত্রিপুরার পি, ডবলিউ, ডি, যা করেছেন, তাতে ত্রিপুরার উন্নতি হয়েছে কিনা? যদি কেউ চোখ দেখে অস্বীকার করেন, জেনেও যদি না জানেন, তাদের জানাবার বা বুঝাবার অবস্থা আমার থাকে না। তাদের চিরাচরিত দৃষ্টি ভংগীর পরিবর্ত্তন করার জন্য আমি বলছি এবং বাস্তব দৃষ্টী ভংগী দিয়ে ত্রিপুরায় যা হয়েছে তা অনুভব করার জন অনুরোধ করছি।

পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্টের কতকগুলি কাজের দিকে আমি ও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিলোনিয়া বিভাগের যেমন মুহুরী নদীর উপর বিলোনিয়ার সাথে সংযোগের জন্য পুল নির্ম্মানের কথা আছে, সেই পুলটার অভাবে বিলোনিয়া শহর এবং বিলোনিয়া শহরের দক্ষিণ অংশ যেটা বিশেষ করে সীমান্ত অঞ্চল বিচ্ছিন্ন রয়েছে, বর্ষাকালে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে। বিলোনিয়া শহরে মালামাল পাছ করা খুবই কষ্ট সাধ্য, যেখানে জরুরী অবস্থার জন্য সীমান্ত রক্ষার এই পুলটা করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আরেকটা পুল সাব্রুম মনু নদীর উপর আছে। মনু নদীর উপর পুল বিশেষ প্রয়োজন। সেটা যাতে তরান্বিত করা হয়, সেই দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ সাব্রুম মনু বাজারের দক্ষিণে সাব্রুম শহরের সংগে কোন সংযোগ বর্ষাকালে থাকে না, মালামাল পাড় করার সুযোগ সুবিধা থাকেনা, তখন জরুরী অবস্থায় সীমান্ত অঞ্চল রক্ষা করার সুযোগ সুবিধা থাকেনা, তাই আমি অনুরোধ করব, যাতে এই দুইটি পুল তরান্বিত করা হয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিরোধী দলের একজন সদস্যও নেই, উনারা কি ওয়াক আউট করেছেন নাকি?

Mr. Speaker—I think they have gone to take rest.

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—মনু বরাবর একটি রাস্তা নির্ম্মাণের কাজ চলছে কিন্তু অত্যান্ত পরিমন্থী ভাবে এই রাস্তার কাজটা চলছে, তাই এটা আরও তরান্বিত করা দরকার

সাব্রুম, বিলোনিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলের সাথে উত্তর অঞ্চল বা ত্রিপুরার বাইরের থেকে যেসব মালামাল আসে সেই সুযোগ সুবিধা সহজতর করার জন্য এই রাস্তা'টা প্রয়োজন। এই রাস্তাটা যদি হয় তাহলে অনেকটা কম সময়ে এবং অনেক কম খরচে বাইরের মাল ধর্মনগর রেলওয়ে দিয়ে যে মাল আসে, সেগুলি অতি সহজে বিলোনিয়ায় বা বিলোনিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে যাওয়ার সুবিধা হয়। কাজেই এই রাস্তার প্রতি আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর কতকগুলি সীমান্ত রাস্তার কথা আমি এখানে বলছি। ঋষ্যমুখ সমরগঞ্জ রাস্তার উপর পুল প্রায় হয়ে গেছে, সেই রাস্তাটা যদি পাকা না করা হয়, তাহলে বর্ষাকালে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সীমান্তের যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হলে, পাকা রাস্তা যদি না করা হয়, বর্ষাকালে সেই কাচ্চা রাস্তায় চলা বিশেষ অসুবিধার কারণ আছে বলে আমি মনে করি। তারপর সমরেন্দ্রগঞ্জ—বিলোনিয়া এবং বড়পাথারি এবং বিলোনিয়া, বড়পাথারি রাজনগর—একিমপুর এই সীমান্ত রাস্তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করি এই রাস্তাটা যাতে বিশেষ তরান্বিত ভাবে করা হয়। এই রাস্তায় মাটি কাটার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এটা পাকা রাস্তা যদি নাও করা হয়, অন্ততঃ কাচ্চা রাস্তার উপর ইট বসানো হয়, তাহলে বর্ষাকালে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ থাকবেনা। এই রাস্তাটা সীমান্ত রক্ষার জন্য অপরিহার্য্য বলে আমি মনে করি। আর কতকগুলি গ্রামের রাস্তা সম্পর্কে আমি বলব। সীমান্ত রাস্তা প্রথম পরিকল্পনায়, লাউগাং একটা রাস্তা করা হল। ছোট্ট হলেও এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। লাউগাং বাজার, অন্যান্য সাবডিভিশনের বাজার উদয়পুর বাজার থেকে কাঁচা মাল তরিতরকারী, মুরগ, মাংস এইসব জিনিষপত্র আনা চলে। আগরতলা থেকে লাউগাং পর্য্যন্ত বাজারে যায়, সেইজন্য বর্ষাকালে এই রাস্তাটা পাকা যদি না হয়, সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে, এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাজারের সংগে সংযোগ যাতে বর্ষাকালেও থাকে, সেইজন্য এই রাস্তাটা পাকা করার জন্য আমি অনুরোধ রাখব। আর অন্যান্য গ্রাম্য রাস্তার মধ্যে বাঁইকুড়া—মুহুরিপুর তার নাম আছে, কাকলিয়া—মুহুরিপুর এটা দ্বিতীয় পরিকল্পনার রাস্তা, এই রাস্তা পাকা করার প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করি। আরেকটা রাস্তা ঋষ্যমুখ—জুলাইবাড়ী রাস্তা আজকে পাঁচ সাত বছর পর্য্যন্ত এই রাস্তার কাজ চলছে, এখনও এই রাস্তায় কোনরকম যাতায়াত সম্ভব হচ্ছে না। আমি বিশেষ অনুরোধ রাখব যাতে এই রাস্তাটা তরান্বিত করা হয়। গাড়ী চলাচল না হলেও মানুষ অন্ততঃ পায়ে হেটে যাওয়ার মত অবস্থা যাতে হয় সেটা করা দরকার। জুলাইবাড়ী—ঋষ্যমুখ রাস্তাটি ১১ মাইল পায়ে হেটে যেতে হয় কিন্তু এই রাস্তাটা না হলে পরে পাহাড় দিয়ে ঋষ্যমুখ তহশিল'এর সাথে জুলাইবাড়ী, মুহুরীপুরের সাথে কোন যোগাযোগ থাকেনা, যদি বিলোনিয়া দিয়ে ঘুরে যেতে হয় তাহলে ৩০ মাইল ঘুরে যেতে হয়। এইজন্য এই রাস্তাটার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বোধ করি। সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে এটার গুরুত্ব রয়েছে এইজন্যই অনুরোধ রাখব যাতে এই রাস্তার কাজ ত্বরান্বিত

করা হয়। এইসব ক্ষেত্রে কিছুটা গড়িমসি আছে বলে আমি মনে করি। যদি এই হয় তাহলে জনসাধারণের কষ্টের এবং দুর্গতির সীমা থাকে না। বড়হলই একটা রাস্তা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে করা হল, মাত্র ছয় মাইল রাস্তা। কিছু কিছু এস, পি, টি ব্রীজ করা হয়েছিল এবং তারপর এই রাস্তাটি পি, ডব্লিউ, ডি'র কাছে হ্যাণ্ড ওভার করে, কিন্তু আজকে দুই বছর হয়ে গেছে, পি, ডব্লিউ, ডি কোন কাজ টেক্ আপ করে নি। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপাটমেণ্ট মনে করেন, আমরা তো পি, ডব্লিউ, ডি'র হাতে ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু পি, ডব্লিউ ডিপাটমেণ্ট কোন কাজ করেনি। তবে শুনেছি সার্ভে প্লেন এষ্টিমেট নাকি করা হয়েছে, আমি বিশেষ অনুরোধ করব, এই রাস্তা যাতে তাড়াতাড়ি করা হয়। এই রাস্তাটা হলে পরে বিলোনীয়ার লোক, মুহুরিপুর এর লোক নয় মাইলের স্থলে ছয় মাইল পথ অতিক্রম করেই যাতায়াত করতে পারবেন। জুলাইবাড়ী থেকে শীলাছড়ি রাস্তাটা প্রথম পরিকল্পনায় পি, ডব্লিউ, ডি থেকেই করা হচ্ছিল কিন্তু আজকে দশ বছরের শেষেও বর্ষাকালে গাড়ী যাওয়ার মত ব্যবস্থা ঐ রাস্তায় হয়নি। সুদিনে কোন প্রকারে ওপেন ক্যারিয়ারে বা ট্রাক বা সাধারণ জীপ যেতে পারে কিন্তু বাস চলাচল সম্ভব হয় না। শিলাছড়ির সাথে যোগাযোগের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই, সাব্রুম যেতে হলে এই রাস্তা, বিলোনীয়া থেকে যেতে হলে এই রাস্তা। এই রাস্তা সীমান্তবর্তী রাস্তা বলেই সীমান্তে যখন গোলমাল সৃষ্টি হয়েছিল, তখন কলকলিয়া, জলেথা বা শিলাছ'ড় দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সৈন্যদের রসদ সাপ্লাই করতে হয়েছিল। কিন্তু এই জাতীয় রাস্তাঘাট করার কাজ তরান্বিত এখনই যদি করা না হয় এবং এই ব্যাপারে যদি আমরা সজাগ না হই তাহলে আমরা এই সব রাস্তা নির্ম্মাণ করার কি প্রয়োজনীয়তা বোধ করব তা আমি বুঝে উঠতে পারি না। সে জন্য আমি এই রাস্তাটিকে যাতে ভাল ওয়েদার রোড অর্থাৎ বর্ষাকালে যাতে যোগাযোগ রক্ষা করা যায় সেভাবে করার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আমি মাইনর ইরিগেশন সম্পর্কে ২/৪টি কথা বলব। আমরা চীৎকার দিয়ে বলি যে আমাদের কৃষিতে উন্নতি করব এবং আমাদের কৃষির ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য একাগ্রতা দরকার আছে সত্য। আজকে আমাদের যে খাদ্য পরিস্থিতি, এতে যদি আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভর করে চলি এবং প্রকৃতিকে আজকে যদি আমরা কিছু না কিছু কন্ট্রোল না করতে পারি তাহলে আমাদের খাদ্য পরিস্থিতির যে অবস্থা সেটা কোন দিনই সুরাহা হবে না। তাই আমার বক্তব্য হল আজকে আমরা যে খাদ্য পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি তাতে করে আমাদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করলে চলবে না। এই প্রকৃতিকেও আমাদের কন্ট্রোল কোন না কোন ভাবে করতে হবে। যেখানে প্রতি বছর ফ্লাড হয় এবং যেখানে জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা নেই সেখানে অন্ততঃ আমাদের সেটা করতে হবে বলে আমি মনে করি। এই যাবৎ যে সব সরকারী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং যেগুলি আজ পর্য্যন্ত হয়েছে তাতে আমাদের জল সেচের ব্যাপারে খুব বেশী

উপকারে আসছে না। এবং কেন এত টাকা খরচ করে সেগুলি আমাদের কোন উপকারে আসছে না, তার জন্য আমাদের অবশ্যই একটা অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। এই প্রসঙ্গে আমি দুই একটি উদাহরণ দেব—যেমন শান্তির বাজারের কাছে একটা স্লুইচ গেট করা হয়েছে, বাইকোরার নিকট বেতাগাঁওতে একটা করা হয়েছে, তারপর কালাছড়ার উপরও একটা স্লুইচ গেট করা হয়েছে, আর পিলাকছড়ার উপর মধ্য পিলাকে একটা স্লুইচ গেট করা হয়েছে। এই ৪টি করতে সরকারের অনেক টাকা ব্যয় হয়েছে কিন্তু সেখানে এই গেটগুলির দ্বারা কত জমিতে জল সেচ করা হচ্ছে, এটা আমাদের পরীক্ষা করে দেখা দরকার। আমি বেশ কিছুদিন যাবৎ এই মধ্য পিলাকের স্লুইচ গেটটিকে সংশোধন করে সেখানকার জমিতে যাতে ফসল হয় এবং কৃষকদের যাতে উপকার হয় সেজন্য বিশেষভাবে বলাবলি করে আসছি। কিন্তু কোন ফলই হচ্ছে না। মনে হয় যে এখানে এই ব্যাপারটা নিয়ে যেন একটা প্রেসটিজ ফাইট রয়ে গেছে, কারণ একবার যখন আমরা করেছি, তারপরে আর একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার কোন প্রয়োজনীয়তা তারা মনে করছেন না। সেখানকার জনসাধারণ প্রথম থেকে বলে আসছে যে বাঁধ দিতে হলে ৮ ফুটের উপর করে দিতে হবে, তা না হলে পরে নদী থেকে জল কোন মতেই উঠবে না। কিন্তু মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট সেটা স্বীকার করেন না। আর স্বীকার না করে তারা সেখানে ৫ ফুট কাঠ দিয়ে একটা গেট করে দিয়েছিল। সেখানে আরও তিন ফুট উঠলে পরে নদী ভেসে জল জমিতে পড়বে। তা কিন্তু হচ্ছেনা ফলে সেখানে ঐ কাঠের গেট বেয়ে নদীতেই জল পড়ে চলে যাচ্ছে। আমি এই জিনিষটা নিয়ে আজ দুই বছর পর্যান্ত বারবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিন্তু যেই যান সেটা দেখেশুনে চলে আসেন, অথচ কেউ কিছু করতে পারছেন না। আমি অনুরোধ করব এই বিষয়টা যেন আবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাতে জনসাধারণের উপকার হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। কেন আমি এই কথা বলছি, বলছি এইজন্য যে সরকারের অর্থ যদি ঠিকভাবে ব্যয় না হয়, যদি সেটা মানুষের কোন উপকারে না আসে তাহলে সেইসব কাজ করার চেয়ে না করাই ভাল। সেখানে যদি এই গেটের কাজটা সংশোধন করা হয় তাহলে সেখানকার প্রায় ১০০ দ্রোণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হবে এবং তাতে কৃষকেরা তাদের জমি থেকে ভাল ফসল পাবে। তারপর আমি আর কয়েকটি অঞ্চলের কথা বলব সেগুলি হল জুলাইবাড়ী, মুহুরীপুর এবং খষামুখ আর পিলাক। এইসব অঞ্চলের ধান এবং চাউল যা হয় তাতে সেখানকার সারা অঞ্চলকে খাইয়ে আরও উদ্বৃত্ত থাকে। সেদিক থেকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে এই পিলাকছড়ার উপরে যদি একটা বাঁধ দেওয়া হয় তাহলে সেখানে যে ফসল হবে তাতে ত্রিপুরার খাদ্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তারপরে প্রায় দেড় বছর আগে আর একটা বাঁধ দেওয়ার জন্য সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু আজ পর্যান্তও সেখানে কোন কাজই হয়নি। আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করব সেখানে যাতে মাইনর ইরিগেশন থেকে

জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়। কারণ কৃষির অপরিহার্য্য জিনিষ হল জলসেচ, এই নিয়ে আমরা যতই চীৎকার করি না কেন যে কৃষকেরা এটা ছাড়া কোন ভাল ফসল করতে পারেন না। সেজন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করব যে মাইনর ইরিগেশনের টাকা যেন ঠিকঠিকভাবে ব্যয় হয়। এই ডিপার্টমেন্টের অর্থ যাতে অন্য খাতে বা অন্য কাজে ব্যয় না করা হয়। আমরা গত বছরও দেখেছি যে এই মাইনর ইরিগেশনের টাকা খরচ করতে না পারায়, সেটাকে অন্য খাতে খরচ করতে হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে মাইনর ইরিগেশনের অর্থ তাদের কাজে লাগেনি বা লাগানো সম্ভব হয়নি। মনে হয় যে সেখানে কোথাও ত্রুটি রয়ে গেছে, কাজেই সেগুলির সংশোধন করার প্রয়োজন এবং তার যে প্রয়োজনীয়তা সেটা আমরা বোধ করি। আমি আর একটা বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, সেটা হল ঋষ্যমুখে গৌরীছড়া বলে একটি ছড়া আছে, সেই ছড়ার উপর একটা বাঁধ দেওয়ার জন্য গত দশ বছর থেকে সেখানকার লোকেরা এবং সাধারণ কৃষকেরা চীৎকার করে আসছেন, আর এই চীৎকারের ফলে এইমাত্র কয়েকদিন আগে শুনলাম যে সেখানে একটা গেট করার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সেটার জন্য নাকি এষ্টিমেটও করা হয়েছে কিন্তু সেটাও মনে হয় কোথাও যেন আটকে রয়েছে, সেটা হতে পারে কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না যে সেখানকার লোক গত ১০ বছর ধরে এই বাঁধের জন্য চীৎকার করে আসছে। আর একটার সম্পর্কেও একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে নলুয়া ছড়ার উপর, সেটাও ১০ বছর আগে সার্ভে করা হয়েছিল কিন্তু সেখানে আজ পর্যান্তও কিছু করা হচ্ছে না। আর এই সব ব্যাপারে কেন এই রকম হচ্ছে, সেটাও আমরা জানতে পারছি না। আমি মনে করি যে মাইনর ইরিগেশনকে আরও শক্তিশালী করা উচিত, সেখানে যদি কর্মচারীদের সংখ্যা কম থাকে তাহলে আরও কর্মচারী বাড়ানো দরকার। যেমন উদয়পুরে মাইনর ইরিগেশনের একটা সাবডিভিশন আছে এই সাব ডিভিশন উদয়পুর, সাব্রুম, বিলোনিয়া, অমরপুর এবং সোনামুড়ার মাইনর ইরিগেশনের যে সমস্ত কাজ আছে সেগুলি দেখাশুনা করে থাকেন। আমার মনে হয় তার একার পক্ষে এই সমস্ত সাব ডিভিশনের কাজগুলি করা মোটেই সম্ভবপর নয়। সেই কারণে আমি বলছি যে এই মাইনর ইরিগেশনকে আরও শক্তিশালী করা দরকার। সেখানে যদি কোথাও কাজের পক্ষে অসুবিধা হয় তাহলে সেটা দূর করে মাইনর ইরিগেশন যাতে চলতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আমি বিশেষভাবে সরকারকে অনুরোধ করব। তারপরে আর একটা জিনিষের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটা হল বিলোনীয়া সহর সম্পর্কে। এই সহর প্রতি বছরই বর্ষাকালে ভাঙ্গনের মুখে পড়ে, এবারও বর্ষা প্রায় ঘনায়মান। যদি তার জন্য সাধারণভাবে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে এবারও বর্ষাকালে চীৎকার আরম্ভ হয়ে যাবে। সেখানে বর্ষাকালে যদি কোথাও জল ঢুকে তাহলে সেটা আর বাহির হতে পারে না। এই ব্যাপারে যদি পি, ডবলিউ, ডিকে বলা হয়, তাহলে তারা বলবে যে এটা তাদের কাজ নয়, ব্লককে বললে তারা বলে শহরে আমাদের কিছু করার

নেই আবার জোনাল এস, ডি, ওকে বললে উনি বলবেন এটা তো আমার কাজ নয়। মোট কথা একে অন্যের উপরে চেপে দিচ্ছে। সেখানে জল যাবার কোন ড্রেইন নাই। একটা বিশেষ এলাকার মধ্যে প্রায় ৫০/৬০টি পরিবার প্রতি বছরই বর্ষাকাল আসলে এ' জমা জলের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খায়। সেজন্য আমার অনুরোধ বিলোনিয়া সহরে জল নিস্কাশনের জন্য যে ড্রেইন করার দরকার সেগুলি যেন অবিলম্বে করা হয় এবং সেখানকার জনসাধারণকে এই জলমগ্ন অবস্থা থেকে রক্ষা করা হয়। এই বক্তব্যগুলি রেখে আমি ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে এবং কাট মোশানগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসের সামনে যে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৯, ২৭, ৪২, ৪১, ২৪ এবং ৩৯ রাখা হয়েছে আমি তাকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাট-মশোন রাখা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখব। কারণ আমাদের প্রথমতঃ দেখতে হবে যে যে ডিমাণ্ডের উপর যখন কাট মোশান দেওয়া হবে তখন সেখানে কি পরিমাণ ইন এডিকোয়েন্সী আছে।

Mr. Speaker—The House stands adjurn till 2 P.M. to-day. Hon'ble member speaking will have the fleer.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আমার যে বক্তব্য পি, ডবলিউ, ডি, এর উপর সেটা রাখছি। গতবারের ব্যয় থেকে এবারের ব্যয়ে খুব বেশী পার্থক্য নাই এবং যে কতটা হেড আছে সেই হেডের মধ্যে দেখা যায় যে টোটেল বোধ হয় অ্যাপ্রোক্সিমেটলী ৫,১৪,৭৯,০০০ টাকা হবে। এবার যে ব্যয় বেড়েছে তার পরিমাণ ৬ লক্ষের বেশী নয়। তবে ইলেকট্রিসিটি, পি, ডবলিউ, ডি, মিলে আমাদের বাজেটের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ তারা দখল করে নিয়েছে এবং শুধু পি, ডবলিউ, ডি, এর বাজেট মূল বাজেটের সাত ভাগের এক ভাগ। তবে এই কথা বলতে গিয়ে কতগুলি বক্তব্য আমি হাউসের সামনে রাখব। সেটা হচ্ছে সাসপেণ্ড অ্যাকাউণ্ট যেটা সেই দিকে আমি দৃষ্টিটি আকর্ষণ করব। সেখানেও দেখছি ১·৩৮ লক্ষ টাকা। সেখানে সেটার কালেকশান সম্বন্ধে বক্তব্য রাখা হয়েছে। সেই ষ্টোর সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হল যে, ষ্টোর সম্বন্ধে অডিট রিপোর্টে যে মন্তব্য আছে এবং পাবলিক অ্যাকাউণ্টস কমিটির যে মন্তব্য আছে সেটা খুব প্যালাবল নয়। তার কারণ হচ্ছে ষ্টোরগুলি ভেরিফিকেশন হয় না। ৬৭-৬৮ এ কয়টা ষ্টোরের ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন হয়েছে, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে এবং তাই আমি এইটুকু অনুরোধ রাখব, যে একটা বিগ অ্যামাউণ্ট এর জন্য রাখা হয়েছে এবং রাখার কারণও আছে। কিন্তু তার সাথে সাথে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন টাইমলী এবং নিয়ম অনুযায়ী যাতে

করা হয় সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সেটা সম্বন্ধে অস্বীকার করার কিছুই নাই। রাস্তাঘাট হল পি, ডবলিউ, ডি, এর প্রধান কাজ। কিন্তু আমার মনে হয় প্ল্যানটারগেটে যে পরিমাণ রাস্তাঘাটের জন্য অ্যারিয়া পার স্কোয়ার মাইল কাভার করার কথা ছিল সেই পরিমাণ আমরা করতে পেরেছি কিনা এটা সন্দেহজনক এবং সেই দিকে আমি বলব যে ত্রিপুরায় রাস্তাঘাটের অনেক প্রয়োজন আছে এবং ত্রিপুরা একটা সীমান্ত রাজ্য। তিন দিকে পাকিস্তান। কাজেই সীমান্ত রক্ষার জন্য সুষ্ঠু যাতায়াত ব্যবস্থার প্রয়োজন। কাজেই বর্ডার অ্যারিয়া যদি রাস্তা দিয়ে কাভার না করা হয় তাহলে মুভমেণ্ট অব দি সিকিউরিটি ফোর্স সম্ভবপর হবে না এবং আমি জানি এখনও অনেক এলাকার রাস্তা দ্বারা কাভার করা হয় নি। কাজেই সেগুলির প্রায়রিটি দেওয়া দরকার। আর একটা এলাকার কথা জানি সেটা হচ্ছে সীমনাছড়া থেকে খোয়াই ঠেংরাবাড়ী পর্য্যন্ত। এই রাস্তাটা প্রায় ৯ মাইল বর্ডার রাস্তা আনপ্রটেক্টেড অ্যাণ্ড আনগার্ডেড এবং সেখানে সংঘাগলিং হচ্ছে এবং এইজন্য আমি আশা করি যে এই রাস্তাটা এবং অন্যান্য বর্ডারে যে রাস্তা আছে তাড়াতাড়ি করা দরকার এবং পাকিস্তানের সমস্ত বর্ডারটা আমাদের রাস্তা দিয়ে কাভার আপ করা উচিত নতুবা আমাদের সীমান্ত রক্ষার প্রশ্ন এসে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে আর একটা বক্তব্য আমি রাখছি। সেটা হচ্ছে এই যে আমরা যে বাজেটের প্রভিশন করি, এই বাজেট প্রভিশনের উপর নির্ভর করে আমরা জনসাধারণের কাছে বলি যে এটা হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু অনেক সময় সেই বাজেট প্রভিশন আমাদের এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে যাতে আমরা জনসাধারণের কাছে অপদস্থ হই এবং সেই প্রভিশন সম্বন্ধে আমি একটা কথা বলছি, আমাদের কাপাছড়া টু সীমনা ১২ মাইল রাস্তা। সেটা ৬৭-৬৮ সালে, ৬৮-৬৯ সালের বাজেটে ছিল। তারপর ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেটে দেখি ইট হ্যাজ বীন ড্রপড। আমরা জনসাধারণকে বলি যে এই দেখ বাজেট প্রভিশন আছে, তোমাদের রাস্তা হবে। তার কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় হওয়া তো দূরের কথা ড্রপড হয়ে যায়। তাতে মাঝে মাঝে মনে হয় যে এনটায়ার বাজেটটাই বোধ হয় ফিকটিশাস সামথিং। প্রভিশন রেখে সেটাকে ইমপ্লিমেণ্টেশন না করে সেটাকে যদি হঠাৎ ড্রপ করে দেওয়া হয় উইদাউট শোয়িং এনি কজ, উইদাউট শোয়িং এনি রীজন তাহলে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়। আমি দেখেছি একটা ডাইভারসান স্কীম বড়কাটালিয়ার একটা প্রকল্প ৫০ হাজার টাকার। সেটাও ১৯৬৮-৬৯ সালের বাজেটে রাখা হয়েছে। এই দুইটা দেখে মানুষ এত উৎসাহিত হয়েছে যে বড় কাটালিয়া ডাইভারসান স্কীম যদি রূপায়িত হয় এবং আকালিয়াছড়া যদি রূপায়িত হয় তাহলে একটা বিরাট এলাকা আজকে বেনিফিটেড হবে। কিন্তু আমরা প্রতিটি বাজেটে প্রভিশন দেখছি কিন্তু ইমপ্লিমেণ্টেশন হতে দেখছি না। সেইদিক দিয়ে আমি অনুরোধ করব যে এই দুইটি প্রকল্প যাতে ইমিডিয়েটলী নেওয়া হয়। তার সাথে আমি আর একটা জিনিষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটা হল মাইনর ইরিগেশনে টাকা রাখা হয়েছে। ৩০ লক্ষ টাকা

রাখা হয়েছিল এবং সেটা সাংঘাতিক। এই সম্বন্ধে এষ্টিমেট কমিটিরও রিপোর্টে আছে এবং এষ্টিমেট কমিটি অনেক কিছু বক্তব্য রেখেছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে ৮ হাজার একর জায়গাতে জল সেচের বন্দোবস্ত আছে কিন্তু স্কীমগুলি প্রত্যেকটাই ডিফেক্‌টিভ যার জন্য অনেক জায়গাতেই বলা হয়েছে নন-ইউটিলাইজেশন, পার্শিয়াল ইউটিলাইজেশন অব ওয়াটার বাই দি পিপল। অনেক প্রকল্প হচ্ছে। কিন্তু এগুলিকে ইভ্যালুয়েট করতে হবে। কারণ আজকে তিন তিনটা পরিকল্পনা শেষ হয়ে চতুর্থ পরিকল্পনায় চলেছি। কিন্তু আমরা অনেক টাকাই ব্যয় করতে পারিনি। তারপর এটা সত্যি কথা আমি এটাও অভিনন্দন জানাব যে ফ্লাড কনট্রোল এর জন্য ৩৯ নং হেডে ২০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে এবং তাতে আমাদের কাটা খালের এবং হাওড়া নদীর বাঁধগুলি শক্ত হওয়া দরকার এবং তার সাথে সাথে আমি আর একটা অনুরোধ করব এই জন্য যে কাটাখাল এবং হাওড়া নদীর যে বাঁধগুলি, সেগুলি শক্ত হওয়া দরকার। আমার এলাকা সম্বন্ধে আমি আরেকটা অনুরোধ রাখব এই যে আমার এলাকাতে আমি দেখছি যে প্রথমতঃ মাইনর ইরিগেশান সম্পর্কে অনেক প্রস্তাব এসেছে, প্রপোজাল এসেছে শতাবধির উপর, এর মধ্যে কতটা প্রপোজাল ইমপ্লিমেণ্ট করা হবে এবং কতটা সার্ভে করা হয়েছে সেই সম্পর্কে দেখা দরকার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে মনতলা কলোনীর দেবলছড়া সম্পর্কে এক বছরের উপর সার্ভে এবং এষ্টিমেট করা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা কেন করা হচ্ছে না, সেটার কারণ অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। এর কারণ মাইনর ইরিগেশান এফেকটিভলী কাজ করতে পারছেন না। ভিতরে গলদ আছে কিনা, সেগুলী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুসন্ধান করে দেখতে বলব, সেখানে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং এ্যাসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে কো-অরডিনেশান আছে কিনা? কেন শত শত প্রপোজাল থাকা সত্ত্বেও ৫/৭ টার বেশী ইমপ্লিমেণ্ট করা যাচ্ছে না, ৩০ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র ১৯ লক্ষ টাকা খরচ হয়? তার কারণ হচ্ছে ডিপার্টমেণ্টগুলি সেই কাজগুলি ঠিক ঠিক মত রূপায়িত করতে পারছে না। আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি লক্ষীছড়া এবং মনতলা দুইটি বাঁধের জন্য ১৫০ হাজার টাকা রাখা হয়েছিল, সেই বাঁধ দুটি সার্ভে করার পর এক বছর কিন্তু আজ পর্যন্তও তার এষ্টিমেট করা হয়নি। এটা খুব ভাল লক্ষণ নয়। কারণ আজকে আমাদের খাদ্যোৎপাদন বাড়াতে হবে, গ্রো মোর ফুড বলে চীৎকার আমরা করছি, তার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখি। কিন্তু জল সেচের ব্যবস্থা যদি না করা যায় তাহলে আমরা সেই চিৎকারকে ফলপ্রসু করতে পারব না। জমিকে কাল্টিভেশানের আওতাবে আনার সাথে সাথে জল সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি বেংগল এবং মাইশূরে দেখেছি পাহাড়ী টিলার ফাকে ফাকে জমি করা হয়েছে এবং বাঁধের সাহায্যে জল আটকে আটকে সেখানে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা সত্য কথা আমাদের পাওয়ারের অভাব আছে এবং পাওয়ারের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু পাওয়ার আসা ও সাপেক্ষে ছড়াগুলিতে বাঁধ দিয়ে বা বৃষ্টির জল সঞ্চিত করে কিভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারি সেটা দেখা দরকার। ত্রিপুরার যে ল্যাণ্ড সেই

সম্পর্কে আমি একজন বি, এস, এফকে বলতে শুনেছি যে—মশায়, আপনাদের দেশতো সোনার দেশ আমাদের দেশের তুলনায়। কিন্তু এই সোনার দেশওকে আজকে জলের অভাবে খাদ্যের অভাব চলছে। সোনার দেশকে যদি সফলকাম করতে হয়, তাহলে মাইনর ইরিগেশানের উপর বিশেষভাবে জোর দিতে হবে। মাইনর ইরিগেশানের এ্যালটেড টাকার ১০ টাকাও যদি ব্যয়িত না হয়ে বিফাণ্ড করা হয়, তাহলেও সেটা আমরা ক্রাইম করব জনসাধারণের উপর। সেই জন্য আমার বক্তব্য এখানে এই বিষয়ে যেন মন্ত্রী মহোদয় বিশেষ নজর রাখেন।

আমি এখানে দুইটি রাস্তার কথা বলব। একটি রাস্তা সিমনাছেড়া—১২ মাইল রাস্তা, এবং এই রাস্তার অবস্থা কি। আজকে সেখানে বি, এস, এফ, ক্যাম্প, আউট পোষ্ট ইত্যাদি আছে। এই ১২ মাইল রাস্তা এখনও হচ্ছে না। রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল ২৯ মাইল, তার মধ্যে ১৭ মাইল রাস্তা হয়ে গেছে কিন্তু বাকী ১২ মাইল রাস্তার কোন ডেভলাপমেণ্ট নেই। এমন কি যে অংশটি মেটেলিং এবং সোলিং করা হয়েছিল, সেটা পর্য্যন্ত উঠে যাচ্ছে। এই সোলিং যদি উঠে যায়, তাহলে খরচ আরও অনেক বেশী পড়বে। এই রাস্তাটা যেটা হচ্ছে, সেটা উত্তর অঞ্চলের একটা মেইন লাইফ লাইন। কাজেই অনুরোধ রাখব এই হেডে এবার যেন টাকা রাখা হয়, এবং এই রাস্তাটা যেন গ্রহণ করে এটাকে ব্ল্যাক টপিং করা হয়। কারণ উত্তর অঞ্চলের সিকিউরিটি এটার উপর নির্ভর করে। এখানকার রাস্তা না হওয়াতে এখানকার যে সিকিউরিটি মেনটেইন করা, সেটা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সেই দিকে চিন্তা করে আমি আবেদন করব এই রাস্তাটা জরুরী মনে করে ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে যেন শেষ করা হয়। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের হাউসে যে ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে, এটা খুবই ইম্পোরটেণ্ট, বর্ডার কম্যুনিকেশন এবং অন্যান্য দিক থেকে ত্রিপুরার উন্নতির জন্য। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে এই ডিমাণ্ডগুলি এখানে রাখা হয়েছে, তারমধ্যে একটি হচ্ছে পাব্লিক ওয়ার্কস, ইরিগেশান এবং আদারস। পাব্লিক ওয়ার্কসের কথা বলতে গিয়ে আমি কয়েকটি বক্তব্য এখানে রাখতে চাই। বক্তব্য রাখার আগে প্রথমে আমি ডিমাণ্ডগুলির উপর যে গ্র্যাণ্ট চাওয়া হয়েছে, তা পূর্ণ সমর্থন করছি এবং তার সাথে সাথে আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণ যে কাটমোশান এনেছেন তার বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোরবাবু বলছেন যে—

'Inadequacy of provision for Buildings and communications.'

Mr. Speaker -Hon'ble Member only 10 minutes.

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ--আমি এখানে একটি জিনিষের প্রতি মাননীয় সদস্য মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আমাদের যে সীমিত টাকা তার প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের বাজেট করতে হয়, অতএব এখানে ইনএডিকোয়েসীর কোন প্রশ্ন উঠে না। আমি একটা জিনিস হাউসের সামনে রাখতে চাই, আমরা যে রাস্তার জন্য ডিম্যাণ্ড এখানে পেশ করেছি, সেটা অনেকগুলি রাস্তার জন্য রাখা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য রাস্তাগুলি করার প্রয়োজন হলেও আমরা স্পেশিয়্যালি বর্ডারে যে রোডস আছে, মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদবাবু যে রাস্তার কথা এখানে বলেছেন, শুধু সেটাই নয়, আরও যে বর্ডার রোডগুলি আছে, তারজন্য ত্রিপুরা বাজেটের একটা মোটা অঙ্ক, বর্ডার প্রটেকশানের জন্য স্পেশিয়্যালি খরচ করা হচ্ছে। তাই আমি একটা প্রস্তাব এখানে রাখতে চাই, সেটা হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এখানে বলেছেন যে আমাদের বর্ডার এরিয়াতে যে সমস্ত রাস্তা আছে সেগুলি নাকি সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টকে দিয়ে দেওয়া হবে। আমি বলব আমাদের ত্রিপুরা একটা বর্ডার ষ্টেট, এই বর্ডার ষ্টেটকে রক্ষা করার দায়িত্ব হল সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের, কাজেই বর্ডার রক্ষার জন্য যে সব রাস্তা বা কমিউনিকেশন ফেসিলিটিসের দরকার সেগুলি সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টকে মেনটেইন করতে হবে। আর তাছাড়া এই বর্ডার ষ্টেটের ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টের পক্ষে যে সমস্ত অসুবিধার ত্রিপুরা সরকার সম্মুখীন হচ্ছেন, সেগুলি সম্পর্কেও সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের নজর দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। সেজন্য আমি বলছিলাম যে বর্ডারে যে সমস্ত রাস্তা আছে, সেগুলি ত্রিপুরা সরকারের বাজেটের মধ্যে না ধরে সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের বাজেটের মধ্যে ধরা দরকার। তাই আমি আমাদের বিরোধীপক্ষের সদস্যদের কাছে আবেদন রাখব যাতে করে বা কি উপায়ে এই বিষয়ে সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, সেটা আমাদের আগে বাহির করতে হবে। এবং বর্ডারে যে সমস্ত রাস্তা আছে বা আরও নূতন করে যে রাস্তা তৈরী করা দরকার সেগুলি যেন সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের হেড থেকে করা হয় এবং ত্রিপুরার বর্ডারকে আরও সুরক্ষিত করা হয় সেদিকে যেন তারা দৃষ্টি দেয়।

আর একটা কথা হল, ত্রিপুরাতে আজকে বিশেষভাবে যেটা প্রয়োজন সেটা হল ফ্লাড থেকে জমির ফসল রক্ষা করা আর একদিকে হল অনাবৃষ্টির জন্য চাষযোগ্য জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা। এই দুইটি আমাদের আজকের দিনে বিশেষ প্রয়োজন। কেননা আমরা গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি যে এখানে যখন ফ্লাড হয় তখন আমাদের যে সমস্ত সাবডিভিশান্যাল শহরগুলি আছে সেগুলি বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জমিতে যে ফসল আছে সেগুলিও ফ্লাডের দরুণ নষ্ট হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বন্যার ফলে নদী থেকে বালু উঠে আবাদি জমিগুলিকে নষ্ট করে দেয়। আবার দেখা যায় যে অনাবৃষ্টির দরুন আমরা আমাদের জমিতে জলাভাবে ফসল করতে পারি না। কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের মাইনর ইরিগেশনে যে সমস্ত স্কীম আছে সেগুলি কার্য্যকরী করার জন্য ট্যাকনিক্যাল এক্সপার্টদের নিয়ে একটা কমিটি গঠিত হয়। মাননীয় মুখ্য প্রশাসকের ভাষণেও

আমরা একটা জিনিষ দেখতে পাই, সেটা হল খোয়াই, গোমতী, হাওড়া মনু ইত্যাদি নদীগুলি যেদিন অত্যন্ত অগভীর হয়ে গেছে সেগুলিকে আরও গভীর করার জন্য আমাদের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এখানে আমার একটা জিনিষ লক্ষ্য করে থাকি যে আমাদের যে সমস্ত বড় বড় নদীগুলি আছে, তার প্রত্যেকটির সংগে একাধিক ছোট ছোট ছড়া ও নদী এসে মিলিত হয়েছে, আমাদের বড় নদীগুলি যেমন অগভীর তেমনি আমাদের এই ছোট ছোট চড়া ও নদীগুলিও অগভীর হয়ে আছে অনেকদিন ধরে। তার ফলে যখন বৃষ্টি বা বন্যা হয় তখন এই সব চড়া ও নদীগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে জল এই সব বড় নদীগুলিতে এসে পড়ে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে নদীগুলির মধ্যে একটা জল স্ফীতি দেখা দেয় এবং তখন নদীর পাড় ভেঙ্গে বা পাড় ভেসে এই জলস্রোত শহরের বস্তীতে প্রবেশ করে মানুষের অসহ্য লাঞ্ছনার সৃষ্টী করে এবং ফসলী জমিগুলিতে যে ফসল আছে, সেগুলিও নষ্ট করে দেয়। আর অনেক সময় ফ্লাড প্রটেকশানের কথা বলা হয় কিন্তু সেই ফ্লাড প্রটেকশানের কথা বলতে আমরা সাধারণতঃ কি বুঝি, বুঝি আমাদের শহরের প্রটেকশানের কথা। আমি বলব এটা ঠিক নয়, কেননা ফ্লাড হলে শুধু শহরই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, শহর ছাড়া তার বাহিরে যে আমাদের ফসলী জমি আছে, সেগুলির ও ফসলাদি নষ্ট হয়। আর সেই ফসল নষ্ট হলে আমাদের সাহায্য আসবে কোথায় থেকে, সেটাও আমাদের চিন্তা করতে হবে। সেজন্য আমি বলব যে আমাদের যে সমস্ত ছোট ছোট ছড়া ও নদী অছে সেগুলিতেও যদি বাঁধ দেওয়ার মত ব্যবস্থা করা যায় এবং বাঁধ দিয়ে বিভিন্ন জায়গাতে জলকে জমিয়ে রাখা যায়, আর সেই জল যখন অনাবৃষ্টি হবে, তখন প্রয়োজন মত আমরা আমাদের যেসব জমিতে ফসল হয়, সেগুলিতে জল সেচ করার মত ব্যবস্থা করতে পারব এবং সেই সংগে আমাদের বড় নদীগুলিতে বন্যার সময় যে জল স্ফীতি হয় সেটাও আমরা রোধ করতে পারব। এই রকম ব্যবস্থা জাপানে আছে এবং তারা এইভাবে তাদের দেশে একদিকে বন্যাকে প্রতিরোধ করছে অন্যদিকে অনাবৃষ্টির সময়ে তাদের ফসলী জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করছে। আমি আশা করব আমাদের দেশেও এই রকম ব্যবস্থা করলে পরে আমাদের অনেক সুবিধা হবে এবং এদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আর আমাদের পি, ডবলিউ, ডির বাজেটের মধ্যে সেন্ট্রাল রোড ফাণ্ড বলে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যেটা রেখেছেন, সেটা সম্বন্ধে আমরা ঠিকভাবে ওয়াকিবহাল নই। তারপরে সেখানে আরও অনেক স্কীম আছে যেগুলি নাকি ইমপ্লিমেণ্টেড আণ্ডার দি সেন্ট্রালী স্পনসর্ড স্কীমে হবে সেজন্য আমি বলছিলাম আমাদের ত্রিপুরা যেটা নাকি বর্ডার ষ্টেট তাকে রক্ষার জন্য এবং তার বর্ডারকে সুরক্ষিত করার জন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের দায়ীত্ব সবচেয়ে বেশী, কাজেই আমাদের বর্ডারে যে সমস্ত রাস্তা আছে বা আরও নূতন করে তৈরী করা দরকার, সেগুলি করার জন্য যে ব্যয় হবে, সেটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকেই খরচ করা উচিত। এবং সেটা আমাদের রাজ্যের বাজেটের মধ্যে ইনক্লুড না করার জন্য আমি আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আর মাইনর ইরিগেশনের গত ৫/৬ বছরের ইতিহাস যদি আমরা দেখি তাহলে কি দেখব, দেখব যে

এই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে দিয়ে যে সব স্কীম কার্যকরী করা হয়, সেখানে টেকনিক্যাল এ্যাক্সপার্টদের ও'পিনিয়ন দরকার হয়। কিন্তু আমরা সেটা কেউ অস্বীকার করছি না, এই কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য সুরেশবাবু যে যুক্তি দেখিয়েছেন সেটা আবার একেবারে ফেলে দেওয়ার বিষয় নয়। কেন না আমরা যখন গ্রামের মধ্যে যাই, তখন যে সব জায়গাতে মাইনর ইরিগেশন স্লুইচ গেইট করেছে বা বাঁধ দিয়েছে, সেখানকার কৃষক ও জনসাধারণ থেকে অভিযোগ উঠেছে যে এই বাঁধ বা গেইট দেওয়ার ফলে তাদের জমিতে জল দেওয়ার কোন সুবিধা হয়নি, তারা সেখানে বলেছিল যে এখানে বাধটি বা গেইটটি না দিয়ে যদি আরও ১৫ হাত আগে বা পিছনে দেওয়া হত তাহলে তাদের অনেক সুবিধা হত এবং তারা ভালভাবে তাদের ফসলী জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু সরকারী অফিসারেরা তাদের কথায় কর্ণপাত করেননি। ফলে এসব গেইট বা বাঁধ জনসাধারণের কোন উপকারেই লাগেনি। আর সেজন্য আমরা শুনতে পেয়ে থাকি যে সরকারের টাকা এমনি ভাবে অপচয় হয়ে থাকে। আমার কথা হল আজকের দিনে যারা নাকি কৃষক, তাদেরও কথার একটা দাম দেওয়া উচিত। কেন না তারা এ জায়গাতে কাজ করবে, কাজেই কিভাবে হলে পরে তাদের সুবিধা হতে পারে, সেটা অবশ্যই তাদের কিছু না কিছু জানা থাকার কথা, যেটা নাকি একজন ভাল ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষেও জানা সম্ভব নয়। কাজেই আমি বলব যখন এই সমস্ত স্কীমকে কার্যকরী করা হবে তখন যেন এ অঞ্চলের যারা কৃষক তাদের সংগে পরামর্শ করে সেটা করা হয়। কিন্তু সেটা যদি না করা হয় এবং সরকারী টাকা এভাবে খরচ করে যদি সেটা তাদের কোন উপকারে না আসে তাহলে জনসাধারণের মধ্যে একটা রি-একশান হওয়া অস্বাভাবিক কিছুই নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে মাইনর ইরিগেশন স্কীমের কথা বলতে গেলে আমি দুয়েকটা কথা এখানে না বলে পারছি না। এটা বড় দুর্ভাগ্যের কথা যে আমরা মাইনর ইরিগেশন স্কীম ইমপ্লিমেন্ট করার ভার যাদের উপর দিয়েছি ত্রিপুরার জলপ্রবাহের সংগে তাদের মোটেই পরিচয় নাই। বিহারের মত জায়গায় যেখানে ওয়াটার ফল কম সেখানে তারা কাজ করে এসেছে। কাজেই বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের নেই। অতএব আমি মন্ত্রী মণ্ডলীকে অনুরোধ করি এমন লোককে এখানে পাঠানো দরকার যারা নাকি ত্রিপুরা সরকারের সংগে সহযোগিতা করে এবং এখানকার লোকের সংগে সহযোগিতা করে কাজ করতে পারেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার যাতে এখানে অভিজ্ঞ লোক পাঠান এই চেষ্টা তারা যেন করেন। শুধু চাকুরী করে টাকা নেবার জন্য এখানে লোক পাঠিয়ে লাভ নেই। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিমাণ্ডগুলি মাননীয় অর্থ মন্ত্রী দাখিল করেছেন, সেটা বড় আনন্দের বিষয় এবং আমি সমর্থন করি। ত্রিপুরার উন্নয়নের

জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা নিয়েছেন, বিদ্যুতের পরিকল্পনা এবং যোগাযোগের, যানবাহনের, এই সমস্ত যে পরিকল্পনা নিয়েছেন তার জন্য ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তবে এই ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে কাটমোশন দিয়েছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। তারা বলেন ত্রিপুরায় কিছুই হয় নাই। তবে আমি মাননীয় সদস্যদের জিজ্ঞাসা করব যে বৃটিশ আমলে তাদের বাড়ী থেকে আগরতলায় আসতে কয়দিন লাগতো আর বর্তমানে বিধানসভার মেম্বার হওয়ার পরে আগরতলায় আসতে কয়দিন লাগে? সেটা তারা জেনেও জানেন না। অঘোর বাবুকেও বলছি যে আগে বনমালীপুরে একটু বৃষ্টি হলেই যে জল জমে থাকতো এখন সেই জল জমে কিনা। তবু তারা বলবেন যে ত্রিপুরায় কিছুই হয়নি। এই কথা বলে তারা প্রত্যেকবার সময় নষ্ট করে। যাই হোক ত্রিপুরার মুখ্য মন্ত্রী ডুম্বুরের পরিকল্পনা নিয়েছেন। এটা ত্রিপুরার আশীর্ব্বাদস্বরূপ এবং ত্রিপুরার সৌভাগ্যের বিষয়। আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে ত্রিপুরার মুখ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে এই পরিকল্পনাগুলি যাতে অতি সত্বর রূপায়িত হয়। খোয়াই তেলিয়ামুড়া হয়ে তারপর আমবাসা হয়ে ডুম্বুরনগর রাইমাশর্মা পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে সেখানে বার মাসেই গাড়ী চলে না। কিছুদিন আগে আমি নিজেও এ সমস্ত জায়গায় গিয়েছিলাম। আনন্দের বিষয় যে সে সমস্ত জায়গাতে পুলিশের সংখ্যা বেশী হওয়ায় এ সমস্ত জায়গাতে স্যাংক্রোক প্রভৃতি দল ত্রিপুরার জনসাধারনের এবং উপজাতির উপর আর অন্যায় আচরণ করবার সাহস পায় না। যাতে কম্যুনিষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা এবং স্যাংক্রোক দল বেশী দূরে অগ্রসর হতে না পারে সেই কারণে বহু ভিতরেও রাস্তাগুলি অতি সত্বর করার জন্য আমি মাননীয় ত্রিপুরার মুখ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করব। এই বলে যে ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধী দলের কাটমোশনের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—নাও আই উড কল অন শ্রীক্ষিতীশ দাস।

শ্রীক্ষিতীশ দাস—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত কল্য অর্থ মন্ত্রী ডিমাণ্ড নাম্বার ২৬, ২৭, ৪২, ৪১, ২৪ এবং ৩৯ এই ডিমাণ্ডগুলি পেশ করেছেন। আমি এইগুলিকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী সদস্যগণের অতীত কাটমোশনগুলির আমি বিরোধিতা করছি। আজকে ত্রিপুরার অতীতের দিকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাব যে তখন যাতায়াতের অনেক অসুবিধা ছিল, এই কথা আমরা অস্বীকার করতে পারব না। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে অনেক কিছু হয়েছে তাও অস্বীকার করবার উপায় নাই। ত্রিপুরায় রাস্তা এক সময় ছিল না বললেই হয়। তাহলে ত্রিপুরার যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কিছুই হয়ত হয়নি। আসাম আগরতলা রাস্তাকে আমরা লাইফ লাইন বলে থাকি। সেই রাস্তার সংগে কানেক্টেড যে আরও রাস্তা আছে

সেগুলির প্রতিও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ এই একটি মাত্র রাস্তা দিয়েই চলছে সমস্ত ত্রিপুরার পরিবহন। জরুরী প্রয়োজনে যখন বর্ডার এলাকায় ট্রাবলস দেখা দেয় তখন অনেক সময় এমনও দিন যায় যখন দস্তুরমত এই রাস্তা বন্ধ থাকে এবং ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়। কাজেই আর একটি রাস্তার প্রয়োজন আছে। অনেক কিছুই বলা হয়ে থাকে আমাদের পক্ষ থেকেও এবং বিরোধী দল থেকেও। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ত্রিপুরার বিরোধী দল এবং সরকার পক্ষ মিলিতভাবে রেলওয়ের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তারও কোন সুরাহা আজ পর্য্যন্ত হয়নি। এটা বাস্তবিকই খুব মংগলজনক প্রস্তাব। কাজেই এই রাস্তার দিক চিন্তা করলে আরও যদি বেশী দিন এই রকমভাবে চলে তাহলে অনেক অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। রাস্তার কাজ এইরূপ মন্থর গতিতে চললে পরে আরও অসুবিধার কারণ হয়ে দাড়াবে।

তারপর ইরিগেশানের কথা, মাননীয় সদস্য প্রমোদবাবু, সুরেশ বাবু এবং কমলজিত সিংহ মহাশয় এখানে বলেছেন, সব সাবডিভিশনে প্রায় একই অবস্থা। ইরিগেশানে যে সমস্ত ডাইভারশান স্কীমের মাধ্যমে পাকা বাধ করা হয়েছে, আমি আমার কমলপুর সাবডিভিশনের কথা এখানে বলছি, সেই কমলপুরের মধ্যে নাগকুলছড়া, দলুইছড়ি, সালছড়া, ফুলছড়ি, এর মধ্যে ফুলছড়িতে এই বাধের ফলে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে, তাছাড়া আর বাকীগুলি একেবারেই কাজ করছে না। বহুবার সেই ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টের যে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার এবং এমন কি ডিপুটি মিনিষ্টার স্বয়ং যেয়ে সেইসব বাঁধ তদন্ত করে এসেছেন। সেখানে একই কথা। এই বাঁধ যখন করা হয় তখন সেখানকার লোক বলেছিল যে আরেকটু উপর দিকে যদি বাধ দেওয়া হয়, তাহলে জল উঠবে, কিন্তু তাদের একই প্রশ্ন যে তোমরা টেকনিক্যাল ম্যান নও, আমরা বিশ্বাস করলাম যে ঠিকই আমরা টেকনিক্যাল এক্সপার্ট নই, কাজেই তাদের কথাই আমাদের শুনতে হবে। কিন্তু সেই বাধ করার পর আর কোন কাজে আসে না। কয়েক মাস পর যখন এস, ডি, ও এবং ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সেখানে যান, তখন এটা স্বীকার করলেন যে বাধটা আরেকটু উপরে দেওয়া দরকার ছিল এবং সেই বাধটা আরেকটু উচু করে দেওয়া হয়েছিল কয়েক মাস আগে। এই যে অবস্থা, হাজার হাজার টাকা খরচ করা হল, টেকনিক্যাল এক্সপার্ট দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেটা করা হল কিন্তু তা থেকে জল পাওয়া যাচ্ছে না। আজকে জলের অভাবে আমরা যে গ্রো মোর ফুড ক্যাম্পেন নিয়েছি সেটার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। কাজেই এই কাজগুলি যাতে দ্রুত করা যেতে পারে, সেই দিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আরেকটা হচ্ছে ইনভেষ্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট, তার কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। কমলপুরের মানিকভাণ্ডারের বাজারের নিকট ১০/১২টি স্পার ফ্লাডে ডুবে গেছে, সেইগুলি রিপোর্ট করা হয়েছে কিন্তু তার কোন কাজ এখন পর্য্যন্ত হয় নি। ইরিগেশান ডিপার্টমেন্ট বলে এটা আমাদের নয়, এটা

পি, ডবলিউ, 'র রাস্তার কিনারে ইত্যাদি বলে কোন ডিপার্টমেন্টই তাদের দায়ীত্ব ঠিক ঠিক ভাবে পালন করছেন না।

(রেড লাইট)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে দুই এক মিনিট সময় দিতে হবে। আমার সাবডিভিশন সম্পর্কে কিছু বক্তব্য আছে, সেগুলি আমি বলব।

এখানে কমলপুর টাউন রোড আজকে তিন বৎসর ধরে হয় হচ্ছে কিন্তু সেটা হচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি সরকারের দৃষ্টি এর প্রতি আকর্ষণ করছি। আর এদিকে বালিগাঁ, নোয়াগাঁ দুইটি রাস্তা অনেকদিন যাবত পি, ডবল্যুডি টেক আপ করেছিল, কিন্তু এখনও সেটার কাজ আরম্ভ হয়নি, পি, ডবল্যুডি'কে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা বললেন ইট নেই। কাজেই এইসব কাজগুলি যাতে ত্বরান্বিত হয়, সেই দিকে নজর দেওয়ার জন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর মরাছড়া একটা অনুন্নত এলাকা, নদীর ওপারে। মরছড়া-কমলপুর একটা রাস্তার এষ্টিমেট করার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু সেই এষ্টিমেট হল কিনা, আমি বুঝতে পারছিনা। তারপর হালাহালি থেকে গণ্ডাছড়া একটি রাস্তা, চীফ মিনিষ্টার সেখানকার অধিবাসীদের আশ্বাস দিয়ে এসেছিলেন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটা হয়নি। খোয়াই মানিক ভাণ্ডার রোড, মানিকভাণ্ডার—ফটিকরায় রোড, এই দুইটি রাস্তা ত্বরান্বিত করা দরকার। আমার একটা প্রস্তাব ছিল। ১৯৬৭ সনের বাজেট সেশানেও বলেছিলাম কমলপুর'এর ইনটেরিয়ারে কয়েকটি রাস্তা করার কথা, আমি আমবাসার একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং অফিস ভায়া সালেমা, পূর্ব্ব দেবছড়া চা বাগান পর্য্যন্ত একটা রাস্তা আছে, এ' এলাকায় আর রাস্তা নেই যার জন্য এ'সব এলাকার মানুষ অসুবিধা ভোগ করছে, সেই রাস্তাটার ইম্প্রুভমেন্ট দরকার। তারপর আরেকটা রাস্তার প্রস্তাব ছিল বালিগাঁ হালাহালি মেন্দিহাওয়র গণ্ডাছড়া ট্রাইবেল কলোনীর জুলাইবাড়ীর ঘাট পর্য্যন্ত। তারপর কমলপুর টাউন পর্য্যন্ত। আমি বলেছি যে কমলপুর শহর রক্ষায় জন্য যে এম্বেঙ্কমেন্ট সেটা আজ পর্য্যন্ত ও হচ্ছে না। কেউ বলছে এম্বেঙ্কমেন্ট হলে ভাল হবে, আরেকজন বলছেন যে এটা করলে অসুবিধার সৃষ্টি হবে। জনসাধারণ এই সব টেকনিক্যাল পয়েন্ট কিছু বুঝেনা। জনসাধারণ দাবী কি করে কমলপুর টাউনকে উন্নত করা যায় তারই ব্যবস্থা করা। যখন ফ্লাড হয় তখন রাস্তার উপর জল ইনফেকটেড হয়। কাজেই আমার সাজেশন হচ্ছে যাতে সেই সব জল বাহির করার কোন সুবিধা করা যায় তার একটা তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যদি এটাও অন্ততঃ করা যায়, তাহলে এমবেংকমেন্ট না করলেও চলতে পারে। আর যদি এমবেঙ্কমেন্ট করা হয়, তাহলে সেটা ভাল কথা।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বার, টাইম ইজ ওভার।

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাশ—আমায় শেষ হয়ে গেছে স্যার। এখানে বাজেটের সমর্থনে এবং বিরোধী পক্ষের সদস্যদের কাটমোশানের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—Now I call on Shri Nishi Kanta Sarker. Only 10 minutes.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসের সামনে যে ২৬, ২৭, ২৮, ৪২, ৪১, ২৪, ৩৯ ডিমাণ্ড মাননীয় অর্থ মন্ত্রী রেখেছেন তা আমি সমর্থন করছি, আর বিরোধী পক্ষের যে কাটমোশান রাখা হয়েছে—

(১) Inadequacy of provision for Buildings and communications.

(২) আগরতলা সহ বিভিন্ন সহর ও গ্রামকে বন্যার হাত হইতে রক্ষার কাজে ব্যর্থতা সম্পর্কে এবং জল নিষ্কাশনের কাজে ব্যর্থতা।

(৩) নদী ভাংগন প্রতিরোধে বরাদ্দের অপর্য্যাপ্ততা।

(৪) জলসেচ ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দের অপর্য্যাপ্ততা সম্পর্কে।

তার যে কারণ উনারা দেখিয়েছেন, তার কারণ স্বরূপ আমি সেগুলি সমর্থন করতে পারছি না। ত্রিপুরা রাজ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ নদী, ছড়া, নালা ইত্যাদি আছে। এইগুলির বিভিন্ন কাজ যদি করতে হয়, তাহলে হাজার কোটি টাকা লাগবে এবং কত হাজার কোটি টাকা লাগবে তার হিসাব তাঁরা দিতে পারেননি, কাজেই এইসব কাটমোশান আমি সমর্থন করতে পারছি না। এখানে বলা হয়েছে যে নিশিকান্ত সরকার কথায় আঠার আনা, কাজের বেলায় ঠনাঠন। আমি যদি বলি উনারা কথাই জানে না, এখানে কি বলবেন। এখানে উনাদের বক্তৃতায় রেখেছেন চীনদেশের সেই হোয়াংহো নদীর কথা। কথাবার্ত্তা বন্যার আছে বললেন। উনার কাটমোশান দেন এক জিনিসের উপর, আর বক্তৃতায় বলেন আরেক জিনিস। অতএব আমি তার কি আর উত্তর দেব। আমার সময় কম। আমি পি, ডবলিউ, ডি,র উপর দুই একটি কথা বলছি। আমাদের পূর্ত্ত বিভাগ যে কাজ করছে, এটা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। আমার মাননীয় সদস্যরা অনেকেই তাদের কাজের কথা বলেছেন। যেমন কাকলিয়া ব্রীজ, হাওড়া নদীর উপর ব্রীজ, এই রকমভাবে দেবতামুড়ার উপর দিয়ে রাস্তাঘাট, মনু বগাফা রোড, এই সমস্ত বহু দুরুহ কাজ তারা করেছেন। কিন্তু কোন কোন জায়গায় আমরা দেখছি যে পূর্ত্ত বিভাগের কাজ খুবই মন্থর গতিতে চলে। যেমন নাগিনছড়া ইত্যাদি আছে, আমি তার কথা পরে বলছি। তাদের কাজের বিলম্ব হওয়ার কারণ হচ্ছে, আমার যতদুর মনে হয়, তাদের এ্যাষ্টিমেট এবং টেণ্ডার তার মধ্যে অনেক ত্রুটি বা গোলমাল আছে। তার কারণ আমি দেখেছি যে একটা টেণ্ডার মাসের পর মাস কল করতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই টেণ্ডার কল করার ব্যাপারে ২/৩ মাসও লেগে যায়। আমার একটা প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন এই হাউসের মধ্যে যে টেণ্ডার কল করার আগে সরকারী তরফে এষ্টিমেট করতে হয় এবং সেটা এমনভাবে করা হয় যে দিনের পর দিন যে

জিনিষের দাম আগে কম ছিল, সেটা এখন বাজার দাম বাড়া সত্বেও আরও কমছে। যেমন ধরুন আগে একটা মাটির রেট ছিল ৩০ টাকা এখন সেটার জন্য টেণ্ডার দিতে হচ্ছে মাত্র ২২ টাকায়। এগুলি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অফিসে এবং পি. ইর অফিসে ঠিক করা হয়। আর বাঁশের দাম আগে ছিল ১৫ টাকা এখন সেটা হয়েছে ২২ টাকা। আমি মনে করি এইসব কারণে আমাদের কাজগুলি শেষ করতে দেরী হচ্ছে। তাছাড়া আমি বলব যে আমাদের ত্রিপুরাতে রাস্তাঘাট করতে হলে ইটের দরকার, সেই ইট আমরা সময়মত কোথায় পাব, আর ইট করার সময় বছরে শীতকালে মাত্র তিনমাস পাওয়া যায়। কাজেই টেণ্ডার কল করে ইটের সাপ্লাই সরকারকে নিতে হবে। কাজেই আগে এষ্টিমেট করে পরে টেণ্ডার কল করে ইটের সাপ্লাই নেওয়ার পর যদি দেখা যায় যে আগের এষ্টিমেটে যে পরিমাণ ইট ধরা হয়েছিল তাতে যদি কাজ করতে গিয়ে কোথাও কম পড়ে যায়, তাহলে আগে এই কাজের জন্য যে খরচ ধরা হয়েছিল, এখন সেই আরও বেড়ে গেল, তাতে করে কাজ করার খরচের পড়তা অনেক বেড়ে গেল। তাই আমি এই হাউসের সামনে বলছি যে কাজটা ২।৩ বছর আগে হওয়ার কথা, সেটা ২.৩ বছর পিছিয়ে গেল। অর্থাৎ এইভাবে যে কাজটুকু হওয়ার কথা সেটুকু হচ্ছে না। আমি বলব আমার উদয়পুর সাবডিভিশনে বিশেষ কোন রাস্তাঘাট হয় নি। সেজন্য আমি কয়েকটি রাস্তার কথা বলব যেগুলি একেবারে না হলে নয়। যেমন মহারাণী গর্জি হয়ে উদয়পুর পর্যান্ত একটা রাস্তা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সেটা আদিবাসী এবং সাধারণ কৃষকদের একটা অঞ্চল। অবশ্য এই রাস্তাটি টি, টি, সি'র আমলে সুরু হয়েছিল, কিন্তু এখন আর হচ্ছে না। তারপরে গর্জাছড়া থেকে উদয়পুর পর্য্যন্ত ৪ মাইল একটা রাস্তা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এইসব রাস্তার কথা আমি গত কয়েক বছর ধরে বলে আসছি কিন্তু তারমধ্যে একটি রাস্তারও কাজ হচ্ছে না। তাই আমি এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এইভাবে যদি একটা সাবডিভিশনকে তার রাস্তাঘাটের ব্যাপারে বছরের পর বছর অবহেলা করা হয়, তাহলে সেই অঞ্চলের মানুষ অতিষ্ট হয়ে উঠবে। আমরা দেখেছি যে ট্রাইবেল ওয়েল্ফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট থেকে এবং টি টি, সি'র আমলে কিছু রাস্তাঘাট করার জন্য টাকাপয়সা খরচ করা হয়েছে। আমি বলব তারা হচ্ছে একটা ছোট ইউনিট মাত্র, তাদের বাজেটে বা কত টাকা আছে যে তারা খুব বেশী করে রাস্তাঘাট করবে। বিভিন্ন অঞ্চলে এই ডিপার্টমেণ্ট আগে যে সব রাস্তা করেছিল, সেইগুলির এখন কোন মেনটেইনান্স করা হচ্ছে না, এমন কি কোন কোনটার এখন এ্যাক্জিসটেন্স পর্যান্ত নেই। তারপরে আছে বক্সনগর থেকে ১২/১৩ মাইল একটা রাস্তা হওয়ার কথা, এটার জন্য সেখানকার জনসাধারণ গত ১৫ বছর ধরে বলে আসছে, এই রাস্তাটা না থাকার জন্য সেখানকার অধিবাসীদের নানাভাবে হয়রানি হতে হচ্ছে। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে কিছু টাকা ব্যয় করা হয়েছে, তাও একেবারে কম নয় প্রায় ১ লক্ষ টাকার মত হবে, কিন্তু সেদিকে আর কোন নজর দেওয়া হচ্ছে না। তাই

আমি বলছিলাম যে এইভাবে এসব করা হয়, তাহলে কৃষক এবং জনসাধারণের যে কি উপকার হবে সেটা আমি বুঝে উঠে পারছি না। আর একটা আমি বলব যে টি, টি, সির আমলে টাউন রোডগুলি দুইটি গ্রুপে হয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই রাস্তাগুলির আর কিছু করা হচ্ছে না। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, যেন সেইগুলি এলোমেলোভাবে পড়ে রয়েছে। তাই আমি আবেদন রাখব যাতে অতি সত্বর উদয়পুর টাউনের যে সব রাস্তা আছে, সেগুলির কাজ যেন শীঘ্রই করা হয়। আর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্পর্কে অনেক কথা আছে। বিলোনিয়া, সাব্রুম বিভাগে এই বিভাগ থেকে কতগুলি রাস্তা করার কথা আছে। এইরকম অবশ্য সব কয়টি সাব-ডিভিশনের মধ্যেই করার কথা আছে। কিন্তু আমরা কি দেখছি? দেখছি যে সেখানে শুধু সার্ভের উপর সার্ভে, আর পরীক্ষার পর পরীক্ষাই হচ্ছে, কার্য্যতঃ সেগুলি হওয়ার মত কোন সম্ভাবনা নেই। সেখানে খুব বেশী একটা টাকার তো দরকার নেই। কোন কোনটির জন্য মাত্র এক হাজার টাকা ধরা হয়েছে, এই টাকাটাও যদি সম্পূর্ণভাবে ব্যয় হয় তাহলে পরে সেখানকার জনসাধারণের অনেকটা উপকার হত, কিন্তু হাজার বার বলেও কোন কাজ করানো সম্ভব হচ্ছে না। আর কৃষকদের জমিতে জল সেচের জন্য ছোট ছোট স্লুইচ গেইট করে দেওয়ার কথা আছে, কিন্তু সেগুলি হচ্ছে না। হচ্ছে না এমন নয় যেভাবে হওয়ার দরকার ঠিক সেইভাবে হচ্ছে না। কাজগুলি যেন সবই বেশ একটা মন্থর গতিতে চলছে। আর আমার সাবডিভিশনে একটা জায়গা আছে, সেখানে পূর্ব্ব বাঙ্গলা থেকে আগত বহু উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নদী ভাংতে ভাংতে সেটার আর কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। এ সম্পর্কে আমরা গত ১৫ বছর ধরে বলেও কোন কিছু করতে পারিনি। আমার মনে হয় সেখানে নদীটাকে যদি একটু ঘুরিয়ে দেওয়া হত তাহলে তারা সেই নদীর ভাংগন থেকে রক্ষা পেত। এ সম্পর্কে আমরা অনেক আবেদন নিবেদন রেখেছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছুই করা হয়নি, তাই দুবার করে আমরা বীজ দিয়েছি। আমার কথা হচ্ছে কাজ আস্তে আস্তে হবে। কেন না কৃষকদের বাঁচতে হলে, ত্রিপুরার উন্নতি করতে হলে প্রত্যেক জায়গায় সেচ ব্যবস্থা করতে হবে। সেচ ব্যবস্থা কিছু কিছু হয়েছে, এটা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে যাতে কৃষকদের উপকার হয় সেইদিকে নজর দিয়ে সেচ ব্যবস্থা করা উচিত বলে আমি মনে করি। আজকে ফসল ফলাবার জন্য কৃষক দিবারাত্র পরিশ্রম করছে। কিন্তু ফসল করতে গিয়ে মাঝ পথে তাকে জলের জন্য যেতে হয়। সে তো আর হাত দিয়ে জলসেচ করে বেশী ফসল করতে পারবে না। সেজন্য আমি বলব অন্য হেড থেকে টাকা কমিয়ে হলেও আগে কৃষির দিকে জোর দিতে হবে। তা বলে আমি বড় বড় পরিকল্পনার কথা বলছি না। আগে ছোট খাট করেই করা হোক। তারপরে বড় বড় পরিকল্পনার কথা ভাবা যাবে। নদী নালা যেগুলি আছে সেগুলির প্রতিও নজর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আর যে সমস্ত রাস্তাঘাট হয়ে গেছে সেগুলির মেনটেনেন্সের দিকে নজর রাখলে ফসল ইত্যাদি আনা নেওয়ার

ব্যাপারেও সুবিধা হয়। ব্লকে যে টাকাগুলি দেওয়া হয় সেগুলি দিয়ে কিছুই হয় না। তারা রাস্তা করতে পারে না। তাদের টাকাও অল্প। সেজন্য পূর্ত্ত বিভাগকেই টাকাগুলি দিয়ে দেওয়া উচিত, তাদের টাকাও বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আরও কিছু বলার ছিল। লাল বাতি জ্বলে গেছে। তাই বিরোধী দলের কাটমোশানের বিরোধিতা করে আমার বক্তৃতা আমি এখানেই শেষ করছি।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে যে ডিমাণ্ড নং ২৬ পাবলিক ওয়ার্কস রাখা হয়েছে তা আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের সদস্যরা এর উপর যে কাটমোশন রেখেছেন সেগুলির আমি বিরোধিতা করছি। তার কারণ ত্রিপুরায় যোগাযোগের যেখানে বিশেষভাবে প্রয়োজন ঠিক সেখানে তারা দৃষ্টি দিতে পারেন নি। ত্রিপুরার ডেভেলাপমেণ্ট সম্বন্ধে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে ত্রিপুরা ভারতের সাথে যুক্ত হওয়ার পর আমাদের পূর্ত্তবিভাগ ত্রিপুরাতে যা কিছু করেছে তারজন্য আমরা গর্ববোধ করতে পারি। কারণ স্বাধীনতার আগে আগরতলা থেকে উদয়পুর পর্য্যন্ত ৪০ মাইল রাস্তা ছাড়া যেখানে আমাদের কোন পাকা রাস্তা ছিল না সেখানে আমরা আগরতলা থেকে ধর্মনগর এবং আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রাস্তা পেয়েছি। এখন আমাদের প্রয়োজন ত্রিপুরার সিকিউরিটি। ত্রিপুরাকে যদি আমরা ডেভেলাপ করতে চাই তাহলে আমাদের সবার আগে প্রয়োজন ত্রিপুরার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যারা সমাজদ্রোহী আছে তারা ওৎপেতে বসে আছে ত্রিপুরাতে কোনকিছু অঘটন ঘটানো যায় কিনা। ১৯৫০ সালের পুনরাবৃত্তি করা যায় কিনা। এদিকে স্যাংক্রাক দলেরও আবির্ভাব ঘটেছে। তারপর আছে পাকিস্তান। আমরা জানতে পেরেছি পাকিস্থানের কাচালঙে স্যাংক্রাক দল আড্ডা গেড়েছে। ওখান থেকে এসে আমাদের ত্রিপুরাতে তারা বার বার হানা দিচ্ছে। গত দুই বছরে আমরা তাদের এই দলের যথেষ্ট উৎপাত সহ্য করেছি। সুতরাং ত্রিপুরাকে যদি আমাদের রক্ষা করতে হয় তাহলে অচিরেই ত্রিপুরার উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলটা, যে অঞ্চলটার রাইমাশর্ম্মা থেকে যোগাযোগের ব্যবস্থা নাই সেই অঞ্চলকে রক্ষা করতে হবে যোগাযোগের মাধ্যমে। কারণ ত্রিপুরাকে যদি আমরা রক্ষা করতে না পারি তাহলে কি শিল্প, কি শিক্ষা, কি স্বাস্থ্য কোনটাই আমরা পরিচালনা করতে পারব বলে আমি মনে করি না। মনু থেকে জম্পুই পর্য্যন্ত যে রাস্তা গেছে সেই রাস্তাকে সোলিং মেটালিং করা উচিত। ছামনু থেকে গোবিন্দবাড়ী পর্য্যন্ত যে জায়গাটা তার নিরাপত্তার জন্য অচিরেই সেই রাস্তাটা সোলিং মেটালিং করতে হবে। আমরা দেখি নদী যখন প্লাবিত হল সেই সময়ে পাকিস্তানের কাচালঙ থেকে এই স্যাংক্রাকেরা গোবিন্দবাড়ী, ছামনু, ছৈলেংটা, গণ্ডাছড়া, ধর্মনগর এই সমস্ত অঞ্চলে হানা দেয়। এটা আমাদের হাউসের সকলেই জানেন। সুতরাং এই অঞ্চলটা যদি আমাদের নিরাপদ রাখতে হয় এবং যাতায়াতের সুবিধা দিতে হয় তাহলে আমাদের অচিরেই প্রয়োজন যোগাযোগের

ব্যবস্থা। বর্ষার সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় তখন আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী যাতায়াত করতে পারে না এবং এই যে সমাজদ্রোহী এবং পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষক স্যাংক্রোক দল, তারা যাতে সেই সময়ে হাঙ্গামা করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাদের এই বার বার হামলার ফলে কৃষি ব্যবস্থা বার বার বিপর্য্যস্ত হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটা অঞ্চলের কথা জানি যে—

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—পয়েণ্ট অব অর্ডার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসে কোরাম নেই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—কোরাম আছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—আমি সাজেশান দিয়েছিলাম যে আমবাসাকে ত্রিপুরার সাথে যোগাযোগের জন্য আর একটা লাইফ লাইন করা দরকার। সেই অনুসারে বগাফা আমবাসা থেকে যে কাজ আরম্ভ হয়েছে সেই কাজ অতি মন্থর গতিতে চলছে। সেটা যদি তাড়াতাড়ি করা না হয় তাহলে রাইমা শর্মার দুর্গম অঞ্চলে যে বিস্তৃত এলাকা, যে বিরাট অরণ্য আচ্ছাদিত লংত্রাই পাহাড় রয়েছে সেখানে আমার মনে হয় সমাজদ্রোহীরা ওত পেতে বসে আছে এবং আমাদের যা কিছু পরিকল্পনা আছে সেগুলিকে বানচাল করার চেষ্টা করবে। সুতরাং অচিরাত আমাদিগকে এই দিকে নজর দিতে হবে যাতে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী সেই দিক দিয়ে যাতায়াত করতে পারে এবং আমাদের নিরাপত্তা অতি সত্বর তারা আয়ত্বে আনতে পারে। সেদিকে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী বা আমাদের সরকার যেতে পারে না যোগাযোগের অভাবে। সমাজদ্রোহীরা, আপনারা জানেন যে পাকিস্তানের সংগে হাত মিলিয়েছে। পাকিস্তানে যে আজকে জংগী শাসন চালু আছে, সেই জংগী শাসন যে কোন মুহূর্ত্তে আমাদের ত্রিপুরায় একটা বিপর্যায় আনতে পারে। সেই দিকে নজর আমাদের রাখতে হবে। সুতরাং নিরাপত্তার জন্য সেইসব অঞ্চলের যে রাস্তা সেগুলি কমপ্লিটলী সোলিং মেটেলিং করে যাতায়াতের উপযোগী করা দরকার। অবশ্য আমি একথা বলছি না যে অভ্যন্তরের যোগাযোগের রাস্তাগুলি বাদ দিয়ে এইগুলি শুধু করা হউক। আমাদের মডেল কলোনী ইত্যাদি কলোনী যেগুলি আছে, সেগুলির সংগে আমাদের হেড কোয়ার্টারের যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য যে সমস্ত রাস্তা সেগুলিও আমাদের করতে হবে। কারণ আমরা যে সমস্ত হেড কোয়ার্টারে ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলতে চাই, সেই সমস্ত জায়গায় সেইসব কলোনী থেকে কাঁচামালের যোগান দিতে হবে। যেমন আমবাসা থেকে পটিছড়ি কমলপুর ধলাই নদী পর্য্যন্ত

একটা রাস্তা করা খুবই প্রয়োজন। কারণ আশেপাশের যে কলোনী সেইগুলিতে আমারদের চাষ বা অন্যান্য ফলের চাষ যদি করে বা অন্যান্য যে সমস্ত কাঁচামাল উৎপাদন করবে, সেগুলি যাতে সহরের বাজারে আনতে পারে, বা ফ্যাকটরীতে আনতে পারে, তার সুযোগ করে দিতে হবে। নতুবা যারা এই সমস্ত উৎপাদন করবেন, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। মডেল কলোনীর হেড কোয়ার্টার একটা থাকবে, তার একটা স্কীম নিয়েছি, সেই স্কীম দ্বারা আমরা আদিবাসীদের আর্থিক উন্নতি, ইকনমিক ডেভলাপমেন্ট করতে চাই। তাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করতে চাই, সেই কারণেই দুর্গম স্থানের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য, এ' সমস্ত অঞ্চলগুলির রাস্তাঘাট উন্নত করা দরকার। ট্রাইবেলদের স্বার্থে, ত্রিপুরার নিরাপত্তার জন্য আমি মনে করি এদিকে আমাদের জনপ্রিয় সরকার নজর দেবেন।

ডিম্যাণ্ড নাম্বার ২৪—মাইনর ইরিগেশান সম্পর্কে আমার পূর্ব্ববর্তী বক্তারা অনেক বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। আমি শুধু আমার কনষ্টিটিউয়েনসীর দুই একটি বিষয়ের কথা বলব। দামছড়াতে যদি একটা লিফট ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে ২০০ দ্রোণ জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা যাবে এবং সেখানকার গরীব চাষীদের উপকার হবে। আর ছামনু টি, ডি, ব্লকের লালছড়া ট্রাইবেল কলোনীতে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল। পতিত জঙ্গল, অনাবাদি ভূমি রয়েছে, অচিরাত সেখানে যদি জলসেচের ব্যবস্থা করা না যায়, আগামী বৎসরেও ঐ এলাকায় খাদ্যাভাব দেখা দেবে। ছামনু অঞ্চলের ভাইবোনছড়া কলোনী, যেখানে ১০০ পরিবার আছে, সেই এলাকাতে জলাভাবে জমিগুলিতে ফসল উৎপাদন করা যাচ্ছে না। নদীতে বাঁধ দেওয়া না গেলেও, অন্য উপায়ে যদি নদী থেকে জল তুলে কৃষি কাজে সহায়তা করা যেত, তাহলে এ'সব অঞ্চলে কিছু পরিমাণ খাদ্যাভাব ঘুচতো। আমরা দেখতে পাই, ফেনী নদীর বিস্তীর্ণ এলাকায় পাকিস্তান সরকার লিফ্ট ইরিগেশনের মাধ্যমে জলসেচের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু আমাদের এলাকাতে কোন রকম জলসেচের ব্যবস্থা নেই। সুতরাং আমাদের নদীগুলিতে যে জল আছে, যেমন গোমতী নদী, দেও নদী, মনু নদী, এইগুলি আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ। লিফ্ট ইরিগেশন দিয়ে যাতে আমরা জলসেচ করতে পারি তার ব্যবস্থা আমাদের করা দরকার। তাহলে কৃষি জীবনের মধ্যে আমরা নূতন জাগরণ আনতে পারি এবং কৃষককে সাহায্য করে এই জলসেচ দিয়ে ত্রিপুরাতে আমরা সুন্দর ফসল ফলাতে পারি—ত্রিপুরার যে অর্থনৈতিক কাঠামো, তার উন্নতি সাধন করতে পারি এই বলেই আমি ডিমাণ্ডের সমর্থনে এবং কাটমোশানের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now I call on Shri Benoy Bhushan Banerjee.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন সাড়ে তিনটা বেজে গেছে। গতকালকের বিজনেসই আমরা আলাপ আলোচনা করছি। আজকের বিজনেস এখনও আরম্ভ

হয় নাই। তদুপরি এখানে প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশানও গতকালকে একটা যুক্ত করা আছে। কাজেই আমি জানতে চাইছি আমরা কি গতকালকের কাজই চালিয়ে যাব কি না?

Mr. Speaker—প্রত্যেক মেম্বারকে আলোচনার সুযোগ দিতে হবে। Hon'ble Member only five minutes.

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে অর্থ মন্ত্রী এই পি, ডবলিউ, ডি, ডিমাণ্ডের উপর যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে দুই একটি কথা বলব। পি, ডবলিউ, ডি, এমন একটা ডিপার্টমেন্ট যে ডিপার্টমেন্টের কাজের উপর ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক কিছু অগ্রগতি নির্ভর করছে। কৃষিই হউক, এ্যাগ্রিকালচারই হউক, প্রত্যেকটি বিভাগের অনেক কিছু কাজ এই বিভাগের উপর নির্ভরশীল। এদিক থেকে আমি দেখছি যে ত্রিপুরার জনসাধারণের উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য একান্ত যে সমস্ত জিনিসগুলির প্রয়োজন, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের জনপ্রিয় মন্ত্রী পরিষদ যে সমস্ত কাজ রূপ দেওয়ার জন্য বাজেট প্রভিশান রেখেছেন সেগুলি ঠিক ঠিকভাবে রূপ দেওয়া হয়নি। এদিকে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আর আমি এখন আমার স্থানীয় লোকদের কিছু অসুবিধার কথা এখানে তুলে ধরতে চাই। আমাদের খাদ্যাবস্থার যে একটা বিরাট সমস্যা এবং আমাদের গ্রামের ফুডের যে লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছিল, আমাদের সেই অঞ্চলে তার জন্য কয়েকটা স্কীম আছে, যেমন রোয়া স্কীম, কুর্ত্তি স্কীম, আর শহর এবং তার বাজার রক্ষার জন্য যে বাঁধ এবং বাজার উন্নয়নের জন্য যে চিন্তা ছিল তাকে এখনও রূপ দেওয়া হয়নি। গ্রামের রাস্তাগুলির এমন এক অবস্থা হয়েছে যে বর্ষাকালে যখন গ্রামের ছোট ছোট স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যায়, তখন তাদের অভিভাবকেরা ঘরে বসে নানা দুশ্চিন্তায় দিন কাটায়, তার কারণ হল সেখানে যাতায়াতের কোন ভাল রাস্তাঘাট নেই। তাই আমি এ' সমস্ত দিকে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করব মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদের নিকট, যাতে সেগুলি তাড়াতাড়ি হয়। আজকে বিশেষ করে পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্টের উপর আমাদের রাস্তাঘাটের উন্নতি নির্ভর করছে, সেজন্য এই বাজেটের মধ্যে যে সমস্ত কাজের জন্য প্রভিশান রাখা হয়েছে, সেই কাজগুলি যাতে অন্য বছরের জন্য ফেলে না রেখে এ' বছরের মধ্যে করা হয় সেজন্য আমি এখানে আমার অনুরোধ রাখব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—নাউ আই কল অন দি অনারেবল চীফ মিনিষ্টার টু গিভ হিজ রিপ্লাই।

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বিরোধী পক্ষ থেকে ৩৯০১ ডিমাণ্ডের উপর মোট ৩টি কাট মোশান রাখা হয়েছে। আর পাবলিক ওয়ার্কস মেজর

হেড ফিফটিতে রাখা হয়েছে ১টি, সেটা হল ইন-এ্যাডিকোয়েসী অব প্রভিশান ফর বিল্ডিং এ্যাণ্ড কমিউনিকেশন। ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭এ কোন কাট মোশান রাখা হয়নি, ২৮তে কোন কিছু রাখা হয়নি আর ৪২তে—ক্যাপিটেল আউট লে আদার ওয়ার্কস, তাতে কোন কাট মোশান রাখা হয়নি। তারপর ৪১—ক্যাপিটেল আউটলে পাবলিক ওয়ার্কস এটাতে যে ব্যয় বরাদ্ধ ধরা হয়েছে, তার পরিমাণ হল ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, এটাতে ও কোন কাট মোশান তারা রাখেননি, আর ২৪তে তারা কিছু রাখেন নি। এতে দেখা যায় যে আমরা যে ডিমাণ্ডগুলির উপর ব্যয় বরাদ্ধ রেখেছি, তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল আছেন, তারই জন্য তারা সেগুলিতে কোন কাট মোশান আনার কথা চিন্তা করেন নি। এখন ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৯ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিরোধী পক্ষ মেসার্স এন, পি, সি, সি, লিমিটেড যে এণ্টারপ্রাইজ তার সম্পর্কে অনেক বিষোদ্গার করেছেন। তারা বলেছেন যে আমরা যে গোমতী হাইড্রো ইলেকটিক প্রজেক্টের কাজ শুরু করেছি তাদেরকে দিয়ে, আগরতলাতে কি এমন লোক বা কণ্ট্রাকৃটর নেই যারা এই কাজ করতে পারে বা এই কাজ করার পক্ষে উপযোগী। আমার কথা হল এই কাজে যদি কেউ অভ্যস্ত না হন তাহলে সেই কাজ কোন দিন কোন জায়গাতে তাদের এত বড় একটা প্রজেক্টের কাজ দেওয়া যেতে পারে না বা দেওয়া সম্ভবও নয়। তবে আমার মনে তাদের এই সব বলার মধ্যে একটা কারণ নিহিত আছে। সেটা তারা আমাদের লোক্যাল কণ্ট্রাকৃটারদের সেণ্টিমেণ্ট বুঝেন আর সেই সেণ্টিমেণ্ট বুঝেন বলেই তাদের কাছ থেকে যাতে কিছু টাকা পয়সা আগাম হয়, কেননা তারা যে সর্ব্বহারাদের বন্ধু, অতএব তাদের পকেট ভারী করতে হবে তো, শ্রমিকদের কাছ থেকে কিছু নিয়ে, কণ্ট্রাকৃটরদের কাছ থেকে কিছু নিয়ে, তাই তারা এই সুপারিশ এখানে রাখছেন। অতএব এই যে কোম্পানী যে নাকি ফরাক্কার মত একটা বড় প্রজেক্ট করিতেছে, টারন্যাল ওয়ার্কস এট কাশ্মীর ইত্যাদি বড় বড় প্রজেক্টের কাজ করছেন, তাদেরকে আমরা আমাদের এই কাজ দিয়েছি। শুধু আমরা কেন যেখানে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার মিনিষ্ট্রী অব ইরিগেশন এ্যাণ্ড পাওয়ার এ্যাণ্ড মিনিষ্ট্রি অব ফিনান্স তাদের দিয়ে এই সব বড় বড় কাজ করাচ্ছে, সেখানে আমাদের দেওয়াতে যে কি দোষ হল সেটা আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। অতএব তারা যে যুক্তি এখানে খাড়া করেছেন, সেটা একটা নিছক যুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার যা মনে হয় তারা বোধ হয় এখানকার কোন কণ্ট্রাক্টর থেকেকিছু টাকা পয়সা পেয়েছেন, তাই তাদের কিছু গুনাবলী প্রচার করছেন, এটা তো তাদেরই কাজ,. কেননা যেখানে বেশ কিছু পেয়ে তাদের পকেট ভর্তি হয়েছে সেখানে এই রকম কিছু বলটা তো অস্বাভাবিক কিছুই নয়। তবে কারা তাদেরকে কিছু দিয়েছেন, সেটা যদি জানতে পারতাম ভাল হত। ভয়ের কিছু নেই, কারণ যখন কিছু পেয়েছেন তখন তো সেই কণ্ট্রাক্টারদের গুণ কীর্ত্তন করতে হবে খোল বাজিয়ে, আর সেই খোল তৈরী হয়ে আসবে তাদের এ' খোয়াই থেকে, সেই খোলের চামড়টা বোধ হয় ধৌত হয়েছে হোয়াং হোর জলে আর রজন দেওয়া হয়েছে মস্কো থেকে এবং সেই খোল নিয়ে তারা তাদের নাম কীর্ত্তনই বলুন আর গুণ কীর্ত্তন বলুন যা কিছু করার তা

তারা করবেনই। তবে আমি আশা রাখব যে এতে দেশের এবং জনসাধারণের কোন কিছু ক্ষতিকর হবে না। তারপরে বলা হয়েছে যে যেখানে তাদের কোন লোক নেওয়া হয় না, আমি বলব সেটা একটা প্রচার ছাড়া আর কিছুই নহে কারণ আমাদের এখানে যেসব লোক্যাল উপযুক্ত ছেলে পাওয়া যাবে সেটা এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাকচেঞ্জ থেকে নেওয়া হচ্ছে এবং হবে। N. P. C. C. Ltd. normally allot works on the basis of open tender according to their rules and regulations. No specific instance of discrimination against local contractor has been brought to the notice. অতএব স্পেসিফিক কোন কিছু বললে আমরা বলতে পারতাম। তবে তারা যদি নামটি জানাতে পারেন কোন কোন কন্ট্রাক্টারের কাছ থেকে পেয়েছেন কোন্ কোন্ কন্ট্রাক্টর উনাকে বলেছিলেন তাহলে আমি বলতে পারব। তারপর বলা হয়েছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ, কে, পাল সম্বন্ধে। বলা হয়েছে যে একটা ভিজিলেন্স্ কেস আছে। তবে আমি মাননীয় সদস্যকে জানাতে পারি যে সেই কেস ড্রপ হয়েছে। তবে তাদের প্রধান ও প্রথম ধর্মই হল ক্যারেক্টার অ্যাসেসিনেশান। সেই ধর্ম অনুসারে তারা পরিচালিত হন। সেই লোক হাউসে নাই। সে তার উত্তর দিতে পারবে না অথচ বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে একটা রিট পিটিশন আছে এবং জানা সত্ত্বেও যে কেসটি সাব-জুডিস তবু তারা এটা বলেছেন। আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়কে অনুরোধ করবো যে এইভাবে উক্তি কেউ করতে পারে কিনা এবং এটা আইন বিরোধী এবং মানবতা বিরোধী উক্তি। জুডিসিয়াল কমিশনার কোর্টে সেই রিট পিটিশনটা আছে। সেটা তিনি বলতে পারেন কিনা সেইদিকে দৃষ্টি দিতে বলব। তবে কেন বলছেন? হয়ত তিনি কোন কাজে গিয়েছিলেন কন্ট্রাক্টরের উমেদারী করতে, হয়ত তিনি দেননি এবং তারই ফলে ক্যারেক্টার অ্যাসেসিনেশান করে সেটা আদায় করতে পারেন কিনা সেই চেষ্টা তিনি করছেন এবং তারই ফল এই বিশ্রি উক্তি তিনি করছেন। তারপর বলা হয়েছে সাপ্লাই অব বাল্ক পাওয়ার ফ্রম আসাম সম্বন্ধে। আমরা আগেই বলেছি যে ১৩২ কে, ভি লাইন চোরাইবাড়ী থেকে আগরতলা পর্যান্ত আনার কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ৪৯০টি টাওয়ার ইরেক্টেড করতে হবে। ২৩টি ইরেক্টেড হয়ে গিয়েছে নর্দান বিজনে। ১৯৭০ সাল নাগাদ সব ইরেক্টেড হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। গোমতী আইডেল প্রজেক্টের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সেটা এন, পি, সি, সি, কে দেওয়া হয়েছে। তারা প্রজেক্টের কাছে রাস্তাঘাট এবং ব্রিজ নির্ম্মাণের কাজও সুরু করেছেন। রোড সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ত্রিপুরার ৭৩০ কিলোমিটার সার্ভে হয়েছে। দুইটি বড় বড় ব্রিজ হয়েছে। একটা হল গোমতীর উপর সুভাষ ব্রীজ, আর একটা হল সূর্য্য সেন ব্রিজ যেটা কাওয়ামারা ঘাটে মুহুরীর উপর হয়েছে। ধলাইছড়া এবং আসাম আগরতলা রোড আর ইন প্রগ্রেস। ফ্লাড পটেকশান সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এর কাজও সুরু হয়েছে সোনামুড়া—দুর্গাপুর, বিলোনীয়া, উদয়পুর, কৈলাসহর টাউন এবং খোয়াইয়ের কাজও ইন প্রগ্রেস।

দীপ আর ইন এডিশান টু আদার ফ্লাড প্রটেকশন ওয়ার্কস। আগরতলাকে বাঁচাবার জন্য এম্বাকমেন্ট ট্রেনদেন করার কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। বাজেটে তার জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। গোমতী বেসিনের সার্ভের কাজও নেওয়া হয়েছে। সেটা নিয়েছে সার্ভে অব ইঞ্জিনিয়ার ষ্টাফ। মাইনর ইরিগেশন সম্পর্কেও বলা হয়েছিল। সেগুলি সম্বন্ধে হাউসে আমি রাখছি। 18 numbers of diversion schcmes 19 nos of bridge schemes, three numbers of tanks three nos of tube well scheme, and 4 numbers of reclamation schemes already শেষ হয়েছে।

31/3/66 Totol irrigation potentiality 8000 acres. 1·4.66 to 31.3.69—7 nos. of reclamatio nschemes, five nos. of diversion schemes, 12 nos. of tube well schemes and seasonal pessages have been completed. Besides, various other reclamation and diversion schemes have been taken up for completion during 1968—69. Report of the completion is awaited. 15 thousand acress জায়গায় আমরা জলসেচের ব্যবস্থা ক'রতে পারব।

তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একজন সদস্য বলেছেন, বেদনার অশ্রু বিসর্জন ক'রেছেন হোয়াংহো নদীর কথা বলে। কিন্তু আমাদের দেশের নদীগুলি দেবমাতৃক আর না হয় নদী মাতৃক। আর তাদের দেশের সেই হোয়াংহো নদী হচ্ছে দুঃখ দায়ক, বেদনাজনক। বেদনা হওয়ার কারণ হল এই এই নদীতে হয়তো লক্ষ লক্ষ লোককে বলি দেওয়া হয়েছে, তাদের অশ্রুতে সেই জল, তাদের রক্তে সেই জল মিশে এক বিরাট বন্যার করুণ নিশ্বাস বইছে। অতএব তাকে শোধন করতে হচ্ছে। তাদের যে অপ্রেশান চলছে, মাউ-সে-তুং-এর লাউসী এবং তাদেরকে সেই নদীতে জলন্তভাবে, জলন্ত কটাহে নিক্ষেপ করে সেই নদীতে ফেলে তারা বইয়েছেন আনন্দের ফোয়ারা। কারণ তাদের কাছে নরহত্যা এবং রক্ত হল আনন্দের। অতএব আমি বলব সেই হোয়াংহোর জলে তারা তীর্থ স্নান করে আসুন। আমার নদী দুঃখ দায়ক নদী নয়, ভারতবর্ষের নদী দেবমাতৃক নদী, আর না হয় নদীমাতৃক, মাতৃ সুধার মত আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। অতএব তাদের পক্ষে আমার দেশের নদী অত্যন্ত ভয়ংকর, অত্যন্ত ভয়াবহ। কারণ কম্যুনিষ্টরা সেই জলে হাবুডুবু খায়, তার জন্য তাদের কাছে এটা বেদনাদায়ক আর ভারতবর্ষ মনে করে এই নদী হল তাদের প্রাণ। অতএব সেই প্রাণকে ঠিক রাখার জন্য আমি তাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বলব পঞ্চ নদীর তীরে, বেণী পাকাইয়া শিরে দেখিতে দেখিতে গুরু মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল শিখা নির্মম নির্ভিক' আর সেই প্রাণ রূপ নদীতে পর্যবসতি হয়েছে ভাকড়া নাংগল এবং রাজস্থানের মরুভূমিকে আজকে শস্য ভাণ্ডারে পরিণত করেছে, অতএব তাদের পক্ষে এই দেশের নদী বেদনা দায়ক, আমার দেশের মাটি তাদের দুঃখ দায়ক। অতএব আমি আবার বলছি, বৎসগণ যান হোয়াং হো'র জল পান করে আপনারা আপনাদের নরহত্যার যে পিপাসা, সেই পিপাসার নিবৃত্ত করুন। আমি আমার যে ডিম্যাণ্ড হাউসের সামনে আবার রাখছি, আমি আশা

করব এই ডিমান্ড ত্রিপুরার প্রাণ স্বরূপ। অতএব তাকে আমরা জয়যুক্ত করব এবং এই কাটমোশানের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now I am putting the Demand to Vote-Demand No. 26. Of course, I am putting first the Cut Motion on the Demand. The question before the House is the Cut Motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on 'Inadquacy of provision for Buildings and Communicrations'.

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker—Now I am putting the main demand to vote. Demand No 26. —Public Works.

The Demand was put to vote and passed.

Mr Speaker—Now I am putting to vote the Demand for Grant No. 27. —Capital Outlay on Public Works. There is no Cut Motion on this Demand.

The Demand was put to vote and passed.

Mr. Speaker—Now I am putting the Demand for Grant No. 28. - Road and Water Transport Scheme to vote. There is no Cut Motion on this Damand.

The Demand was put to vote and passed.

Mr. Speaker—I am now putting the Demand for Grant No. 41. —Capital Outlay on Public Works' to vote. There is no Cut Motion.

The Demand was put to vote and passed.

Mr. Speaker—I am now puting the Demand for Grant No. 42. Capital Outlay on Other Works, to vote. There is no Cut Motion.

The Demand was put to vote and passed.

Mr. Speaken—Now I am puting the Demnnd for Grant No. 24. Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial), to vote. There is no Cut Motion.

The Demand was put to vote and passed.

Mr. Speaker—Now I am putting the Demand for grant No. 39. Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial), to vote There are three Cut Motions. First I am putting to vote the Cut Motions one by one. First Cut Motion moved by Shri Abhiram Deb Barma is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on--

'আগরতলা সহ বিভিন্ন সহর ও গ্রামকে বন্যার হাত হইতে রক্ষার কাজে ব্যর্থতা সম্পর্কে এবং জল নিষ্কাশনের কাজে ব্যর্থতা।'

The Motion was rejected by voice vote.

Mr. Speaker—There is another Cut Motion moved by Shri Abhiram Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

'নদী ভাংগন প্রতিরোধে অর্থ বরাদ্দের অপর্য্যাপ্ততা।'

The Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker—There is another Cut Motion moved by Shri Bidya Chandra Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

'জলসেচ ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দের অপর্য্যাপ্ততা সম্পর্কে।'

The Motion was lost by voice vote

Mr. Speaker—Now I am putting the main Demand for Grant No. 39. —Major Head :—100—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) to vote.

The Demand was put to vote and passed.

Mr Speaker—Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand for Grant No. 14. — Major Head, 28. —Education.

Shri Krishnadas hattacharjee—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4,92,51,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the

Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 14. —Major Head—28 —Education.

Mr. Speaker—There are some Cut Motions. Now I call on Hon'ble Member Shri Bidyachandra Deb Barma to move his Cut Motion.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এ্যাডুকেশান সম্পর্কে যে টাকা রাখা হয়েছে, এটা প্রথমে যদি আমরা দেখি তাহলে পরে মাননীয় মন্ত্রীগণও স্বীকার করবেন যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারা অনুন্নত সম্প্রদায়, তপশিলী জাতি ও উপজাতি আছে, আজকে তাদেরকে যদি আমাদের এখানকার অন্যান্য উন্নত সমাজের লোকদের সাথে সমান তালে উন্নত করতে হয়, তাহলে পরে আজকে আমরা যে সাহায্য সহায়তা তাদেরকে দিচ্ছি সেটা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। কাজেই এইদিক দিয়ে যেখানে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলি আছে, তার আশেপাশে যদি ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করা হয় এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া হয় তাহলে পরে তারা অনায়াসে এবং খুব দ্রুত উন্নতি করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে তাদের বর্ত্তমানে যে অবস্থা দেখছি যেখানে উপজাতিদের জন্য ছাত্রাবাস রয়েছে, সেখানে তপশিলী ছাত্রদেরও রাখা হয়, অথচ সেটাকে সরকার নাম দিয়েছেন ট্রাইবেলদের জন্য বোর্ডিং। কাজেই তপশিলী ছাত্র ছাত্রীরা যাতে তাদের লেখা পড়ার ব্যাপারে বা বোর্ডিংএ থাকার ব্যাপারে সুযোগ পায় সেজন্য আমি প্রস্তাব করব যে তাদের জন্যও আলাদা ভাবে বোর্ডিং হাউস নির্ম্মাণ করা দরকার। আর বর্ত্তমানে যেসব উপজাতীয় ছেলেদের জন্য ছাত্রাবাস আছে, সেগুলিতে গিয়ে দেখেছি যে সেখানে তাদের খাওয়ার আর ঘুমাবার কোন ব্যবস্থা নেই। সেখানে মাত্র ১৫টি করে সীট আছে তাদের শুধু খাবার ঘরই নেই এমন নয়, সেখানে তাদের খাওয়ার জন্য থালা বাসন পর্য্যাপ্ত নেই, এই রকম বহু অভিযোগ তাদের আছে এবং সেখানে যে সীট আছে তা যে প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম, সেটা আপনারাও বুঝেন। অর্থাৎ এসব অসুবিধার জন্য তাদের লেখাপড়া করার মত উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও তারা সেটা করতে পারছেন না। এছাড়া অনেকে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা না পেয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। আর যারা তপশিলী ছাত্রছাত্রী আছে তাদের তো তেমন কোন সুযোগ সুবিধা নাই বললেই হয়। সেই দিক দিয়ে আমার বক্তব্য আমি এখানে রাখতে চাইছি। যদি অনুন্নত সম্প্রদায়কে উন্নত সমাজে আনতে চাই তাহলে এই সমস্ত ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের দরকার এবং তারজন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ দরকার বলে আমি মনে করি। উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বইপত্র দেওয়া দরকার। কারণ তারা অতি গরীব। তারা পড়তে পারছে না। তাদের আর একটা অসুবিধা হল তাদের ভাষায় তাদের পড়ানো হয় না। সুতরাং তাদের প্রথম

প্রয়োজন হল ভাষার। সেই ভাষায় এখানে পড়ানো হয় না। তাদের যখন পড়ানো হয় তখন প্রথম শ্রেণীতে তারা প্রথম পড়বে অজগর। বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা বুঝবে যে অজগর দিয়ে প্রথম অক্ষর হয় 'অ'। কিন্তু উপজাতি ছেলেমেয়েরা বুঝবে উল্টা। সেখানে বাস্তবের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নাই। কাজেই তাদের ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যাতে পড়ানো যায় সেজন্য এই ভাষার একটা বই তৈরী করা দরকার। মন্ত্রীরা পর্য্যন্ত বলছেন যে আমাদের সকলেরই স্বাবলম্বী হওয়া দরকার। কিন্তু মুখে বললেই সেটা হবে না। কাজেও সেটা পরিণত করতে হবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটা কাজে পরিণত করতে দেখি না। সেজন্যই আজকে বেকার সমস্যা সমাধান হয় না। কাজেই সেইদিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্যকে যদি স্বাবলম্বী করতে হয় তাহলে আমাদের ত্রিপুরায় যে মেডিকেল কলেজ দরকার সেটাও বোঝা উচিত ছিল। আইন কলেজও খোলা উচিত ছিল। আমাদের ত্রিপুরারও একটা কোটা আছে অন্য জায়গায় গিয়ে এইগুলি পড়ার সুযোগ নেওয়ার জন্য। কিন্তু সেই কোটা অনুযায়ী পাঠানো হয় কিনা সেটা আমার সন্দেহ। তাছাড়া আমি জানি যে যদি মেডিকেল কলেজ ত্রিপুরা রাজ্যে খোলা হয় তাহলে মানুষ সরকারী সাহায্য ছাড়াই স্বাবলম্বী হতে পারে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই চেষ্টা সরকারের তরফ থেকে হয় নি। এখানে আইন কলেজও একই কারণে সরকারের তরফ থেকে খোলার চেষ্টা থাকা উচিত ছিল। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে মেডিকেল এবং আইন পড়বার জন্য সুবিধা হয় সেজন্য এখানে মেডিকেল কলেজ ও আইন কলেজ খোলার দাবী জানাচ্ছি। এতে বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে এবং আমাদের ডাক্তারের যে অভাব আছে সেইদিক দিয়েও সহায়তা হতে পারে। সেইদিক দিয়ে দেখতে গেলে আজ পর্য্যন্ত কোন উপজাতি তপশীলি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কেউ এই মেডিকেল স্কুল এবং কলেজগুলিতে স্থান পেয়েছে কিনা সন্দেহ আছে এবং বাইরের কোথাও স্থান পেয়েছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। কাজেই এখানে অতি সত্বর মেডিকেল কলেজ খোলার জন্য আমি বক্তব্য রাখছি। এই অনুরোধ করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma. Please discuss on your Cut Motions together.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কয়েকটা কাটমোশান আছে। আমি কাটমোশনে পরে আসছি। প্রথমে শিক্ষা নীতি সম্পর্কে এডুকেশন মিনিষ্টার যে ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছেন বাজেট বক্তৃতায়, সেই সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে তিনি বলেছেন যাতে ইমপ্রুভ হয় সেজন্য ক্যাসিলিটি দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তিনি এইখানে এই কথা বলতে চাইছেন যে আমাদের যে প্রাথমিক স্কুলগুলি এখানে করা হয়েছে এটা যথেষ্ট হয়ে গেছে। এখন যদি আর একষ্টেনশান না করেন তাহলে বুঝতে হবে এটা একটা রি-একশনারী বক্তব্য। গণতান্ত্রিক

সরকারের একটা এডুকেশন মিনিষ্টার এই কথা বলতে পারেন না। ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা বিভিন্ন দিক দিয়ে পশ্চাদপদ। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের কথা যদি বাদও দিই, ত্রিপুরা আজকে শিক্ষার দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। আজকে হাউসের সামনে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যে পারসেণ্টেজের কথা বললেন, তার সংগে যদি আমরা তুলনা করে দেখি তাহলে দেখব যে এখানে আক্ষরিক জ্ঞান যাদের আছে, তাদের সংখ্যা হচ্ছে ২০·২, আর তার সর্ব্বভারতীয় পারসেণ্টেজ হচ্ছে ২৮·৩। এদিক থেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আক্ষরিক জ্ঞানে আমরা বহুদূর পিছনে আমরা পড়ে আছি। কাজেই আজকে যদি এই ধারণা করা যায় যে স্কুল কলেজ বাড়িয়ে বা প্রাথমিক স্কুল যদি আরও বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়, তাহলে সমস্ত হাই হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ভীড় বাড়বে, পাশ করা শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা বাড়বে, এই যে একটা সেণ্টিমেণ্ট সেটা অত্যন্ত ভুল ধারণা। কারণ বর্ত্তমানে যে সমাজ জীবনের মধ্যে আমরা বসবাস করছি, শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। আজকে ফেমিলি প্ল্যানিংই হউক বা অন্যান্য বড় বড় প্ল্যানিংই হউক,যে সমস্ত কাজকর্ম্ম করতে হয়,তারজন্য সমাজকে বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, তারই একটা অংগ হচ্ছে এই এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট। আমি জানি, নিশ্চয়ই আমি স্বীকার করব, আজকে লোকসংখ্যা বাড়ছে, স্কুলের সংখ্যাও বাড়ছে, তা সত্বেও আজকে ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত ইনএক্সাসএ্যাবল এরীয়াগুলির মধ্যে বা যে সমস্ত গ্রামগুলির মধ্যে প্রাথমিক স্কুল দেওয়ার কথা, সেটা সরকার পক্ষ থেকে দিতে পারছেন না। ঘটনা দিয়েই আমি বলব, যেমন সদরের দক্ষিণ দিকে বিশ্রামগঞ্জ, সমরেন্দ্রগঞ্জ নামে একটা জায়গা আছে, গত নির্ব্বাচনের সময় থেকে তারা একটা আলাদা স্কুল করে, গ্রামের লোকেরা, জায়গা, ঘরবাড়ী, মাষ্টারদের বেতন ইত্যাদি দিয়ে সেখানে একটা স্কুল গড়ে তুলেছে। বহুদিন থেকে তারা সরকারী সাহায্যের দরখাস্তের পর দরখাস্ত করে আসছেন, ইন্সপেক্টার বাবু সেখানে জান নাই তা নয়, তিনি কয়েকবার সেখানে ভিজিট করে এসেছেন এবং তাদেরকে আশা ভরসাও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত স্কুলটির সাহায্য মঞ্জুর করা হচ্ছে না। ঠিক তদ্রূপ আমরা একথা বলতে পারিনা যে গ্রামাঞ্চলের মধ্যে যেখানে যেখানে স্কুলের প্রয়োজন সর্ব্বত্র আমরা স্কুল দিতে পেরেছি, আর দেওয়ার দরকার নেই, সেটা বলার কোন যৌক্তিকতা নেই। মুখে বলবেন বড় বড় কথা, আর কাজে করবেন আরেকটা, এই যদি বক্তব্য হয়, সেটা অনেকটা রিএ্যাকসনরী বক্তৃতা। এখানে অন্ততঃ আক্ষরিক জ্ঞানের এখনও অনেক দেরী আছে, সেইদিক থেকে এখানে বহু প্রাথমিক স্কুল, মিডল স্কুল ইত্যাদির প্রয়োজন আছে এবং সমস্ত হয়ে গেছে এটা যদি মনে করা হয়, তাহলে অত্যন্ত ভুল করা হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে হাউসের মধ্যে যখন প্রশ্ন করা হয়, আমি নিজেও প্রশ্ন করেছিলাম টিচার্স রিক্রুটমেণ্ট রুলস আছে কিনা, সোজা উত্তর দেওয়া হল হ্যাঁ আছে, কিন্তু এখানে যদি চ্যালেঞ্জ করা হয়, সেটা কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করে দেখান না, তাহলে দেখাতে

পারবেন না, সেটা দেখানোর ক্ষমতা নেই কারণ টিচার্স রিক্রুমেন্ট রুলস আদৌ নেই। কিন্তু এটা করবেন না, হাউসের মধ্যে একটা কথা বলেই দায়িত্ব সেরে গেল, এই হচ্ছে ওঁদের মনোভাব।

আরেকটা কথা হচ্ছে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলির মধ্যে বা সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলির মধ্যে এ্যাসিষ্টেন্ট হেডমাষ্টারের কোন পোষ্ট নেই। সেগুলি হওয়া দরকার আছে, কিন্তু পোষ্টগুলি ক্রিয়েট করা হচ্ছে না। ইদানিং শোনা যায়, যে এই সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী একটু দৃষ্টি দিয়েছেন। অবশ্য শিক্ষামন্ত্রীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এই সম্পর্কে রেফারেন্স হিসাবে এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিতে হয়, তা না হলে জিনিষটা পরিষ্কার হবে না, কেবল একজনকে দোষ দিলে হয় না, কেন এই অবস্থা ঘটছে, সেটা জানা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখনে আলোচনার জন্য বলছি না, রেফারেন্স হিসাবে বলছি যে পরিসংখ্যান ডিপার্টমেণ্টে দুইটি ইউনিট আছে, একটি হচ্ছে নরমেল ইউনিট, আরেকটি হচ্ছে এন, এস, এস, ইউনিট। প্রথম যে ইউনিট তারমধ্যে কোন কোয়ালিফিকেশান বার নেই, কিন্তু পরের যে ইউনিট তারমধ্যে প্রমোশান পেতে হলে কোয়ালিফিকেশান বার আছে। আমি এখানে খুব সংক্ষেপে বলছি—সেখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দুইজন ভাগিনা আছেন, কম্পিউটার হিসাবে কাজ করেন—মণীন্দ্র সিংহ এবং আরেকজন ইন্দ্রজিত সিংহ। এখন তাদের প্রমোশান দিতে হবে, ডিপার্টমেণ্টাল প্রমোশান কমিটিকে ভারব্যালী বলে দেওয়া হয়েছে, যে এনি ওয়ে তাদের প্রমোশান দিতে হবে। কিন্তু শোনা যায় যে ফিনান্স সেক্রেটারী নাকি সেটা অবজেকশান দিয়েছেন, এইভাবে কি করে হয়, যদি তাদের এ্যাসিষ্টেন্ট অফিসার করতে হয় তাহলে কোয়ালিফিকেশান বার আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে আমি রেফারেন্স হিসাবে এটা রাখছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—পয়েণ্ট অব অর্ডার। উনি অন্য ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে এখানে বলতে পারেন কি না ?

Mr. Speaker—You shall cite instances on Education Department.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি পয়েণ্ট অব অর্ডার রেইজ না করে কিছু বলতে পারেন না।

Mr. Speaker—He has raised a point of order.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—আমি আপনার পয়েণ্ট অব অর্ডার শুনিনি। আপনি আবার সেটা বলেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—আমার প্রশ্ন হচ্ছে এডুকেশান ডিমাণ্ডের উপর উনি যে অন্য ডিপার্টমেণ্টের কথা বলছেন, সেটা ঠিক কিনা ?

Mr. Speaker—You can not raise any topics of any Department other than the Education Department.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে রেফারেন্স হিসাবে বলছি। এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের উপর বলার আগে আমি এই ঘটনাটার কথা বললাম। এ্যাসিষ্টেন্ট টিচারদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট, বা হেড মাষ্টার করার ব্যাপারে, যে সমস্ত খবরাখবর শোনা যাচ্ছে, তাতে জানা গেছে যে আমাদের যে এডুকেশান মিনিষ্টার মিঃ ভট্টাচার্য্য, তিনি তাঁর নিজস্ব আত্মীয়স্বজন বা ঘনিষ্ট যে সমস্ত লোক আছে, তাদের বেলায় তাদের সিনিয়রিটি বা কোয়ালিফিকেশনের বিচার বিবেচনা না করে, তাদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং প্রমোশান দেওয়ার চেষ্টা সেখানে করছেন। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে টিচারদের বেলায় যারা কোয়ালিফাইড, সিনিয়র আছে, এ্যাকরডিং টু রুলস এবং রেগুলেশান অনুসারে যেন তাদের নেওয়া হয় তা-না-হলে শিক্ষকদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি হবে তাতে এডুকেশান সামগ্রিকভাবে ব্যহত হবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সেটা ভাল হবে না, খুবই খারাপ হবে, সেইদিক থেকে আমি একথা বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কি রকম দুর্নীতি চলছে, তার কয়েকটা রেফারেন্স আমি এখানে রাখব এবং এই সম্পর্কে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মহাত্মা গান্ধী স্কুলের একটা এরিয়ার বিল, যেটা একরডিং টু রিভাইজড্ পে-স্কেল তারা পাচ্ছেন, সেটা সাবমিট করা হয়, ১৯৬৮ এর মার্চ মাসে। এ' বিলটি পূজার আগে তাড়াহুড়া করে পূজার একদিন আগে মঞ্জুর করা হল। কিন্তু ভুলক্রমে দুইজন প্রাথমিক স্কুলের টিচার্স মর্ণিং সিফ্‌টে আছেন, তারা পাওয়ার কথা নয়, তারা দুইজনই পেয়ে গেলেন। তারপর অবস্থা দাঁড়াল যে পরে বিলটি ডিফেক্‌টিভ বলে ধরা পড়ার পর স্কুল অথরিটি সেই বিলটাকে আবার ফেরৎ দিলেন। এর মধ্যে ঘটনা কি হল, কারও নামে বিল হল, আবার কারও নামে হল না, কেন এই অবস্থা হল, সেটাই আমি এখানে বলছি। * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

Mr. Speaker—You can not make any reflection on a person who is not present in the House.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—পয়েন্ট অব অর্ডার—যেখানে অফিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীনীরেশ সাহা অনুপস্থিত, সেখানে তার নামে কিছু বলা উচিত কি না ?

Mr. Speaker—Yes, I have given my ruling on this point.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Hon'ble Speaker, Sir, he should prove it, otherwise I would request the Speaker to give an opportunity to the Officer to file a suit against him.

Shri Premode Ranjan Das Gupta—Or it should be expunged from the day's proceedings.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে একটা রেফারেন্স হিসাবে এটা বলা হয়েছে। এটা ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়। যদি কোন একটা কেসের বিশ্লেষণে কোন কিছু প্রমাণ করতে হয়, তাহলে নাম বলতে হয়, এটা পলিসির উপর বলা হচ্ছে যে এইভাবে টিচারদের উপর হ্যারাসমেণ্ট হচ্ছে এবং জিনিসটা প্রমাণ করার জন্যই একথা বলতে আমি বাধ্য হ'চ্ছি।

Expunged as ordered by the chair on 2. 4. 69

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আর একটা জিনিষ দেখা যায়, যে স্কুলগুলিতে কোন ইকনমিক টিচার্স নেই, অথচ এই ইকনমিক সাবজেক্টা প্রত্যেকটি স্কুলের মধ্যেই আছে। কাজেই আমি মনে করি যে সেখানে ইকনমিক টিচার্স দেওয়া উচিত। তারপরে আর একটা কথা হল যে ৩/১/৬৯ ইং তারিখে-যেসব টিচার্সদের এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে বি, এ, বি, এস, সি, এম, এ, এম, এস্‌সি এবং বি, এ, (অনার্স) ইত্যাদি আছে, তাদের বেতনের স্কেল হচ্ছে ২২৫—৪৭৫ টাকা অর্থাৎ আগে যারা এপয়েণ্টমেণ্ট পেয়েছিল তাদের স্কেল হ'ল ২৫০—৫০০ টাকা। কাজেই এখানে দেখা যায় যে তাদের বেতনের মধ্যে সাংঘাতিক একটা এনামলী রয়েছে। অবশ্য মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয়, যখন তাঁর বাজেট ভাষণ দিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সরকারী এবং বেসরকারী টিচারদের বেতনের মধ্যে কোন পার্থক্য বা এনাম্যালী নেই। এই এনাম্যালী সম্পর্কে আমি এখানে ২/১টি ঘটনার কথা বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করব। সেটা হল একই বিদ্যা বা কোয়ালিফিকেশন এর ক্ষেত্রে যাদের যাদের এপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে, তাদের সবার একই বেতনের স্কেল হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আর ক্রাফট ইনষ্ট্রাক্টর যারা তাদের পে-স্কেল রিভাইসড এর আগে ছিল ১১০—২২৫ টাকা, আর ১০০—১৬০ টাকা, এটা আমি টি, টি, সির আমলের কথা বলছি এখন সেগুলি রিভাইসড হয়ে হয়েছে ১৭৫—৩২৫ টাকা, কিন্তু এই স্কেলেরও এখন পর্য্যন্ত কোন এফেক্ট দেওয়া হচ্ছে না, এইগুলি অবশ্যই দেওয়া উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সত্যি কথা বললে এটা তাদের হবেই, কেননা কথায় আছে সত্য কথা বললে পরে বন্ধু বেজার হয়, সেরূপ তাদেরও গাত্রদাহ হয়, এটা নূতন কিছু নয়। আর একটা ঘটনার কথা

বলছি, প্রমাণ দিয়েই বলব যে রাজ্য সরকারের অধীনে আমাদের এ্যাডুকেশন ডিপার্টমেন্টের আণ্ডারে ক্রাফ্ট টিচার্স ট্রেনিং ইন্‌ষ্টিটিউট বলে একটা প্রতিষ্ঠান বনমালীপুরের এ'দিকে আছে। সেখানকার যিনি প্রিন্সিপ্যাল, তিনি হচ্ছেন চারপাড়ার দিকে যেতে মিলন সঙ্ঘ নামে যে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, তার চেয়ারম্যান এবং অনেকদিন ধরে তিনি এই পদে আছেন। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এ' ক্রাফ্ট টিচার্স ট্রেনিং ইন্‌ষ্টিটিউটের মধ্যে যেসব ইন্‌ষ্ট্রাক্টর আছেন বা ওয়ার্কার্স আছেন, এমনও অনেক আছেন যে সেখানে তারা নো পে ওয়ার্ক বেসিসে কাজ করছেন, তাদেরকে দিয়ে এই মিলন সঙ্ঘ নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে, তারা বিভিন্ন সরকারী অফিসে যে সব মলেপত্র সাপ্লাই করে সেগুলি তৈরী করানো তর্থাত মিলন সঙ্ঘের প্রয়োজনীয় যে সমস্ত কাজ কর্ম সবগুলিই এই সরকারী ইন্‌ষ্টিটিউট থেকে এখানে যারা ইন্‌ষ্ট্রাকটর বা কর্মচারী আছেন তাদের দিয়ে করানো হয় এবং পরে ঐ সঙ্ঘের নামে বিল করে উনি সেইগুলির টাকা পয়সা যথারীতি নিয়ে নেন। আমি এই প্রসঙ্গে বলব যে আপনাদের যদি এই সম্পর্কে কোন ডাউট থাকে, তাহলে আপনারা সেটা দয়া করে খুঁজে দেখতে পারেন। এইভাবে তিনি সেই মিলন সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট হয়ে সেখানে যারা টিচার্স আছেন আর নো পে নো ওয়ার্ক বেসিসে যারা কাজ করছেন বা অন্যান্য যে সমস্ত লোক আছেন, তাদের সেখানে এই সঙ্ঘের অর্ডার পাওয়ার পর সেগুলি সাপলাই দেওয়ার জন্য তাদের খাটিয়ে সব কাজ করানো হয়। এভাবে তিনি ঐ সঙ্ঘের নামে ব্যক্তিগতভাবে তাদেরকে খাটিয়ে বেশ কিছু টাকা পয়সা উপার্জ্জন করছেন। আমি বলছি আপনারা সেটা ইন্‌কোয়ারী করে দেখতে পারেন, আর যদি চেলেঞ্জ করেন, তাহলেও আমি সেই চেলেঞ্জ গ্রহণ করতে রাজী আছি। তারপরে আর একটা ঘটনা হল এই যে আমাদের উইম্যান কলেজ আছে, সেখানে ১৯৬৮-৬৯ ইং সনের আর্থিক বছরে ফার্নিচারের জন্য ৫০ হাজার টাকার একটা টেণ্ডার কল করা হয়েছিল। সেখানে তিন জন সেই টেণ্ডার দিলেন। তারা টেণ্ডার দেওয়ার পর তাদেরকে বলা হল যে এই টেণ্ডার নেওয়াটা ভুল হয়েছে। কিন্তু সেগুলি যথারীতি খোলা হয়েছিল। তারপরে পরবর্ত্তী সময়ে যখন আবার সেই টেণ্ডার কল করা হল, যে কণ্ট্রাক্টররা মাল সাপ্লাই করবে তারা আবার টেণ্ডার দিল কিন্তু যিনি লয়েষ্ট রেটে টেণ্ডার দিলেন, তার টেণ্ডার এ্যাকসেপ্ট না করে যেটা নাকি হায়েষ্ট টেণ্ডার সেটাই এ্যাকসেপ্ট করা হল। কথা হল তিনি ভাল মাল সাপ্লাই করবেন। দেখা গেল যে হায়েষ্ট রেটে টেণ্ডার দিলেন এবং যেটা এ্যাকসেপ্টও করা হল, সে মাল সাপ্লাই দেওয়ার সময়ে যে লয়েষ্ট রেট টেণ্ডার দিল, তার চাইতে খারাপ মাল দিলেন। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে লয়েষ্ট রেটে টেণ্ডার দিল, তার টেণ্ডার এ্যাসেপ্ট না করে যে, হায়েষ্ট রেটে টেণ্ডার দিল সেটাই এ্যাক্সেপ্ট করা হল, অথচ মাল সাপ্লাই দেওয়ার ব্যাপারে সবচাইতে খারাপ মাল দেওয়া হল। কাজেই এই সমস্ত ঘটনা থেকে সাধারণ মানুষের একটা খারাপ ধারনা হওয়া স্বাভাবিক কিছুই নয়। এতে বুঝা যায় যে সেখানে কিছু ল্যাম্পসাম এদিক সেদিক করার জন্যই এরকম একটা হয়েছে। আর গ্রেণ্টইন এইড সম্পর্কে অনেক সময়ে অনেক কথা বলা হয়। এটা প্রকৃত-

পক্ষে সরকারই বিয়ার করে থাকেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বর্ত্তমানে যেভাবে ইন্‌স্টলমেণ্টে গ্রেণ্ট ইন এইড দেওয়া হয় সেগুলির পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। আমি এখানে ঘটনা দিয়ে বলতে পারি যে প্রাচ্যভারতী স্কুলের টিচারেরা গত তিন মাস যাবত তাদের বেতন পাচ্ছেন না। কিন্তু আমি বলব যে তাদের যেটা প্রাপ্য সেটা না পাওয়ার কারণটা যে কি এবং কোথায় বা অসুবিধা হচ্ছে, সেটা সরকারী তরফ থেকে অনুসন্ধান করা দরকার। কাজেই শিক্ষকেরা যাতে তাদের প্রতি মাসের মাহিনা ঠিকভাবে পেতে পারেন, বা তারা যাতে কোন ট্রাবলসে না পড়েন সেজন্য সরকারী ভাবে সেটা রেগুলারাইজড হওয়া দরকার এবং সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কিন্তু যেহেতু এগুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সেহেতু সরকারের কোন দায় দায়িত্ব নাই, যা কিছু একটা গ্রেণ্ট-ইন-এইড দিয়ে দিলাম, কাজেই যা হবে সেটা ঐ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের যারা কর্ম্মকর্ত্তা তারা সেটা বুঝে নিবেন এই রকম একটা ধারনা সরকারের পক্ষে কখনও নেওয়া উচিত নয়। আর যদি সেটা নেওয়া হয় তাহলে ঐ সব প্রাইভেট স্কুকগুলি ধান কারার পক্ষে নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হবে। তাই আমি বলব যে আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টর বর্ত্তমানে যে প্রসিডিউর আছে, সেটার পরিবর্ত্তন করা দরকার। এই সম্পর্কে আর একটা কথা আছে, সেটা হল আমাদের ত্রিপুরার যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, বা পোষ্ট গ্রেজুয়েট ক্লাশে পড়াশুনা করছে, আমি যখন কলকাতায় গিয়েছিলাম, তখন তাদের অনেকের সঙ্গে আমার সেখানে দেখা হয়েছিল, সেখানে প্রায় জনা পঁচিশেক হবে তাছাড়া আর প্রায় ১৫০ জনের মত আছে, যারা নাকি অন্যান্য বিষয়ে ত্রিপুরা সরকারের ষ্টাইপেণ্ড পেয়ে সেখানে পড়াশুনা করছে, তাদেরকে সরকার থেকে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়, তারা বলুল যে আমরা আমাদের ষ্টাইপেণ্ড পেতে প্রায় ৯ মাস সময় লেগে যায়। তাহলে এবার চিন্তা করে দেখুন যে যদি ৯ মাস পরে তারা তাদের ষ্টাপেণ্ডের টাকা পায়, তাহলে সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই কলকাতার মত জায়গাতে চলা কত কঠিন ব্যাপার। কাজেই সেদিক দিয়ে তারা যাতে প্রতি তিন মাস অন্তর তাদের ষ্টাইপেণ্ডের টাকা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। আর প্রায় ১৫০ জনের উপরে যখন সেখানে আমাদের ছাত্র ছাত্রী আছে, তখন ত্রিপুরা সরকার ইচ্ছা করলে সেখানে একটা হোষ্টেলের মেনেজমেণ্ট করতে পারে এবং তাতে তাদের খুবই সুবিধা হতে পারে।

কারণ অনেক সময় পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটও হোষ্টেলে সিট পায় না। ফ্লোরের মধ্যে শোয়ে থাকে। কাজেই সেই দিক দিয়ে আজকে হায়ার এডুকেশনের দিকে আমরা যখন দৃষ্টি দিচ্ছি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কাজেই তাদের সুযোগ সুবিধার প্রতি আমাদের সরকারের দায়িত্ব থাকা উচিত। কাজেই সেই দৃষ্টি ভংগী দিয়ে আমি বলছি যে পশ্চিম বংগ সরকারের সংগে সহযোগিতা করে সেখানে হোষ্টেলের অ্যারেঞ্জমেন্ট করাটা এমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। আমি এটাও জানি যে আমাদের ছাত্ররা

প্রাইভেট ঘর ভাড়া করে হোষ্টেল করে আছে। যাতে এটা সরকারীভাবে করা যায় তার চেষ্টা করা দরকার। তা না হলে তাদের অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

আর দুর্নীতির কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বলে শেষ করা যাবে না। শুধু শিক্ষা বিভাগ এজন্য দায়ী আমি একথা বলব না। সামাজিক অর্থনীতিও এই জন্য দায়ী। আমি একটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে চাই যে আমরা কিছু দিন যাবত এসেম্বলীতে আসছি, রাস্তার মধ্যে যেতে আসতে পুলিশ পাহারা আছে দেখতে পাই যেখানে ছাত্রদের পরীক্ষা চলছে স্কুলগুলিতে। জানিনা কেন এই আয়োজন। এটা কি প্রেভো কেশনের জন্যই না অন্য কোন কারণে তা আমি জানিনা। কারণ পুলিশ থাকা অবস্থায়ও দেখি যে ছাত্ররা পুলিশকে ঠেলে গিয়ে ঢুকছে। এই সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে আমরা কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছি। কাজেই সমস্ত মিনিষ্টার যারা রাজ্যকে পরিচালনা করেন তারাই এই দুর্নিতীর জন্য দায়ী। আবার আর একদিকে এমন ঘটনাও দেখছি যে ধর্মনগরে পরীক্ষা হয়ে গেল নির্বিঘ্নে। সেখানে কোন পুলিশ প্রহরার দরকার পড়লনা। কাজেই পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার। সেই সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব নিতে হবে শুধু শিক্ষকদের নয় শুধু অভিভাবকদের নয়, রাজ্য যারা পরিচালনা করেন তাদেরও।

আর ছাত্র ভর্ত্তির সমস্যাটা তো একটা মহা সমস্যা। যদিও সরকার বলেন যে অনেক ছাত্র আমরা ভর্ত্তি করিয়েছি, অনেক শিক্ষার প্রসার করেছি—

(শ্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—বাকী আছে নাকি ভর্ত্তির ? থাকলে দিন)

নিশ্চয়ই আছে। আমি একটা কেসের কথা বলছি। তাতেই বোঝা যাবে যে ছাত্র ভর্ত্তি সমস্যাটা কেমন। আমি একজন হেডমাষ্টারকে অনেক বলেকয়ে তিনজন ছাত্রকে কোনরকমে ভর্ত্তি করলাম।

মিঃ স্পীকার--মাননীয় সদস্য আপনি কাটমোশনের উপর বলুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—কাটমোশন সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু সমস্ত ডিমাণ্ডের উপরেও বলার আমার অধিকার আছে। দুর্নীতির কথা বলছিলাম। হয়ত শুনলে অবাক হবেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমি তার নাম বলব না, আমি নিজেই কেসটা ধরেছি। ঘটনাটা আমি বলছি। একটা স্কুলের মধ্যে একটা ছাত্র ৪টি বিষয়ে ফেল করল। তারপর আর একটা স্কুলে গিয়ে যেভাবেই হোক সেখান থেকে সেকেণ্ড টারমিন্যাল পরীক্ষায় প্রগ্রেস রিপোর্ট এবং অ্যানুয়াল পরীক্ষার প্রগ্রেস রিপোর্ট নিয়ে সমস্ত যখন দেখাল তখন দেখা যায় যে সে ক্লাশে সেকেণ্ড। তারপর অনুসন্ধান করতে করতে গিয়ে তাকে ধরেছি। তারপর বলেছি খবরদার তুমি এই সমস্ত করবে না। আমি প্রতিশ্রুত তাই আমি তার নাম বলতে পারছিনা। একজন ছাত্র ফেল করেও ক্লাশে সেকেণ্ড। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার মত অবস্থা। এইভাবে

একটা ব্যবসা চলছে। এটা আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আমি অনেক স্কুল প্রয়োজনের তাগিদে যাই। আর একটা কেস আমি রামঠাকুর পাঠশালা সম্পর্কে বলছি। কত স্কুলে গেলাম, কোন স্কুলেই পারি নাই ছাত্র ভর্তি করতে। তারপরে গেলাম রামঠাকুর স্কুলে। হেডমাষ্টারকে বললাম যে দেখুন একটা ছাত্র ভর্তি করতে পারছি না। তিনি বলে দিলেন আমার কোন সীট খালি নাই। কিন্তু শুনলে অবাক হবেন। ঐ ছাত্রটি পরে হেডমাষ্টারকে ১০ টাকা দিয়ে ভর্তি হতে পেরেছে। অন্লি টেন রুপীজ। আমি ছাত্রটিকে বললাম যে আমি তো তোমার জন্য কিছুই করতে পারলাম না, অনেক ঘুরাঘুরি তো করেছি। সে তখন বলল যে ভর্তি তো আমি হয়েই গিয়েছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় ভর্তি হয়েছ? উত্তরে সে বল্লে হেড মাষ্টারকে ১০ টাকা দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করিয়ে নিল। আমি ছাত্রটির নাম বলব না। তাহলে সংগে সংগে ছাত্রটিকে স্কুল থেকে বের করে দেবে। তারপর স্কুলের মধ্যে তো ফার্ণিচার নেই-ই। চড়িলাম স্কুলে, শুধু চড়িলাম স্কুলেই নয়, প্রত্যেকটা স্কুলেই ফার্ণিচারের অভাব। ফার্ণিচার যাতে প্রত্যেকটা স্কুলে দেওয়া হয় সেইদিকে নজর দেওয়া দরকার। কড়ইমুড়া স্কুলে একটা বোর্ডিং আছে। ট্রাইবেল এবং সিডিউল্ড কাষ্ট ছাত্রেরা সেখানে থাকে। লাষ্ট ইয়ারে ওভারসিয়ার গিয়েছিল, একটা এষ্টিমেটও হয়েছিল মোটামোটিভাবে। গত সাইক্লোনের সময় বোর্ডিংটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আজ পর্য্যন্ত রিপেয়ারের কোন ব্যবস্থা হল না। বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড সম্পর্কে যখন বলা হয়, ইনক্রীজ করার কথা, তখন বলা হয় আমরা এটা সাবষ্টেনটিভ এড্ দেই, সবটা দেওয়ার ত কথা নয়। কিন্তু আমরা দেখে আসছি যে আজকে অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে, একটা অংশ বিয়ার করাই কষ্টসাধ্য—গার্জিয়ানদের পক্ষে খুবই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইকনমিক ক্রাইসীস তাদের খুব। যারা ভুক্তভোগী তারাই এইসব ঘটনা জানে, যারা ভুক্তভোগী নয়, তাদের পক্ষে এটা জানার উপায় নেই।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি ৪০ মিনিটের উপর বলেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—আমি শুধু পয়েন্টসগুলি বলে যাচ্ছি। আমার কথা হচ্ছে যখন এই ষ্টাইপেণ্ডের রেট করা হয়েছিল তখনকার সংগে এখনকার যে অর্থনৈতিক অবস্থা তার যদি পর্য্যালোচনা করি, যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, এই সমস্ত দিকে লক্ষ্য রেখে তার রেট বাড়ানো দরকার।

আর তুলসীবতী গার্লস স্কুল সম্পর্কে একটু বলতে হয়। সেখানে মেয়েদের কোন খেলার মাঠ নেই। হয়তো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন যে মেয়েদের আমার খেলার মাঠ কি? কিন্তু আজকের দিনে মেয়েদেরও খেলার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমি সেদিন তুলসীবতী স্কুলে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি শুনলাম যে নৃত্যের এবং মৃদংগের এত আওয়াজ হচ্ছে যে তার শব্দে ক্লাশগুলিতে

ক্লাশ নেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এই বোর্ডিংটা এখান থেকে সরিয়ে না নিলে পরে সেখানে পড়াশোনা হওয়াই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। বহুদিন থেকেই—১৯৬৭-৬৮ থেকে বর্ত্তমানে যে রিলিফ অফিস আছে, এর পাশে একটা বোর্ডিং কনষ্ট্রাকশান চলছে, এটা শেষ হল কিনা এই সম্পর্কে এডুকেশান মিনিষ্টার কোন কথা বলেননি। যদি কমপ্লিট হয়ে থাকে, সেটা ইমিডিয়েট ওপেন করা দরকার। মাঝখানে, উইদ ইন দি বাউণ্ডারী অব দি স্কুল নীচের কোঠা থাকা উচিত নয়। কাজেই এই সম্পর্কে অন্ততঃ বাস্তব ঘটনাগুলি চিন্তা করা দরকার। বাস্তবিক যে সমস্ত অসুবিধা থাকে, সেগুলি যাতে দূর করা যায়, একটুখানি নজর দিলেই হয়, এইগুলি অত্যন্ত মাইনর জিনিষ। তারজন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে বা বাজেটে তার জন্য ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজন নাই। সেই দিকে নজর রাখা দরকার।

আর ট্রান্সফার সম্পর্কে কোন রুলস নাই। যাকে যখন খুশী বদলী করা হয়। এখানে এক প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে পাবলিক ইন্টারেষ্টে বদলী করা হয়। কিন্তু এখানে এই প্রশ্ন উঠে না। আজকে টিচারদের অবস্থা কি? যারা একদম ভিতরে আছেন, তারা সবসময়েই সেখানে থাকছেন, যেন তাদের নির্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। তাদের নাই রোটেশান বদলী করতে পারেন কিন্তু তা করেন না। এই সম্পর্কে রুলস থাকা দরকার। এডুকেশান ডিপার্টমেন্টে রুলস আছে কি না জানিনা, থাকলেও সেটা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়না। সরকারী কর্মচারী যারা আছেন, তাদের স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে থাকতে পারেন, তার জন্য স্পেশ্যাল কন্সিডারেশন করা হয়। কোন কোন অফিসারের স্ত্রী হয়তো শিক্ষয়িত্রীর পদে আছেন। তাদের মধ্যে একজন বিলোনিয়ায় থাকবেন, আরেকজন থাকবেন আগরতলায় বা ধর্মনগরে এটা হতে পারে না। এইগুলি সাধারণ ব্যাপার। তারজন্য বিধান সভায় কথা বলতে হবে, সেটা লজ্জার কথা। আজকে যারা ইনষ্টেরিয়রে ১০/১৫ বছর এক নাগারে আছে, সেখান থেকে তাদের আর বদলী নেই, আরা যারা একটা মস্তান টাইপের তাদের সদর এবং টাউনের আশেপাশে রাখা হয় এই যদি দৃষ্টি ভংগী হয়, তাহলে মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে। কাজেই এই সম্পর্কে একটা নীতি, প্রিন্সিপল ফলো করা দরকার।

আর ভর্তি সম্পর্কে আমি বলেছি। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী যদি লিষ্ট চান তাহলে আমি কাল বা পরশু সেটা দিতে পারব।

আজকে যে সমস্ত কথা বললাম, আমার কাট মেশানে বলেছি—আজকে সকলেই একটা জিনিষ স্বীকার করবেন যে আজকে লোকসংখ্যা বাড়ছে, স্কুল যে পরিমাণ বেড়েছে, লোকসংখ্যা তার তুলনায় অনেক বেড়েছে, সিনিয়র বেসিক স্কুল, মিডল স্কুল, কলেজ ইত্যাদি রয়েছে। তা সত্ত্বেও আজকে যদি মহারাজার আমলের সংগে তুলনা করা হয়, তাহলে আমি বলব যে মহারাজার আমলে এডুকেশান জনসাধারণকে দেবে সেই জিনিষটা সামন্ত তন্ত্রের যুগে আমরা ভাবতে পারি না। তখন যত বেশী নিরক্ষর করে রাখা যায়, তারই চেষ্টা ছিল, সেটাই ছিল তখনকার নীতি। কিন্তু সেই নীতি

আজকে গণতন্ত্রের যুদ্ধে চলতে পারে না। সেই দিক দিয়ে বলা হয়েছে যে লোকসংখ্যা যে অনুপাত, সেই অনুপাতে এবং শিক্ষার যে ডিমাণ্ড, তার পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল কলেজের সংখ্যা কম।

Mr. Speaker—I would request the Hon'ble Member to finish your speech.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—অতএব উদয়পুর এবং ধর্ম্মনগরে সেপারেট কলেজ করা দরকার।

আরেকটা কাটমোশান হচ্ছে—

এটা হচ্ছে নন-গভর্ণমেণ্ট স্কুলগুলিকে যেন ঠিক ঠিকভাবে গ্র্যাণ্ট ইন এড্ দেওয়া হয়, টিচারদের যাতে অসুবিধার কারণ না হয়, তার জন্য এই মোশানটা এখানে রাখা হয়েছে। আরেকটি হচ্ছে—

গভর্ণমেণ্ট হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল বর্ত্তমানে যা আছে এই সম্পর্কে আমি বলেছি। ভর্ত্তির ব্যাপারে যে ট্রাউবলস ভোগ করতে হয়, টাউনে যারা আছেন তারাও জানেন তাদের কি অবস্থা। কাজেই সামগ্রিক দিক দিয়ে আজকে এডুকেশান সম্পর্কে এডুকেশান মিনিষ্টার যে বক্তব্য রেখেছেন তা রীতিমত একটা রি-এ্যাকশনারী বক্তৃতা। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের চাহিদানুসারে আরও অনেক প্রাথমিক স্কুল, মিডল স্কুল করতে হবে। আজকে এই কথা যদি মনে করা হয় যে স্কুল কলেজ করা হলে, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়বে, গ্রামের লোক গ্রামে চাষবাস করে থাকবে, তাহলে আমি বলব এই নীতি এখনকার সমাজে কাটে না। বাজেটের মধ্যে আমরা দেখি যে এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট খাতে বিগ এ্যামাউণ্ট প্রায় পাঁচ কোটি টাকার মত অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টের তুলনায় এই ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে টাকার অংক অনেক বেশী। কিন্তু সমাজকে যদি আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, সমাজ জীবনকে যদি উন্নত করতে হয়, তাহলে এডুকেশনের উপর ষ্ট্রেচ দিতে হবে। সেইজন্য আমাদের প্রয়োজনের তুলনায়, সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে] এই যে শিক্ষা মন্ত্রীর বক্তব্য যে আমাদের যথেষ্ট হয়েছে, একথা মনে করার কোন কারণ নেই, আরও আমাদের দরকার। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা। আপনি আপনার কাটমোশান অনুগ্রহ করে মুভ করুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড গ্র্যাণ্ড নাম্বার ১৪—মেজর হেড ২৮—এডুকেশান, এখানে ৪,৯২,১০০ টাকা ১৯৬৯—৭০ সনের জন্য ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে আমার কাটমোশান হল—

এই সম্পর্কে প্রথমে আমি একথা বলতে চাই যে শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতির বা সমাজের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করবার সুযোগ সুবিধা না থাকে, সেই জাতি বা সমাজ শিক্ষার দিকে

অগ্রসর হতে পারে না এবং উন্নতিলাভ করতে পারে না। তাই ত্রিপুরার যে অবস্থা এই অবস্থায় আমরা কি দেখি, এখানকার যে উপজাতি তারা সাধারণতঃ খুবই পশ্চাদপদ শিক্ষার দিক থেকে। উপজাতিদের মধ্যে আজকে লেখাপড়ার জোয়ার এসেছে ঠিক। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক শত বৎসর পর্যান্ত এই জাতি শিক্ষার আলোকে আসার মত সুযোগ পায়নি। আজ যদিও সামান্যতম এই সুযোগ তারা লাভ করেছে, আজকে এই জাতির মধ্যে শিক্ষার প্রেরনা জেগেছে, তাদের যদি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করতে হয়, তাহলে এই জাতির প্রতি আরেকটু বেশী দরদ দেওয়া দরকার।

Mr. Speaker—The discussion on this Demand and remaining Demands will be taken on tomorrow. The House stands adjourned till 11 A. M. on Thursday the 3rd April 1969. The Member speaking will have the floor.

PAPERS LAID ON THE TABLE

APPENDIX "A"

STARRED QUESTION NO. 344

By—Shri Ershad Ali Choudhury.

QUESTION	ANSWER
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :- How many physically handicapped children have been admitted and trained in the training institution in Tripura in the year 1967 —68 under the Scheme the Deaf and Dumb—Blind Boys ?	Nil

STARRED QUESTION NO. 353

By —Shri Ershad Ali Chowdhury.

QUESTION	ANSWER
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—	
ত্রিপুরায় কতকগুলি শিশু লাইব্রেরী এবং information centre আছে? Public Library সংখ্যা কত?	শিশু লাইব্রেরী—৩৫ Information centre—১৩ Public Library—১২

APPENDIX "B"

UNSTARRED QUESTION NO. 44

By—Shri Aghore Deb Barma

QUESTION	ANSWER
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—	
১। গত ১৯৬৬, ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালে সমগ্র ত্রিপুরায় বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী কলেজগুলিতে (পলিটেকনিক সহ) কোন কলেজে কত ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হইয়াছিল এবং উল্লেখিত বৎসর গুলিতে কলেজ গুলিতে কত ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষার্থী ছিল এবং কতজন পাশ করেছে? (পৃথক পৃথক ভাবে)	১। সঙ্গীয় ১নং প্রোফরমায় দেওয়া হইল।
২। উল্লিখিত বৎসর ও কলেজগুলিতে মোট ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে তপশীলভুক্ত জাতি সম্প্রদায়, উপজাতীয় সম্প্রদায়, অনুন্নত মনিপুরী সম্প্রদায় ও সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যা কত? (বৎসর ও কলেজ ভিত্তিক হিসাব)	২। সঙ্গীয় ২নং প্রোফরমায় দেওয় হইল।

প্রোফরমা নং—১

ক্রমিক নম্বর	কলেজের নাম	বৎসর	ভর্তি হইয়াছিল এইরূপ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	পরীক্ষা দিয়াছিল এইরূপ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ হইয়াছিল এইরূপ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	মহিলা কলেজ, আগরতলা	১৯৬৬	৩৬৬	২২২	১০৩
	ঐ	১৯৬৭	৪৩০	২৫৬	১৩২
	ঐ	১৯৬৮	৬৩১	৩২৫	১৯৬
২।	এম, বি, বি, কলেজ, আগরতলা	১৯৬৬	১০৭০	৬৩৮	৩১৫
	ঐ	১৯৬৭	৯৬৭	৬৮০	৫৩৩
	ঐ	১৯৬৮	১২৬০	৬৪১	৫০৩
৩।	রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা	১৯৬৬	—	—	—
	ঐ	১৯৬৭	৩১৮	—	—
	ঐ	১৯৬৮	৪৯০	১০২	৬২
৪।	বিলোনীয়া কলেজ, বিলোনীয়া	১৯৬৬	১৩০	১০৬	৬১
	ঐ	১৯৬৭	২৫১	১৩৪	৯৩
	ঐ	১৯৬৮	২৭৫	১৭৬	১২১

১	২	৩	৪	৫	৬
৫।	আর, কে, মহাবিদ্যালয়, কৈলাসহর	১৯৬৬	৩১৯	৩০০	২০৯
	ঐ	১৯৬৭	৩৭৮	২৯৪	১৯৪
	ঐ	১৯৬৮	৪০৬	৩২৭	১৯৮
৬।	পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট, নরসিংগড়	১৯৬৬	১২৫	৯৩	৪২
	ঐ	১৯৬৭	৭৬	১৪৭	৪৬
	ঐ	১৯৬৮	১৫	১৬৪	৫৬
৭।	ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বড়জলা	১৯৬৬	৬৪	৩০	৯
	ঐ	১৯৬৭	১২৪	৭৭	৫৫
	ঐ	১৯৬৮	১২০	১২০	৭০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

ডিগ্রি কলেজের জন্য :—

(ক) ৪নং কলামে পি, ইউ, পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু ক্লাশে ভর্তির সংখ্যা দেখানো হইয়াছে।

(খ) ৫নং এবং ৬নং কলামে পি, ইউ, পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু ক্লাশে যথাক্রমে পরীক্ষা দিয়াছে এবং পাশ করিয়াছে এই রূপ সংখ্যা দেখানো হইয়াছে।

পলিটেকনিকেলের জন্য :—

(ক) ৪নং কলামে প্রথম বর্ষের ভর্তির সংখ্যা দেখানো হইয়াছে।

(খ) ৫নং এবং ৬নং কলামে ফাইনাল ডিপ্লোমা এবং সাপ্লিমেণ্টারী ডিপ্লোমা পরীক্ষা দিয়াছে এবং পাশ করিয়াছে এইরূপ সংখ্যা দেখানো হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য :—

(ক) ৪নং কলামে সবক্লাশের ভর্তি সংখ্যা দেখানো হইয়াছে।

(খ) ৫নং কলামে বিভিন্ন ক্লাশে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়াছে এইরূপ-সংখ্যা দেখানো হইয়াছে।

(গ) ৬নং কলামে বিভিন্ন ক্লাশের বার্ষিক পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে এইরূপ সংখ্যা দেখানো হইয়াছে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বিভিন্ন ক্লাশের বার্ষিক পরীক্ষা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া থাকেন।

প্রোফরমা—নং ২

ক্রমিক নং	কলেজের নাম	বৎসর	জাতি নির্বিশেষে মোট ছাত্রছাত্রীর সাখ্যা					
			মোট	তপশীলভুক্ত জাতি	উপজাতি	মণিপুরী	মুসলমান	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১।	মহিলা কলেজ, আগরতলা	১৯৬৬	৩৬৬	৯	১৩	৭	—	৩৩৭
	ঐ	১৯৬৭	৪৩০	৯	১৬	৭	—	৩৯৮
	ঐ	১৯৬৮	৬৩১	১৫	৩৫	৯	১	৫৭১
২	এম, বি, বি, কলেজ, আগরতলা	১৯৬৬	১৬৮৬	১০৮	৬৬	৩৬	৬	১৪৭০
	ঐ	১৯৬৭	১৮২৬	১৩০	৮৬	৪২	৯	১৫৫৯
	ঐ	১৯৬৮	২১৮২	১৩৮	৮৯	৩০	৯	১৯১৬
৩।	রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা	১৯৬৬	—	—	—	—	—	—
	ঐ	১৯৬৭	৩১৮	২০	২	৪	৪	২৮৮
	ঐ	১৯৬৮	৪৯০	২৪	২	৮	৫	৪৫১
৪।	বিলোনিয়া কলেজ, বিলোনিয়া	১৯৬৬	১৭৮	৬	—	—	—	১৭২
	ঐ	১৯৬৭	৩০০	১৩	১	—	—	২৮৬
	ঐ	১৯৬৮	৩৯৮	১৫	২	—	—	৩৮১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৫ ।	আর, কে মহাবিদ্যালয়, কৈলাশহর	১৯৬৬	৪২২	১৯	৫	৩৩	১৬	৩৪৯
	ঐ	১৯৬৭	৪৯৭	১৩	৪	৪৮	২৫	৪০৭
	ঐ	১৯৬৮	৫৪৭	১৫	৬	৪৬	৩৪	৪৪৬
৬ ।	পলিটেকনিক ইনিষ্টিটিউট, নরসিংগড়	১৯৬৬	২৯৩	১০	৮	১	১	২৭৩
	ঐ	১৯৬৭	৩৩১	৭	১১	২	১	৩১০
	ঐ	১৯৬৮	২৮৩	৫	৯	৩	—	২৬৬
৭ ।	ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বড়জলা	১৯৬৬	৬৪	৩	—	৬	—	৫৫
	ঐ	১৯৬৭	১২৪	৩	—	৯	১	১১১
	ঐ	১৯৬৮	১২০	০	—	৭	১	১০৯

UNSTARRED QUESTION NO. 245

By – Shri Bidya Chandra Deb Barma

QUESTION

Will the Honble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

১। নিম্নলিখিত শিল্প গঠনের জন্য কোন্ শিল্প ঋণ দেওয়া হইয়া থাকিলে যাহাদের দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মহকুমা ভিত্তিক নাম, ঋণের পরিমাণ এবং কবে দেওয়া হইয়াছে তাহার তারিখ :—

(ক) Wet battery, (খ) Wire nails etc. (গ) Cycle parts manufacturing, (ঘ) Saw Mills, (ঙ) Nut bolts manufact- uring, (চ) wood seasoning, (ছ) Tincane & container manufacturing, (জ) Autoshop, (ঝ) Tinsmithy, (ঞ) Radio Amplifier manufacturing (ট) Hingers locks etcmanufacturing.

ANSWER

১। শিল্প গঠনের জন্য যাহাদিগকে শিল্প ঋণ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মহকুমা ভিত্তিক নাম, ঋণের পরিমাণ এবং তারিখ সঙ্গীয় কাগজ 'ক' তে দেওয়া হইল।

QUESTION	ANSWER
২। কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্প গঠিত হইয়াছে এবং তাহাতে কত লোক নিযুক্ত হইয়াছে।	২। যে সকল ক্ষেত্রে শিল্প গঠিত হইয়াছে তাহাদের নাম ও তাহাতে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা সঙ্গীয় কাগজ 'ক' এর ৬ ও ৭ নং কলমে দেওয়া হইল।
৩। যদি শিল্প গঠিত না হইয়া থাকে তবে ঐ ঋণ আদায়ের জন্য কি ব্যবস্থা করা হইতেছে।	৩। যে সকল ক্ষেত্রে শিল্প গঠিত হয় নাই সেই সকল ক্ষেত্রে ঋণ আদায়ের জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা সঙ্গীয় কাগজ 'ক' এর ৮নং কলমে দেওয়া হইল।

STATEMENT OF LOAN UNDER STATE

(In connection with

Sl. No.	Name and address of the loanees	Trade	Loan paid	Date of disbursement
1	2	3	4	5
	SADAR		Rs. P.	
1.	Shri Srish Chandra Choudhury, S/O Late Mahendra Chandra Choudhury, Town Bordwali, Agartala.	Wet Battery	8,000 00	4-1-66
2.	Shri Hari Mohan Sutradhar, Debi Cabinet, Agartala.	Saw Mill	10,000 00	25-5-61
3.	Balai Bhadra, S/o Late Aswini Kumar Bhadra, Nabanagar, Sidhai, Tripura.	Saw Mill	5,000 00	6-4-63
4.	Shri Surendra Kumar Sarker S/o Late Sawanta Kr. Sarker, Kunjaban, Agartala,	Saw Mill	10,000 00	24-8-64
5.	Shri Bidyadhar Das, Brajanagar, Ranirbazar, Tripura.	Saw Mill	10,500 00	8-2-66 & 16-9-66
6.	Shri Haribal Sutradhar, S/o Late Nabin Ch. Sutradhar, Mantribari Road (Extension, Agartala)	Saw Mill	10,000 00	13-4-66
7.	Shri Gopendu Bikash Roy, S/o Late Nagendra Ch. Roy, Agartala.	Saw Mill	7,000 00	27-3-57
8.	Shri Gouranga Banerjee, S/o Late Priya Nath Banerjee, Krishnanagar, Agartala.	Saw Mill	10,000 00	28-3-57

AID INDUSTRIES SERVICE SCHEME

Assembly Question No. 245) সংলাপ (ক)

hether the Industry ias been established	Employment position	Action taken for recovery of loan if Industry is not established	Remarks.
6	7	8	9
No	×	Certificate case has been filed for recovery of the loan money.	
No.	×	do	
No.	×	do	
No.	×	do	
Yes.	6	—	
Yes.	7	—	
No.	×	Recovery is being made through the Certificate case.	
No.	×	do	

1	2	3	4	5
9.	Shri Gopi Deb Barma, S/o Late Hara Chandra Deb Barma, Banamalipur, Agartala.	Saw Mill	7,000 00	30-1-58
10.	Shri Haralal Sutradhar, S/o Late Lal Chand Sutradhar, Ratan Cabinet, Agartala.	Saw Mill	10,000 00	31-3-59
11,	Shri Hari Mohan Sutradhar, Debi Cabinet, Agartala,	Saw Mili	10,000 00	25-5-61
12.	Shri Krishna Gopal Roy, S/o Late Haridhan Roy, North Banamalipur, Agartala.	Saw Mill	10,000 00	5-9-64
13.	Shri Pulin Behari Chakraborty, S/o Late Brindaban Chakraborty, Arundhutinagar, Agartala.	Saw Mill	16,000 00	29-12-66
14.	M/s Kalpa Taru Saw Mill, Jail-Ashrem Road, Agartala.	Saw Mill	10,000 00	5-8-68
15.	Shri Jitendra Ch. Dutta, S/o Late Jegaswar Dutta, Badharghat, Agartala.	Wood Seasoning	5,000 00	31-3-60
16.	Shri Gouranga Ballav Dalal S/o Late Shib Ch. Dalal, Town Pratapgarh, Agartala	Seasoning press of Timber	5,000 00	31-3-60

6	7	8	9
No.	×	do	
No.	×	do	
No.	×	Certificate case is running.	
No.	×	do	
Yes.	6	—	
Yes.	12	—	
No.	×	Certificate case has been filed for recovery of loan money.	
No.	×	Certificate case is running.	

1	2	3	4	5
17.	Shri Promode Ranjan Dhar, S/o Late Adhinat Dhar and Shri Gopal Ch. Deb, S/o Late Narendra Ch Deb, 33/1, Mogra Road, Agartala	Wair Nails	10,000 00	30-3-63
18.	Shri Harinarayan Banik, S/o Late Pulin Behari Banik, Municipality Road, Agartala.	Nut Bolts	10,000 00	20-6-63
19.	Shri Chuni Lal Barman, S/o Late Jogesh Ch. Barman Harish Thakur Road, Agartal.	Hings Locks	7,500 00	1-2-65
20.	Shri Nikhil Ch. Dey, S/o Jogesh Ch. Dey, New Biswakarma Cycle Stores Akhaura Road, Agartala.	Cycle Parts	2,500 00	30-3-63
21.	Shri Rakhal Ch. Bhattacharjee S/o Late Akhil Bhattacharjee, Krishnanagar Agartala.	Cycle Parts etc.	44,000 00	30-10-64
22.	Shri Sunil Kumar Das, S/o Shri Balai Chandra Das, Ramnagar, Agartala.	Cycle Parts	3,000 00	20-7-68
23.	Shri Gopal Ch. Das, S/o Shri Bhagaban Ch. Das, Assam Para Ranirbazar, Tripura.	Saw Mill	3,000 00	10-4-66
24.	Shri Rajendra Choudhury, S/o Late Hriday Choudhury, Joynagar, Agartala.	Tinsmithy	5,000 00	5-6-64

6	7	8	9
The firm installed machinery at Industrial Estate, Arundhutinagar, but fail to start production.	—	Certificate case has been filed for recovery of the loan money.	
No.	—	— do—	
No.	—	—do—	
He had cycle repairing shop for few months. Thereafter he deserted.	—	—do—	
Yes.	4	—	
No.	—	Action is being taken for starting Certificate Case.	
No.	—	Certificate case hase been filed for recovery of the loan money.	
No.	—	—do—	

1	2	3	4	5
25.	Shri P. N. Deb, S/o Late Prakash Ch. Dev, College Road Extension, Agartala.	Tincane & Containers	20,000 00	9-4-65
26.	Shri Sunil Kr. Chakraborty, S/o Bhupendra Ch. Chakraborty, Ramnagar Road No. 1 Agartala,	Radio Amplifiar Industry	5,000 00	10-4-64
27.	Shri Narayan Chakraborty, S/o Shri Nabin Chakraborty, Mantribari Road, Agartala.	Local Radio	6,000 00	23-11-67
28.	Shri Barja Lal Banik S/o Late Nagarbasi Banik, Sukuntala Road, Agartala.	Auto Engineering	6,200 00	28-5-65
29.	Shri Bhupendra Bhusan Ghosh S/o Shri Khirode Ranjan Ghosh Mechanical House, Agartala.	Smithy	14,000 00	31-3-59 & 28-3-57
30.	Shri Bhuban Ch. Dey, S/o Late Sarada Ch. Dey. 72, Mogra Road, Agartala.	Smithy	5,000 00	30-1-58
31.	Shri Harendra Ch. Roy Karmaker, S/o Jogeswar Karmaker, Agartala.	Smithy	5,000 00	31-3-60
32.	M/s. National Mechanical Works, Prop. Shri Wasdev, Municipality Road, Agartala.	Smithy	10,000 00	7-3-62
33.	Shri Dinabandhu Singha, S/o Shri Balai Ch. Singha, 112, Motor Stand Road, Agartala.	Smithy	3, 00 00	1-2-66

6	7	8	9
No.	—	He has already paid Rs. 7,000 00 He is being pursuing for repayment of the rest amount.	
No.	—	Certificate case has been filed for recovery of the loan money.	
No.	—	Action is being taken for starting Certificate Case.	
Yes.	2	—	
Yes.	6	—	
No.	—	Certificate to case is running for recovery of loan money.	
No.	—	—do—	
Yes.	2	—	
—	—	Fully recovered.	

1	2	3	4	5
	BELONIA			
34.	Shri Kamini Kumar Karmaker. S/o. Late Shambu Karmaker, Belonia, Tripura.	Smithy.	7,000,00	31.3-59
	DHARMANAGAR			
35.	Shri Bideshi Lohar, Office Tilla Dharmanagar, Tripura.	do	5,000'00	31-3-60
	KAILASHAHAR			
36.	Shri Nirada Behari Dey S/o. Late Nabin Ch. Dey Pabiacherra, Kailashahar.	do	2,000,00	31-3-60
	KHOWAI			
37.	M/s. Bat-Tali S. S. S. S. Ltd., North Ramchandraghat, Khowai, Tripura.	Saw Mill.	10,000.00	31-3-59
	KAILASAHAR			
38.	Shri Sharmadas Signha S/o. Late Babu Chand Singha, Kailashahar, Tripura.	Auto-shop.	5,000,00	1.5-63
39.	Shri Benode Behari Chakraborty M/s. Chrirampur Silpa Kutir Kailashahar, Tripura.	Saw Mill	7,000,00	29-3-57

6	7	8	9
No.	—	Certificate is runnig for recovery of the loan money.	
No.	—	do	
No.	—	Fully recovered	
Yes	—	The unit was running for few months. A Certificate case has been running for recovery of loan money.	
No.	—	Certificate case has been filed for recovery of loan money.	
No.	—	Fully recovered.	

1	2	3	4	5
	BELONIA			
40.	M/s, Bhowmik & Sarker Belonia, Tripura.	Wood Seasoning.	10,000,00	6-4-63
	SONAMURA			
41.	Shri Falu Laskar S/o. Late Srish Ch. Laskar Sonamura, Tripura.	Saw Mill	10,000,00	3-9-64
[illegible]	Shri K[illegible]pada Chakraborty S/o Shri Surendra Bejoy Chakraborty Sabroo[illegible], Tripura.	Tinsmithy	[illegible],000 00	6-4-63
	AMARPUR			
43.	Shri Nityananda Ghatak S/o Late Shuban Mohan Ghatak, Prop. Shriram Saw Mill, Amarpur, Tripura.	Saw Mill	30,000·00	19-12-66 7-11-68

6	7	8	9
No.	—	Certificate case has been filed for recovery of loan money.	
No.	—	do	
Yes	1		
Yes	12	—	

STATEMENT OF

S.No	Name & address of the loanees	Trade	Loan paid	Date of disbursment
1	2	3	4	5
	SADAR			
1.	Shri Rabindra Debbarma S/o. Shri Mugrai Sadhu, Jirania, Tripura.	Saw Mill.	Rs. 7,000·00	23-3-60
2.	Shri Harinarayan Banik S/o. Shri Pulin Behari Banik Municipal Road, Agartala.	Auto-shop.	7,000·00	29-12-59
3.	Shri Baikantha kr. Das S/o. Shri Sharat Ch. Das Teliamura, Tripura.	Saw Mill.	7,500·00	18 3.60
4.	Shri Hem Ch. Poddar S/o Late Ram Kashab Saha old Melarmath, Mogra Road, Agartala, Tripura.	Saw Mill.	7,500·00	14-3-60
5.	Shri Sushil Kumar Deb S/o. Akhil Ch. Deb, Akhaura Road, Agartala.	Auto-shop	4,000 00	23-3-60
6.	Shri Bhuban Ch. Dey S/o Late Sarada Ch. Dey 72 Hari Ganga Basak Road, Agartala.	Auto-shop	5,000·00	23-3.61

LOAN

...ether the industries ...as been establised	Employment position	Action taken for recovery of loan if industry is not established	Remerks.
6	7	8	9
No	—	Certificate case already filed for recovery of the loan.	
No.	—	Certificate case already filed for recovery of the loan.	
No.	—	Fully recovered.	
No.	—	Certificate case already filed for reocvery of the loan.	
No.	—	do	
No.	—	do	

1	2	3	4	5
7.	Shri Nirajan Roy S/o Late Sagar Ch. Roy Banamalipur, Tripura, Agartala.	Motor Mach. Work	7,500 00	3 4-61
8.	Shri Ajit kumar Chowdhury S/o. Jogesh Ch. Chowdhury Mogra Road. Agartala.	Radio Mfg.	7,500·00	23,3-61
9.	Shri Nibaran Sutradhar S/o. Late Mahendra Ch. sutra-dhar Hospital Road, Agartala.	Saw Mill	7,500·00	11-4-61
10.	Shri Anil Ch. Roy S/o. Late Kailash Ch. Roy Jiban Shilpalaya, Agartala.	Smithy.	7,500 00	28-3-61
11.	Shri Biswambar Das S/o. Late Nabin Ch. Das Abhoynagar, Agartala.	Tinsmithy	1'000·00	12-5-61
12.	Shri Jatindra Ch Debnath S/o. Late kailash Debnath Ashalata Das w/o. Shri Dhirendra Mohan Das Mogra Road, Agartala.	Saw Mill	7,500·00	4-4-61
13.	Shri Harendra Dev Barma S/o. Shri Bimal Ch. Debbarma Old Guest House, Agartala, Tripura.	Smithy	5,000 00	3-4-61
14.	Shri Aswini Debnath S/o Shri Gour Mohan Debnath Gangail Road, Agartala.	Saw Mill	7,500 00	31 3-62

6	7	8	9
Yes	3	—	
Yes	1	—	
Yes	9	—	
No.	—	A Certificate case has been instituted. Principal loan fully recovered.	
No.	—	Certificate case is running against the loanee for recovery of loan.	
Yes	3	—	
Yes	8	—	
Yes	8	—	

1	2	3	4	5
15.	Shri Akhil Ch. Roy S/o Late Kailash Roy Mechanical Works, Agartala.	Mechanical Workshop	7,500·00	9-4-62
16.	Shri Dwijendra Choudhury S/o Shri Dinesh Ch. Choudhury, Radio House, Agartala.	Radio component	5,000 00	31-3-62
17.	Shri Brajalal Banik S/o Late Nagarbasi Banik, Sakuntala Road, Agartala.	Auto-Engineering	7,500·00	11-4-63
18.	Shri Bidyadhar Das S/o Late Ramjiban Das Vill. Brajanagar P. O. Ranirbazar.	Saw Mill	7,500 00	16-9-64
19.	Shri Sudhir Ranjan Sur S/o Haradhan Sur, Sur Cycle Stores, Akhaura Road, Agartala.	Wet Battery Mfg.	7,500 00	29-9-65
20.	Shri Anil Ch. Roy S/o Late Kailsh Ch, Roy, Jiban Siplalaya, Agartala.	Auto Shop	75,00 00	18-4-63
	BELONIA			
21.	Shri Baroda Kumar Sen S/o Basanta Kumar Sen, Jolaibari, Belonia.	Saw Msll	7,500 00	21-5-65
22.	Muhuripur Forest Labour Co-operative Society, P O. Muhuripur, Belonia, Tripura.	Saw Mill	7,500·00	31-3-60
23.	M/s Bhowmik & Sarker, Belonia, Tripura.	Saw Mill	7,500·00	31-3-61
	UDAIPUR			
24.	Shri Saraj Sen Gupta C/o Tripureswari Saw Mill, Udaipur, Tripura.	Saw Mill	7,500·00	12-2-60

6	7	8	9
No	—	A Certificate Case is running against the loanee for recouery of the loan.	
Yes	3	—	
Yes	6	—	
Yes	8		
Yes	3		
Yes	9	A Certificate Case is running against the loanee for recovery of due instalments.	
—			
Yes	—	The Unit was running for few months. A Certificate case is running for recovery of the loan.	
No	—	A Certificate Case is running against the loanee for recovery of the loan.	
Yes	6	—	

STATEMENT OF LOANS UNDER RURAL

Sl. No.	Name & address of the loanees	Trade	Loan paid	Date of disburstment
1	2	3	4	5
			Rs. P.	
1.	Shri Birendra Chandra Nath Choudhury, Dharmanagar. Tripura.	Saw Mill	7,500 00 7,500 00 10,000 00	1-5-65 19-5-66 6-9-67
2.	Shri Lakshi Kanta Debnath, Dhaleswar, Agartala, Tripura.	Saw Mill	10,000 00	16-6-65
3.	M/s. Bhawarlal Santilal, Kailashahar, Tripura.	Saw Mill	20,000 00	5-9-67

INDUSTRIES PROJECT SCHEME.

Whether the industries has been established	Employment position	Action taken for recovery of loan if industry is not established	Remarks.
6	7	8	9
Yes.	8	—	
Yes.	5	—	
No.	—	Action is being taken.	

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

3rd April, 1969.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday the 3rd April, 1969.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Speaker, 4 Ministers, Deputy Minister and 23 Members.

QUESTION

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. —Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 23.

Shri S. L. Singh :—Question No. 23, Sir.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর সাব-ডিভিশনে বিলথৈ Higher Secondary স্কুলের সন্নিকটে বিলথৈ ছড়ার উপর কোন S. P. T. Bridge ছিল কি এবং তথায় S. P. T. Bridge করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। ইহা কি সত্য উক্ত জায়গায় S. P. T. Bridge না থাকার দরুণ বর্ষার সময় ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীগণ স্কুলে যাইতে পারে না ?

উত্তর

১। S. P. T. Bridge ছিল না ; এবং তথায় এস পি, টি ব্রীজ করার পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২। একটি অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ১৯৬১ইং সনে সেখানে একটা এস, পি, টি, ব্রীজ করা হয়েছিল কিনা ?

Shri S. L. Singh :—There is no S. P. T. Bridge over Bilthaichera near Bilthai School. There is a temporary bamboo Sakoo over this chera. Necessary repairs to the Sakoo have also been done during this financial year.

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—এই সাঁকো হওয়ার আগে সেই জায়গায় একটা এস, পি, টি ব্রীজ ছিল কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এনকোয়ারী করে দেখবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কবে এস পি, টী, ব্রীজ ছিল, সেটা জানাতে হলে আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—এই ব্রীজটা অত্যন্ত ইম্পোর্টেন্ট ব্রীজ। এটা ১৯৬১ইং সনে হয়েছিল। রিপেয়ার না করার দরুণ সেটা ভেংগে যায় এবং সেই জায়গাতে একটা ব্যাম্বু সাঁকো দেওয়া হয়। এই ব্রীজটা না হওয়ায়, বর্ষার সময় স্কুলে যেতে পারেনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এটা সত্যি যে ছাত্রদের অসুবিধা হয়, এটা আমি অস্বীকার করছিনা। তবে এখানে একটা অস্থায়ী বাঁসের সাঁকো দেওয়া হয়েছে এবং রিসেন্ট ইয়ারেও সেটা মেরামত করা হয়েছে। এখানকার যে ছড়া সেটার প্রস্থ হচ্ছে ৭৫ ফিট আর এই রাস্তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই মাইল। অতএব এই জায়গাতে ব্রীজ করতে প্রচুর অর্থ দরকার হয়ে পড়ছে। লাষ্ট ফিনানশ্যাল ইয়ারে ছিলনা বলে সেটা করা হয়নি। ছাত্রদের স্কুলে যেতে অসুবিধা হয়, সেইজন্যই টেম্পোরারী সাঁকো তৈরী করা হয়েছে। এবারে যদি আমাদের ফিনানশ্যাল পজিশন ভাল হয়, তাহলে আমরা দেখব এই অসুবিধাটা দূর করা যায় কি না ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই সাঁকো নির্ম্মাণ করতে কত টাকা লেগেছিল এবং প্রত্যেক বৎসর একবার করে সেখানে সাঁকো দেওয়া হয় কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩, স্যার।

প্রশ্ন

১। কমলপুর ব্লকে (জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা) ৮টি জলসেচের যন্ত্র (pumping set) আছে। গত আশ্বিন কার্তিক মাসে যখন আকাশে বৃষ্টি ছিল না ঐ যন্ত্র দিয়ে কৃষকদের জমিগুলিতে কি জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ?

২। জল সেচের যন্ত্রগুলির অবস্থা কি ?

৩। কয়টি যন্ত্র জলসেচের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে ?

৪। যদি ব্যবহার না করা হয়ে থাকে তার কারণ কি ?

৫। ঐ যন্ত্রগুলি পাওয়ার জন্য কত দরখাস্ত পড়িয়াছিল

উত্তর

১।

হইতে } তথ্য সংগ্রহাধীন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৯, স্যার।

শ্রীএস, এল. সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৯, স্যার।

প্রশ্ন

১। আসাম হইতে বিদ্যুৎ আনার জন্য যে K. V Line ও tower তৈরী হইবে তাহার ঠিকাদারী কি Kamani Engineering Corporationকে দেওয়া হইয়াছে ?

২। যদি দেওয়া হইয়া থাকে তবে উহা tender call করিয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা ?

৩। উহা আনুমানিক কত টাকার কাজ এবং কি কি সর্ত্তে উহা দেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণ।

উত্তর

১। হাঁ।

২। না।

৩। Kamani Engineering Corporationকে যে কাজ দেওয়া হইয়াছে তাহার মূল্য প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা হইবে। চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে তাহাদিগকে টাওয়ার সরবরাহ সহ চুড়াইবাড়ী হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত ১৭২ কেঃভিঃ লাইনের কাজ করার উপযোগী ১৮ মাস সময়ের মধ্যে শেষ করতে হইবে। তদনুসারে ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি কাজটি শেষ হওয়ার কথা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এ পর্যন্ত কয়টা টাওয়ার তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতকালই তার উত্তর দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই কাজটা কবে দেওয়া হয়েছিল, কোন্ সনে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker— Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma—Question No. 142[postponed].

Shri S. L. Singh—Mr, Speaker, Sir, question No, 142.

Question

১। ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে Indian Forest Act, Indian Panel Code এবং Criminal procedure code অনুযায়ী কত লোককে Forest crimes এর জন্য আদালতে অভিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহা মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২। ইহার মধ্যে জুম কাটা সম্পর্কে কতজন অভিযুক্ত।

৩। কত জনের শাস্তি হইয়াছে এবং জরিমানা করা হইয়া থাকিলে তাহার মোট পরিমাণ

উত্তর

১। সাবডিভিসনের আইন ১৯৬৭-৬৮—১৯৬৮-১৯৬৯

নাম	আইন	১৯৬৭-৬৮		১৯৬৮-১৯৬৯	
কমলপুর	I.F.Act	৬৪	জন	৯৩	জন
খোয়াই	,,	৮৬	,,	১২৪	,,
অমরপুর	,,	৪৯	,,	৩৪	,,
কৈলাসহর	,,	৩২	,,	৬১	,,
সদর	,,	১১৪	,,	২২১	,,
	I.P.C	১	,,	১	
সোনামুড়া	I.F. Act	১৭	,,	৪০	,,
	I P.C	—	—	১	,,
বিলোনীয়া	I.F.Act	২০৩	,,	২৪	,,
ধর্মনগর	,,	৭৫	,,	৭৩	,,
সাব্রুম	,,	০১	,,	২৪	,,
উদয়পুর	,,	২৩৭	,,	১৬৩	,,
	I.P.C	২	,,	৬	,,

২। সাবডিভিশনের ১৯৬৭-৬৮ ১৯৬৮-৬৯

নাম	১৯৬৭-৬৮		১৯৬৮-৬৯	
কমলপুর	৬০	জন	৭০	জন
সদর	৩৫	,,	১৪০	জন
খোয়াই	৭৬	,,	৫৬	,,
সোনামুড়া	—	—	১৬	,,
অমরপুর	৩৫	,,	২০	,,
ধর্মনগর	৫৭	,,	৪০	,,
কৈলাসহর	৩০	,,	৪৪	,,
বিলোনীয়া	১০০	,,	—	—
সাব্রুম	৯	,,	১০	,,
উদয়পুর	৩২	,,	—	—

৩।

১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯
শাস্তি হইয়াছে ২৬৮ জনের, জরিমানা হইয়াছে ১,৬৭১.০০ টাকা।	শাস্তি হইয়াছে ১৬০ জনের, জরিমানা হইয়াছে ৮৯০.০০ টাকা।

Mr. Speaker—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan—Question No 334.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 334.

২। উক্ত রাস্তা সম্পূর্ণ কারিবার নির্দ্ধারিত মেয়াদ কত ?

উত্তর

১। প্রথম ৪ মাইল রাস্তার কাজ হোমগার্ড মারফত করা হইতেছে।

২। দুর্গম এলাকার ভিতরে অবস্থিত বলিয়া এই রাস্তা নির্ম্মাণের কাজ শেষ করার সময় নির্দ্ধারন করা সম্ভব নহে। তবে যত সত্বর কাজটি শেষ করার চেষ্টা চলিতেছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই রাস্তার কাজ চলার সময় সমাজদ্রোহী বা সাংক্রাক প্রভৃতির দ্বারা কাজ ব্যাহত হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—এই রাস্তার উত্তর পূর্ব্বে ত্রিপুরার সীমান্ত রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ইহা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। সেজন্যই এই কাজ যত্ন দুঃসহ লোক গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি এই রাস্তা কোন্ সনের স্কীম এবং কত টাকা বরাদ্দ ছিল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—Sanction was accorded on 3. 8. 68 for Rs. 9,09,660/- for construction of a road from Chowmanu to Gobindabari. The length of the road is 23 miles. As contractors were not available in this difficult area for execution of work, Home Guards were engaged for earth work in first four miles of this road. The Home Guards started work on 8. 9. 68.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই স্যাংশন টাকার মধ্যে এই পর্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই রাস্তার জন্য কাকে কাকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল, কন্ট্রাক্টরের নাম সহ।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩৯।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১। সমগ্র ত্রিপুরায় ফরেষ্ট রিজার্ভ জমির পরিমাণ কত? লুংগা কত, টিলা কত? (সাব-ডিভিশান ভিত্তিক হিসাব)। ২। কোন্ কোন্ সাব-ডিভিশনের কোন কোন এলাকা ফরেস্ট রিজার্ভ (চৌহদ্দি সহ সেই এলাকাগুলির নাম)।	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Mr. Speaker :—Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury :—Question No. 361.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 361.

QUESTION

১৯৬৮-৬৯ ইং সনে ত্রিপুরায় কি পরিমাণ জমিতে বরো ধানের চাষ করা হইয়াছে?

ক্ষুদ্র সেচ, পুকুর থেকে সেচ, নলকূপ থেকে সেচ, নদী ও ছড়া বাঁধ জল উত্তোলন সাহায্যে সেচ প্রভৃতি কতকগুলি প্রকল্প বরো ধান চাষের জন্য ঐ সময়ে করা হইয়াছে?

ANSWER

প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ অনুযায়ী ১৯৬৮-৬৯ ইং সনে ত্রিপুরায় আনুমানিক ৮৯১৬·৮৬ হেক্টার (২২,২০৩ একর) জমিতে বোরো ধানের চাষ করা হইয়াছে।

ঐ সময়ে, বোর ধান চাষের জন্য ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের আওতায় ২৯টি নলকূপ ২৫৯টি নদী অথবা ছড়া বাঁধ, ১৮টি পাম্প মেশিন ও ১১টি নালা করা হইয়াছে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ঃ—সর্বমোট কত টাকা খরচ পড়েছে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে জমিতে জল সেচ প্রকল্পদ্বারা জলসেচ করার কথা সেই সমস্ত জমিতে ঐ সকল প্রকল্প দ্বারা জলসেচ হয়েছে কিনা?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আমি তো বললাম এই সমস্ত প্রকল্প অনুসারে ২২,২০৩ একর জমিতে জল সেচ হয়েছে।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—উল্লিখিত সময়ে কত জমিতে বরো চাষ করা হয়েছে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে ২২,২০৩ একর জমিতে জলসেচ করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—ছড়াগুলিতে বাঁধ দেওয়া বাবত কত টাকা খরচ হয়েছে এবং কোন্-কোন্ ছড়াতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—Starred Question No. 366.

Mr. Speaker :—Hon'ble member you may ask your postponed question first.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—Starred Question No. 112 (Postponed).

Shri S. L. Singh (Minister in-charge of the Public Works Department) :— Starred Question No. 112.

প্রশ্ন

১। আসাম—আগরতলা রাস্তার জন্য রাণীর বাজার হইতে কুমারঘাট পর্যান্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে কি পরিমাণ জমি রিকুইজিশন করা হইয়াছে ?

২। রাস্তার মধ্যস্থল হইতে উভয় পার্শ্বের দৈর্ঘ কত ফুট।

উত্তর

১। রাস্তাটি প্রথমে আসাম সরকারের কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল এবং পরে উহা ত্রিপুরা সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছিল। জমি রিকুইজিশনের কাজ রাস্তা নির্ম্মাণকালে আসাম সরকার কর্তৃক করা হইয়া থাকিবে। কি পরিমাণ জমি তাহারা রিকুইজিশন করিয়াছিলেন তাহার তথ্য জানা নাই। রাস্তা হস্তান্তরিত হওয়ার পর ত্রিপুরা সরকার রাণীর বাজার হইতে ১৯ মাইল ৪ ফার্লং পর্যান্ত প্রায় ৩৮ একর এবং ৮৭ মাইল হইতে কুমারঘাট পর্যান্ত প্রায় ৫৪ একর জমি রিকুইজিশন করিয়াছেন।

২। রাস্তার মধ্যস্থল হইতে উভয়-পার্শ্বে রাস্তার জমির বিস্তার ২৫ হইতে ৭৫ ফুট।

শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাংখল :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে রাস্তাটার জন্য জমি দখল করা হয়েছে, তার মধ্যে কোন দখলকার আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—তা থাকা সম্ভব।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সমস্ত একোয়ারের জায়গাতে কোন দালান কোঠা পড়েছে কিনা জানেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে জনসাধারণের স্বার্থে যারা এনক্রোস্ করেছে তাদের কাছ থেকে ঐ জায়গা বাহির করে দেওয়ার জন্য সরকারের কোন প্রচেষ্টা আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— The Executive Engineer has already been requested to take legal action on this.

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে সমস্ত জায়গা আসাম সরকার কর্ত্তৃক রিকুইজিশন করা হয়েছিল, আসাম সরকারের সেই সব জায়গার জন্য কোন কম্পেনসেসন দিয়েছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— সেটা তো আমি আগেই বলেছি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

Mr. Speaker :- Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr Majumder :—Starred Question No. 372.

Shri S. L. Singh (Minister in-charge of the Public Works Department) :— Starred Question No. 372.

প্রশ্ন

১। আসাম-আগরতলা রাস্তাকে হাওড়া নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা করার জন্য খয়েরপুর জিরানীয়া ও চম্পকনগর এই সকল স্থানে (যে যে স্থানে হাওড়া নদীর ভাঙ্গন আসাম-আগরতলা রাস্তার সংলগ্ন হইয়াছে) হানা (spur) দেওয়ার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

উত্তর

১। হাঁ, প্রয়োজন বোধে।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে এই আসাম-আগরতলা রাস্তাটির কোন কোন জায়গায় বিভিন্ন নদীর জন্য ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

Mr. Speaker :—Shri Promode Rn. Dasgupta.

Shri Promode Rn. Dasgupta :—Starred Question No. 392.

Shri S. L. Singh :— (Minister in-charge of the Public Works Department) Starred Question No. 392.

QUESTION

1. Whether the survey works on the construction of bund at Mantala Colony and Lokra Cherra at Megli Bunds Mouza P. S. Sidhai, Tripura have been completed ?

2. If so, the present position ?

ANSWER

1 & 2. Preliminary survey has been done for the bund at Mantala Colony. An estimate for the bund on Lokrachera is under preparation.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই মন্তলা কলোনীতে কোন সময়ে সার্ভে করা হয়েছিল বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, লোকরাছড়ার যে এষ্টিমেটের কথা বললেন সেটা কোন সময়ে হয়েছিল বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

Mr. Speaker :—Shri Nishi Kanta Sarker.

Shri Nishi Kanta Sarker :—Starred Question No. 97 (Postponed),

Shri S. L. Singh (Minister in-charge of the Public works Department) :— Starred Question No. 97 (Postponed).

প্রশ্ন

১। T. T. C এর আমলে রাধাকিশোরপুর টাউন ও বাজার রোডের জন্য যে টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল তাহা কতটি গ্রুপে এবং কোন্ গ্রুপে কত টাকা মঞ্জুর হইয়াছে এবং কাজ শেষ হওয়ার তারিখ কবে ছিল।

উত্তর

১। নিম্নলিখিত কাজগুলি তদানীন্তণ আঞ্চলিক পরিষদের অধীনে মঞ্জুর হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

	কাজের নাম	মঞ্জুরীকৃত টাকা	যে সনে কাজের মঞ্জুরী হইয়াছিল
ক)	উদয়পুরে জগন্নাথ দীঘি রাস্তার উন্নয়ন	২০,০০০ টাকা	১৯৫৮-৫৯
খ)	উদয়পুরে মটরষ্টেণ্ড রাস্তার উন্নয়ন	২০,০০০ টাকা	১৯৫৮-৫৯
গ)	উদয়পুর সহরের রাস্তা (২½ মাইল) রক্ষণাবেক্ষণ	৬০১০ টাকা	১৯৬০-৬১
ঘ)	সিনেমা হল হইতে আর, কে, ইনষ্টীটিউসন পর্য্যন্ত রাস্তার সোলিং ও মেটেলিং	১০,০০০ টাকা	১৯৬০-৬১
ঙ)	উদয়পুর শহরের রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ	৬৪৬২ টাকা	১৯৬১-৬২
চ)	১৯৬২-৬৩ সালের উদয়পুর সহরের রাস্তার (৫ মাইল) রক্ষণাবেক্ষণ	৭৬৭৫ টাকা	১৯৬২-৬৩
ছ)	উদয়পুর শহরের পুরাতন বাজার যাওয়ার রাস্তার বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণ	১০,০০০ টাকা	১৯৬২-৬৩
জ)	১৯৬৩-৬৪ সালে উদয়পুর শহরের রাস্তা (৫ মাইল) রক্ষণাবেক্ষণ	৭৫০০ টাকা	১৯৬৩-৬৪

আরও জানা যায় যে, যে সালে কাজগুলি মঞ্জুর হইয়াছিল সেই সালেই কাজগুলি শেষ হইয়াছিল।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, উদয়পুর টাউন থেকে মধ্য পাড়ার রাস্তাটি আরম্ভ হয়ে বন্ধ হওয়ার কারণ কি বলতে পারেন ?

শ্রীএস. এল. সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) **:**—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে উদয়পুরের অমর-সাগরের পশ্চিম পাড়ের রাস্তাটা আরম্ভ হয়ে না হওয়ার কারণটা কি ?

শ্রীএস. এল, সিংহ :—(চীফ মিনিষ্টার) টি, টি, সির আমলে যে সমস্ত রাস্তা হয়েছে সেগুলির নাম আমি বলেছি, আর অন্যগুলি সম্পর্কে আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি জানতে চাইছি যে দুটী গ্রুপে ২/৩টি রাস্তা ছিল, সেগুলি আজ পর্য্যন্ত না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—বললাম তো টি, টি, সির আমলে যে সমস্ত রাস্তা হয়েছিল সেগুলির হিসাব আমি এখানে দিয়েছি, সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে রাস্তাগুলির নাম আমি বললাম সেগুলির হওয়ার সম্ভবনা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—আই ডিমাণ্ড নোটীশ।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে রাস্তাগুলি অর্দ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে সেগুলি এই বছরে শেষ হবে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—আই ডিমাণ্ড নোটীশ।

মিঃ স্পিকার :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪ স্যার।

প্রশ্ন

ক) ধর্মনগর সাব-ডিভিসনে মঙ্গলখালী, উপ্তাখালী রোডে জুড়ি নদীর উপর এস, পি, টি, ব্রীজটী মেরামত না করার কারণ কি ?

খ) উক্ত S. P. T. Bridge মেরামত না করার দরুণ সর্ব্বসাধারণের যাতায়াতের অসুবিধা হইতেছে কি ?

গ) পূর্ত বিভাগের দৃষ্টি আছে কি উক্ত Bridge মেরামত না হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং তথায় নূতন S. P. T. Bridge তৈরী করিতে চারিগুণ টাকা সরকারের খরচ করিতে হইবে ?

উত্তর

ক) কাঠের শক্ত পুল এখানে নাই। প্রকৃতপক্ষে এখানে ৪' ফুট চওড়া একটী পায়ে চলার উপযোগী পুল আছে। এই পুলের মেরামতের কাজ চলিতেছে।

খ) সরকার অবগত নহেন।

গ) পুলের মেরামতের কাজ চলিতেছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কাঠের যে পুলটা আছে, সেটা কি এস, পি, টি ব্রীজ নয় ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি সেটা পরিষ্কারভাবে এখানে বলেছি যে কাঠের একটা শক্ত পুল সেখানে আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এটা রিপেয়ারিং বাবদ কত টাকার এষ্টিমেট ধরা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি রিপেয়ারিং কাজ কখন আরম্ভ হয়েছে ?

Shri S. L. Singh :—The tender was called for in the month of December, 1968 and works awarded to the Contractor in January, 1969. The work is in progress and action is being expedited to complete the work as quickly as possible.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই কাজ শেষ হওয়ার ডিউ টাইম নির্দিষ্ট আছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৫।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৫ স্যার।

প্রশ্ন

১) কমলপুর শহর প্রতি বছরই বন্যায় প্লাবিত হয়। বন্যার হাত হতে শহরবাসীর ধনপ্রাণ রক্ষা এবং বন্যা প্রতিরোধের কোন কল্পনা সরকার গ্রহণ করেছে কিনা ?

২) না করা হইয়া থাকিলে তার কারণ কি ?

৩) বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহা কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে ;

উত্তর

১, ২ ও ৩) ধলাই নদীর তীর বরাবর বাঁধ নির্মাণ করিয়া কমলপুর শহরকে বন্যার কবল হইতে রক্ষা করার জন্য একটী পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছিল। ধলাইনদীর তীরে কমলপুর শহরে অনেকগুলি বাড়ীঘর এই বাঁধের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার আশঙ্কায় জনসাধারণ এরূপ বাঁধ নির্ম্মাণ পছন্দ করেন না বলিয়া এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

কমলপুর-আমবাসা রাস্তাকে কোন কোন স্থানে নীচু করিয়া উহার উপর দিয়া বন্যার জল বাহির করিতে পারা যায় কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

এই এলাকার পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ হইয়াছে এবং একটি বন্যা প্রতিরোধক বাঁধও নির্ম্মাণ করা হইবে কিনা তাহা চূড়ান্তভাবে স্থির করার জন্য বিষয়টি পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, গত ফ্লাডে কমলপুর শহরে বন্যার ফলে কত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কত পরিমাণ জিনিষ নষ্ট হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮০।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮০ স্যার।

প্রশ্ন

১) গোমতী হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্টের কাজের ঠিকাদারী কি National Project Constructionএ দেওয়া হইয়াছে ?

২) যদি দেওয়া হইয়া থাকে টেণ্ডার কল করিয়া দেওয়া হইয়াছে কি ?

৩) উহার সহিত যদি কোন চুক্তি হইয়া থাকে, চুক্তির বিবরণ।

৪) প্রজেক্টের কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং নির্দ্ধারিত সময়ে উহা শেষ করা হইবে কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) টেণ্ডার কল করিয়া দেওয়া হয় নাই।

৩) মেসার্স এন্, পি, সি, সি, লিঃএর সঙ্গে চুক্তির সর্ত "Cost Plus Basis."

৪) কলোনীর ঘর নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়াছে। পাওয়ার চ্যানেলের মাটি কাটার কাজ প্রায় এক চতুর্থাংশ শেষ হইয়াছে। পাওয়ার হাউসের ভিত খুঁড়ার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। গোমুখের উপর স্থায়ী সেতু নির্ম্মাণের কাজ চলিতেছে। ১৯৭০ সালের শেষের দিকে কাজটি শেষ হওয়ার প্রস্তাব ছিল। ইহা এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এন, পি, সি, সি,র সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তির মধ্যে তাদের যে যথাযথ মাল সাপ্লাই দেওয়া বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা ছিল, সেইগুলি তারা পায় নাই এই মর্ম্মে তাদের থেকে কোন অভিযোগ পেয়েছেন কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটীশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯২।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯২।

প্রশ্ন

১। সদর বড়জলায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বাড়ী, ছাত্রাবাস ও অধ্যাপকদের বাসগৃহ নির্ম্মাণের কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে ;

২। উহা কবে পর্য্যন্ত শেষ হইবে ?

উত্তর

১। দুইটি ছাত্রাবাস, দশটি ওয়ার্কশপ, বাসগৃহ ৩নং টাইপের বিশটি এবং ২নং টাইপের বারটির কাজ শেষ হইয়াছে। ইহা ছাড়া ৪নং টাইপের ষোলটি এবং ৫নং টাইপের আটটি বাসগৃহ নির্ম্মাণের কাজ চলিতেছে।

২। কলেজের শিক্ষা বিতরণের কাজ চলিতেছে। প্রয়োজন অনুসারে পর্য্যায়ক্রমে গৃহ নির্ম্মানের কাজ চলিতে থাকিবে।

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ঐ কাজের জন্য মোট কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং কোন সনে কাজটা আরম্ভ করেছিল ?

Shri S. L. Singh :—Details of works so far sanctioned for the Engineering College are given below :—

Name of work	Sanctioned estimated cost	
1. Constn. of 10 No workshop buildings.	Rs. 10,63,900/-	Work completed
2. Constn. of Hostel buildings for 120 students.	Rs. 6,45,100/-	Out of these, two Hostels have been completed.
3. Constn. of Hostel No. 2	Rs. 3,80,400/-	
4. Constn. of Hostel No. 3	Rs. 6,38,860/-	

5,	Constn. of 16 Nos. type III, 8 Nos. type IV and 4 Nos. type V qrs.	Rs. 6,43,600/-	16 Nos. type II qrs. completed. Works on 8 Nos type IV & 4 Nos. type-V quarter is in progress.
6.	Constn. of 2 Nos. type-I, 12 Nos. type-II, 4 Nos. type-III, 8 Nos. type-IV, 4 Nos type V, 4 Nos. type VI quarters.	Rs. 8,67,100/-	12 Nos. type-II & 4 Nos. type-II quarters completed, work on 8 Nos type-IV, 4 Nos. type-V qrs. is in progress.
7.	Water supply arrangement.	Rs. 4,98,900/-	In progress & are expected to be completed shortly.
8.	Constn of approach Road.	Rs. 3,48,100/-	
9.	Constn. of internal service Road.	Rs. 3,82,400/-	

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কোন্ ইয়ারে এই কাজটা আরম্ভ হয়েছিল ?

শ্রী এস. এল, সিংহ ঃ—আমি নোটীশ চাই স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, আগামী কোন্ ইয়ারে এই কলেজটা ওপেনিং হবে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—কলেজতো এখনও ওপেন আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২৪।

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২৪

প্রশ্ন

১। কমলপুর বিভাগের সেলেমাছড়া এবং কুলাই হাওরের লিফট ইরিগেশন স্কীমের কাজ কবে থেকে আরম্ভ হবে এবং কবে জলসেচ চালু হবে ?

২। উক্ত স্কীম সমূহের দ্বারা উক্ত এলাকা সমূহে কত একর জমিনে জল সেচের সুযোগ পাইবার সম্ভাবনা আছে ?

উত্তর

১। সেলেমাছড়া অথবা কুলাই হাওড়ে লিফট ইরিগেশন স্কীম করার কোন পরিকল্পনা নাই।

২। এক নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান ঃ—সেলেমাছড়া নদীতে যে একটা লিফট ইরিগেশন স্কীম ছিল সেটা কোথায় ?

Shri S. L. Singh : — There is no sanctioned scheme for construction of lift irrigation scheme at Salemacherra or Kulai Haor. There is, however, a lift irrigation scheme known as Dhalai lift Irrigation Scheme sanctioned for Rs. 49,700/- This scheme is situated near Kulai Market in Kamalpur Sub-Division. This

work has already been started. Upto date expenditure is Rs. 22,020/-. This scheme is expected to be completed by June, 1969 and commissioned when electricity is available, The area likely to be benefited is about 200 acres.

শ্রীঘনশ্যামা দেওয়ান :—কবে পর্যন্ত আশা করা যায় ?

Shri S. L. Sihgh:—As soon as a power will be available, it should be started.

Mr. Speaker :—Shri Naresh Roy.

Shri Naresh Roy :—Question No. 363.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 363

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা বাস সিণ্ডিকেটের বাস ভাড়া নির্দ্ধারণের সময়ে সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় কি না ?

২। অনুমোদনের প্রয়োজন হইলে কি পদ্ধতিতে এই বাস ভাড়া নির্দ্ধারণ করা হয়।

উত্তর

১। হাঁ।

২। প্রথমতঃ সরকারের তরফ হইতে বিভিন্ন রাস্তার প্রকার ভেদে বিভিন্ন ভাড়ার হার প্রস্তাবিত হইয়া ঐ হারে ভাড়া নির্দ্ধারণ করিতে জনসাধারণের পক্ষ হইতে কোন আপত্তি আছে কিনা এই মর্ম্মে সরকারী গেজেট এক মাসের সময় দিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। যদি জনসাধারণের পক্ষ হইতে কোন আপত্তি সরকারের গোচরীভূত হয় তবে ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট অথরিটির সহিত পরামর্শক্রমে এবং আপত্তিকারীদিগকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করতঃ উক্ত সময় অন্তে ভাড়ার হার সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হয়।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বটতলায় এবং বিশালগড়ের রাস্তায় যে বাস সিণ্ডিকেটের ব্যবস্থা আছে তারা কি সরকারের অনুমোদন নিয়ে বাসের ভাড়া নির্দ্ধারণ করেছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury :—Mr. Speaker, Sir, question No. 362.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 362.

প্রশ্ন

ক) ১৯৬৯-৭০ সালের জন্য ত্রিপুরায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে কিনা ? হইয়া থাকিলে কত পরিমাণ।

খ) ১৯৬৯-৭০ সালে মোট যে পরিমাণ জমিতে উচ্চ ফলনশীল শস্যের চাষ করা হইবে তাহার পরিমাণ কত ?

গ) এক জমিতে একাধিক চাষ প্রবর্তন করা হইয়াছে এরূপ জমির পরিমাণ ত্রিপুরায় ১৯৬৮-৬৯ সালে কত ছিল ?

উত্তর

ক) হাঁ, হইয়াছে। ২,১০,০০০ মেঃ টঃ (চাউলের হিসাবে)।

খ) ১৬৪৬·৫৮ হেক্টার (৪,১০০ একর)।

গ) এইরূপ জমির কোন হিসাব নাই।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে একাধিক চাষ প্রবর্ত্তনের ফলে কি কি ফসল উৎপাদন হতে পারে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আলু হতে পারে. গম হতে পারে, মেজ্ হতে পারে, টমেটো হতে পারে, ডাটা, বেগুন, পেয়াজ পর্য্যন্ত হতে পারে।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে ল' অব ডিমিনিশিং রিটার্ণ এই ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সেজন্য সায়েন্টিফিক অ্যাগ্রিকালচারিষ্টের মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—১৯৬৯-৭০ সালে কোন সাবডিভিশনে কত পরিমাণ ফসল চাষ করা হবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—Shri Rabindra Chandra Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—Question No. 366.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 366.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে মঞ্জুরী থাকা সত্বেও বিগত ১½ বৎসর যাবত খোয়াই নূতন অফিসটিলার সরকারী অফিস এবং কোয়ার্টার্সগুলি বৈদ্যুতিকরণ হয় নাই ?

২। না হইয়া থাকিলে ইহার কারণ কি -

উত্তর

১। হাঁ ;

২। এই এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্বল্পতা হেতু বিদ্যুৎ সরবরাহ সীমিত রাখিতে হইতেছে।

Mr. Speaker :—Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder :—Question No. 386.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 386.

QUESTION

1. Whether it is a fact that there will be a reduction of the existing staff strength in the Dumbur Project Establishment of the Public Works Department.
2. If so, reasons thereof ?

ANSWER

1. No decision has yet been arrived at by the Government in this respect.

2 Does not arise.

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 178.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 178.

QUESTION

1. Is there any contemplation of the Govt. of Tripura for the establishment of Water Supply at Dharmanagar Town.

2. Is it a fact that the necessity for Water Supply at Dharmanagar was felt by Govt. long ago but not carried into action.

ANSWER

1. Yes, provided fund are availa' le.

2. As necessity was felt action to prepare a scheme has been taken.

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 64.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 64.

প্রশ্ন

১। কমলপুর সহর সহ বিভিন্ন বাজার সমূহে বিদ্যুৎ কবে পর্য্যন্ত পৌছিবে।

২। বিদ্যুৎ পরিবেশনের কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে;

৩। বিদ্যুৎ নেওয়ার জন্য আজ পর্য্যন্ত কোন দরখাস্ত পড়েছে?

উত্তর

কমলপুর সহর সহ বিভিন্ন বাজার সমূহে বিদ্যুৎ পরিবেশন গুলি আরম্ভ হইবে যখন পাওয়ার টেলি কমিনিকেশন কো-অর্ডিনেশন কমিটী (PTCC) হইতে আমবাসা কমলপুর ১১ কে, ভি লাইন বিদ্যুতায়িত করার ক্লিয়ারেন্স পাওয়া যাইবে।

২। আমবাসা হইতে কমলপুর পর্য্যন্ত ১১ কে, ভি. লাইন বসান হইয়াছে।

৩। কমলপুর সহর অধিবাসী হইতে এপর্য্যন্ত দশখানা দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।

Mr. Speaker :—Shri Bidya Ch Deb Barma.

Shri Bidya Ch, Deb Barma :—Starred Question No. 282.

Shri S. L. Singh (Minister in-charge of the Forest Department) Starred Question No, 282

প্রশ্ন

১। কোন কোন রিজার্ভ ফরেষ্টের ফাইন্যাল ডিক্লারেশন এবং ফাইন্যাল ডিমারকেশন হইয়াছে তাহার নাম।

২। কোন কোন রিজার্ভ ফরেষ্টের এখন ডিমারকেশনের কাজ চালু আছে তাহার নাম এবং ঐ সকল রিজার্ভ ফরেষ্টের সেটলমেণ্ট অফিসারদের নাম।

৩। ১৯৬৮—৬৯ সালে কোন রিজার্ভ ফরেষ্ট গঠনের প্রস্তাব থাকিলে উহা কোথায় গঠিত হইবে?

৪। রিজার্ভ ফরেষ্ট গঠনে অবজেকশন দেওয়া হইলে ঐ অবজেকশনের শুনানী হয় কি ভাবে?

উত্তর

১। নিম্নলিখিত রিজার্ভ ফরেষ্টের ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট এর ২০ ধারা মতে ফাইন্যাল ডিক্লারেশন এবং বহির্সীমানা ডিমারকেশন হইয়াছে।

১] আঠারমুড়া কালাঝারী রিজার্ভ ফরেষ্ট।

২] টেক্কাতুলী রিজার্ভ ফরেষ্ট।

৩] কুলাই একষ্টেনশন রিজার্ভ ফরেষ্ট।

৪] বড়মুড়া দেবতামুড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট।

৫] রামচন্দ্রঘাট রিজার্ভ ফরেষ্ট।

৬] সেনট্রাল কেচ্‌ম্যান রিজার্ভ ফরেষ্ট।

৭] চাকমাঘাট রিজার্ভ ফরেষ্ট।

৮] জুরী রিজার্ভ ফরেষ্ট।

৯] খোয়াই কেচ্‌ম্যান রিজার্ভ ফরেষ্ট।

১০] সালেমা রিজার্ভ ফরেষ্ট।

১১] উনকোটি একষ্টেনশন রিজার্ভ ফরেষ্ট।

১২] উনকোটি রিজার্ভ ফরেষ্ট।

১৩] কুলাই রিজার্ভ ফরেষ্ট।

১৪] দামছড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট।

১৫] সমরুহালাই রিজার্ভ ফরেষ্ট।

১৬] উজান মাছ মারা রিজার্ভ ফরেষ্ট।

১৭] দেও রিজার্ভ ফরেষ্ট।

১৮] উল্টাছড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট।

২। উল্টাছড়া রিজার্ভ ফরেষ্টের ডিমারকেশন এবৎসর শেষ হইয়াছে এবং চুড়াইবাড়ী রিজার্ভ ফরেষ্টের ডিমারকেশনের কাজ এখন চলিতেছে। সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট বিভাগের উত্তর বিভাগের চার্জ অফিসার শ্রীরাধাবল্লভ পাল উপরোক্ত রিজার্ভ ফরেষ্টগুলির ফরেষ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার।

৩। ১৯৬৮—৬৯ সালেই রিজার্ভ ফরেষ্ট গঠন করিতে হইবে এরকম কোন নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব নাই।

৪। ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট এর ৬ ধারামতে দেওয়া লিখিত বিবরণী কিংবা উক্ত ঐ এ্যাক্ট এর ৭ ধারা মতে ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার লিপিবদ্ধ করেন এবং সুবিধামত জায়গায় ঐ ধারামতে দেওয়া দাবী সকল তদন্ত করেন। তিনি ঐ এ্যাক্ট এর ৪ ধারা ও ৫ ধারায় উল্লিখিত কোন সত্ব আছে কিনা এবং ঐ এ্যাক্ট এর ৬ ধারা মতে কোনও দাবী উপস্থাপিত না হওয়া সত্বেও সরকারী রেকর্ড তদন্তে ও স্থানীয় লোক যারা ঐ সব জায়গা সম্বন্ধে জানেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা বাদ করিয়া সত্ব সম্বন্ধে তদন্ত করেন এবং যথা নিয়মে শুনানী হয় তারপর ফরেষ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার তার সাক্ষ্য প্রমাণ ও নথীপত্রের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেন এবং সরকারের নিকট সমস্ত বিবরণ সহ রিপোর্ট দাখিল করেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে রিজার্ভ ফরেষ্ট গঠনের ব্যাপারে কোন অবজেকশান পাওয়া গেছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ [চীফ মিনিষ্টার] :—এখানে বলা হল রেকর্ড তদন্তে স্থানীয় লোক যারা সেই সব সম্বন্ধে জানেন, তাই এই সম্বন্ধে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং তথ্যাদি সম্বন্ধে তদন্ত করেন এবং সেটা যথাসময়ে শুনানী হয়, তারপর ফরেষ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার নথিপত্র নিয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেন এবং তদন্ত শেষে সব তথ্যাদি সরকারের নিকট দেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে কয়টি অবজেকশানের ক্ষেত্রে এই তদন্ত করা হয়েছে ?

শ্রী এল, এস, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার] :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma

Shri Abhiram Deb Barma :—Starred Question No. 294.

Shri S. L. Singh [Minister in-charge of the Agriculture Department] Starred Question No. 294.

প্রশ্ন

১। মৎস্য চাষের জন্য ঋণ বা সাহায্য দাবী করিয়া ১৯৬৮—৬৯ সালে কতজন আবেদন করিয়াছেন এবং কতজনকে ঐ ঋণ বা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

২] ঋণ বা সাহায্য প্রাপ্তদের মহকুমা ভিত্তিক নাম ও ঋণ সাহায্যের পরিমাণ ?

উত্তর

১। মৎস্য চাষের জন্য ঋণ পাওয়ার জন্য ১৯৬৮—৬৯ ইং সনে মোট ১৯৪ টি আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে এবং পূর্ব্বের ৩৯টী দরখাস্ত সহ মোট ৫৭টী আবেদন মঞ্জুর করা হইয়াছে। ঋণ ছাড়া অন্য সাহায্যের দাবী করিয়া কোন আবেদন উক্ত বৎসরে পাওয়া যায় নাই।

২] ঋণ প্রাপ্তদের মহকুমা ভিত্তিক নাম ও ঋণের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

মহকুমা	ঋণ প্রাপ্তদের নাম		ঋণের পরিমাণ
সদর—	১। শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী।	টাঃ	২৫০০.০০
	২। শ্রীদ্বারিকানাথ দাস গং	টাঃ	১,০০০.০০
	৩। শ্রীঅধীর কুমার দেববর্ম্মা গং।	টাঃ	১,৮০০.০০
	৪। শ্রীহেমন্ত কুমার দেববর্ম্মা।	টাঃ	১,০০০.০০
	৫। শ্রীঅশ্বিনী কুমার চৌধুরী।	টাঃ	২,০০০.০০
	৬। শ্রীচিন্তাহরণ দেববর্ম্মা।	টাঃ	৮০০.০০
	৭। শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	টাঃ	৮০০.০০
	৮। শ্রীগোপাল কৃষ্ণ কর	টাঃ	৩,৩০০.০০
	৯। শ্রীনিবারণ চন্দ্র দেববর্ম্মা	টাঃ	১,৫০০.০০
	১০। শ্রীইন্দ্র ভূষণ বণিক	টাঃ	৮০০.০০
	১১। শ্রীতরণীকান্ত দাস	টাঃ	৬,০০০.০০
	১২। শ্রীজয়কুমার রায়	টাঃ	১,০০০.০০
	১৩। শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	টাঃ	২,০০০.০০
	১৪। শ্রীপ্রসন্ন কুমাম দেবরায় চৌধুরী	টাঃ	১,৫০০.০০
	১৫। শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র গোপ	টাঃ	১,৮০০.০০
	১৬। শ্রীহরীশ চন্দ্র দেববর্ম্মা গং	টাঃ	১০,০০০.০০
	১৭। শ্রীমুকুন্দ দেববর্মা	টাঃ	৬০০.০০
	১৮। শ্রীরবীন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা	টাঃ	২,০০০.০০
সোনামুড়া—	১। শ্রীরণজিত কুমার পাল শ্রীমণীন্দ্র কুমার দাস শ্রীতরণী কুমার পাল শ্রীচিন্তাহরণ পাল	টাঃ	৫,০০০.০০
	২। শ্রীমহেন্দ্র কুমার মজুমদার	টাঃ	২,০০০.০০
	১। শ্রীঅধীর চন্দ্র জমাতিয়া	টাঃ	৩,০০০.০০
	২। শ্রীজমতেপদ জমাতিয়া	টাঃ	২,৫০০.০০
	৩। শ্রীমংগল চন্দ্র দেববর্ম্মা	টাঃ	৪,০০০.০০
	৪। শ্রীমদন চন্দ্র দেববর্ম্মা	টাঃ	১,০০০.০০
	৫। শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা	টাঃ	১,০০০.০০
	৬। শ্রীমানিক চন্দ্র দেববর্ম্মা	টাঃ	১,৫০০.০০
	৭। শ্রীরাইহরণ নাথশর্ম্মা গং	টাঃ	২,৫০০.০০
	৮। শ্রীমগরাই দেববর্মা [সরদার]	টাঃ	৩,০০০.০০
	৯। শ্রীবিশাচন্দ্র দেববর্ম্মা	টাঃ	১,৫০০.০০

	১০।	শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দেববর্ম্মা	টা:	২,৫০০.০০
	১১।	শ্রীবাণী চন্দ্র দেববর্ম্মা	টা:	২,৫০০.০০
	১২।	শ্রীনয়ান চন্দ্র নাথ	টা:	২,৮০০.০০
	১৩।	শ্রীখেলামোহন দেববর্মা	টা:	৩,০০০.০০
অমরপুর—	১।	শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী	টা:	৩,০০০.০০
	২।	শ্রীআশুতোষ ভৌমিক	টা:	৩,৫০০.০০
	৩।	শ্রীচন্দ্রমোহন জমাতিয়া	টা:	১,০০০.০০
	৪।	শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া	টা:	১,৫০০.০০
	৫।	শ্রীপ্রিয়লাল মজুমদার	টা:	১,৮০০.০০
	৬।	শ্রীহলধর ভৌমিক	টা:	২,০০০.০০
	৭।	শ্রীমুরারি মোহন দাস	টা:	২,০০০.০০
বিলোনীয়া—	১।	শ্রীচন্দ্রমোহন দাস	টা:	২,৬০০.০০
	২।	শ্রীমানিকলাল দত্ত গং	টা:	১,৮০০.০০
	৩।	শ্রীগোপাল চন্দ্র শীল	টা:	২,০০০.০০
	৪।	শ্রীসুরেন্দ্র কুমার দত্ত	টা:	৮০০.০০
	৫।	শ্রীমতী চারুবালা মজুমদার	টা:	১,৫০০.০০
উদয়পুর—	১।	শ্রীহরিলাল সাহা গং	টা:	১,৫০০.০০
	২।	শ্রীসুধন্য কুমার মাথুবী	টা:	৫০০.০০
	৩।	শ্রীইন্দ্রমোহন দেব	টা:	৫০০.০০
কৈলাসহর—	১।	শ্রীবিপিন চন্দ্র ধর	টা:	১,১০০.০০
	২।	শ্রীঅশ্বিনী কুমার দেব	টা:	৮০০.০০
কমলপুর—	১।	শ্রীসুবোধ রঞ্জন চৌধুরী	টা:	৬,০০০.০০
	২।	শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র কর	টা:	১,৪০০.০০
	৩।	শ্রীহেমেন্দ্র মোহন ঘোষ	টা:	১,১০০.০০
	৪।	শ্রীললিতমোহন দেববর্ম্মা	টা:	২,০০০.০০
	৫।	শ্রীরমেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী	টা:	১,৬০০.০০
	৬।	শ্রীগিরীন্দ্র কুমার দেবরায়	টা:	১,৫০০.০০
	৭।	শ্রীঅনুকূল চন্দ্র দেব	টা:	১,৫০০.০০
		মোট—	টা:	১,১৯,৪৫০.০০

Mr. Speaker :—The Question hour is over. There are two Unstarred Questions to-day, the Minister concerned may lay on the table of the House the Reply to the Unstarred Questions and as well as the reply of the Starred Questions remained unanswered.

DEMANDS FOR GRANTS.

5 [five] Demands being carried over from the business of 2/4/69 will be discussed and disbursed to-day. The demands are No. 14—Education, Demand No. 19—Co-operation, Demand No. 25—Electricity Schemes. Demand No. 40—Capital Outlay on Electricity Schemes, Demand No. 45—Loans and Advances by the State/Union Territory Governments. Nos 25—Electricity Schemes and 40—Capital Outlay on Electricity Schemes bracketed will be discussed together.

Now I call on Shri Abhiram Deb Barma to continue his speech. Hon'ble member you will please speak for ten minutes only.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এত অল্প সময়ের মধ্যে আমি শেষ করতে পারব কিনা জানিনা, তবে আমি চেষ্টা করব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি যে কাট মোশান রেখেছি সেটা হচ্ছে ১ম ও ২য় শ্রেণীর তপশীলী উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দের অপর্য্যাপ্তা সম্পর্কে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে উপজাতি, এই উপজাতীদের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা আজকে যেভাবে ভেংগে পড়েছে, তাদের আজকে খাওয়া জোটেনা, তার উপর লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বই কিনে যে লেখাপড়া করা, সেটা সম্ভব হচ্ছে না। তাই যারা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করবে, তাদের ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের যাতে বিশেষ করে বিনামূল্যে পুস্তক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং এই সম্পর্কে অর্থের বরাদ্দ যে কম, সেটাকে বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। তা না হলে উপজাতীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে না। এইজন্যই আজকে আমি বাজেট আলোচনায় একথা বলতে চাই তাদের যে অর্থের স্বল্পতা সেটা বৃদ্ধি করা দরকার। আরেকটা মোশান হচ্ছে—'ত্রিপুরী কক্ বড়ক ভাষায় প্রাইমারী স্তরে শিক্ষা দানের ব্যর্থতা।' আজকে আমাদের প্রত্যেকের চিন্তা করে দেখা দরকার যে জাতীয় মাতৃভাষা, সেই জাতীয় মাতৃভাষায় লেখাপড়া শিক্ষার সুযোগ যদি না দেওয়া হয়, তাহলে ঐ জাতীয় ছেলেমেয়েরা কোনদিন শিক্ষায় তেমনভাবে উন্নতি লাভ করতে পারেনা। বর্তমানে ত্রিপুরায় এই যে উপজাতি, তাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের জাতীয় ভাষায় কোন লেখাপড়ার সুযোগ না থাকার দরুণ, সেইসব ছেলেমেয়েরা বাংলা লেখা বা বাংলা ভাষার দ্বারা তাদের তেমন লেখাপড়া হচ্ছে না। কারণ তারা বংলা ভাষা তেমন বুঝতে পারে না, কাজেই সেই ভাষা তারা তেমনভাবে গ্রহণ করতে পারেনা। এইজন্য আজকে যারা উপজাতি তাদের মধ্যে অনেক ছাত্রই ফেল করে এই যে প্রতি বৎসর অকৃতকার্যতা, তার কারণ হচ্ছে এই ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে মাতৃভাষার শিক্ষা দানের কোন ব্যবস্থা না থাকার দরুণ। তবে হয়তো একথা মাননীয় মন্ত্রীরা বলবেন যে আজকে অনেক শিক্ষয়িত্রী এবং শিক্ষককে ত্রিপুরী ভাষায় ট্রেনিং দেওয়ার জন্য পাঠানো হচ্ছে, কিন্তু আমি একথা বলতে চাই যে যাদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, ট্রেনিং-এ ভাল ফলের জন্য পুরস্কারও দেওবা হচ্ছে, কিন্তু তারা উপজাতীদের কক্ বড়ক পরিষ্কারভাবে বলতে পারেন না, উপলব্ধি করতে পারেন না, কাজেই তারা উপজাতীদের এই ভাষা উপযুক্তভাবে শিক্ষা দিতে পারেন না। এই উপজাতীদের যদি

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সুযোগ দিতে হয়, তাহলে পরে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক উপজাতি শিক্ষিত যুবক বেকার আছেন, এই শিক্ষিত বেকারদের প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা দরকার এবং যদি এই ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে উপজাতীদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। কারণ এই যে বিধান সভার তথ্য মতে আমরা দেখি যে ত্রিপুরায় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হচ্ছে ৮০ হাজার। তার মধ্যে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ, বি,এ, বি, এস, সি, এবং বি, কম পাশও আছেন। এদের মধ্যে যারা উপজাতি যুবক শিক্ষিত বেকার আছেন, মেট্রিক পাশ বা নন-মেট্রিক বা হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা ফেল করেছেন, এই রকম যুবকদের যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে উপজাতি ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য নিয়োগ করা হয়, তাহলে ত্রিপুরার উপজাতি ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে। তাই অমি এখানে বলতে চাই যে উপজাতীদের মধ্যে শিক্ষিত যুবক আছেন, তাদের উপজাতীদের ছেলে মেয়েদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগ করা হউক। আমার আর একটা মোশান হচ্ছে যে ছাত্রাবাসে ছাত্রবৃত্তি ব্যাপারে অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ সম্পর্কে। বর্ত্তমানে ছাত্রাবাসগুলিতে যে পরিমাণ টাকা দেওয়া হচ্ছে, প্রথমে ছিল শহরাঞ্চলে ১·২৫ করে এবং গ্রামাঞ্চলে ১·০০ করে দেওয়া হতো। বছর খানেক আগে সম্ভবতঃ সেটা বৃদ্ধি করে মাসিক ৪৫ টাকা করা হয়েছে। এতে এই ছাত্রদের একমাসে খোরাকী দিয়ে তারপর লেখাপড়া করা সম্ভব নয়। আজকে বাজারে জিনিষপত্রের দাম, চাউলের দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে এই ৪৫ টাকায় তাদের খোরাকে ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে উঠেনা। কাজেই এই ছাত্রাবাসের ছাত্রদের যে বৃত্তি সেটা বৃদ্ধি করা দরকার।

আমার আরেকটা মোশান হচ্ছে—'তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতী ও নিম্ন আয় ছাত্রদের মেধাবৃত্তি ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দের অপর্যাপ্ততা'। তপশীলী উপজাতি এবং তপশীলী জাতির মধ্যে মেধাবৃত্তি কম দেখানো হয়েছে, এই ক্ষেত্রে আরেকটু অর্থ যাতে বৃদ্ধি করা যায় এবং তাদের যে নিয়ম কানুনের কড়াকড়ি সেটা যাতে আংশিক শিথিল করা যায় তার জন্য আমি এখানে এই কাটমোশান রেখেছি। এই যে ব্যাকওয়ার্ড, তপশীলী জাতি এবং উপজাতি তাদের সামগ্রিক অবস্থাটা আমাদের দেখতে হবে। আজকে শিক্ষা শেষ হওয়ার পর প্রতি বৎসর যখন ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজ থেকে বাহির হয়ে আসেন, তাদের এমপ্লয়মেণ্টের কোন নিশ্চয়তা না থাকার দরুণ, দেশের শিক্ষিত বেকারেরা নিরাশ হয়ে পড়ছে, এই ক্ষেত্রে স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে আসার পর তাদের যাতে বিকল্প ব্যবস্থা, খাওয়া পরার ব্যবস্থা করা যায়, তার জন্য ব্যবস্থা করা দরকার।

আমি এই কথা বলছি না যে স্কুল কলেজ থেকে বের হয়ে আসার পরে তাদের চাকরীর ব্যবস্থা করেই দিতে হবে। কিন্তু তাদের সকলকে চাকরী দেওয়া সম্ভব না হলেও ত্রিপুরাতে আরও শিল্প ইত্যাদি গড়ে তুলতে হবে এবং এই সমস্ত শিল্প ও কলকারখানাগুলিতে তাদের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তা না হলে শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা যেভাবে বাড়ছে সেটা সমাধান করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। যে সমস্ত ব্যক্তি শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন এই শিক্ষক মশাইরা তারা দেশের যুবক এবং ছাত্রদের চরিত্র গঠন করবেন। কিন্তু এই শিক্ষকদের মধ্যে যদি কোন অসন্তোষ দেখা দেয়, তারা যদি মনোযোগের সহিত শিক্ষা দিতে না পারেন তাহলে ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠন হতে পারে না এবং এই কার্যে শিক্ষকরা এগিয়ে আসবেন না।

কেন আমি এই কথা বলছি? তার কারণ যদি আমরা সাব্রুমের শিলাছড়ির দিকে যাই তাহলে সেখানে দেখব যে বহু শিক্ষক ১০ বছর ১২ বছর যাবত সেখানে শিক্ষকতা করছেন। তারা বদলীর জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন, অনেক আবেদন নিবেদন করেছেন। কিন্তু তাদের বদলীর কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। এমন অনেক শিক্ষক আছেন যারা শুধু শহরাঞ্চলে থাকেন। তাদের ট্রান্সফারের কোন ব্যবস্থা নাই। আর যারা গ্রামাঞ্চলে থাকেন তাদের বৎসরের পর বৎসর থাকতে হয়। (রেড লাইট) দুই মিনিট, স্যার। কাজেই আমি বলব যে দেশের যুব সমাজের চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে যাতে তারা অংশ নিতে পারেন সেই দিকে সরকারের নজর রাখা দরকার। এই শিক্ষকদের বদলীর ক্ষেত্রে যদি শিক্ষা বিভাগ পক্ষপাতিত্ব করেন, তাদের স্বজন পোষণের মনোভাব নিয়ে যদি চলেন তাহলে ত্রিপুরার যুব সমাজের চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে সেটা সহায়ক হবে না। তাই আমি বক্তৃতার মাধ্যমে ডিপার্টমেন্টকে এই কথা বলতে চাই যে শিক্ষা ক্ষেত্রে কোনরকম স্বজন পোষণ নীতি অনুসরণ না করে পবিত্র একটা পরিকল্পনার মাধ্যমে ছাত্রদের যাতে আনন্দ দান করা যায় এবং আনন্দের ভিতর দিয়ে যাতে তারা লেখাপড়া শিখতে পারে সেইদিকে এই ডিপার্টমেন্ট যাতে নজর দেয় আমি এই অনুরোধ হাউসের কাছে করব। এই বিভাগের ক্ষেত্রে আরও বেশী অর্থ বরাদ্দ করা উচিত ছিল। কাজেই যে ডিমাণ্ড এখানে রাখা হয়েছে এই ডিমাণ্ডের আমি বিপক্ষে এবং আমার কাটমোশানের স্বপক্ষে বক্তব্য রেখেই বক্তৃতা শেষ করছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্পীকার, স্যার ডিমাণ্ড ফোরটিন, এডুকেশন সমর্থন এবং যেসব কাটমোশন এসেছে তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এবার বাজেটের প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ রাখা হয়েছে এডুকেশনে এবং এবার ৬৬.৯২ লক্ষ টাকা দেখা যায় গতবারের রিভাইজড বাজেটের চেয়ে বেশী হয়েছে। অতএব ইনএডিকোয়েসীর প্রশ্ন এখানে উঠে না। সেই দিকে একটা কথা বলতে চাই যে আমাদের যত কার্যক্রম আছে তার মধ্যে একটা কথা স্বীকার করতে হবে যে আমাদের শিক্ষার অগ্রগতি ত্রিপুরায় হয়েছে ছয় থেকে এগার বৎসরের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৮৪ জন। তাতে দেখা যায় শিক্ষার অগ্রগতি হয়েছে। উনারা বলেছেন যে শিক্ষিত বেকার বেড়ে গেছে। সুতরাং এ থেকে এটাই মনে হয় যে, শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং তাদের একটা এম্পলয়মেন্টের কোয়েশ্চান দাঁড়িয়েছে। সেই দিক দিয়ে আমি শিক্ষা মন্ত্রীকে এবং শিক্ষা অধিকর্তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে শিক্ষার ব্যাপারে তাঁরা এগিয়ে গিয়েছেন। শিক্ষকদের বেতন আগে ছিল প্রি-ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পিরিয়ডে মাত্র ১৫ টাকা ছিল। সেখানে একটা প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক প্রথমাবস্থাই পান ২২৭ টাকা। অর্থাৎ বেতনের দিক দিয়েও তাদের বেড়েছে। তবে আর একটা কথা হল ক্লাশ এইট পর্যন্ত আমাদের ত্রিপুরায় ফ্রি এডুকেশন দেওয়া হয় যেটা এখনও অনেক রাজ্যে দেওয়া হচ্ছে না যদিও কোন কোন রাজ্যে কলেজ এডুকেশন যেমন কাশ্মীরে, কলেজ এডুকেশনও ফ্রি দেওয়া হচ্ছে। তবে আমাদের বেসরকারী স্কুলের ব্যাপারটার প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আমাদের শিক্ষা মন্ত্রী এই ব্যাপারে যে বটলনেক ছিল সেটা দূর করেছেন। আমি বলব আরও অনেক বটলনেক আছে এবং তার জন্য একজন ডেপুটি ডিরেক্টর এক্সক্লুসিভলী ফর নন-গভর্ণমেন্ট স্কুলস থাকা দরকার। আমরা সত্যি গর্ব অনুভব করি যে ত্রিপুরার ছাত্ররা

খেলাধুলায় বিশেষতঃ জিমন্যাষ্টিকে অনেক নাম করেছে এবং আমাদের ত্রিপুরার একটি ছেলে জিমন্যাষ্টিকে প্রথম হয়েছে একটা বিভাগে আমাদের রতি রঞ্জন ধর পক প্রণালী সাঁতারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু আমাদের এখানে কোন ষ্টেডিয়াম নাই। এই কৃতিত্ব ওদের। ওরা নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছে। একটি সুইমিং পুল নাই। একমাত্র উমাকান্ত স্কুলে আছে। আমাদের এখানে যে রাশিয়ান জিমন্যাষ্টীক টিম এসেছিল তাদের ম্যানেজার মন্তব্য করেছেন যে ত্রিপুরার ছেলেরা খেলাধুলায় খুব আগ্রহী যেটা নাকি অন্যান্য রাজ্যেও সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু আমাদের খেলাধুলা ষ্টেডিয়ামের অভাবে আমরা অনেক সময় সমালোচনার পাত্র হয়ে পড়ি। আমি জানি যে ঘোড়ার আস্তাবল থেকে ভেটেনারী হসপিটাল সরে যাচ্ছে, মোটর গ্যারেজটাও সরানো হবে। সুতরাং এখানে একটা স্টেডিয়াম হতে পারে। সুতরাং আমি অনুরোধ করব যে ত্রিপুরার ছেলেরা নিজেদের চেষ্টায় যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সরকার যেন সেইদিকে একটু নজর দেন। সংগীতে ত্রিপুরার ছেলেদের নাম আজ থেকে নয়, মহারাজার আমল থেকেই তার সুনাম ছিল। সেজন্য সরকার পৃষ্ঠপোষকতাও দরকার। তাই যে সমস্ত প্রাইভেট স্কুল এবং কলেজগুলি আছে সেগুলিকে যাতে সরকার সাহায্য দেন সেজন্য আমি তাদের অনুরোধ জানাব। গভর্ণমেন্ট থেকে এড দেওয়া সম্ভবপর কিনা সেটা ভেবে দেখতে বলব। ফিজিক্যাল এডুকেশনের ব্যাপারে যে টাকা রাখা হয়েছে সেই দিক দিয়ে আমি অনুরোধ করব মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী সেটা ভেবে দেখবেন। স্টাইপেণ্ডের ব্যাপারে বিরোধী দল যেটা উত্থাপন করেছেন আমার মনে হয় যে পরিমাণ ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়, সেভেণ্টি পারসেন্ট বোধ হয়, তাতে মনে হয় কলেজ পর্যন্ত প্রায় সকলেই বিনা বেতনেই পড়াশুনা করে। সেটা কম কথা নয়। কাজেই আমি তাদের কাটমোশন সমর্থন করতে পারলাম না। আমি ডিমাণ্ডের স্বপক্ষে বক্তব্য রেখে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে এই হাউসের মধ্যে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডিমাণ্ড নাম্বার—১৪ এডুকেশন খাতে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন, আমি তাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাট মোশান রেখেছেন আমি তার বিরোধিতা করি। এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করতে গিয়ে তার সংগে সংগে আমি কয়েকটি বিষয়ে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমতঃ আমাদের এই এডুকেশন খাতে আমাদের মোট বাজেটের একটা বিরাট অংক খরচ হচ্ছে। আজকে যদি ষ্টেটিস্‌টিকস্ নিয়ে আমরা দেখি তাহলে কি দেখব, দেখব যে, এই ত্রিপুরাতে আমাদের পার্সেন্টেজ হিসাবে শিক্ষার অগ্রগতি হয়েছে এবং তাতে কারো সন্দেহ থাকার কথা নয়। এখন সেই পার্সেন্টেজটা কি? সেটা হচ্ছে ৮৬ পার্সেন্ট তারমধ্যে ৫০ পার্সেন্ট হল প্রাইমারী ষ্টেজে আর ৫০ পার্সেন্ট হল মিডল এবং কলেজ ষ্টেজে। এতে দেখে যাচ্ছে যে আমাদের ৫০ পার্সেন্ট এলুপ হয়ে যাচ্ছে এবং কেন সেটা এলুপ হয়ে যাচ্ছে, তা আজকে আমাদের চিন্তা করে দেখা দরকার। কাদের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে, না বিশেষ করে যারা ট্রাইবেল, মনিপুরী এ্যাণ্ড আদার্স কমিউনিটি যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে। সেটা হওয়ার একটা বিশেষ কারণ অবশ্যই আছে, সেটা হল যেখানে এই কমিউনিটিগুলির ভাষাভাষী ছেলেরা বা মেয়েরা আছে, সেখানে তাদের

ভাষা জানে এমন কোন মাষ্টারকে দেওয়া হয় না। ফলে তারা যে ভাষা জানে সেই ভাষা ছাড়া অন্য আর একটি ভাষা তাদের পক্ষে ফলো করে পড়াশুনা করার একটা মস্ত বড় অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য অবশ্য আমাদের একটা প্রস্তাব আছে এবং এটা সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করার সময় এসেছে বলে আমি মনে করি। আমি আশা করব যে, এইজন্য আমাদের যারা এডুকেশানিষ্টস আছেন এবং যারা স্কুল পরিদর্শক আছেন তাদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হবে, যাতে করে এই বিশেষ কমিউনিটির যেসব ছেলেমেয়ে আছেন তারা যাতে তাদের মাদার লেংগুইজে পড়াশুনা করতে পারে। আর তাদের জন্য অদূর ভবিষ্যতে তাদের মাতৃভাষাতে যেন পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয় সেজন্য সরকার থেকে বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। তাহলে পরে আমাদের প্রাইমারী ষ্টেজে এবং মিডল এ্যাণ্ড কলেজ ষ্টেজে যে ৫০ পার্সেন্ট গেপ আছে, সেটা ক্রমশঃ কমে যাবে বলে আমার ধারণা।

তারপরে গ্রো মোর ফুড ক্যাম্পেনের আমাদের যে প্রোগ্রাম আছে, সেদিকেও আমরা আমাদের এই এডুকেশনকে কাজে লাগাতে পারি। সেজন্য আমি দুই একটা সাজেশন এখানে রাখব যাতে করে এই এডুকেশনের মাধ্যমে আমরা গ্রো মোর ফুডকে আরও কার্য্যকরী রূপ দিতে পারি। সেটা হচ্ছে আজকে আমাদের এখানে বেসিক ট্রেনিং কলেজ, ক্রাফট টিচার্স ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি অনেক আছে এবং আমাদের যেসব জুনিয়ার বেসিক ও সিনিয়ার বেসিক স্কুল আছে সেগুলিতে আমরা বর্ত্তমানে ক্রাফট্‌স ইত্যাদি বিষয়ে ছেলে এবং মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে থাকি। কিন্তু আমার কথা হল এই সব ইনষ্টিটিউটের মাধ্যমে, সেখানে প্রত্যেকটি ইনষ্টিটিউটের বাউণ্ডারীর মধ্যে প্রায় ৫।১০ কানি জমি এমনিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়, সেগুলিতে আমরা যদি আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কৃষি এবং শিল্প বিষয়ে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে তারা সেই শৈশব থেকে তাদের কৃষি এবং শিল্পের প্রতি যে বিশেষ ঝোঁক হয়ে উঠবে, সেটা পরবর্ত্তী সময়ে তাদের জীবনের বা বাঁচার একটা অবলম্বন হয়ে উঠবে। আমি মনে করি তারা তাদের এই শৈশবে যে বিদ্যা অবলম্বনে উৎসাহী হয়ে উঠবে সেটা তাদের পরবর্ত্তী জীবনেও বাঁচার পাথেয় হিসাবে প্রেরণা যোগাবে। তাতে করে আমাদের গ্রো মোর ফুড ক্যাম্পেনের সফলতার জন্য যেসব সুদক্ষ কৃষকএর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি, সেটা আমরা অনায়াসে আমাদের এই শিক্ষায়তন থেকে গড়ে তুলতে পারব। সেজন্য আমাদের ছেলেদের যে সব বিলাস বহুল কৃষি এবং শিল্প ট্রেনিংএর ব্যবস্থা আছে, সেখানে পাঠাবার কোন প্রয়োজন থাকবে না। তাই আমি আমাদের সরকার এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে আমার এই প্রস্তাবটা রাখছি যাতে করে তারা এদিকে দৃষ্টি দিয়ে আমার প্রস্তাবটি কার্য্যকরী করার জন্য বিচার বিবেচনা করে দেখেন।

তারপরে সব শেষে আমার আর একটি বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি। সেটি হল মিউজিক কলেজ সম্পর্কে। এই মিউজিক বা সংগীত, এটাও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বিশেষ অঙ্গ। আমাদের এখানে যে মিউজিক কলেজ আছে, সেটাতে মিউজিকের জন্য যে ক্লাশ করার ব্যবস্থা আছে তা বিকাল বেলা থেকে শুরু করে রাত ৯টা পর্য্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু মেয়েদের জন্য এই সময়টা খুব একটা ভাল নয় বলে আমি মনে করি। কারণ কোন মেয়ের পক্ষেই ঐ কলেজে ক্লাশ করে রাত ৯।১০টার সময়ে বাড়ীতে ফেরা সম্ভব নয়। সেজন্য

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই মিউজিক কলেজের ছাত্রীর সংখ্যা দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমি বলব যে এখানে মনিপুরী নাচটা একটা ত্রিপুরার কালচার। শুধু ত্রিপুরাতেই যে এই নাচের সমাদর আছে এমন নহে, সারা ভারতে এই মনিপুরী নাচ বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়ে থাকে। অথচ এই মনিপুরী নাচটা এই মিউজিক কলেজে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। তাই আমার এখানে অবাক হওয়া ছাড়া আর কিছু বলার নেই। কাজেই আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে, তিনি যেন এইদিকে একটু দৃষ্টি দেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জি ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ফোর্টিনে শিক্ষা খাতে ১৯৬৯-৭০ ইং আর্থিক বছরের জন্য যে ৪ কোটি ৯২ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ দেখিয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট এই হাউসের মধ্যে পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার কয়েকটি বক্তব্য এখানে রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যকে যদি অতীত দিয়ে বিচার করি তবে ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষায় যে অগ্রগতি হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে ত্রিপুরার আদিবাসী ও অ-উন্নত জাতি এবং উপজাতি সমাজের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যারা পেছনে পড়ে আছে, তাদেরকে অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের আর্থিক অসংগতি ও প্রয়োজনবোধ না থাকায় তাদের মধ্যে এই শিক্ষার তেমন প্রসার হয়নি। এই বিরাট দেশের বহুমুখী অগ্রগতির জন্য যে বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থা কৃষি ও শিল্পে প্রয়োজন, তার সাধারণ জ্ঞান ও মূল্যায়ন অধিকাংশ কৃষক ও শ্রমিক যদি না দিতে পারেন তাহলে ভারতের অগ্রগতিতে প্রাণসঞ্চার করা সম্ভব নয়। সেদিকে লক্ষ্য রেখে গ্রামের অগণিত জনতাকে এই শিক্ষার দিকে আমাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আর সমাজের নীতি বোধ ও আর্থিকসঙ্গতিকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী করে তোলাই হল এই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষার মান উন্নয়নএর জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী এই শিক্ষা নীতির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্ধন করা একান্ত প্রয়োজন। আমার সময় অল্প তাই আমি এই অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে মন্ত্রী পরিষদ যে পরিষদ জনপ্রিয় দেশের প্রয়োজনে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই বাজেট রচনা করেছেন, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার কয়েকটি বক্তব্য রাখব। এখানে একটা জিনিষের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটা হল বর্ত্তমান সিনিয়ার ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ঘরগুলি যেভাবে গড়ে উঠছে তাতে আমার একটা ধারনা যে সেগুলি আমাদের শিশুদের স্বাস্থ্য সম্মত এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের বা ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যসম্মত কিনা। এই স্কুল ঘরগুলিতে আমরা একটা জিনিষ দেখতে পাব যে, সেগুলির দক্ষিণ দিকটা একেবারে বন্ধ বা ব্লক, অর্থাৎ ঐদিক দিয়ে কোনো জানালা বা দরজা নেই। এই দরজা এবং জানালা উলটো দিকে থাকায় বাতাসের যে গতি সেটা সুজাসুজি ঢোকার কোন পথ নেই। আমার মনে হয়, সেগুলি যেন অনেকটা দিল্লী অঞ্চলের পেটার্ণের মত। তাই আমি মনে করি ঐ স্কুল ঘরগুলির দরজা এবং জানালা বাংলা দেশের জলবায়ু এবং আবহাওয়ার কথা চিন্তা করে বাংলা দেশের সংগে মিল রেখে ঘুরিয়ে দেওয়া উচিত কিনা তা লক্ষ্য করবার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আরেকটা দিকে আমি দেখতে পাই যে এই যে ভারতের শিশু, যারা ভবিষ্যত ভারতের শক্তিশালী নাগরিক, হয়ে গড়ে উঠবে, তারা যেই স্কুলগুলিতে পাঠ করে তার অবস্থা কি? সেই সমস্ত বিদ্যালয়গুলি ভাঙ্গাচোরা, অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন, তার মধ্যে তাদের মনের সৌন্দর্য্য বোধ ব্যহত হয় বলে আমি মনে করি। টাকা শিক্ষাবিভাগের মধ্যে এই ব্যাপারে স্যাংশান থাকলেও তার সংস্কার ঠিক ঠিক মত হয় না, তাই আমি এদিকে লক্ষ্য রাখতে বলব, মানুষের আশা আকাঙ্খা ও শুভেচ্ছা নিয়ে আমাদের মন্ত্রী পরিষদ বাজেট রচনা করেন মহান উদ্দেশ্য নিয়ে, সেই সব উদ্দেশ্য কোন লালফিতার বা কোন সরকারীর কর্মচারীর চিন্তায় সেটা রুদ্ধ হয়ে যায়, তারজন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখতে আমি মন্ত্রী পরিষদকে অনুরোধ করব। আরেকটা জিনিষের কথা আমি এখানে বলতে চাই ধর্ম্মনগরে যে জনতা কলেজ, অনেক মানুষ সেখানে দেশের মহৎ কাজের জন্য জায়গা দান করেছিল, কিন্তু সেটা আজকে কি কারণে বন্ধ হয়ে গেছে জানিনা, শাসক যারা আছেন, আজকে সেখানে যারা জায়গাদান করেছিল তাদের মনে যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে সেটার দিকে দৃষ্টি দিয়ে আবার নূতন ভাবে চিন্তা করে এটার যেন ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি।

এখানে আরেকটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করছি যে স্কুলে ভর্তির একটা বিরাট সমস্যা। ধর্ম্মনগরের জনজীবনে এটা বিপর্যয় এনেছে এবং তাদের একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। কাজেই আমি বলব শহরের উপর চন্দ্রপুর সিনিয়র বেসিক স্কুলটি আছে, সেটা যাতে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে পরিণত করা হয়, তার দাবী আমি এখানে রাখছি। স্কুলে ছাত্র ভর্ত্তির যে সমস্যা সেটা দূর করার জন্য আমি এই সাজেশন রাখছি। আমি আরেকটা কথা বলব, ধর্ম্মনগর বি, বি, আই 'এর যে ওয়ার্কস্ সেড আছে এবং ক্রাফ্ট সেড, সেখানে মাটি ফিলিং করার দরুণ সেটা নীচে পড়ে যায়, বৃষ্টি হলে সেখানের সমস্ত জল এটার ভিতর গিয়ে পড়ে, সেই বিল্ডিংটা জলের নীচে পড়ে থাকে সেটা যাতে ঠিক ভাবে করা যায় এবং অসুবিধা যাতে দূরীভূত হয়, তার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর বেশী সময় নিচ্ছি না। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এখানে কুম্ভীরাশ্রু ফেলেছেন যে সিড্যুল কাস্ট এবং সিড্যুল ট্রাইব ছেলেমেয়েদের সাহায্যের জন্য অপর্য্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, কিন্তু কত হলে পরে পর্য্যাপ্ত হতো, তা তারা বলেন নি। এখানে মন্ত্রী পরিষদের যে বাজেট বক্তৃতা সেখানে সিড্যুল কাস্ট এবং সিড্যুল ট্রাইবদের স্টুডেন্টসদের সাহায্য করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, সেটা যদি তারা দেখে থাকেন, তাহলে আমার মনে হয় কুম্ভীরাশ্রু ঢেলে লাভ নেই এবং ঠিক জনতার বাহবা নেওয়ার জন্যই তারা এইসব কথা বলে থাকেন। তাদের শেকল বাঁধা বিদেশের হাতে, তারা যেভাবে তাদের নাচাবে, তারা ঠিক সেইভাবে নাচবেন। কাজেই সেখানে আমাদের বলার কিছু নেই। কাট মোশানের তাই আমি বিরোধিতা করে আমার সাজেশন রাখছি এবং এডুকেশান মিনিষ্টারকে অনুরোধ করব—শিক্ষার গুনগত মান'এর উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রেখে, দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল সমাজের সাথে তাল রেখে

দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সমগ্র ত্রিপুরায় ক্লাশ এইট'এর বাৎসরিক পরীক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়ার ব্যবস্থা রাখার জন্য আমি এখানে অনুরোধ রাখব। গতবছরও বাজেট সেসানে আমি এই সাজেশন রেখেছিলাম। আমার সময় অল্প। পুনর্বার আমি এই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Education Minister.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডুকেশান গ্র্যাণ্টের যে ডিমাণ্ড তার উপর বক্তৃতা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা মহাশয়, আমার বাজেট স্পীচে যে একটা ষ্টেটমেণ্ট দেওয়া আছে, সেটাকে তিনি বিকৃত এবং অপব্যাখ্যা করে প্রতিক্রিয়াশীল বর্ণনা বলে উল্লেখ করেছেন। ষ্টেটমেণ্ট হল, বাজেট স্পীচে, শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিমাণগত সম্প্রসারণের অপেক্ষা গুণগত মান উন্নয়নের পরিমাণই আমাদের প্রধান সমস্যা। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন এটা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল উক্তি এবং শিক্ষা মন্ত্রী বলেছেন সমস্ত স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হউক, স্কুল করার আর দরকার নেই, যা আছে সেগুলি আর বাড়াবার দরকার নেই। এই জাতীয় ব্যাখ্যা, সেটা অত্যন্ত বিকৃত এবং অপব্যাখ্যা বটে। তবে এটা যে তিনি ইচ্ছা করে করেছেন তা আমি বলছিনা। কারণ মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। আরও তিনি করেছেন কি? বাংলায় সেটা না পড়ে, ইংরেজীতে পড়েছেন তাতে আরও আমার সন্দেহ হয়েছে তিনি বোধ হয় তার অর্থটা এইরকম ভাবে করেছেন যে তার মনঃপুত হয় নি, বা তাঁর দৌড় মসজিদ পর্য্যন্ত সেই ক্ষমতা নিয়েই তিনি তা করেছেন। কারণ যেখানে প্যারাগ্রাফ ২৮'এ পরিষ্কার রয়ে গেছে আমার বাজেট বক্তৃতায় নির্দ্ধারিত কার্য্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষা ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের কাজ চলিতেছে, তারপর বলা হয়েছে যে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিমাণগত সম্প্রসারণ অপেক্ষা গুণগত মানোন্নয়ন বর্ত্তমানে আমাদের সম্মুখে প্রধান সমস্যা। এর থেকে কি করে বুঝতে পারলেন স্কুল কলেজ করা বন্ধ করে দেওয়া হউক, আর দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে, এই রকম অর্থ তিনি কি করে করলেন,? আমার মনে হয় অজ্ঞতাই তার কারণ, ইচ্ছা করে তিনি তা বলেছেন তা নয়। বাংলায় না পড়ে তিনি ইংরেজীতে পড়েছেন, তাই স্বভাবতাই তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে এই অপব্যাখ্যা বা বিকৃত ব্যাখ্যা করবেন। আজকে এখানে আমি যে কথাটা বলছি যে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিমাণগত সম্প্রসারণ অপেক্ষা গুণগত মানোন্নয়নই বর্তমানে আমাদের সম্মুখে প্রধান সমস্যা। এটা আজকে সমগ্র ভারতবর্ষের যে সমস্ত শিক্ষাবিদ আছেন তারাও আজকে একথা বলছেন। এডুকেশান কমিশন বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন আজকে কোয়ালিটি দরকার। কোয়ালিটি অত্যন্ত ডেটরিয়েট করেছে এবং কোয়ালিটির উন্নয়ন করা দরকার। শিক্ষাবিদরা শুধু বলেছেন তা নয়, কি করে গুণগত মান উন্নয়ন করা যায় সেটা নিয়ে তারা মাথা ঘামাচ্ছেন। বড় বড় কমিটি হয়েছে শুধু কমিটি নয়, পার্লামেণ্ট থেকেও বহু কোয়েশ্চান আমাদের কাছে আসছে, পার্লামেণ্টের বিভিন্ন সদস্যরা শিক্ষাগত মান উন্নয়নের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে সেটার কোয়েশ্চান আমরা পাচ্ছি। আজকে সমগ্র দেশে সমগ্র শিক্ষিত জগৎ যেখানে বলছে, শিক্ষাগত মান উন্নয়ন হওয়া উচিত, সেখানে তিনি বলেন প্রতিক্রিয়াশীল উক্তি। যাই হউক এই সম্বন্ধে বলার কিছুই নেই আমি আগেই বলছি যে বাংলায় স্পীচটা না পড়ে ইংরেজীতে পড়েছেন এবং তার যে অজ্ঞতার পরিচয় সেটাই তিনি এখানে দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেছেন যে শিক্ষক দেওয়া হচ্ছে না, প্রাইমারী স্কুল দেওয়া হচ্ছে না। ত্রিপুরাতে যে পরিমাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় দেওয়া হয়েছে আমার মনে হয় খুব কম রাজ্যেই তা আছে। যেখানে শিক্ষা কমিশন বলছে ৩০০ পপুলেশনের ভিত্তিতে অন্ততঃ একটা প্রাইমারী স্কুল দিতেই হবে, তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার কম পপুলেশনেও দেওয়া যায়, সেখানে আমরা ২০০এর উপরে যে সমস্ত পপুলেশনের গ্রাম আছে সেখানেও দিচ্ছি এবং এবার সমস্ত দুইশত লোক সংখ্যার গ্রামগুলি আমরা কাভার করে ফেলব এবং তার নীচেও আমবা দিচ্ছি। সুতরাং কি করে স্কুল দেওয়া হয় না এটা বোঝা যায় না। ছয় থেকে এগার বছরের বালক বালিকার যে শতকরা ৮৪ ভাগ স্কুলে পড়ছে এর থেকে বোঝা যাবে যে আমরা কিভাবে স্কুল বাড়াচ্ছি। আমাদের পপুলেশনের গ্রোথটা যদি নরম্যাল হত তাহলে আমরা নাইনটি পারসেণ্টের উপর চলে যেতাম। কিন্তু আমাদের পপুলেশনের গ্রোথটা অ্যাবনরম্যাল কারণ প্রতিনিয়তই ইনফ্লাক্স হচ্ছে। সুতরাং যদি স্কুল কম দেওয়া হত তাহলে এই পারসেণ্টেজ কাভার করা যেতনা। স্কুল যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে বলেই এই পারসেণ্টেজ কাভার করা গিয়েছে। অ্যাসিসটেণ্ট হেড মাষ্টার নিয়োগ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, ষ্টেটিস্‌টিক্স ডিপার্টমেণ্টের একটা উদাহরণ তিনি দিয়েছেন এবং বলেছেন যে এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কারসাজি আছে যার জন্য এই অ্যাসিস্‌টেণ্ট হেড মাষ্টারের পদটা ফিল আপ করা হচ্ছে না। এটা ঠিকই যে অ্যাসিস্‌টেণ্ট হেড মাষ্টারের পদটা ফিল আপ করা হচ্ছে না। কারণ আমরা দেখছি যে শিক্ষার কত পরিবর্ত্তন হচ্ছে। কোন সময়ে বলছে যে ক্লাশ টুয়েলভ পর্য্যন্ত স্কুল করতে হবে, আবার কোন সময়ে বলছে ক্লাশ ইলেভেন পর্য্যন্ত, আবার কোন সময়ে বলছে যে না পুরানো প্রথায় ক্লাশ টেন পর্যন্তই থাকুক। সুতরাং আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে যে এটা কোন পর্য্যায়ে যাবে। যদি ক্লাশ টুয়েলভ পর্য্যন্ত করতে হয় তাহলে সেখানে অ্যাসিস্‌টেণ্ট হেড মাষ্টারের বা হেডমাষ্টারের যোগ্যতা বাড়াতে হবে। যদি এখনি এটাকে আমরা ফিল আপ করে ফেলি তাহলে ভবিষ্যতে এই স্কুলগুলির মান উন্নয়ন করা কঠিন হবে। সেইজন্যই আমাদের এই অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই আমাদের দেখতে হবে যে কোঠারী কমিশন যে সুপারিশ করেছেন তার কতটা আমরা কার্য্যকরী করতে পারব। তারই ভিত্তিতে আমাদের পোষ্টগুলি ফিল আপ করতে হবে। সেদিক থেকে এটা দেরী হওয়া স্বাভাবিক। এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ষ্টেবিলিটি হবে সেটা দেখেই আমরা ব্যবস্থা অবলম্বন করব। মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুল সম্বন্ধে একটা বিলের কথা তিনি বলেছেন। এই বিলে নাকি কি ডিফেক্ট রয়েছে। কোন বিলে যদি কোন ডিফেক্ট থাকেও ক্ল্যারিকেল মিস্‌টেক থাকতে পারে। কিন্তু তারজন্য একটা বিল আটকে রাখা বা পেমেণ্ট না দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। যদি ধরা পড়ে তাহলে রিকভারি করে নেওয়া যায়। সুতরাং এটা সম্বন্ধে তিনি কি বলতে চাইছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তিনি বলেছেন যে টিচারদের যে ২২৫-৪৭৫ টাকা স্কেল দেওয়া হচ্ছে সেটা নাকি অ্যানমেলী। এটা কিন্তু আমার মনে হয় তিনি জানেন না অ্যানমেলী কি। এটা কোন অ্যানমেলী এটা শিক্ষক সমিতি এবং শিক্ষক কমিটী মেনে নিয়েছে, সেটা তিনি জানেন না এবং এই জন্যই তিনি বলছেন এটা অ্যানমেলী। এটা ওয়েষ্ট বেঙ্গলেও আছে এবং তার জন্যই এই স্কেলটা এখানে দেওয়া হয়েছে যারা বি, এ, অনার্স এবং এম, এ, তাদের এবং তাতে শিক্ষকদের প্রিভেল

আছে বলে আমি জানি না। এর ফলে বেশী সংখ্যক শিক্ষক উপকৃত হয়েছেন বলে আমি জানি। এই ব্যাপারে তাদের কোন গ্রিভেন্স নাই। তবে যেটুকু গ্রিভেন্স আছে সেটা স্কেল সম্বন্ধে নয়। সেটা অন্যান্য বিষয়। সেটা আমরা দূর করার চেষ্টা করছি। তারা এই স্কেলটা রাখতে চান। সেটা আমি জানি এবং এটা আমার কাছে তারা বলেছেন। আর একটা বিষয়ে তিনি একটা গল্প রচনা করেছেন। সি, টী, টী, আই, এর পূর্ব্বে নাকি মিলন সঙ্গের কাজ সি, টী, টী, আই, এর লোক দিয়ে করান হয়। তিনি সেটা প্রমাণ করতে পারবেন না বা এই জাতীয় কোন কাজ হয়েছে বলে আমার জানা নাই এবং সেটা হতেও পারে না। তিনি ক্যারেক্টার অ্যাসেসিনেশনের চেষ্টা করেছেন মাত্র। তিনি শিক্ষা দপ্তরের একজন কর্মী সম্বন্ধে ঘুষ খাওয়ার অভিযোগও এনেছেন এবং ঘুষ খেয়ে নাকি তিনি বিল পাশ করেন বলে তিনি উক্তি করেছেন। সেটাও তাদের ক্যারেক্টার অ্যাসেসিনেশনের একটা স্বভাব। তারি পরিচয় পাওয়া যায় তার উক্তিতে। উইমেন্স কলেজের ৫০,০০০ টাকার যে ফার্নিচার কেনা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ ঠিক আছে। যারা কন্ট্রাক্ট পায়নি তাদের দ্বারা হয়ত তিনি প্রভাবিত হয়েছেন এবং তাদের পক্ষ নিয়ে তিনি লড়াই করছেন। কিন্তু যে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে এবং যে জিনিষ পাওয়া গিয়েছে সেটা ঠিকই আছে অ্যাকর্ডিং টু কন্ট্রাক্ট। প্রাচ্য ভারতী স্কুল নিয়মিত গ্র্যান্ট পাচ্ছে না বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। কিন্তু নিয়মানুযায়ী যে গ্র্যান্ট পাওয়ার কথা সেটা তারা পাচ্ছে। যেটুকু তারা পান না সেটা হয়ত আগের যে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেন নি বলে হয়ত পান নি। ক্যালকাটাতে যারা আছেন তারা ৯ মাস পরে ষ্টাইপেণ্ড পান বলে তারা বলেছেন। দেরী হওয়ার একটা কারণ আছে। দেরী হওয়া স্বাভাবিক। তাদের ফর্ম ফিল আপ করতে হয় এবং সেটা থ্রু প্রপার চ্যানেল আসতে হয়। এই জন্য হয়ত একটু দেরী হতে পারে। সেটা স্ক্রুটিনি করতেও সময় নেয়। কিন্তু সেটা এমন কোন সময় নয় যেটা অস্বাভাবিক। আর একটা হোষ্টেলের কথা বলেছেন কলকাতাতে করতে হবে। সেটা আমি বলেছি যে আমাদের যে টাকা বাজেটে ধরা হয় সেটা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আসে। যে টাকা আমাদের আছে তাতে আমাদের বর্ত্তমান যে হোষ্টেলগুলি আছে তাদের আভ্যন্তরীণ সংস্কার করা দরকার এবং আরও সম্প্রসারণ করা দরকার। কাজেই ত্রিপুরার বাইরে আর কোন হোষ্টেল করবার মত ফাণ্ড আমাদের নাই। পরীক্ষায় পুলিশ পাহারার কথা তিনি বলেছেন। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে পুলিশ পাহারা দিতে হবে। সেটা সব জায়গাতেই দেয়। কলকাতাতেও নেওয়া হয়েছে। হয়ত কোন কোন জায়গাতে নেওয়া হয় নি। খুব ভাল কথা। যেখানে নিতে হয় না তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই। ছাত্র ভর্ত্তি বিষয়ে তিনি বলেছেন যে একজন ছাত্র চারটি বিষয়ে ফেল করেছে। কিন্তু সে আর একটা স্কুলের শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকে সেকেণ্ড ডিভিশনের মার্ক লিখিয়ে নিয়ে ভর্ত্তি হয়েছে। এটা একটা দুর্নীতি চলছে। আমি বলব যে তিনি এই দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষক। কারণ তিনি ব্যাপারটা কোথায় হয়েছে বলছেন না তার কারণ তিনি তার সাকরেদ। সেজন্যই তিনি তার নাম বলতে চান না। তা না হলে নিশ্চয়ই তিনি তার নাম বলতেন। সেজন্য তারও চরিত্রের খুব একটা সুন্দর দিক ফুটে উঠে না। রামঠাকুর পাঠশালার হেডমাষ্টার ১০টাকা ঘুষ খেয়ে ছাত্র ভর্ত্তি করেছেন এটা ...

রামঠাকুর পাঠশালার হেডমাষ্টারকে নয় আমার মনে হয় তিনি সমস্ত শিক্ষক সমাজকে আঘাত করেছেন। এটা তার পক্ষে মোটেই উচিত কাজ হয় নি। এখানে তারা আর একটা কথা বলেছেন যে কড়ইয়ামুড়া বোর্ডিং হাউসের ঘর পড়ে গেছে কিন্তু তারা নিজেরা জানেন যে প্রাইমারী স্কুলের সংগে এটাচ্ড বোর্ডিং হাউস থাকলে পর সেটা মেরামত করার দায়িত্ব ঐ স্কুল কমিটির। তবে তারা সরকারের কাছে আংশিক গ্রেণ্ট চাইতে পারেন। কিন্তু তারজন্য সেই স্কুল কমিটি সরকারের কাছে সেই রকম কিছু চাননি, তার জন্যই তারা গ্রেণ্ট পায়নি। তারা যদি বোর্ডিং হাউসকে মেরামত করে কিছু আংশিক গ্রেণ্ট চাইতেন তাহলে যে হারে গ্রেণ্ট দেওয়ার নিয়ম সেই হারে গ্রেণ্ট তাদেরকে দেওয়া হত। কিন্তু তারা কোন কিছুই চাননি। এটা অবশ্য মাননীয় সদস্যদের অবগত থাকা উচিত ছিল যে সেই বোর্ডিং হাউস মেণ্টেইন করার দায়িত্ব ঐ সব প্রাইভেট স্কুলের মেনেজিং কমিটির। তারা অভিযোগ করেছেন যে বোর্ডিং হাউস ষ্টাইপেণ্ড যা দেওয়া হয় সেটা নাকি খুব কম। কিন্তু আমি বলব যে ত্রিপুরাতে বোর্ডিং হাউসের ছেলেদের যে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়, সেটা ভারতবর্ষের কোন জায়গায় আছে কি না আমার সন্দেহ আছে। আর থাকলেও খুব বেশী জায়গায় আছে বলে আমার জানা নেই এবং সেই সব জায়গাতে ১·৫০ পয়সা করে যেটা আমরা এখন দিচ্ছি তাও দিচ্ছে বলে আমার অন্ততঃ জানা নেই। তবে তারা বলেছেন যে এতে চলে না, আমি বলব যে এটা সত্য কথা এতে চলে না। কিন্তু আসল কথা হল এটাতো আর চলার জন্য দেওয়া হয় না. দেওয়া হয় তাদের যাতে আংশিক সাহায্য হতে পারে সে জন্য। বিদ্যাবাবু আর একটা কথা বলেছেন যে তিনি নাকি কিছুদিন আগে তুলসীবতী স্কুলে গিয়েছিলেন এবং যখন গিয়ে ছিলেন তখন নাকি উনাকে নাচ দিয়ে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়েছে আর সেখানে এমনভাবে ঢোল বাজানো হয়েছিল যে সেই স্কুলের বাজনাতে তিনি এক রকম হয়ে পড়েছেন। তবে আমি বলব মাঝে মাঝে তিনি যদি সেখানে যান তাহলে এই রকম স্কুলের বাজনা দেখেশুনে আসবেন বৈ কি? এখন আমি উনাদের জানাবো যে এই তুলসীবতী স্কুলের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, এজন্য পি, ডব্লিউ, ডিকে আমরা যথাযত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছি এবং তারা অতি সত্বর সেটা করার জন্য চেষ্টা করছেন। তিনি যদি নিজেও সেখানে যান তাহলে সেটা দেখে আসতে পারবেন আর সেই কাজ শীঘ্রই শেষ হবে। তারপরে তারা বলেছেন যে উদয়পুর ও ধর্ম্মনগরে কলেজ করা প্রয়োজন। তা আমি বলব যে বর্ত্তমানে ঐ সব জায়গাতে কলেজ করার কোন প্রস্তাব নেই তবে আমাদের যে দুইটি জায়গাতে কলেজ রয়েছে যেমন বিলোনীয়া এবং কৈলাসহরে, সেই দুইটিকে যাতে আরও সম্প্রসারণ করা যায় তার ব্যবস্থা সরকার থেকে করা যেতে পারে। কলেজ তো আর যেখানে সেখানে হতে পারেনা, এক একটি কলেজের জন্য যে পরিমাণ ছাত্রের দরকার সেই পরিমাণ ছাত্র আপাতত নেই, তবে ঐ দুইটি কলেজে যাতে আরও অধিক সংখ্যক ছাত্র ভর্তি হতে পারে তার ব্যবস্থা আমরা করছি। সেজন্য উদয়পুর এবং ধর্ম্মনগরে বর্ত্তমানে কলেজ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আপাততঃ নেই এবং সেখানে এসব করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। কারণ যে দুইটি প্রাইভেট কলেজ রয়েছে সাব-ডিভিশনে সেগুলিতে যাতে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অব ষ্টুডেণ্টস ভর্ত্তি করা যেতে পারে সেজন্য

সেগুলিকে আরও যাতে সম্প্রসারণ করা যায় তারজন্য আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। তরপর যদি দেখা যায় যে সেগুলিতে ছাত্রভর্ত্তির সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়নি তাহলে পরে আমাদের আরও কলেজ করার কথা চিন্তা করতে হবে। মাননীয় সদস্য বিপ্তা দেববর্ম্মা আর একটা অভিযোগ করেছেন যে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলিতে কোন ছাত্রাবাস নেই।. তাই আমি বলতে চাই যে আমাদের ত্রিপুরাতে যে রকম ছাত্রাবাস আছে অন্য কোথায়ও এই রকম নেই। বর্ত্তমানে এখানে ৫৬টি ছাত্রাবাস আছে মিডল এণ্ড হাইয়ার সেকেণ্ডারী ষ্টেজে। আরও ৪টি এবার হবে, তাহলে আমাদের মোট ৬০টি ছাত্রাবাস হবে। তাই উনারা যে বলছেন ছাত্রাবাস কম আছে এটা ঠিক নয়, ত্রিপুরা ভিন্ন অন্য কোথায়ও এত ছাত্রবাস নেই। শুধু তাই নয় এই ছাত্রাবাসকে উন্নত করার জন্য আমরা প্রায় ৩।। লক্ষ টাকা রেখেছি। সেজনা ছাত্রাবাসেব ব্যাপারে ব্যয় বরাদ্দ কম, এটা আমি কোন মতেই মেনে নিতে পারিনা। সেখানে কিসের অভাব, মোট ৬০টি বোর্ডিং হাউস আছে আর তারজন্য ৩।। লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ আছে, কাজেই আর বেশী কি করে হতে পারে এটা অন্তত: আমার ধারণায় কুলায় না। তারপরে বলেছেন যে বোর্ডিং হাউসের যে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় সেটা কিভাবে কাকে কাকে দেওয়া হয়। আমি বলব যে গতবারও আমরা তপশিলী এবং উপজাতি ছাত্রদের জন্য ৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ২৬৫ টাকা ষ্টাইপেণ্ড দিয়েছি। কাজেই উনারা যে বলছেন দেওয়া হয় না, এটা কিভাবে সত্য হতে পারে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। কেননা এই বছরও আমরা এই ষ্টাইপেণ্ডের জন্য ৫।। লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ রেখেছি। তারপরে তিনি আর একটা অভিযোগ করেছেন যে উপজাতিদের জন্য যে বোর্ডিং হাউস তাতে তপশিলী জাতি ছাত্রদের সেখানে থাকতে দেওয়া হয়। সেটা আমরা রাখব, এটা আমাদের সরকারের নীতি। উনারা যে প্রস্তাব রাখছেন যে তপশিলীদের জন্য আলাদাভাবে বোর্ডিং হাউস করা হউক, সেটা আমরা করতে পারি না। তার কারণ, এই জাতীয় প্রস্তাব ন্যাশন্যাল ইনটিগ্রেশনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ভারত সরকার থেকে আমরা যে সার্কুলার পেয়েছি তাতে বলা আছে যে ছাত্রদের মধ্যে এই ধরণের সেপারেশন করা উচিত হবে না। তবে এই সমস্ত বোর্ডিং হাউসে উপজাতি ছাত্রদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে, তারপরে তপশিলী জাতি ছাত্রদের সে সুযোগ দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় সুযোগ সুবিধার দিক থেকে এই উপজাতি ও তপশিলী ছাত্রছাত্রীরা তাদের পরীক্ষার যে ফিস সেটাও তারা রিইমবার্সমেন্ট করে নিতে পারেন। কাজেই তারা যা বলছেন যে সুযোগের অভাব সেটা ঠিক নয়। আর সিডিউল্ড কাষ্ট, সিডিউল্ড ট্রাইব এবং ইকনমিক্যালী ব্যাকওয়ার্ড ছাত্রছাত্রীদের জন্য পোষ্ট মেট্রিক পর্য্যন্ত স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে, এজন্য সরকারের ১৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা আছে। ইকনমিক্যালী ব্যাকওয়ার্ড ছাত্রছাত্রীদের গার্ডিয়ানের রোজগারের একটা বার আছে। কিন্তু উপজাতিদের ক্ষেত্রে সেই বার পর্য্যন্ত নেই, যার যে আয় হউক না কেন তারা সেটা পাবে। আর বুক গ্রেন্ট এর জন্য ধরা আছে ৪ লক্ষ ১২ হাজার ৫ শত টাকা। এই ক্ষেত্রে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তাদের মেরিটের কোন প্রশ্ন নেই, অন্যদের বেলায় অবশ্য এই মেরিটের প্রশ্ন আছে। আর ক্লাশ থ্রি থেকে ক্লাশ এইট পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য পোষাক পরিচ্ছদের জন্য ধরা আছে ৩৪ হাজার ৫ শত টাকা, এটা দেওয়া হয় শুধুমাত্র উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের। সুতরাং তাদের জন্য সুযোগ সুবিধা কম

কি করে হল, আমি সেটা বুঝতে পারছি না। এই ধরনের লেখাপড়ায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য আর কোথাও দেওয়া হয় কিনা আমার অন্ততঃ জানা নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি চেলেঞ্জ করে বলতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে শিক্ষার জন্য যেভাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এই রকম দেওয়া হয় না। এজন্য আমি তাদেরকে সরকার থেকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে এখন যেসব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় এটা কখনও বন্ধ হবে না, আমরা এটা ভবিষ্যতেও এভাবে দিয়ে যাব। কারণ, তাদের উন্নত করার জন্য আমরা যেসব সুযোগ সুবিধা দিতে পারছি, সেটা যাতে আরও বাড়ানো যায় তার প্রচেষ্টা আমরা ভ বষ্যতে চালিয়ে যাব। প্রয়োজন বোধে অন্য কোন ফাণ্ড থেকে হলেও আমরা এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে যাব। আর কেনই বা দেব না, তারা তো আমাদেরই একটা অংগ, আমাদের কোন অংগে যদি কোন রকম ক্ষত থাকে তাহলে সেটাকে দূর করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাই, বিশেষ ক:র ত্রিপুরা রাজ্যে সব সময়ের জন্য সেটা চালু আমাদের রাখতে হবে।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M. to-day. The Hon'ble Minister speaking will have the floor.

2 P. M.

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Education Minister.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছিলাম যে মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা মহাশয়, উপজাতী এবং তপশীল জাতীর জন্য যে বহু বিষয়ের সুযোগ সুবিধা নেই বলেছেন, তার দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে বাজেটে তাদের জন্য কি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং কি অর্থ খরচ করা হয়েছে তা আমি এখানে পেশ করেছি, তা থেকেই বুঝা যাবে ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে ত্রিপুরায় সবচেয়ে বেশী সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়া হয় এবং আজকে আমরা তারজন্য আনন্দিত যে সিডুল কাস্ট এবং সিডুল ট্রাইবের বহু ছাত্রছাত্রী আজকে স্কুল ফাইন্যাল, হায়ার সেকেণ্ডারী এবং কলেজ পর্য্যায়ে পাশ করে বেরিয়ে আসছে এবং তার সংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা আমি বলতে পারি। তিনি বলেছেন এখানে মেডিক্যাল কলেজ করার জন্য, তা-না-হলে বাইরে তপশীলভূক্ত জাতি এবং উপজাতীরা ডাক্তারী পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না। তিনি বলেছেন শতকরা ১০ ভাগ উপজাতী ছাত্রছাত্রী এই সুযোগ পায় কিনা সন্দেহ, এটা ঠিক নয়। যারা বাইরে স্টাইপেণ্ড নিয়ে পড়তে যায়, তাদের মধ্যে, উপ-জাতী এবং তপশীল জাতির হার শতকরা ১০ ভাগের কম নয়। তিনি যে মেডিক্যাল কলেজ এখানে খোলার কথা বলছেন, সেটা আমার মনে হয় না ঠিক এই অবস্থায় সেটা ভাল হবে। ভবিষ্যতের দিকে চিন্তা করে, আমাদের উপকারে এটা লাগবে বলে মনে হয় না। কারণ হল, সারা ভারতে যে সমস্ত মেডিকেল কলেজ আছে এবং তার থেকে যে সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বেরিয়ে আসছে, সেটা কয়েক বছরের মধ্যে চাহিদাত মিটাবেই এবং অতিরিক্তও হতে পারে। ত্রিপুরায় সামগ্রিকভাবে ডাক্তারের সংখ্যা কম আছে সন্দেহ নেই। ইঞ্জিনীয়ারদের সংখ্যাও কম ছিল কিন্তু দেখা গেল যে সারা ভারতবর্ষের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে যে সমস্ত ছাত্র বেরিয়ে আসছে, কয়েক বছরের মধ্যে তাদের সংখ্যা এমন দাঁড়াল যে তাদের সংখ্যা এখন অতিরিক্ত হয়ে

দাড়িয়েছে। তেমনি আমাদের এখানেও বর্ত্তমান সরটেক্সের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভংগী নিয়ে এটাকে বিচার করতে হবে, এই পরিপ্রেক্ষিতে মেডিক্যাল কলেজ এখানে করা সংগত হবে বলে আমি মনে করি না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা মহাশয় যে কথা বলেছেন, সেটা তার পুর্ব্ববর্তী বক্তারা অর্থাৎ বিরোধী দলের সদস্যরা যা বলেছেন তারই পুনরাবৃত্তি, এই বিষয়ে আমি আমার উত্তর দিয়েছি। তিনি বলেছেন যে উপজাতীয়দের জন্য সামান্যতম সুযোগ আছে, সেটা আমি ফ্যাক্টস এণ্ড ফিগারস দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি যে সামান্যতম সুযোগ নয় এবং আমি যদি ধরেও নেই যে সামান্যতম সুযোগ ত্রিপুরায় দেওয়া হচ্ছে, তাহলে বৃহত্তর এবং বৃহত্তম সুযোগ কোথায় আছে তিনি যদি সেটার নজির দিতে পারেন, বা নিদর্শন দিতে পারেন, তাহলে আমরা সেটা অনুসরণ করতে চেষ্টা করব।

ত্রিপুরী ভাষা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। আমরা শুধু ত্রিপুরী ভাষাই নয়, বিভিন্ন যে মাতৃভাষা রয়েছে, তার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। ত্রিপুরী ভাষার যে বই, আমরা দুইটি প্রাইমার বের করেছি এবং ত্রিপুরী ছেলে, যাদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা যায়, সমস্ত স্কুলে উপজাতি ছাত্রছাত্রী বেশী আছে, সেই সব স্কুলে তাদের নিয়োগ করা হচ্ছে। বহু ছেলে যারা মেট্রিক পাশ বা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে বেরিয়ে আসছে তাদের সেইসব স্কুলে নিযুক্ত করছি এবং ক্রমশঃ তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের সেইসব স্কুলে পাঠাচ্ছি। আর এই ভাষাটা আরও যাতে উন্নত করা যায় তার জন্য সরকার থেকে এই ভাষাটা তদন্ত করে দেখবার জন্য ভাষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি এই বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। শুধু ত্রিপুরী ভাষা নয়, মণিপুরি এবং অন্যান্য যে সমস্ত ভাষা রয়েছে তাদের সেইসব মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষা দপ্তর থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে।

আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত মহাশয় কতকগুলি গঠনমুলক সাজেশন দিয়েছেন. আমি তার জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞ। স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, প্রাইভেট মিউজিক কলেজকে সাহায্য প্রভৃতির কথা তিনি বলেছেন এবং আমরা ষ্টেডিয়াম করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছি এবং আমরা জায়গার জন্য খুব আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে ষ্টেডিয়ামের জায়গা পাওয়া যায় এবং জায়গা পাওয়া মাত্র আমরা ষ্টেডিয়াম আরম্ভ করব এর জন্য অর্থ আমাদের আছে। এই ষ্টেডিয়াম করার জন্য আমাদের শিক্ষা বিভাগ থেকেও বিশেষ চেষ্টা চলছে কারণ আমরা প্রতি বৎসর অল ইণ্ডিয়া কম্পিটিশন এবং ইন্টারনেশন্যাল কম্পিটিশন করছি, সুতরাং আমরাই সবচেয়ে বেশী এই বিষয়ে অসুবিধা ভোগ করছি কারণ এই সমস্ত কম্পিটিশন ভাল স্টেডিয়াম না থাকলে করা খুবই অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়। তার জন্য আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। সেইজন্য আমরা জায়গার জন্য চেষ্টা করছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করছেন যাতে সেটা তাড়াতাড়ি তৈরী করা যায়। সুইমিং পুল'এর জন্যও চেষ্টা করছি এবং ভাল জায়গা যদি না পাওয়া যায়, তাহলে আমরা আপাততঃ গেদু মিঞার

বাড়ীর যে পুকুরটি আছে, সেটার মধ্যে করব, আর ভাল জায়গা যদি পাওয়া যায়, তাহলে চেষ্টা করব ভাল জায়গা নিতে। প্রাইভেট মিউজিক কলেজের সাহায্যের কথা যেটা বলেছেন, সেটা ভারত সরকারের কাছে আমরা রুলস তৈরী করে পাঠিয়েছি, সেটা অনুমোদনের জন্য, সেটা অনুমোদন হলে নিশ্চয়ই সাহায্য আমরা দিতে পারব।

মাননীয় সদস্য শ্রীকমলজিৎ সিংহ মহাশয় বেসিক ট্রেনিং এবং ক্রাপ্ট ট্রেনিং সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, সেটা আজকে শুধু ত্রিপুরার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, এটা সর্ব্বভারতীয় সমস্যা। যেভাবে এটার এডুকেশান পলিসী নেওয়া উচিত ছিল, আমারা সেভাবে নিতে পারিনি, তার বিভিন্ন কারণ রয়েছে এবং সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে তার অনুসন্ধান কার্য চলছে, কুঠারী কমিশন তার অনুসন্ধান করছেন কিভাবে এটা হতে পারে। তবে এটা ঠিক কথা এই জাতীয় ট্রেনিং আমাদের ছেলেমেয়েদের দিতে হবে। ওয়ার্ক ওরিয়েন্টেড এডুকেশান না হলে আমাদের স্কুলের ছেলেরা স্কুল কলেজ থেকে বেড়িয়ে এসে চাকুরীর জন্য ঘুরবে, নিজেরা চাকুরী করার ক্ষমতা এবং আত্ম বিশ্বাস লাভ করতে পারবে না। কাজেই মহাত্মা গান্ধী বুনিয়াদি শিক্ষার কথা যেটা বলেছেন সেটা চালু করতে হবে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা সেদিকে অগ্রসর হতে পারছি না। সেদিকে আমাদের চিন্তা করতে হবে যাতে ওয়ার্ক ওরিয়েন্টেড এডুকেশান করতে পারা যায়, তারই জন্য সর্ব্ব ভারতীয় ভিত্তিতে সেটা চিন্তা করা হচ্ছে এবং কুঠারী কমিশন তার চিন্তা করছেন। আমরা লক্ষ্য করছি অন্যান্য জায়গায় কিভাবে এটা কার্যকরী করা হয়, কারণ আমাদের অর্থের সংগতি কম তাই আমরা বহু অর্থ ব্যয় করে একটা এক্সপেরিমেন্ট করা, সেই সামর্থ আমাদের নেই। সুতরাং অন্য জায়াগার এক্‌সপেরিমেন্ট থেকে সেটা আমরা এখানে প্রয়োগ করব। একটা ওয়র্ক ওরিয়েন্টেশন সেন্টার করতে হবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীকমলজিৎ সিংহ মহাশয় মিউজিক কলেজের জন্য যে টাকা বরাদ্দের কথা এখানে বলেছেন, সেই সম্পর্কে তিনি বাজেট হয়তো লক্ষ্য করতে পারেননি, কারণ হল, বাজেট অনেকগুলি আইটেম এক সংগে মিলিয়ে টাকাটা ধরা হয়েছে। মিউজিক কলেজ বলে কোন আলাদা নাম নেই। সেইজন্যই তিনি ধরতে পারেননি। সেটা আছে স্পেশিয়াল স্কুল হেডে ডি [১]—এ। মিউজিক কলেজের যে টাকা সেটা তিনি বাজেটের মধ্যে লক্ষ্য করতে পারেননি। তার কারণ হল অনেকগুলি টাকা বাজেটে একত্রে লিখা রয়েছে। ওতে আছে মিউজিক কলেজের টাকা এবং একজন মণিপুরি শিক্ষকও রয়েছেন। তবে তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন এটা ঠিক। তবুও আমরা চেষ্টা করছি যেটা সমস্ত ভারতে প্রসিদ্ধ মণিপুরী নৃত্য সেটা যাতে প্রচার করা যায়। মাননীয় সদস্য শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জী তিনি ধর্ম্মনগর জনতা কলেজ সম্বন্ধে বলেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বিষয়ে জানাতে চাই যে যখন আমাদের সি, আই, টি, ক্যাম্প উড়ে যায় তুফানে তখন আমাদের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স সেখানে ছিল। তবে আমরা এই বিষয়ে চেষ্টা করছি খুব তাড়াতাড়ি যাতে তাদের সরিয়ে দেওয়া যায়। আমাদের সীমান্ত রক্ষীদের অসুবিধার কথা চিন্তা করেই আমরা তাদের এখানে থাকতে দিয়েছিলাম। জনতা

কলেজটা পুনরায় আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহার করব, এই আশ্বাস আমি দিচ্ছি। আমি কৃতজ্ঞ যে প্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয় এবং বিনয় ভূষণ ব্যানার্জী মহাশয় কতকগুলি গঠনমূলক সাজেশান দিয়েছেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—The discussion is over on the demand for grant No. 14. There are some cut motions. I am first putting to vote the cut motion. The cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma that the demand be reduced to Re.1/- to discuss on—তপশীলি উপজাতি ছাত্রীদের জন্য উচ্চ-তর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দের অভাব সম্পর্কে।

(The cut motion was put to vote and lost by voice vote)

Mr. Dy. Speaker :—Another cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on absence of provision for starting of colleges at Udaipur and Dharmanagar.

(The cut motion was put to vote and lost by voice vote].

Mr. Dy. Speaker :—Another cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Inadequacy of provision for grants to Non-Govt Secondary Schcols.

(The cut motion was put to vote and lost by voice vote].

Mr. Dy. Speaker :—The cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Inadequacy of provision for Govt. Secondary Schools.

[The cut motion was put to vote and lost by voice vote].

Mr. Dy. Speaker :—The cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

'১ম ও ২য় শ্রেণীর তপশীলী উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দের অপর্যাপ্ততা সম্পর্কে।

[The cut motion was put to vote and lost by voice vote].

Mr. Dy, Speaker :—The cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma to discuss on—

'ত্রিপুরী (বক্ বড়ক্) ভাষায় প্রাইমারী স্তরে শিক্ষা দানের ব্যর্থতা।'

[The cut motion was put to vote and lost by voice vote].

Mr. Dy. Spaaker :—The cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

'ছাত্রাবাসে ছাত্রবৃত্তি ব্যাপারে অপর্য্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ সম্পর্কে।'

[The cuf motion was put to vote and lost by voice vote).

Mr. Dy. Speaker :—The cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

'তপশীলী জাতি, তপশীলী উপজাতি ও নিম্ন আয় ছাত্রদের মেধাবৃত্তি ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দের অপর্য্যাপ্ততা।

[The cut motion was put to vote and lost by voice vote].

Mr. Dy. Speaker :—The cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—

মেডিক্যাল স্কুল কলেজ এবং আইন কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ বরাদ্দের অভাব।

[The cut motion was put to vote and lost by voice vote].

Mr. Dy. Speaker :—The cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—

'৭ম এবং ৮ম শ্রেণীর উপজাতি ছাত্রদের পোষাক ক্রয় ব্যাপারে অপর্য্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ সম্পর্কে।'

[The cut motion was put to vote & lost by voice vote].

Mr. Dy. Speaker :—Now I am putting the main demend to vote that a sum not exceeding Rs. 4,92 51,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation [Vote on Account] Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 14—Education.

[The demand was put to vote and passed by voice vote].

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand for grant No. 19, Major Head--34-Co-operation.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs 12,46,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation [Vote on Account] Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 19—Co-operation.

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Aghore Deb Barma to discuss on his cut motion.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯তে ১২ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা গ্রেন্ট চাওয়া হয়েছে, এই সম্পর্কে আমার একটা কাট মোশান আছে, সেটা হচ্ছে মিস মেনেজমেন্ট অব গ্রেন্ট ইন-এইড অব সাবসিডাইজ্ স্কীম। অর্থাৎ এই বাজেটের মধ্যে এই খাতে যে টাকা রাখা হয়েছে, সেটা কোন খানে কম আবার কোন খানে বেশী রাখা হয়েছে। তাই আমি এখানে যেভাবে মিসমেনেজমেন্ট চলছে, তাতে এটার যে বর্ত্তমান অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাকে দুর্নীতির একটা স্তম্ভ বলা যেতে পারে। এই ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আমরা আগেও এই হাউসের মধ্যে বহু ঘটনা দিয়ে আলাপ আলোচনা করেছি। এখন একটিমাত্র ঘটনা দিয়ে সেটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করব। আমরা জানি যে গত বছর এখানে এই ডিপার্টমেন্ট থেকে লোন নিয়ে একটা টেম্পো কো-অপারেটিভ করা হয়েছিল। এই টেম্পো কো-অপারেটিভ করার জন্য সেখানে কয়েক জন লোক মিলিত হয়েছিল, কিন্তু তারা কারা,

তাদের নাম এখানে বলতে গেলে অটোমেটিক বেশ কয়েকজনের নাম এসে পড়ে, সেই নামগুলি কিছুতেই এভয়েড করা যায় না। বেশ কয়েকজন ব্যক্তির নাম বলতে হয়, যা না বললে পরে এখানে আমার সেই ঘটনাটা প্রমাণ করা অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। যেমন কৃষ্ণ ঠাকুর আরও কয়েকজন মিলে সেখানে তারা এই টেম্পো কো-অপারেটিভ করার জন্য লোন নিয়েছিল, সেই লোনের পরিমাণ হবে প্রায় ৫০ হাজার টাকা, সেটা নিয়ে তারা এই টেম্পো কো-অপারেটিভ রাণ করাবে এই ছিল তাদের লোন নেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তার মধ্য দিয়ে তারা একটা ব্যবসা চালাবে এবং বেশ কয়েকজন লোককে নানাবিধ চাকুরীতে প্রভাইড করা হবে। এটা আপাতঃ দৃষ্টিতে শুনতে বেশ ভালই লাগে এবং কো-অপারেটিভ জিনিষটাও ভাল। তারপরে যখন লোন নিয়ে দুই একটা টেম্পো কেনা হয়েছিল এবং সেগুলি রাস্তায় ঘুরাফেরাও করেছিল, মাস দুই তিনেক চলার পর সেগুলি নষ্ট হয়ে পড়েছে, এখন আর সেই টেম্পোগুলিকে রাস্তায় দেখা যায় না। আমি জানি না সেখানে লোন দেওয়ার এমন কোন নিয়ম আছে কিনা যাতে করে ব্যক্তি বিশেষকে বা খাতিরা লোককে লোন দেওয়া যায় কিনা। কেন আমি এই কথাটা বলছি, বলছি এই কারণে যে এটা একটা পলিসির ব্যাপার। অর্থাৎ যাকে দিলে পরে কো-অপারেটিভটা ভালভাবে রাণ করবে বা লোনের টাকাটা ভালভাবে ইউটিলাইজ্ড করা হবে, বিশেষভাবে আমাদের সেদিকে নজর দেওয়া উচিত কিন্তু সেদিকে কোন নজরই নেই। যে টাকাটা লোন দেওয়া হল সেটা ঠিকমত ইউটিলাইজ্ড হচ্ছে কিনা বা লোনের টাকা নিয়ে সেটা কি করা হয়েছে ইত্যাদি। এই রকম অনেক ঘটনা আছে যে কয়েকজনে মিলে প্রথমে কো-আরেটিভ করে লোন নিয়ে নেওয়ার পর সেটার আর ইউটিলাইজ্ড হয় না অর্থাৎ টাকাটা কোন কাজে লাগে না অযথা ঐ কয়েকজনের পকেটে চলে গেল। এই হচ্ছে আজকের কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের অবস্থা। যা হউক এই সম্পর্কে আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, যথা সময়ে সেগুলি দেখানো হবে। আর এখানে ভিলেজ সোসাইটি নামে যেগুলি আছে, সেগুলি প্রথম প্রথম ভাল সংস্থাই ছিল, মোটের উপর কো-অপারেটিভ নামটা শুনতে বেশ ভালই লাগে। কিন্তু এই কো-অপারেটিভের আসল যে উদ্দেশ্য সেটাকে যদি সফল করা যেত তাহলে ত্রিপুরার মধ্যে এই ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে যেভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে তাতে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির দিক দিয়ে খুবই ভাল হত বলে আমার ধারণা ছিল। দুঃখের বিষয় যে আজ পর্য্যন্ত শুধু টাকাই খরচ করা হচ্ছে, কিন্তু তাতে জনসাধারণের সামগ্রিক উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আমার বক্তব্য হল আজকে যারা গরীব কৃষক বা অন্যান্য যারা আছে তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করার ব্যাপারে তা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে সেগুলি তাদের সময়মত না দেওয়ার ফলে তারা ঠিকঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছে না এবং তাদের প্রয়োজনীয় কাজে না লাগানোর দরুণ সেই লোনের টাকা অযথা অন্যভাবে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। ফলে কো-অপারেটিভ থেকে যে সাহায্য দিয়ে তাদের কৃষির উন্নতি হওয়ার কথা, সেখানে কোনক্রমে হয়ে উঠছে না। কাজেই সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রপার চেন্যাল যে কথা আছে, তাতে এক অফিস থেকে আর এক অফিসে ঘুরতে ঘুরতে সময়মত টাকাগুলি তাদেরকে দেওয়া যাচ্ছে না, এই ভাবেই আজকে

সরকারী ঋণের ক্ষেত্রে নানা জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই আজকে আমার মূল বক্তব্য হল এই যে আজকে যদি সত্যিই আমরা কো-অপারেটিভ দিয়ে জনসাধারণের উপকার করতে চাই, জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থাকে ভাল করতে চাই, তাহলে, তারা যাতে অত্যন্ত সহজভাবে লোন পায় সেদিকে নজর দেওয়া আবশ্যক। আজকে তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ কো-অপারেটিভ থেকে পাবে সেদিকে আমরা প্রায় ক্ষেত্রেই দেখতে পাই যে এই কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সরকার তার দলীয় লোকদিগকে পোষ্‌তে চাইছে এবং তাদেরকে নানাভাবে কিছু একটা পাইয়ে দেওয়ার জন্যই যেন এই কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট করা হয়েছে। আমি মনে করি যে এই সরকারের এই সমস্ত মনোভাব এবং ধারণা ত্যাগ করা উচিত এবং ত্যাগ করে যাতে সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরার জনসাধারণ ও কৃষক এর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। সেজন্য বলছি যে ডিপার্টমেন্টকে আজকে যে অবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে সেটার পরিবর্ত্তন করা দরকার। আর তা না হলে পরে এই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যেসব কেলেংকারী আছে সেগুলি দিনের পর দিন আরও দানা বেধে উঠবে এবং এক দিন না একদিন জন সমক্ষে প্রকাশিত হয়ে উঠবে। অবশ্য সেই সব কেলেংকারীর কথা ঘন্টার পর ঘন্টা বলেও শেষ করা যাবে না। এখানে অনেক রকমের কো-অপারেটিভ আছে, যেমন মার্কেটিং কো-অপারেটিভ, ভিলেজ কো-অপারেটিভ আরও কত কি তা বলে শেষ করা যাবে না। মনে হয় দিনের প্রয়োজনে বুঝি এসব কো-অপারেটিভগুলি রাতারাতি গজিয়ে উঠেছে। আর এগুলির মাধ্যমে প্রতি বছরেই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে. কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই টাকা খরচ করা হচ্ছে তার কোন কিছুর সফল রূপায়ণ হচ্ছে বলে, এই সব দেখে আমার বোধগম্য হয় না। যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে কো-অপারেটিভ থেকে বিশেষ কোন কাজের জন্য গুদাম তৈরী করা হল, অথচ সেটা গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত না হয়ে বছরের পর বছর এমনিতে পড়ে রইল, এই ধরণের কোন কাজ করার যে কি সার্থকতা আছে. আমি অন্ততঃ সেটা বুঝে উঠতে পারি না। এই রকম হাজার রকমের ঘটনার কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে পারি, কিন্তু আমার সময় অল্প, তাই ঐসব বিষয়ের উল্লেখ করতে যাচ্ছি না। আজকে আমরা যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আছি সেটাকে যদি পরিবর্ত্তন করতে হয়, তাহলে তার জন্য কি ধরণের প্রসেস আমাদের গ্রহণ করতে হবে- সেটা আগে থেকে বেশ ভালভাবে সুস্থ মস্তিষ্কে বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে এবং পরে তাকে ইম্‌প্লিমেন্টেশান করতে হবে। তা না হলে তাড়াহুড়া করে আমরা যদি কিছু করে ফেলি তাহলেই যে সব হয়ে যাবে এমন কোন কথা নেই। তাই আমি হাউসের সামনে আমার একটা কনস্ট্রাক্টিভ প্রস্তাব রাখতে চাই, সেটা হল আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত এলাকাতে এই কো-অপারেটিভের মাধ্যমে কৃষক বা অন্যান্য যারা আছে তাদেরকে যে লোন দেওয়া হয়েছে, সেগুলি আদায় করা যাচ্ছে না, সেগুলিকে মুকুব করে দিয়ে নূতনভাবে যদি আর একটা কো-অপারেটিভ ষ্টার্ট করা যায়, লিমিটেডভাবে, সেদিকে আমাদের এখন থেকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আর এখানে অবশ্য একটা বিরাট অঙ্ক দেখতে পাচ্ছি—সেটা হল কো-অপারেটিভ এডুকেশন নামক একটা খাতে। এই খাতে গত ১৯৬৮-৬৯ সালে ধরা হয়েছিল ৫০ হাজার টাকা, আর রিভাইস্‌ড বাজেটে পরে ধরা হয়েছিল ১ লক্ষ টাকা। এবারও আবার দেখছি যে ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেটে ধরা হয়েছে ১ লক্ষ টাকা। আমি

জানি না এই কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট কি শুধুমাত্র প্রচারের মাধ্যমে তার সমস্ত কাজকর্ম শেষ করে কিনা। নামটা রাখা হয়েছে বেশ সুন্দর—সেটা হল কো-অপারেটিভ এডুকেশন। অর্থাৎ কো-অপারেটিভ যারা করবে, তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য বা ট্রেনিং ইত্যাদি দেওয়ার জন্যই মনে হয় এটা রাখা হয়েছে। প্রথমে আমরা দেখেছিলাম যে এই কো-অপারেটিভ শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটা কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন ছিল, সেই ইউনিয়নের যে সমস্ত টেবিল চেয়ার এবং অন্যান্য যা কিছু ফার্নিচার ছিল, সেগুলি কোন এক বিশেষ কংগ্রেসী সদস্য বা বিশেষ কোন কর্মীর বাড়ীতে পরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আবার সেগুলি নিয়ে যাওয়ার ফন্দিটাও ছিল বেশ ভাল। আগে যেখানে এই কো-অপারেটিভ ইউনিয়নটি ছিল সেটি এখন যেখানে বটতলাতে সি, পি, এম্ এর অফিস আছে তার মধ্যে নেওয়া হল, কিছু দিন সেখানে রাখার পর ঐ সব ফার্নিচারগুলি যে এখন কোথায় নিয়ে যাওয়া হল তা বলা মুস্কিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এই যে অফিস বা যে একটা কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন করে তার মধ্যে যেভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হল তারপরে সেটা যে কোন রাঘববোয়ালের পেটে গেল তার সম্পর্কে কোন কিছু বলা আমার পক্ষে মুশকিল। আর এই শিক্ষা যে কোন পদ্ধতিতে দেওয়া হয় সেটাও আমাদের কাছে কিছুই জানা নেই। আমরাও গ্রামাঞ্চলে ঘুরি. সেখানেও অনেক কো-অপারেটীভ আছে, সেগুলি সম্পর্কেও আমরা কম বেশী খবরাখবর রাখি, কিন্তু সেই শিক্ষা পদ্ধতিটা যে কি বা সেখানে কিভাবে যে টাকা পয়সা খরচ হয়, সেটা রুলিং পার্টির যারা মিনিষ্টার তারাই বলতে পারেন। কাজেই আজকে যদি এই কো-অপারেটিভের মাধ্যমে তাদের দলীয় লোককে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, এই প্রসঙ্গে যেমন আমি প্রিয়দাস চক্রবর্ত্তীর কথা বলতে পারি এবং আরও অনেকের বলতে পারি, অর্থাৎ কিছু তাদেরকে পাইয়ে দেওয়া যদি এই কো-অপারেটিভের উদ্দেশ্য হয় তাহলে এই দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির কোন পরিবর্ত্তন হবে না এবং সেটা সম্ভবও নয়। তবে আমি এখন বলতে পারি যে সেই অফিস বা ইউনিয়নের যে সমস্ত ফার্নিচারগুলি ছিল, শেষ পর্য্যন্ত নাকি ঐ প্রিয়দাস চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে নিয়ে ঢুকানো হয়েছিল। এরপরে ঐগুলির আর কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। সেজন্য আমি বলব যে এইভাবে না করে আমাদের ত্রিপুরার সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এবং অগ্রগতির জন্য এই ডিপার্টমেন্ট এর মাধ্যমে যেসব সাহায্য সহায়তা করা দরকার বা উচিত, সেদিকে আমাদের নূতনভাবে চিন্তা করা দরকার বলে আমি মনে করি। এর বেশী আমি আর ডিটেল্সে যাচ্ছি না, কেননা, আমি আগেও বলেছি এই ডিপার্টমেন্টের কেলেংকারীর কথা ঘন্টার পর ঘন্টা বল্লেও শেষ করা যাবে না। এই কো-অপারেটিভগুলির দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে পরে কি দেখব, দেখব যে প্রায় সমস্ত কো-অপারেটিভগুলিই আজকে একটা ডেড-লক অবস্থায় এসে পড়েছে এবং তার যে হেড অব ডিপার্টমেন্ট সেটাও আজকে একটা ঢিমাতেতালীর মত অবস্থায় চলছে।

কাজেই এই অবস্থার একটা পরিবর্তন যদি করতে হয়, এটা নূতন ভাবে চিন্তা করা দরকার। এই ব্যাপারে কোন রকম পার্টি পলিটিক্স না করে, সামগ্রিকভাবে কিভাবে কাজ

করলে পরে সমগ্র জনসাধারণের উন্নতি আমরা করতে পারি, অর্থনৈতিক সাহায্য কৃষকদের দিয়ে, মহাজনী দাদনের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে পারি, এইগুলি চিন্তা করা দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রুলিং পার্টির সদস্যের এইসব ভাল কথা শোনার প্রয়োজন নেই। আমি আগেও বলছি, এখনও বলছি যে চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী। ধর্মের কাহিনী বললে কি হবে উনারা শুনবেনা। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে কিন্তু এই সমস্ত টাকা কোন রাঘব বোয়ালের পেটে যাবে বলা মুসকিল। এই অর্থ খরচ হবে ঠিকই কিন্তু এইগুলি মিস ইউজ্‌ড হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অডিট রিপোর্টে বহু অবজেকশান আছে এই বিষয়ে।

মিঃ স্পীকার :—অনারাব্যল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—সামগ্রিক ভাবে জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি, অগ্রগতির কথা চিন্তা করে বর্ত্তমান যে পলিসী, তার পরিবর্ত্তন করা দরকার। আজকে আমি আর ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছি না, কারণ ডিটেল্‌স বলে শেষ করা যাবেনা।

মিঃ স্পীকার :—নাউ, আই কল অন শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ফিনান্স মিনিষ্টার আমাদের কো-অপারেশন ডিমাণ্ডের উপর যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, আমি তার সমর্থন করছি এবং মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর বাবু যে কাট মোশন এনেছেন তার বিরোধিতা করছি। এই ডিম্যাণ্ড সমর্থন করতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীর আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের কো-অপারেটিভ আন্দোলনসম্পর্কে ত্রিপুরার রাজ্যের সামাজিক অবস্থা আমরা দেখছি যে, যারা এখানে এসে নূতন নূতন উপস্থিত হচ্ছেন, তাদের সংগে কোনদিন আমাদের দেখা সাক্ষাত হয় নাই, নূতন নূতন চেহারা, নূতন নূতন চরিত্রের, নূতন নূতন চিন্তা ধারার লোক এই ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমানে বাস করছে। এর ভিতর দিয়েই আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে দৃঢ়তর করার চেষ্টা চলছে। আমাদের এইবারকার এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের রিপোর্টে দেখা যায় বিরাট একটা অংক এই উদ্বাস্তুদের জন্য, সেই টাকার পরিমাণ প্রায় ১৪ লক্ষ টাকার মত এবং ৫০ হাজার টাকা গরীব কৃষকদের অর্থনৈতিক সাহায্য আমরা দিতে পেরেছি। যার দ্বারা আমাদের গরীব কৃষকরা মহাজনদের ঋণ হতে রক্ষা পেয়েছে। একটা জিনিষের প্রতি আমি মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমবায় আন্দোলন চলছে, সেই আন্দোলনকে যে আমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্টা করতে চাই, তার বাধাস্বরূপ দাঁড়িয়েছে আমাদের আইন। কারণ বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে যে আন্দোলন চলছে, ত্রিপুরা রাজ্যে যেন সেটা ঠিক খাপ খাচ্ছে না। ১৯২৫ সালে ব্রিটিশ আমলে যে দৃষ্টীভংগী নিয়ে আইন রচনা করা হয়েছিল, আমরা এখনও সেই আইনের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছি। আজকে ১৯২৫ সালের বোম্বে এ্যাক্‌ট যেটা ব্রিটিশ আমলে রচিত হয়েছিল, সেটা যদি দেখি তাহলে দেখব যে, সেটা এ্যামেণ্ডমেন্ট করতে করতে এমন একটা পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, ওরিজিন্যাল এ্যাক্‌ট তার মধ্যে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমাদের

ত্রিপুরা রাজ্যে সেই আইনটাই চালু আছে। এই আইনের ফাঁকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কো-অপারেটিভ ব্যাংক অনেকগুলি কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে ঋণ দিয়েছিল, ঋণ দেওয়ার পর তাদের নামে সার্টিফিকেট কেস্ হয়েছে সেই টাকাটা আদায় করার জন্য, কিন্তু যারা আদায় করবে তারা হচ্ছেন এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের রেভিন্যু অফিসার, কো-অপারেটিভের সংগে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। সার্টিফিকেট কেস্ হওয়ার পর অনেক টাকা আদায় হয়েছে এবং জমা হয়েছে। কিন্তু খোঁজ করতে গেলে দেখা যাবে, এই টাকা কার নামে জমা হয়েছে সেটার খোঁজ পাওয়া যাবে না। ঐদিকে গরীব সমবায় সমিতির নামে পাঁচ সাত বছর ধরে ঋণের বোঝা চেপে রয়েছে অথচ গরীব কৃষক ঋণ দিয়ে দিয়েছে, এইরকম ভূঁড়ি ভূঁড়ি দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমরা বিধানসভাতে আইনের দোষত্রুটি চিন্তা করে আইনের পরিবর্ত্তন'এর প্রয়োজনীয়তা বোধ করে এই এ্যাসেম্বলীতে একটা রিজল্যুশান আমরা নিয়েছিলাম, সেটা প্রায় দুই বছর হয়ে গেছে, কিন্তু সেই আইন পরিবর্ত্তন হয়ে আজ পর্য্যন্ত বিধানসভায় আসেনি। এই আইনের আওতায় পড়ে এই যে কো-অপারেটিভ মুভমেণ্ট দিনের পর দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাংক থেকে কৃষক টাকা নিতে চায়, কিন্তু সরকারী আইনের আওতায় পড়ে আজকে তারা সার্থকভাবে টাকা নিতে পারছে না। কারণ গভর্ণমেণ্ট থেকে তাদের জমির ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিতে হয়, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সেই ক্লীয়ারেন্স দিচ্ছে না। অথচ দুই বছর আগে এই ত্রিপুরা রাজ্যে ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাংকের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নূতন আইন করা হয়েছে যে, ক্লীয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিতে হলে এফিডেফিড করতে হবে। এই যে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি আছে আমরা বুঝতে পারছি না। তাই মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে আমার আবেদন যে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষক সমাজ এগিয়ে আসছিল, সেই জায়গায় এই আইনের ফলে তারা আজকে আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছে। তাই এদিকে মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমরা দেখতে পাই যে সমবায়ে যারা উদ্যোক্তা হয়ে এগিয়ে আসছেন, আইনের মার প্যাচের দরুণ তারা সেটা করতে পারছে না। তাদের একটা পাঁচ সাত মাসের কোর্স আছে, এডুকেশান থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা গেছে এই যে শিক্ষার ব্যবস্থা সেটা আজও প্রসার করেনি। এই একটা ইউনিট, সত্যকার নিয়ম কানুন যে কি, কিভাবে করলে ভাল হবে সেই বিষয়ে তারা ওয়াকিবহাল নয়। তার জন্য এটা প্রিন্সিপল বলে গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করেছেন এবং সেইভাবে প্রত্যেক জায়গায় ডিফারেণ্ট টাইপ অব ট্রেনিংএর বন্দোবস্ত করা হয়েছে এবং ত্রিপুরায় তিনটা পরিকল্পনা শেষ করেও, একটা ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়ার পরেও আজকেও দেখা যাচ্ছে সেই রকম ট্রেনিং পাওয়ার মত কোন বন্দোবস্ত সকলের জন্য নাই। যারা হাফ এডুকেটেড লোক আছে তাদের প্রত্যেককে যদি সমবায় সমিতির সংগে জড়িত করা যায় তাহলে নিজেদেরও যেমন লাভ হবে তেমনি কো-অপারেটিভ মুভমেণ্টটাও জোরদার হবে। সত্তিকারের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুভমেণ্ট করার উপায়ের উপর সরকার জোর দিয়েছেন এবং সেটাকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু কো-অপারেটিভের সংগে যারা জড়িত আছেন তাদের পক্ষে প্রেনের

ভাড়া দিয়ে কোন ইনষ্টিটিউশনে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে আসা, এত টাকা খরচ করে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাই আমি এখানে একটা জুনিয়ার কোর্স ট্রেনিংএর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। তাদের না যাওয়ার আরও একটা কারণ হল যে আমাদের সমবায় আইনে প্রত্যেক বছরে অ্যানুয়াল মিটিংটা সার্টেন পিরিয়ডের মধ্যে করতে হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তারা সেটাও করে না। তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে যে আমাদের এখন সময় খারাপ, আমরা আগামী বছর করব। তাদের অ্যানুয়াল মিটিঙের যে কি লীগেল ভ্যালু সেটা তারা বুঝে না, সে সম্বন্ধে তারা ওয়াকিবহাল নয়। সেটা সম্বন্ধে যদি তারা বুঝতো তাহলে পরিচালকমণ্ডলী মিস্‌মেনেজমেন্টগুলি সম্বন্ধেও ধারণা করতে পারতো এবং লুপহোলগুলিও বন্ধ হত। এই কো-অপারেটিভগুলি পরিচালনার ব্যাপারে তাদের শিক্ষার অভাব বলে আমি মনে করি। তাই মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে আমি অনুরোধ রাখছি যে জুনিয়ার কোর্স একটা প্রবর্ত্তন করা যায় কিনা সেই সম্বন্ধে তারা যেন বিবেচনা করে দেখেন। ভারতবর্ষের অনেক রাজ্য এইদিকে দৃষ্টি দিয়েছে, যেমন মাদ্রাজে এবং পাঞ্জাবে এই বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছে। তাদের এই ব্যাপারে একটা বাস্তব জ্ঞান লাভের সুযোগ করে দেওয়া সরকারের উচিত বলে আমি মনে করি। আমার সময় খুব কম। তাই আমার বক্তব্য সংক্ষেপ করে এই ডিমাণ্ডের সমর্থনে এবং কাট মোশনের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কো-অপারেশনে ১২,৩৮,০০০ রাখা হয়েছে। কো-অপারেটিভটা খুবই ভাল, তাতে সন্দেহ নাই। এই কো-অপারেটিভের মাধ্যমে কৃষকদের কৃষিতে উৎসাহ দেওয়া দরকার। সাহায্য করা দরকার এবং যারা ব্যবসায়ী তাদেরও ব্যবসাতে সাহায্য করা এবং যারা ছোট শিল্প ব্যবসায়ী যেমন তাঁত প্রভৃতিতেও সাহায্য করা দরকার, কো-অপারেটিভের উন্নয়ণের দিকে জনসাধারণকে শিল্পের মাধ্যমে যৌথ পদ্ধতিতে যাতে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা গড়ে তোলা যায় সেজন্যই এই কো-অপারেটিভ। কিন্তু যদিও তার উদ্দেশ্য খুব সৎ ও জনসেবা মূলক কিন্তু আমরা বাস্তব দিকে যদি দেখি তাহলে কি দেখব? কো-অপারেটিভ বোধ হয় কয়েকশ হবে ত্রিপুরায়—যেমন কো-অপারেটিভ সোসাইটি, মার্কেটিং সোসাইটি, অ্যাপেক্স মার্কেটিং সোসাইটি এবং সর্ব্বাত্মক সাধক কো-অপারেটিভ সোসাইটি। বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কো-অপারেটিভ আজকে গ্রামে শহরে সব জায়গাতে দেখা যাচ্ছে। যেমন ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি। তার একমাত্র কাজ হল ঋণ দেওয়া। গ্রামের কৃষকদের কৃষিতে সাহায্য করার জন্য এবং সময়মত বীজধান সংগ্রহ করে তার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য মার্কেটিং সোসাইটি ব্যবসায় প্রভৃতির জন্য। তার জন্য দেখছি বড় বড় গোদাম হাজার হাজার টাকা খরচ করে গুদাম করা হয়েছে। কিন্তু এই গুদামগুলি কি উদ্দেশ্যে হয়েছে সেটা জানি না। তবে এইটুকু দেখি যে গুদামগুলি বড় বড় পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার পাশে। এটা জনসাধারণের অর্থের একটা অপচয়। তাদিগকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্য এইগুলি নির্মান করা হয়েছে। সাধারণত গরীব কৃষক যারা তাদের ঋণ তারা সময় মতই পরিশোধ করে আবার গ্রামের মধ্যে যারা অবস্থাপন্ন, বিশেষ করে যারা রুলিং পার্টি

ঘেঁষা তাদের সাত খুন মাফ। আমি দেখেছি স্বচক্ষে জিরানিয়ার কাছে একটা সর্ব্বাত্মক সমবায় সমিতি আছে, সেখানে বেশ কয়েকশ শেয়ার হোলডার যারা গরীব তাদের ঋণ তারা ঠিক ঠিকভাবে পরিশোধ করে। অন্যদিকে রুলিং পার্টি ঘেঁষা লোকদের ঋণ পরিশোধের নাম নাই। এই যে জনসাধারণের অর্থ কিভাবে অসৎউপায়ে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সেটা জনসাধারণের কাজে না লেগে মুষ্টিমেয় কয়েকজন দুর্নীতিবাজ তারাই এই সুযোগগুলি গ্রহণ করছে। মূলতঃ গ্রামের কৃষকদের জন্য যে এই কো-অপারেটিভ তারা কিন্তু এর কোন সাহায্য পাচ্ছে না। এই যে দুর্নীতি চলছে সেটা হল তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কর্ম্মচারীদের প্রমোশন, তাদের বদলী প্রভৃতির ক্ষেত্রেও আমরা কি দেখি? সেখানেও চলছে দুর্নীতির অবাধ রাজত্ব। সেখানকার কর্তা যারা তারা যদি মন্ত্রী মহোদয়দের প্রিয় ভাজন হন, তাহলে তো কোন কথাই নাই। আমি সমাচার পত্রিকার একটি খবর তুলে দিচ্ছি। "কেন বিক্ষোভ? সমবায় দপ্তরে মামা ভাগ্নের সুবর্ণ রাজত্ব আর কতদিন চলবে? গত ২০ বৎসরে সরকার তার অপরিনামদর্শিতামূলক যে রাজত্ব চালাচ্ছেন, একটা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে যে এতবড় একটা দুর্নীতি চলতে পারে সেটা শুধু কংগ্রেসের কলঙ্ক রচনাই করে রাখবে। ভবিষ্যতে এই কলঙ্ক জনসাধারণ দেখবে। আমরা চাই যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে এই কো-অপারেটিভটা গড়ে উঠুক। কিন্তু তার ভিতর অগণতান্ত্রিক উপায়ে এই যে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের বড় কর্ত্তাদের যে ভাগ্নে শ্যালক তাদের প্রমোশন দিয়ে যে দুর্নীতি চলছে এটার একটা সুরাহা হওয়া দরকার। তারা গণতন্ত্রের মহিমা কীর্ত্তন করে চলেন, কিন্তু বদলী ইত্যাদি ক্ষেত্রে কেন এইসমস্ত গণতন্ত্রের কীর্ত্তন হয় না? কেন জনসাধারণের বিলি বণ্টনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়? এই দুর্নীতি বন্ধ করার ক্ষেত্রে, প্রমোশন প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি চলছে সেখানে কেন স্বেচ্ছাচারিতা, আমলাতান্ত্রিক কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করা হয়। এই অবস্থা চলছে আজকে ২০ বছর ধরে। এই কথাই বলতে চাই যে যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে এই কো-অপারেটিভের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। তারা সমবায় আন্দোলনের কথা বলেন। কিন্তু এই সমবায় আন্দোলন গরীব কৃষকদের আরও বেশী শোষণ করার আন্দোলন কিনা জানি না। আমার মনে হয় যে এই আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলন নয়, এই আন্দোলন গরীব জনসাধারণ ও কৃষকদের আরও বেশী করে শোষণ করবার আন্দোলন। এই আন্দোলন হচ্ছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন দুর্নীতিবাজ ও স্বার্থান্বেষী মানুষের আন্দোলন এবং অন্য যারা সমাজের অপেক্ষাকৃত গরীব তাদেরকে ঠকিয়ে চলছে। তাই আমি বলতে চাই যে আজকে এখানে যে শাসক পার্টি, এই শাসক পার্টির দুর্নীতি ও শোষণ বন্ধ না হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে যারা দেশের অগণিত শোষিত জনসাধারণ, তাদের বাঁচার পথ ক্রমশঃ রুদ্ধ হয়ে আসবে। সেজন্য আমি এই হাউসের সামনে আবেদন রাখতে চাই এবং বর্ত্তমানে যে সরকার আছে তাকে সতর্ক করে দিতে চাই যে আজকে যে ভাবে কর্ম্মচারী ও খেটে খাওয়া মানুষদের উপর অবিচার চলছে এবং কৃষকদের উপর যেভাবে অবিচার চলছে, সেই অবিচার একদিন না একদিন অবসান হবে। আর সেদিন যে খুব দূরে নয়, সেটা তাদের বুঝা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—নাউ, আই উড কল অন অনারেবল মেম্বার শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জি। ইউ আর অলসো রিকোয়েষ্টেড টু কনক্লুড ইউর স্পীচ উইদিন ফাইভ মিনিটস।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এখানে কো-অপারেটিভ সম্পর্কে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি এবং সেই সংগে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে সব কাট মোশান এনেছেন, আমি তার বিরোধীতা করছি। আজকে এখানে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু যেভাবে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে সরকারের অপচেষ্টার যে সব কথা বল্লেন তার সমন্ধে আমি দুই একটি কথা আমাদের বক্তব্যের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করব। সেটা হল আজকে আমরা যদি আমাদের এই দেশকে সমাজতন্ত্রবাদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে আমাদের যে কো-অপারেটিভ আছে সেটাকে যাতে পারফেক্টলী গড়ে তোলা যায়, সেদিকে আমাদের প্রথমে মনোযোগ বা নজর দেওয়া দরকার। অতীতের অনেক কাজের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের মন্ত্রীপরিষদের নিকট জনসাধারণ যে আশা আকাঙ্খা নিয়ে এই কো-অপারে-টিভের উন্নতি দেখতে চেয়েছিল, তা তারা আজও দেখতে পায়নি। মন্ত্রী পরিষদের শুভ ইচ্ছা থাকলেও তাদের পক্ষে সেই কাজকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভবপর হয়নি কেননা একটা জিনিষ আমি প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পেয়েছি, সেটা হল গোবিন্দপুরের মার্কেটিং ক্রেডিট সোসাইটি। সেটা পরিচালনা করেছিল যারা কমিউনিষ্ট তারা, অথচ সেটার পরিচালনায় যে গাফিলতি হয়েছিল, সেজন্য মাননীয় সরকারকেই অনুযোগ দিয়েছেন। তারা সেখানে কিভাবে কৃষি ঋণ দান সমিতির নামে জনসাধারণকে বঞ্চিত করেছিলেন এবং সেই কো-অপারেটিভের যিনি প্রেসিডেণ্ট তিনি তো তাদেরই দলের একজন নেতা, দীর্ঘদিন যাবত তিনি সেটা পরিচালনা করেছিলেন। তার সবকিছু যদি আমরা আজকে যাচাই করে দেখি, তাহলে দেখব যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের মন্ত্রী পরিষদ এই সোসাইটি করেছিলেন, তাকে তারা কিভাবে বানচাল করে দিয়ে একটা ব্যবসায়িক মুনাফাখোর মনোবৃত্তি নিয়ে সেটা চালিয়েছিল, আজও তাদের সেই মনোবৃত্তি বেশ একটা অব্যাহত গতিতে চলছে। কাজেই শুধুমাত্র বড় বড় কথা বলে সতীপনা দেখানো যায়, কিন্তু সেই সতীত্বের পরাকাষ্ঠা নিজেদেরও সমালোচনা করা দরকার। বাস্তব ক্ষেত্রে সেগুলি প্রয়োগ করে, সমালোচনা করা দরকার। আমাদের এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এখানে সমালোচনা করার অধিকার আছে, কাজেই তারা যা খুসী তাই সমালোচনা করবেন এটা কখনও হয় না। সেই সমালোচনা হতে অত্যন্ত বাস্তব ভিত্তিক। কাজেই কোন কাজ করতে গেলে যদি কোন ভুল ত্রুটি থাকে তাহলে সেটাকে সংশোধন করার ব্যবস্থা এখানে আছে। আর তারই জন্য এই গণতন্ত্রের এত পূজা। সেজন্য যারা এই গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে না, তারা কখনও এর মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারবেন না। কাজেই তাদের মুখে এই বড় বড় কথা সাজে না। আমি এই কো-অপারেটিভ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আরও কয়েককটি কথা রাখছি। সেটা হল আমাদের মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি উদ্দেশ্য হল কৃষকদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য তাদের যে সমস্ত উপকরণ প্রয়োজন যেমন বীজ ধান, সার এবং আরও অন্যান্য যেসব জিনিষ তাদের দরকার সেগুলি যাতে তারা উচিত মূল্যে পেতে পারে বা তাদের মধ্যে উচিত মূল্যে বিলি করা ইত্যাদি এবং সেই অসহায় কৃষক তাদের উৎপন্ন

যেসব জিনিষ আছে, সেগুলিরও যাতে ন্যায্যমূল্য পেতে পারে এবং তার থেকে যাতে বঞ্চিত না হয়, তারা যাতে সেগুলির ঠিক ঠিক মূল্য পায় তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু আমি দেখি যে এই ম্যার্কেটিং সোসাইটিগুলি তাদের সেই ভূমিকা থেকে অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত। এবং মার্কেটিং সোসাইটিগুলি দেখা যায় যে মূলতঃ ব্যবসায়িক ক্রয় বিক্রয়েতে সব সময় ব্যস্ত আছে। আমাদের কো-অপারেটিভের যে মূল উদ্দেশ্য, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের মন্ত্রী পরিষদ জনসাধারণের আশা আকাঙ্খাকে রূপায়িত করবার জন্য এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অনেক কো-অপারেটিভ গড়ে তুলেছিলেন, তার স্বার্থকতা এবং রূপায়ন ঠিক ঠিক হয়নি। তাই আমার দুঃখ লাগে যে এই বাজেটের মধ্যে সুপারেন্টেণ্ডেণ্ট কষ্ট ধরা আছে ৩.৭০ লক্ষ টাকা আর গ্রেণ্ট-ইন-এইড হল ৩.৭৬ লক্ষ টাকা। যেখানে এত বড় একটা ব্যয় একটা ডিপার্টমেণ্টের উপর ন্যস্ত সেখানে দেখতে পাই যে জাতির যেটা প্রেটিন খাদ্য এবং জাতির যে অন্যান্য সমস্যা এগ্রিকালচারের দিকে লক্ষ্য রেখে কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারেল ফার্মিং গড়ে তুলতে পারেন নি এবং পারেন নি একটা পল্ট্রি ফার্ম গড়ে তুলতে। তাই আমার দুঃখ হয় এটা ত্রিপুরার বিভিন্ন সমস্যা এবং এই সব সমস্যার সাথে সংগতি রেখে যারা মুনাফাখোর তাদের হাত থেকে আমাদের জনতাকে রক্ষা করবার জন্য যে মহান উদ্দেশ্য তাকে যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে রূপায়ণ না করতে পারি তাহলে আমাদের সমাজতান্ত্রিক দেশ গড়ার যে কল্পনা সেটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভবপর হবে না। তাই আমি এখানে অনুরোধ রাখব এই যে মৃতপ্রায় কো-অপারেটিভগুলি, যেগুলি গ্রামে শুধু সেবা সমবায় হিসাবে আছে, বর্ত্তমানে সেগুলিকে না দেওয়া হচ্ছে কবর, না তাদের নূতন জীবন গড়ে তোলা হচ্ছে। এর থেকে এদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমাদের এখনই একটা সুচিন্তিত মত অবলম্বন করার জন্য আমাদের মন্ত্রী পরিষদের কাছে আবেদন রাখব। এই মৃতপ্রায় কো-অপারেটিভগুলিকে যদি বাঁচিয়ে তোলা না হয় তাহলে তাদেরকে এখনই লিকুইডেশনে দেওয়া হউক। আর না হয় এটার ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা নবরূপায়ণে সেই কো-অপারেটিভগুলিকে গড়ে তুলবো। আমার সময় কম, তাই বেশী কিছু আমি বলব না। কাজেই আমি এখানে আমার একটা সাজেশান দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব। সেটা হল আমাদের এই কো-অপারেটিভ সম্পর্কে কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য কমলজিৎ বাবু যা বল্লেন যে আমাদের ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে এবং অতীতের কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা ভুলভ্রান্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কো-অপারেটিভকে প্রয়োজন অনুযায়ী এবং সময় অনুযায়ী পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্ত্তিতভাবে সেগুলি যাতে গড়ে উঠতে পারে তারজন্য আমি এখানে আবেদন রাখব। তার সাথে সাথে আর একটি কথা আমি বলব, সেটা হল আমাদের যে পঞ্চায়েত ভিত্তিক নির্বাচন হয় সেই সমস্ত এলাকার মধ্যে একটি করে কো-অপারেটিভ থাকা দরকার নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে দেখা যায় যে পঞ্চায়েত এলাকাগুলির জন্য সেখানকার পঞ্চায়েতের লোকেরা তাদের এলাকার মধ্যে যেহেতু তাদের স্বার্থ জড়িত থাকে সেহেতু তারা সেখানে কো-অপারেটিভ গড়ে তুলতে চায়, এবং সেখানে যে উন্নতি সেটা ঠিক ঠিক ভাবে সেখানে গড়ে উঠে না। এ দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের মন্ত্রী পরিষদ এর কাছে অনুরোধ রাখব যে বোধে

কো-অপারেটিভ এ্যাক্ট এর পরিবর্ত্তন এবং তার পুনর্বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রেখে যেন করা হয়। এই বলে আমি বিরোধী দলে আনীত কাট মোশনগুলির বিরোধীতা করে ডিমাণ্ডের পক্ষে আমার বক্তব্য রেখে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

শ্রীনরেশ রায়ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কো-অপারেটিভ বিষয়ে এখানে যে ডিমাণ্ড এসেছে, সেটা আমি অভিনন্দন সহকারে সমর্থন করছি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থের সমবণ্টনের জন্য মানুষের কাজের যে সিষ্টেম, সেই হল সমবায় এবং তার জন্য সমবায় যে কাজ করছে, সেই কাজের মাধ্যমে কতকগুলি সাফল্যও আমরা দেখতে পাই সেটা হল মহাজনদের কবলে জর্জরিত ছিল সাধারণ মানুষ, সেখানে এই সমবায় সমিতি তাদের রক্ষা করছে। মহাজন যে অতিরিক্ত হারে সুদ নিয়ে সাধারণ লোককে ঋণে জর্জরিত করছিল, তার থেকে এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে তারা রক্ষা পেয়েছে। তারা যে সঞ্চয়ের কথা ভুলে গিয়েছিল, সমবায় সমিতি তাদের সঞ্চয়ের দিকে আকৃষ্ট করেছে। আমরা দেখতে পাই কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের বীজ, সার, যন্ত্রপাতি দিয়ে সমবায় সমিতি সহায়তা করছে এবং সেই দিক দিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করেছে, কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্রশিল্পের দিক দিয়ে যেখানে কুটির শিল্প ঋণে জর্জরিত ছিল, এই সমবায় সমিতি তাদের ঋণ মুক্ত করতে পেরেছে এবং দেশের মধ্যে কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উৎসাহ বৃদ্ধি করার সহায়তা করেছে। মানুষের মধ্যে যে একটা বিরোধী মনোভাব ছিল, এই সমবায় সমিতির মধ্যে এসে তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসতে শিখেছে, পরস্পরকে সহায়তা করতে শিখেছে। সাধারণ মানুষ জানতনা ব্যবসা বানিজ্য কি. কিন্তু সমবায় সমিতির মাধ্যমে তাদের মনে ব্যবসার মনোবৃত্তি জাগল এবং তারা নিজেদের ব্যবসা পরিচালনা করে কিভাবে বাঁচতে হবে সেটা তারা শিখতে পারল। মানুষের নৈতিক চরিত্রের অনেকটা উন্নতি লাভ করেছে। পরস্পরের মধ্যে যে কলুষতার মনোভাব নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল, সেখানে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সেটা দূরীভূত হয়েছে। এই সমস্ত সাফল্য সত্বেও আমরা দেখতে পাই সমবায় সমিতির মাধ্যমে যতটুকু অগ্রসব হওয়া প্রয়োজন ছিল ততটুকু হয়নি, সেটা যেন একটা লিমিটের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বিরাজ করছে। সেটা কিসের জন্য হচ্ছে সেই দিকে আমি দুই একটি পয়েন্ট এখানে রাখছি। প্রথম হল কৃষি ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির মাধ্যমে যে ঋণ দেওয়া হয় সেটা বিশেষভাবে আবদ্ধ। যেখানে স্বল্প মেয়াদী বা মধ্য মেয়াদী ঋণ কৃষিতে দেওয়া হয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে দেখতে পাওয়া যায় এতদিন পর্য্যন্ত যে ঋণ দেওয়া হয়েছিল, সেটা ঠিক ঠিকভাবে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যয়িত হচ্ছে কিনা সেইদিকে লক্ষ্য ছিলনা, যার জন্য ফসল উৎপাদনের নাম দিয়ে কৃষক ঋণ নিয়ে ফসল উৎপাদনে ব্যয়িত না করে অন্য কাজে ব্যয় করেছে। ফলে যে সমস্ত ঋণ সমবায় সমিতির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি ঠিক ঠিকভাবে আদায় হয় নি। মানুষের মনে আজকে সেইজন্য একটা নৈরাশ্যের ভাব জেগেছে। তারপর ক্রয় বিক্রয় সমিতি-গুলির মাধমে যে ঋণ দেওয়া হয়েছে, সেই সমিতিগুলি লক্ষ্য রাখে নাই, একটা ঋণ দেওয়ার পর কিভাবে ঋণ গ্রহিতা খরচ পত্র করে এবং ঠিক ঠিকভাবে খরচ করে কি না। এইভাবে তারা পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেনি যার ফলে সেগুলি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। তাছাড়া বড় কথা হচ্ছে আমাদের এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি আছে, ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, এইগুলি যে মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে ঋণ দিত সেটা অল্প

পরিমাণ, তাতে কৃষির চাহিদা অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনা। ইদানিং কো-অপারেটিভগুলি ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়ার কথা আছে, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ আনতে কৃষকদের যে হয়রানি ভোগ করতে হয় সেটা তাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের হাউসে ৩৩ জন মেম্বারের মধ্যে ১১ জন উপস্থিত থাকার কথা, সেই জায়গায় আমাদের বর্ত্তমানে কোরাম আছে কি না ?

মিঃ স্পীকার ঃ—ইয়েস। গো অন।

শ্রীনরেশ রায় :—আর এই কো-অপারেটিভের ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে আমাদের মানুষের মধ্যে ঐক্যের অভাব আমরা দেখতে পাই এবং নৈতিক চরিত্রেরও অভাব রয়েছে, এই সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যই হয়তো কো-অপারেটিভগুলি ঠিক ঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারছে না।

Mr. Speaker :—Now I call on Shri Tarit Mohan Das Gupta.

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই কো-অপারেশন বাজেটকে সমর্থন জানাতে গিয়ে আমার অনেক বক্তব্য রাখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এরপর আমাদের অনেক বিজনেস রয়ে গেছে, সেইজন্য আমি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য এখানে কাট মোশানের মাধ্যমে বলেছেন যে সাবসিডাইজড স্কীমের জন্য অর্থ বরাদ্দ কম হয়েছে। কিন্তু তিনি বাজেট যদি দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন প্রত্যেকটি আইটেমের মধ্যে সাবসিডি পেতে পারে সেই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং যেভাবে কো-অপারেটিভের কাজ চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কোন অবস্থাতেই এটা কম বলা যায় না। ভিলেজ সোসাইটিগুলির জন মেনেজারিয়্যাল গ্র্যাণ্ট রাখা হয়েছে ৫০ হাজার টাকা, ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কের জন্য মেনেজারিয়্যাল গ্রাণ্ট রাখা হয়েছে ৯ হাজার টাকা, প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ এডুকেশানের জন্য রাখ হয়েছে ১ লক্ষ টাকা, প্রাইস ফ্লাকচুয়েশান এণ্ড আদার ফাণ্ডসের একটা লাম্প সাম গ্র্যাণ্ট রাখ হয়েছে ১০ হাজার টাকা, এপেক্স কো-অপারেটিভ, তারজন্য রাখা হয়েছে ৪০ হাজার টাকা এইভাবে যদি দেখা যায়, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে প্রত্যেকটি আইটেমের জন্য কো-অপ রেটীভ সেক্টারে, যেখানে উইকনেস থাকে, তাদের সাহায্যের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থের বরা রাখা হয়েছে। সেইদিক দিয়ে ম্যাচিং গ্র্যাণ্টের কমতি নেই। কাজেই উনি যে বক্তব্য রেখেছে তা ঠিক নয়। মাননীয় সদস্যরা যে আইনের কোন কোন ধারা, কোন কোন ক্ষেত্রে এ্যামে মেণ্টের কথা বলেছেন, সরকার এই বিষয়ে সজাগ আছেন, তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন এ তারপর যা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এই বিষয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হয়, তা তারা নেবেন। মানন সদস্য সমালোচনা করতে গিয়ে হঠাৎ প্রিয়দাস চক্রবর্তী মহাশয়ের নাম এখানে টেনে আনলে কথায় আছে যাকে দেখতে নারি, তার চরণ বাঁকা। কাজেই একটা লোক যিনি হাউসে উপস্থিত নেই, তার সম্পর্কে তিনি একটা ইনসিনিউয়েশান এখানে টেনে আনলেন। এখন যে মাচিং গ্র্যাণ্ট দেওয়া হচ্ছে পূর্ব্বে সেটা দেওয়া হতনা কো-অপারেটিভের সদস্যদিগকে তখন চাঁদা তুলে সেইসব কো-অপারেটীভ ইউনিট চালাতে হত। কাজেই সেইক্ষেত্রে অনেকে এই অফিস চালা-বার জন্য নিজেদের চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি দিয়ে হয়ত সাহায্য করেছেন। বটতলা যে ইউনিটট

ছিল, সেই ইউনিটের যে মেনেজিং কমিটী তার হয়তো সেফকাষ্টডির জন্য তার বাড়ীতে সেই সব জিনিষপত্র রেখে থাকবেন এবং সেটা যখন সরে যায়, তখন সেগুলি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্রীপ্রিয়দাস চক্রবর্ত্তী সমাজের অনেক কাজ করেছে, ব্যক্তিগতভাবে অর্থ দিয়েও তিনি সাহায্য করেছেন, কাজেই প্রকাশ্য দিবালোকে কো-অপারেটীভের চেয়ার টেবিল তার বাড়ীতে রাখার প্রয়োজন পড়েনা এবং তার বাড়ীতে এই ধরণের ফার্নিচারের কমতি নেই, তার বাড়ীতে গেলেই দেখতে পাবেন। তিনি যে এই বিষয়ে জানেন না তা নয়, কিন্তু যেহেতু তাকে কিছু গালাগাল করতে হবে, তারই জন্য হয়তো এইসব কথা তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন। কাজেই ভবিষ্যতে এই ধরণের কথা, যে লোক এখানে উপস্থিত নেই, তার সম্পর্কে এই ধরণের ইনসিনিউয়েশন না করার জন্য তাকে অনুরোধ করব। আজকে গ্রামীন উন্নয়নের জন্য কিভাবে কো-অপারেটিভগুলি সফলকাম হতে পারে সেই দিক থেকে আমাদের চিন্তা করে দেখা দরকার। তার কারণ হচ্ছে কো-অপারেটিভটা এমন একটা জিনিষ যেটা জনসাধারণের সহযোগিতার উপর শুধু নির্ভর করে। কাজেই কোন লোক যদি মনে করেন যে কো-অপারেটিভটা এমন একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে শুধু সরকার থেকে টাকা দেবে তাহলে সেটা তার ভুল। যেখানে প্রয়োজন সেখানেই শুধু সরকার থেকে সাহায্য করা হবে। কাজেই কো-অপারেটিভ জিনিষটাকে এমনভাবে দেখতে হবে যেখানে জনসাধারণ নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে এর দ্বারা উপকার পাবেন এবং তার জন্য যদি সরকারের কাছ থেকে টেকনিক্যাল সাহায্য নিতে হয় তাহলে সরকারও তা দিতে চেষ্টা করবেন এবং যদি এর জন্য রিসার্চ ওয়ার্কের প্রয়োজন হয় তাহলে সরকার সে সাহায্যও দিতে চেষ্টা করবেন। যেখানে ঋণের প্রয়োজন হয় সেখানে সরকার ঋণও দিবেন। তার জন্য কো-অপারেটিভ মর্গেজ ব্যাঙ্ক করা হয়েছে। বিষয়টা যত কঠিনই হোক সমবায়ের সাহায্যে সমস্যাগুলির ধাপে ধাপে দূরীভূত করার চেষ্টা করছি এবং সেই চেষ্টা অনবরতই চলছে। আর একটা বিষয় বলেছেন কর্ম্মচারীদের প্রমোশন এবং বদলীর ব্যাপারে। সমস্যাটা খুব ডিলিংকোয়েন্ট। যদি বেসিক কোন অভিযোগ থাকে তাহলে সরকার নিশ্চয়ই সেটা দেখবেন এবং তার মধ্যে কিছু কিছু লোকের কিছু কিছু গ্রিভেন্সও থাকতে পারে। থাকা অসম্ভব কিছু নয়। কাজেই সেটাকে ভালভাবেই দেখতে হবে। যদি বিষয়টা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয় তাহলে সেটা নিশ্চয় অভিপ্রেত নয়। তবে আমি যতটুকু জানি প্রমোশন এবং বদলী একটা প্রিন্সিপালকে অনুসরণ করেই করা হয়। যদি কারো বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নাও থাকে তাহলেও অনেক সময় সরকার বদলী করেন পাবলিক ইন্টারেষ্টে। কাউকে স্পেশাল ফ্যাভার দেখানো হয় না। তার এফিসিয়েন্সীর মূল্য অবশ্যই প্রমোশনের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। কাজেই সেই দিক দিয়ে কো-অপারেটিভের যে নিজস্ব ভূমিকা আছে সেটাকে অবহেলা করা যায় না। সেই ভূমিকাকেই এই বাজেটের ভিতর দিয়ে সরকার পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে চান এবং তারি জন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি।

Mr. Dy. Speaker :—The discussion on the demand is over. There is one cut motion on Demand No, 19, moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—Mismanagement of grant in aids subsidised schemes. I shall first put the cut motion to vote.

(The cut motion was put to vote and lost by voice vote).

Mr. Dy. Speaker :—Now I am putting the main Demand to vote that a sum not exceeding Rs. 12,46,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 19 Co-operation.

(The Demand was put to vote and passed by voice vote).

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on Hon'ble Minister Shri T. M. Dasgupta to move the Demand No. 25—Electricity Schemes and Demand for Grant No. 40—Capital Outlay on Electricity Schemes to-gether·

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 40.88,000/- [inclusive of the sums specified in Clumn 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 25 – Electricity Schemes.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, on recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,36,45,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 40 Capital Outlay on Electricity Schemes.

Mr. Dy. Speaker :—I would now call on Shri Aghore Deb Barma to move his cut motion.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়. এখানে আমার একটা কাট মোশন্ আছে ডিমাণ্ড নং ২৫এ। সেটা হল—Mismanagement for proper maintenance of power supply station at Agartala as well as in other sub-division. এখানে ৪০,৮৮,০০০ টাকা রাখা হয়েছে। এখন আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু হল মিস্ম্যানেজমেন্ট। মিসমেনেজমেন্টটা কি রকম? বহুদিন ধরে যে ডিজেল ইঞ্জিনটা এখানে পাওয়ার সাপ্লাই করছে কর্তৃপক্ষ ভাল করেই জানেন যে তার আয়ুষ্কাল আর বেশী নেই। যে কোন মুহূর্তে এটা শেষ হয়ে যেতে পারে এবং সারাটা টাউনে ডেডলক সৃষ্টি হতে পারে এই সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ যে জানেন না এমন নয়। এটা নিয়ে বহুবার আলোচনাও হয়েছে এবং উর্ধতন কতৃপক্ষকে জানানোও হয়েছে। স্যার, কোরাম নাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—কোরাম আছে। ১০ জনে কোরাম হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমি তো জানি ১১ জনে কোরাম হয়। যাই হোক এই সমস্ত বিষয় বহুবার উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এবং এই সম্পর্কে বহুবার আলোচনাও হয়েছে।

মিসম্যানেজমেন্টা কি রকম, সেটা হল আমাদের যে মেসিনটা আছে তার যে শক্তি আছে, সেই শক্তিতে সেটা কতদিন চলবে, এবং তার যে একটা প্রপার মেনটেইনান্স দরকার, সেদিক দিয়ে কোন কিছুই করা হচ্ছে না। এইভাবেই চালানো হচ্ছে, এর ফলে এই মেশিনটা খারাপ হয়ে যায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার মনে হয় যে, হাউসের মধ্যে এখন কোন কোরাম নাই, এই অবস্থায় এই হাউস চলতে পারে কিনা, সেজন্য আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ স্পীকার—The Rule 18 of the Rules of Procedure is that the quorum to constitute a meeting of the Assembly shall be ten members including the Speaker or the Presiding Member.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—স্পীকার স্যার, আমরা আগে ছিলাম ৩০ জন সদস্য এখন তো সেটা বেড়ে ৩১ জন হয়েছি, কাজেই এই অবস্থায় ১১ জন হওয়ার কথা ইনক্লুডিং স্পীকার বা প্রিসাইডিং অফিসার। সে যা হউক বর্ত্তমানে যে অবস্থা চলছে, তাতে খুব বেশী ঘটনা দিয়ে বলার কোন দরকার নেই। কারণ আমাদের এই এ্যাসেম্বলী প্রথমে যেদিন সুরু হয়েছিল, সেদিন থেকে লাইটের যে একটা ভেল্কীবাজী আরম্ভ হয়েছে তাতে এখানে সারাদিন বসে থাকাটা যেন একটা পানিসমেণ্ট, কেননা, লাইট হঠাৎ জ্বলবে আবার নিভবে, এই অবস্থায় যদি সারাদিন এখানে বসে থাকা যায়, তাহলে পরে দিনের শেষে ব্রেইন এটাক করে, এবং মাথা ও চোখের যন্ত্রনায় আর এখানে বসে থাকা অনেক সময় সম্ভব হয় না, সেজন্য আমি বলছিলাম যে এখানে সারাদিন বসে থাকাটা যেন একটা পানিসমেণ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই মনে হয় এই অবস্থার যে একটা প্রতিকার করার প্রয়োজন আছে, সেটা তারা মনে করেন না। এই মিসম্যানেজমেণ্ট এক দিন দুই দিনের নয়, এটা গত কয়েক মাস ধরে চলছে এবং আরও যে কতদিন চলবে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা ভালভাবে বলতে পারবেন। যদিও মেসিনটার একটা লিমিটেড ক্ষমতা থাকে পাওয়ার দেওয়ার, এটা সবাই জানেন, কিন্তু কর্ত্তাব্যক্তিদের খুশী করার জন্য যেসব নূতন নূতন ফ্লাওয়ার মিল এবং অন্যান্য মিল বসছে সেগুলির জন্য যথারীতি নূতন লাইন কানেকশান দেওয়া হচ্ছে, সেটা এর বেশী পাওয়ার দেওয়ার ক্ষমতা নেই অথচ সেখানে নূতন কানেকশান দেওয়া হবে। এই ধরনের বহু ঘটনার কথা আমি আগেও এই হাউসের সামনে রেখেছি, আরও অনেক ঘটনার কথা বলা যায়, কিন্তু বলে যে কি লাভ হবে, সেটা তো আপনি নিজেও বুঝতে পারেন। আর বর্ত্তমানে হাসপাতালের মধ্যে যে একটা অবস্থা চলছে, সেটাও আপনারা সবাই জানেন, মাঝে মাঝে সেখানে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, জরুরী অপারেশন কেসগুলি পর্য্যন্ত সেখানে হেল্ড আপ করে রাখতে হয়, এই ধরনের ঘটনা সেখানে হামেশাই চলছে, অথচ এটার যে একটা প্রতিকার করার বিশেষ প্রয়োজন সেটা মন্ত্রীগণ ভাবেন কিনা, আমার সেই রকম কোন ধারণাই হয় না। অবশ্য অনেক সময় শুনা যায় যে মাননীয় মন্ত্রীরা বলে থাকেন যে এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য তারা নাকি রাশিয়া থেকে একটা জেনারেটর আনার জন্য অর্ডার প্লেস করেছেন এবং সেটা আসছে। কিন্তু কবে যে সেটা এসে পৌছাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আসল কথা হল তাদের যে দোষ, সেটা তারা অন্যের ঘারে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন এবং এভাবে তারা তাদের দায় দায়িত্ব

এড়িয়ে যাচ্ছেন। কাজেই এই ধরনের একটা মেশিন এনে এখানে বসাবার জন্য, সেটা যে দেশ থেকেই আনা হউক না কেন, সেই দেশের যারা নাকি এই ব্যাপারে এ্যাক্সপার্ট ইঞ্জিনীয়ার আছেন, তাদের দুই একজনকে এনে যদি এটাকে এখানে বসানো হয় তাহলে সেটা যে ভাল হবে, সেদিকে তাদের কোন খেয়ালই নেই। এখন যে লোক সেখান থেকে আনতে হবে তাকে তো একটা টি, এ, বা ডি, এ, এই জাতীয় কিছু একটা এ্যালাউন্স দিয়ে আনতে হবে, সেদিক থেকে নাকি আমাদের রাজ্য সরকার রাজী হচ্ছেন না। এই জন্য নাকি এটা আনতে এত দেরী হচ্ছে। তাই আমি বলব যে মেসিন একটা আনলে তো আর হল না, সেটাকে ঠিকঠিকভাবে বসানোর যে দরকার সেটা আমাদের মনে রাখা দরকার। আর তা না হলে সেটা যে কোন মুহুর্ত্তে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর যখন সেটা নষ্ট হয়ে যাবে তখন উঠে পড়ে গালি গালাজ করবে যে তারা মেশিনটা খারাপ দিয়েছে ইত্যাদি। কাজেই এই সম্পর্কে যাতে একটা কিছু তাড়াতাড়ি করা যায়, এবং তার জন্য পরবর্ত্তী সময়ে যাতে অন্য কোন প্রশ্ন না উঠে, সেই সব কথা চিন্তা করে মেশিনটা যে দেশ থেকে আনা হউক না কেন, সেই দেশের মেসিন এ্যাক্সপার্ট বা যার এই সম্পর্কে ভাল আইডিয়া আছে, তাকেই নিয়ে আসা উচিত এবং তাকে দিয়ে মেশিনটা যাতে প্রপারলি সেট-আপ করা যায় তার ব্যবস্থা করলে পরে ভাল হয় বলে আমি মনে করি। আর এই অবস্থার মধ্যে পড়ে আজকে বহুদিন ধরে জনসাধারণ ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বাণিজ্য এক রকম বন্ধ হয়েছে বল্লে অত্যুক্তি হবে না। আর এই সম্পর্কে এই এ্যাসেম্বলীর মধ্যে প্রশ্ন করা হলে এমন কি গত বছরে আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে চীফ মিনিষ্টারের রেসিডেন্সের যে ইলেক্ট্রিক চার্জ সেটা তিনি দেন কিনা। সেটার উত্তরে প্রথমে একবার বলা হয়েছে মেটেরিয়েলস আণ্ডার কালেক্শান এবং তার পরবর্ত্তী সময়ে বলা হল যে মেটারিয়েলস আণ্ডার কালেক্শান। শেষের দিন যখন আমি তার সঠিক উত্তরের জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলাম, তখন বলা হল যে, হ্যাঁ সেই রেসিডেন্সের ইলেক্ট্রিক চার্জ দেওয়া হয়ে থাকে! কিন্তু আমি এখানে বলতে পারি যে চীফ মিনিষ্টারের রেসিডেন্সের মধ্যে যে ইলেক্ট্রিক চার্জ প্রতি মাসে মাসে হয়, সেটার যে বিল আসে, সেগুলি আজ পর্য্যন্তও দেওয়া হচ্ছে না। এই অবস্থা এখানে চলছে, অথচ এখানে অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে, ভিজিলেন্স কমিটি আছে এবং করাপ্শান বন্ধ করার জন্য আরও অনেক কমিটি আছে। তাই আমি বলব যে, আমাদের এখানে আইন কানুন মেনে চলা দরকার বিশেষ করে যারা হেড অব ডিপার্টমেণ্ট আছেন এবং যারা এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের টপে আছেন তাদের সেগুলি বেশী করে মানা উচিত, কিন্তু আমাদের যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি সেই সব আইন কানুন কিছুই মানছেন না, উনার যেমন খুসী, তেমনি চলেন। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, তাহলে আদার্স যারা, তারা তো সেই সবের তোয়াক্কাই করবে না। কাজেই সেদিক দিয়ে আমাদের এখানে চিন্তা করা দরকার। কিন্তু তিনি সেটা শুনবেন না, যেমন কথায় কথায় একটা বলছি, আমাদের এখানে যিনি মেডিক্যাল এ্যাণ্ড পাবলিক হেল্থ ডিপার্টমেণ্টের মন্ত্রী আছেন, তিনি একবার একটা এ্যাস্যুরেন্স দিয়ে বলেছিলেন যে নার্সদের বেতন যাতে না কমে যায় সেটা তিনি সরকারীভাবে দেখবেন, কিন্তু তার পরের দিনে নার্সদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ফলে রিভিশান অব পে স্কেল সম্পর্কে ১৯৬১ তারা যা পেত এখন তার থেকে তারা অনেক কম পাচ্ছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার.........

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—পয়েন্ট অব অর্ডার আবার কি? আমি তো রেফারেন্স দিয়ে বলছি।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—আমার পয়েন্ট অব অর্ডারটা হল স্যার, আমার এখানে এখন মেডিক্যাল সম্পর্কে কোন কিছু আলোচনা করছি না। শুধুমাত্র ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। যেখানে সময় আমাদের কম সেখানে এই জিনিষটা আসতে পারে কিনা বা তিনি ইলেক্ট্রিসিটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মেডিক্যাল সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন কিনা, এই সম্বন্ধে আমি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর উনি যদি এভাবে বলতে থাকেন, তাহলে আমি আমার সময়ে দেড় ঘন্টা ধরে বলব যাতে করে উনি আর কোন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে না পারেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি আপনার কাট মোশনের রিলেশানে বলুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমি তো স্যার, ডিটেইলসে যাচ্ছি না, শুধুমাত্র একটা রেফারেন্স দিয়ে বলছি। অর্থাৎ তারা যে পলিসি নিচ্ছে তার সাথে তাদের কোন কাজের সঙ্গতি নেই। শুধু ঘটনাগুলি বলছি আমার বক্তব্যকে প্রমাণ করার জন্যই। কাজেই আজকে ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে যেটা চলছে, উনারা অবশ্য অনেক বড় বড় কথা বলেন কিন্তু পাব্লিক তো আজকে নানাভাবে অসুবিধায় পড়ছেন বা ভোগ করছেন সেই কথাটাই আমি এখানে বলতে চাইছি।

আর ক্যাপিটেল আউটলের মধ্যে যে একটা বিরাট অঙ্ক ধরা হয়েছে, সেটা প্রায় ২ কোটি টাকার বেশী হবে। ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে আমরা টি, টি, সির আমল থেকে শুনে আসছি, কিন্তু সেই কাজের কোন অগ্রগতিই হচ্ছে না, অথচ বারবার সেটার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছি। এখন পর্যান্ত শুধু হচ্ছে আর হচ্ছে, কিন্তু সেটা হওয়ার মত তাদের কোন পজিটিভ কিছু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না। সেদিক দিয়ে একটা পজিটিভ সাইড নিয়ে সেটা যাতে ইনটেনসিভ ওয়েতে হয়, সেই ব্যবস্থাই এখানে গ্রহন করা দরকার। তাই এখানে কেন যে এটা করার ব্যাপারে দেরী করা হচ্ছে, আমি মনে করি যে রুলিং পার্টির যারা মিনিষ্টার আছেন, তাদের অপদার্থতার জন্যই এটা হচ্ছে। যে পাওয়ার জেনারেটর আসার কথা, সেটা এখন পর্য্যন্ত আসছে না, শুধু আসছে বলে একটা ভাওতা দিয়ে জনসাধারণকে ঠকানো হচ্ছে আর এই বাবতে যে টাকার ব্যয় বরাদ্ধ ধরা হয়েছে সেটা নিজেদের মধ্যে বণ্টন বা ভাগবাটোরা করার জন্যই তারা এই সব করছে। জনসাধারণের সুযোগ সুবিধার নামে বাজেটের মধ্যে যে টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে, সেটা নিজেদের মধ্যে বণ্টনের তালেই আছেন। কাজেই জনসাধারনের আর কি হবে? সব কিছু যদি আমাকে বলতে হয়, তাহলে এখানে সেগুলি ঘটনা দিয়েই বলতে হবে। আজকে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে, তা ঠিকভাবে ব্যয়িত হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমি একটা ইনকোয়ারী করার জন্য মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে এই হাউসে আবেদন রাখব। আমার বক্তব্য হল এইগুলির একটা থরো ইনভেষ্টিগেশন হওয়া দরকার, যেখানে জনসাধারণের সুযোগ সুবিধার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে, এবং এই খরচের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতি নির্ভর করছে। সেজন্য এই সম্পর্কে একটা থরো ইনভেষ্টিগেশন হওয়া দরকার। অবশ্য এই কথা বল্লেই তাদের গাত্র দাহের আর কোন সীমাই থাকে না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I call on Shri Tarit mohan Das Gupta.

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় সদস্য যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন আমার মনে হচ্ছিল একটা কথা যে এখান থেকে মারলাম তীর, তীর লাগল যেয়ে পেটে, হাটু বেয়ে রক্ত পড়ে, চোখ গেল বাবারে। ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি এখানে অনেক কিছু ঢুকিয়ে এটাকে জগাখিচুরী তৈরী করার চেষ্টা করেছেন। আসল কথা হচ্ছে এখানে কোন রচনাত্মক সমালোচনা নেই। কতক্ষণ পার্টি ইন পাওয়ারকে গালাগাল করতে হবে, তাই তিনি এখানে চুরির কথা বলেছেন, চুরির মাল হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি। ইলেকট্রিসিটি এমন একটা জিনিষ নয় যে তাকে পকেটে করে বাড়ীতে তুলে রাখা যায়। উনারা যখনই বক্তব্য রাখেন তখনই চুরির কথা বলেন এবং পার্টি ইন দি পাওয়ারকে কিছুক্ষণ গালাগাল করেন। আজকে এই জায়গায় বলতে হচ্ছে যে পাব্লিক দ্বারা আজকে সরকার চালিত হচ্ছে। যদি কোন কিছু চুরি বা মিসইউজ হয়ে থাকে তাহলে পাব্লিক একাউন্টস্ কমিটি আছে, তারপর এসটিমেট কমিটি আছে তারা সেটা তদন্ত করে দেখছেন। এছাড়া ভিজিলেন্স বিভাগ সরকারের আছে, যখনই কোন অভিযোগ হয় তারা সেটা বিচার বিবেচনা করে দেখেন এবং সেখানে কোন বিষয়বস্তু থাকলে সেখানে তদন্ত হয়। কিন্তু সেগুলি উনার বলার আসল বিষয়বস্তু নয়, উনার বিষয় বস্তু হচ্ছে সরকারকে কিছুক্ষণ গালাগাল করতে হবে। কিছুক্ষণ আগে শুনলাম যে ডুম্বুর পরিকল্পনা কেন হলনা। এই পরিকল্পনার জন্য খরচ হচ্ছে ৫ কোটি থেকে ৯ কোটি টাকা। একদিনের কথায় জনসাধারণের এই টাকা সেখানে ব্যয় করা যায়না। যদি করা হয় তাহলে জনসাধারণের অর্থকে অপব্যয়ই করা হবে বলে আমার ধারণা, এবং আবার সেখানে বলা হবে যে জনসাধারণের টাকা অপব্যয় করা হচ্ছে। কাজেই এদিক থেকে সরকার যেটা করছেন, যেহেতু জনসাধারণের টাকা সেটা যাতে অপব্যয় না হয়, সেই দিক থেকে চিন্তা করে তাকে খরচ করতে হয় এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেটা করতে হবে। ডুম্বুর বাঁধ করব, শুনতে সহজ কিন্তু সেটা চিন্তা করতে হবে লক্ষ গ্যালন জলকে সেখানে ধরে রাখতে হবে, এবং সেখানে জল থাকবে কিনা সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং সরকারের যে কর্ত্তব্য সেটা তাকে পালন করতে হবে। সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা ভারতের বাইরে থেকে আসবে, অন্য জায়গায় অভিজ্ঞতা থেকে সেগুলি দেখতে হবে। আজকে যদি বলা যায় যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এই জিনিষগুলি লাগবে, তাহলে দেখতে হবে সেই জিনিষগুলি কোথায় পাওয়া যায়, সেই দিক থেকেও সরকারকে চিন্তা করতে হবে। কাজেই আনুসাংগিক যে সমস্ত জিনিষ এবং যেসব কাজ আমাদের করতে হয়, সেগুলির জন্য আমাদের সময় লাগে, এবং সেই সময়টুকুই নেওয়া হচ্ছে। মাননীয় সদস্যকে আমি জিজ্ঞাসা করব যে উনার স্ত্রীকে যেয়ে যদি উনি বলে যে ভাত দাও, বললে সংগে সংগেই দেওয়া যায়না, রান্না থাকলে যাই হউক একটা কিছু করে তাড়াতাড়ি করে ভাত ঠাণ্ডা করে খাওয়ান যায়, তাকেও সেই ঠাণ্ডা করার সময়টুকু দিতে হয়। নয়ত কেলেংকারীর সৃষ্টি হবে রাগা রাগি হবে। কাজেই সেইদিক থেকে সরকারের যে সমস্ত এক্সপার্ট আছে তাদের সংগে আলাপ আলোচনা করে সমস্ত কিছু কাজ করতে হয়। ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনরকম দেরী করা হয় না। যেখানে ৯ কোটি টাকার মত খরচ করা

হবে, সেখানে সেই কাজটা অত্যন্ত বিচার বিবেচনা করে করতে হচ্ছে তার জলের পরিমান করতে হবে, এবং এই ৯।১০ কোটি টাকা খরচ করে কত ইকনমি এ থেকে হবে সমস্ত দিক বিবেচনা করে সেটা করতে হয় এবং সেই জন্য দেরী হয়। কাজেই এই বাস্তব দিকটা বিবেচনা করে দেখতে হবে। পার্টি ইন পাওয়ার ইচ্ছা করেন না যে এটা দেরী হউক। তারা চান যে জিনিষটা তাড়াতাড়ি হউক। কিন্তু আনুসাংগিক কাজ করার জন্য সেটা দেরী হওয়া স্বাভাবিক। ইলেকট্রিক লাইট সম্পর্কে তিনি বলেছেন, সেই সম্পর্কে আমি উত্তর দিয়েছি। জনসাধারনের দাবী বেড়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে এক্সট্রা মেটেরিয়াল অর্থাৎ মেশিন আমরা পাচ্ছি না কিন্তু সরকারী তরফ থেকে রাশিয়ায় মেশিন বুক করা হয়েছিল, সেটা কিছুদিন আগে, জানুয়ারী মাসে বুক করা হয়েছে। সেগুলি পৌছুলে এদিককার অবস্থার খানিকটা উন্নতি হবে এবং তাছাড়া ভারতের ইনডিজেনাস মেশিন আরও দুই একটি আনা যায় কিনা তারও চেষ্টা করা হচ্ছে! যদি এগুলি করা যায় তাহলে মোটামুটি ভাবে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে। কাজেই একটা জিনিষ লক্ষ্য করতে হবে যে মানুষের চাহিদা, ইনডাষ্ট্রির চাহিদা, ছোট ছোট কল কারখানার দাবী দিনের পর দিন দ্রুতভাবে বাড়ছে, তার সংগে সংগতি রেখে সমস্ত দিক বজায় রাখা সম্ভব হয় না। তার উপর যখন ওয়ারের সৃষ্টি হল, ফরেন একচেঞ্জের একটা বিরাট এ্যামাউন্ট এই মেশিন আনার সংগে যুক্ত ছিল, সেইজন্য মেশিন আনা যায়নি। কাজেই পার্টি ইন পাওয়ার ইচ্ছা করে এই জায়গায় দেরী করেন নি। সবসময়ই সরকারের দিক থেকে আগ্রহ আছে কি করে কাজগুলি তাড়াতাড়ি করা যায়। এখানে তিনি কতকগুলি কথা বলেছেন যে সরকার নাকি দুই একটি ক্ষেত্রে টাকা বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। নুতন মেশিন কিভাবে বসানো হবে সেটা চুক্তির মধ্যে থাকবে। যদি দেখা যায় যে আমাদের এখানে যে সমস্ত এক্সপার্ট আছে তারা সেই মেশিনটা ইনষ্টল করতে পারেন তাহলে বাইরে থেকে না এনে যারা আমাদের এখানে টেকনিক্যালম্যান আছেন তাদের দিয়ে সেটা করানো বাঞ্ছনীয়। কাজেই ডিপার্টমেন্ট থেকে যদি কাজটা করিয়ে থাকেন, তাহলে তাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, তারা সরকারের অর্থ অপব্যয় করেন নি। আজকে একথা স্বীকার্য যে ইলেকট্রিসিটির সামগ্রিকভাবে অসুবিধা আছে। কাজেই এখানে ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে যে জিনিষটা এসেছে সেটা আমি সমর্থন করতে পারছি না। সাময়িকভাবে ইলেকট্রিসিটির কিছু অভাব আছে। তাহলেও দেখা যাবে পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল তার চাইতে তারা উন্নতি করতে পেরেছেন। সেই সমস্ত ইলেকট্রিসিটি মেশিনের যন্ত্রাংশ আজকে ভারতবর্ষের কোথাও পাওয়া যায় না। যাই হোক তার মধ্যে কাজ চালানোর মত একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই তারা ধন্যবাদ পাওয়ার উপযুক্ত যে তারা নানা অসুবিধার মধ্যে থেকেও চেষ্টা করছেন এবং তারজন্য তাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। এই বলেই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—The discussion is over. Now I am putting the Demand to vote. There is one cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma. I shall first put the cut motion to vote that the Demand be reduced by Rs, 100/-

to discuss on Mismanagement for proper maintenance of power supply station at Agartala as well as in other sub-divisions.

[The cut motion was put to vote and lost by voice vote]

Mr. Speaker—Now I am putting the main demand to vote. Demand for Grant No. 25, Major Head : 45 Electricity Schemes, that a sum not exceeding Rs. 40,88,000/- (inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation [Vote on Account] Bill, 1969) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1970 in respect of Demand No. 25 Electricity Schemes.

[The Demand was put to vote and passed by voice vote],

Mr. Speaker—Now I am putting the Demand for Grant No. 40. Major Head : 101—Capital Outlay on Electricity Schemes that a sum not exceeding Rs. 2,36,45,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation [Vote on Account] Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 40—Capital Outlay on Electricity Schemes.

[The demand was put to vote and passed by voice vote],

Mr. Speaker—Now I call on Hon'ble Minister Shri T. M. Dasgupta to move the Demand No. 45 Loans and Advances by State/Union Territory govts.

Shri T. M. Das Gupta—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs, 27,55,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation [Vote on Account] Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 45—Loans and Advances by the State/Union Territory Governments.

Mr. Speaker—There are two cut motions. So I call on Hon'ble Member Shri Bidya Ch. Deb Barma to move his cut motions.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে কেন ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশন রাখলাম তার কতগুলি কারণ আমি বলছি। প্রথম আমি কাটমোশন রেখেছি মৎস্য চাষে অর্থ বরাদ্দের অপর্য্যাপ্ত সম্পর্কে। আমাদের এই সরকার মৎস চাষ সম্পর্কে অবশ্য একটু দৃষ্টি দিয়েছেন। কিন্তু সেই মৎস চাষের যা লিস্ট দিয়েছেন সেখানে দেখা যায় যারা ঠিক ঠিক মৎস চাষী তাদিগকে অর্থ দেওয়া হয়েছে কিনা সেই সম্পর্কে আমাদের দেখা দরকার, কারণ অভিজ্ঞ লোক ছাড়া এই চাষে কেউ উন্নতি লাভ করতে পারে না। কাজেই তার জন্যই আমি এখানে কাট মোশন রেখেছি।

Mr. Speaker—The House stands adjourned for want of quoram for five minutes.

(The House adjourned at 3-55 P.M.)

(after 5 minutes adjournment of the House)

Mr. Speaker—Now I call on hon'ble member Shri Bidya Ch. Deb Brama.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে মৎস্য চাষীদের লিষ্ট এখানে দেওয়া হয়েছে, যার কথা আমি এখানে বলছিলাম, সেখানে যারা মৎস্য চাষ করে তাদের যে অভিজ্ঞতা আছে, সেটা বিচার বিবেচনা করে তাদেরকে মৎস্য চাষ করার ব্যাপারে অর্থ সাহায্য করা হয় কিনা সেটা আমি বলতে পারছি না। তবে আমার মনে হয় যে সেই ভাবে তাদেরকে দেওয়া হয় না। আজকে পর্য্যন্ত আমাদের যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনা চলে গেল, তার মধ্যে আমাদের যে মাছের চাহিদা, সেটা আমরা পূরণ করতে পেরেছি কিনা, সেই সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অথচ আমরা দেখতে পাই যে নানা জায়গাতে সেজন্য অফিস আছে এবং তার ষ্টাফ ইত্যাদি সবই আছে এবং তাতে প্রতি বছরই আমাদের বাজেট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে, অথচ আমাদের যে মাছের চাহিদা, সেটা কোনমতেই পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। কেন সেটা সম্ভব হচ্ছে না, আজকে আমাদের সেটা ভেবে দেখতে হবে। আমরা যদি আমাদের সেই পরিকল্পনার কার্য্যক্রমের দিকে লক্ষ্য রাখি তাহলে আমরা দেখব যে প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকার সেই সব কাজে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। কাজেই আমাদের মাছের যে চাহিদা আছে, সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। আর কৃষি ঋণের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে সেখানে কৃষকেরা যে ঋণ পায়, সেটা তারা সময়মত পায় না, বলতে গেলে সেই ঋণ তারা বেশ একটা অসময়ে পেয়ে থাকে, যার ফলে সেটা তাদের কোন কাজেই আসে না এবং শেষ পর্য্যন্ত যা পায় সেটা তাদের কৃষি কাজে না লেগে অন্য কাজেই ব্যয়িত হয়ে যায়। এই কৃষি ঋণ পেতে হলে সাধারণ কৃষকদের যে একটা অবস্থার সম্মুখীণ হতে হয়, সেটা প্রত্যেকটি ভুক্তভোগী কৃষক ভাইরাই জানেন। প্রথমে কৃষি ঋণ চেয়ে যে দরখাস্ত করতে হয়, তার জন্য মুহুরী থেকে আরম্ভ করে উকিল, আর্দালী প্রভৃতিকে কিছু না দিয়ে কোন উপায় নেই। এই ভাবে তারা যে কৃষি ঋণ পাবে তার অর্দ্ধেকই চলে যায়, বাকী অর্দ্ধেকও সময়মত না পাওয়ার দরুন, তারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই ঋণ নিচ্ছে, সেই কাজে সেটা আর লাগছে না এবং অন্য কাজে ব্যয়িত হয়ে যায়, ফলে তারা কৃষি করার পরিবর্ত্তে যে তিমিরে ছিল, সেখানেই রয়ে গেল। কাজেই আমরা খাদ্যে যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠব, সেই আশা নিরাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেজন্য আমি বলব যে যাতে তারা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কৃষি ঋণ পেতে পারে, সেই ব্যবস্থা সরকার থেকে করা দরকার। এই ঋণটা পরিমাণে খুব অল্প, বেশী নয়। কাজেই কৃষকেরা যাতে তাহাদের চাহিদা মত এই ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু আমরা দেখেছি যে সরকার তাদেরকে সেই ঋণ ঠিকঠিক মত দিবেন না এবং তাদের যে পরিমাণ ঋণের প্রয়োজন সেটা তারা দিতে চাইবেন না। অথচ দেখা যায় যে যারা নয় কৃষক তাদেরকে তারা সেই ঋণ দিবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি বলতে পারি যে রুলিং পার্টির যে

সব সদস্য আছেন, তাদের অনেকেরই বেশ পরিমাণ জায়গা জমি আছে, এবং তাদের অর্থের তেমন কোন অভাব না থাকা সত্বেও তাদেরকে সেই কৃষি ঋণের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। অথচ যারা গরীব সাধারণ কৃষক, তাদের যে কৃষি ঋণের বিশেষ প্রয়োজন, তারা সেটা ঠিকভাবে এবং সময়মত পাচ্ছে না। কাজেই আজকে আমাদের এই অবস্থাটুকু চিন্তা করে দেখতে হবে এবং তার সমাধান কল্পে প্রয়োজনীয় যে সব ব্যবস্থা গ্রহনের প্রয়োজন, সেটা আমাদের কোন রকম গরিমশি না করে, তাড়াতাড়ি গ্রহন করা দরকার বলে আমি মনে করি। সেজন্য আমি বলছি যে সরকার আজ যেভাবে আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে চাইছেন সেই ভাবে করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। কেননা গত ২০ বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা বলতে পারি যে তারা সেটা করতে পারেন নি। তার কারণ অবশ্য আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা আজকে জনসাধারণের টাকা কিভাবে লুঠপাঠ করতে চাইছে এবং বলতে গেলে এই ব্যাপারে তাদের মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগীতা লেগেই আছে। সেজন্য আমি বলব যে এইভাবে জনসাধারণের টাকাগুলির অপব্যয় না করে, লুঠ না করে, সেগুলি যাতে ঠিক-ঠিকভাবে ব্যয়িত হয় এবং জনসাধারণের সত্যিকারের উপকারে আসে, সেদিকে যেন নজর রেখে খরচ করা হয়, মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :–Shri Aghore Deb Barma. Only 10 minutes.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখনে কৃষকদের ঋণ, লোন টু কালটিভেটারস, এই হেডে সাত লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে কৃষক বলতে জাতি, উপজাতি সকলকেই বুঝায়, শুধু একটা শ্রেনীকে বুঝায় না। কাজেই বর্ত্তমানে যে অসুবিধা দেখা দিয়েছে, সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কৃষি বিভাগ থেকে যে কৃষির উন্নতির জন্য কৃষি লোন ইত্যাদি মঞ্জুর করা হচ্ছে। সেখানে বলা হয়েছে যে ঐ ঋণ যদি নিতে হয়, তাহলে ল্যাণ্ড মর্টগেজ দিয়ে সেই টাকা নিতে হবে। তারপর বলা হয়েছে যে ল্যাণ্ড মর্টগেজ যদি দিতে হয় তাহলে ডি, এম, এর পার্মিশন নিতে হবে। কিন্তু টি, এল, আর—১৮৭ নং এ বলা হয়েছে যে ট্রাইবেলরা যদি কো-অপারেটিভ ফার্ম্ম করে এবং তারজন্য যদি ল্যাণ্ড মর্টগেজ দিয়ে টাকা নিতে হয়, তাহলে ডি, এম, এর পার্মিশন সাঁক করতে হয়না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে একরকম ট্রান্সফারের ব্যাপার। যদি সরকারকে মর্টগেজ দিতে হয় তাহলে ডি, এম, এর পার্মিশন নিতে হবে। আর যদি ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে হয়, তাহলে ডি, এম, এর পার্মিশন দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আমাদের এখানে জুডিশিয়্যাল সেক্রেটারী এক নোট দিয়ে বলেছেন যে রাজ্য সরকারের এই পার্মিশন দেওয়ার ক্ষমতা নেই। এই অবস্থায় ল্যাণ্ড মর্টগেজ না দিয়ে লোন নেওয়ার প্রশ্ন উঠেনা। টি, এল, আর—এর ১৮৭ নং ধারায় আছে যে সরকারকে যদি মর্টগেজ দিতে হয়, তাহলে পার্মিশন নিতে হবে। অলটার-নেটিভ বলা হয়েছে যে যদি এই লোন নিতে হয়, তাহলে দুইজন জামিনদার ঠিক করতে হবে তারপর তাকে লোন দেওয়া হবে। কাজেই প্রশ্নটা হচ্ছে এই যদি আজকে সরকারী উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে যারা কৃষক তাদেরকে আজকে কৃষি উন্নতির জন্য লোন দেওয়া দরকার এবং এই পারপাসে যদি টাকা মঞ্জুর করা হয়ে থাকে তবে আজকে এই ফঁ্যাকড়া তুলে দেওয়া দরকার।

আজকে যারা বিশেষ করে গরীব কৃষক তাদের অনেকের নামে হয়তো সদর কালেক্টার এবং এস, ডি, ও'র অফিসের মধ্যে লোনের টাকা মঞ্জুর হয়ে পড়ে আছে, তারা সেই কালেক্টারের অফিসে মধ্যে যেয়ে ঘুরাঘুরি করছে, টাকা পাচ্ছে না। এইভাবে তাদেরকে হয়রানি করা হচ্ছে। আজকে প্রকারান্তরে একদিকে বলা হচ্ছে তোমাদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে কিন্তু আরেকদিকে ফ্যাকড়া তুলে বহু ট্রাইবেলকে এই এ্যাগ্রিকালচারেল লোন নেওয়ার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না, তাদের তা থেকে বঞ্চিত করার জন্য কারসাজি চলছে বলে আমার মনে হয়। মাননীয় মিনিষ্টার যিনি উপস্থিত আছেন, তাকে এই সম্পর্কে যাতে অসুবিধাগুলি দূরীভূত করা হয়, যাদের নামে লোন মঞ্জুর হয়েছে তারা যাতে যথাযথভাবে সেইসব লোন পায়, সেই দিকে ব্যবস্থা করার জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি। যদি এটা না করা হয়, তাহলে আজকে যে সব কৃষকের নামে লোন ইত্যাদি মঞ্জুর হয়ে আছে, একথা তাদের বললেই হয়, যে তোমাদের লোন দেব না। শুধু শুধু তাদের একবার আগরতলা আসা আরেকবার যাওয়া এভাবে তাদের খরচান্ত করা এবং কাজ কর্ম ফেলে হয়রানি হওয়া ঠিক নয়। তাদের সোজা বলে দেওয়া উচিত যে তোমাদের লোন দেবনা। বর্ত্তমানে যে লীগ্যাল ডিফিকালটিজ উঠেছে, এই সম্পর্কে আরও শোনা যায়, ডি, এম এবং জুডিশিয়্যাল সেক্রেটারী নাকি এই বিষয়ে একমত নয়। তাদের মধ্যে মতের নাকি একটা কনট্রাডিকশান চলছে। শেষ পর্য্যন্ত কি হবে জানিনা, এইভাবে ফ্যাকড়া তোলা হচ্ছে। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর এখানে লোন টু মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে, গতবারও বাজেটের মধ্যে এক লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল, কিন্তু এবার এটার মধ্যে কোন টাকা ধরা হয় নাই। আর বাজার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখানে আট লক্ষ টাকা স্যাংশান আছে। কিন্তু এই সম্পর্কে বলতে হয় যে মিউনিসিপ্যালিটী কর্তৃপক্ষ এর মাধ্যমে যে সমস্ত কনষ্ট্রাকশান করার কথা, সেগুলি ঠিকঠিক মত হচ্ছে না।

আর এই যে এখানে বলা হয় একটা কথা যে ফোর্থ প্ল্যানে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ইত্যাদি বড় বড় কথা, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আজকে একথা স্বীকার করতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যে ইণ্ডাষ্ট্রি নেই বা এখানে অন্য কোন সোর্স অব ইনকাম নেই, কৃষি অর্থনীতিই একমাত্র জীবিকা। কৃষি যদি ডেভলাপ করতে হয়, কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয়, তাহলে বেশী পরিমাণ সাহায্য এ্যাগ্রিকাল-চারীষ্টদের দেওয়া দরকার। লোনস টু কালটীভেটরসের জন্য টাকা রাখা হয়েছে। আজকে সমস্ত বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা যে যথেষ্ট হয়েছে, সেটা মনে করার কারণ নেই। বছর বছর টাকা রাখা হয়। গত বছরও বাজেটের মধ্যে আছে ৮ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা, তারপর বাজেট এষ্টিমেটে ১১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ধরা হয়। এইবার ধরা হয়েছে সাত লক্ষ টাকা। এদিকে বলছেন চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদনের সরকার থেকে জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কথার সঙ্গে বাজেট বরাদ্দের কোন সংগতি নেই। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের মধ্যে যারা গরীব তারা এখন বীজের ধান খেয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে বসে আছে।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, I would draw your attention that your time is over.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বক্তৃতা তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে চেষ্টা করব। আজকে গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের বীজের ধান সাবসীডি এবং অন্যান্য সাহার্য্য দিয়ে তাদের উৎপাদন কার্য্যে সাহায্য করা দরকার। কিন্তু সেইদিকে ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্য করা হচ্ছে না এবং বিভিন্ন এলাকার মধ্যে ব্লক অফিসার যারা আছেন বা এস, ডি,ও যারা আছেন, সেখানে খোঁজ করলেই সেটা পাওয়া যাবে।

আর ডেভলাপমেণ্ট অব ফিসারী সম্পর্কে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা রাখা হয়, কিন্তু মাছ যে কোথায় যায়, কোন বাজারে বিক্রী হয়, সেটা সম্পর্কে মিনিষ্টাররা বলতে পারেন, আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। উনারা ফিসারী চালান, ফিসারী যেভাবে চলছে, শুধু টাকা খরচ করলে ফিসারী চলেনা। ত্রিপুরায় মাছের প্রয়োজন কিন্তু বাজারে যে সমস্ত মাছ উঠে অধিকাংশ মাছই বাইরে থেকে আসে। এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ফিসারী করা হচ্ছে, এই ফিসারীর মাছগুলি কোন বাজারে বিক্রী করা হয়, আশা করি মাননীয় মিনিষ্টার সেই সম্পর্কে আলোকপাত করবেন।

আরেকটা হচ্ছে ডেভলাপমেণ্ট অব কেস্যুনাট, ভাল কথা। প্রথমে যখন এই কেস্যুনাট বাগান হয়, তখন সকলেই এই সম্পর্কে ভাল করে বাগান করেছে। রুলিং পার্টির আমাদের একজন মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়, তিনি কেশ্যু নাটের বাগান করেছিলেন বেশ পরিমাণ জায়গা নিয়ে, কিন্তু বর্ত্তমানে এখানে কোন প্রসেসিংএর ব্যবস্থাপনা না থাকার দরুণ, তার বিক্রির বাজার না থাকার দরুণ বাগানগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। ইণ্টিগ্রেশানের আগে বা পরে একবার হঠাৎ আনারসের বাজার ফল করলে সেই আনারস বিক্রী করার জায়গা থাকলনা, সমস্ত আনারস বাগান রাজঘাট থেকে কামালঘাট, খুব বেশী দূরে নয়, সেখানে লেবার দিয়ে আনারস আনা, লেবার দিয়ে যে পয়সা খরচ করা হয়, তার সেই পয়সাই এই আনারস বিক্রী করে উঠেনা। এই অবস্থায় অনেক ভাল ভাল আনারসের বাগান নষ্ট হয়ে যায়। অথচ অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে লোকে আনারস বাগান করেছিল কিন্তু তার মাধ্যমে যে ইনকাম আশা করেছিল সেটা হয়নি, ফলে আস্তে আস্তে সেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই যাতে প্রডাকশানের সাথে সাথে প্রসেসিং এর ব্যবস্থা করা হয়, কেশ্যুনাট করে তার থেকে যাতে আয় করতে পারে সেইভাবে এনকারেজ করার ব্যবস্থা থাকা দরকার কিন্তু এইদিক থেকে কোন ব্যবস্থা নেই। শুধু অর্থ আছে, কিন্তু অর্থকরী ইনকামের রাস্তাটা করা হয় নাই, কাজেই, লোকের বাগান করার সাথে সাথে স্বভাবতই তাদের উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায় এবং বাগানগুলি নষ্ট হয়ে যায়।

কেশ্যুনাট বা কাজুবাদাম প্রসেসিং করে তাদের এনকারেজ করার কোন ব্যবস্থা নাই। শুধু একটা কিছু করতে হবে সেই উদ্দেশ্যই যেন সরকার এটা করেছেন। অর্থাৎ আধামাধা কাজ। সুতরাং তারা যে উৎপাদন করবে সেটা যদি তাদের অর্থ না এনে দেয় তাহলে তাদের উৎসাহ নষ্ট হয়ে পড়ে সহজেই। আর একটা জায়গায় আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এস্টাব্লিশমেণ্ট অব রেগুলেটেড মার্কেট। এর জন্য ২০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে।

ত্রিপুরার মধ্যে বিশালগড়ে একটা রেগুলেটেড মার্কেট আছে জানি। কিন্তু কার্যতঃ এটাকে চালু বলে ধরা যায় না। রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের একটা সাকুর্লার আছে যে যদি কোন বাজারে আর একটা কিছু করতে হয় তাহলে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের পারমিশন লাগবে। বিশালগড়ে অলরেডি একটা বাজার আছে। একটা বাজারের মধ্যে আর একটা বাজার কি করে হতে পারে। এছাড়া এর মধ্যে একটা কারসাজি আছে। রেগুলেটেড মার্কেট বা মার্কেট ডেভেলাপমেন্টের নামে বহু টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে কিছু কিছু জায়গা নেওয়া হয়েছে যেগুলি কোন কাজে আসবে না। এক ভদ্রলোকের একটা জায়গা ছিল বুড়িগাং নদীর কিনারে। সেটা নেওয়া হয়েছে এবং সেটা মাটি কেটে ভরাট করতে অনেক টাকা লেগেছে। অর্থাৎ মোটা একটা অ্যামাউন্ট সেখানে খরচ করা হয়েছে। কিন্তু এর ফল কিছুই হয় নি। শুধু স্থানীয় প্রিয়কজন কংগ্রেস কর্মীকে কিছু টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্যই তাদের বাজে কতগুলি জায়গা ক্ষতিপূরণ দিয়ে কিনে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ রেগুলেটেড মার্কেট আমি বেশী সময় বলব না। কাজেই যে পারপাসে সেটা করার কথা সেই পারপাসে সার্ভ করা নয় নি। আর লোন্স টু রিকসা পুলারস্। এটা গতবার ২১,০০০ টাকা ছিল। এবার ২৩,০০০ টাকা না ২৫,০০০ টাকা হয়েছে। ভাল করে দেখাও যায় না বৃহত্তর গণতন্ত্রে লাইটের যে অবস্থা। কাজেই আজকে শহরের মধ্যে যারা রিক্সা পুলার তাদের সংখ্যাও কম নয়। তাদের যদি ঠিক ঠিকভাবে টাকা দিতে হয় তাহলে যে টাকা রাখা হয়েছে তাতে তাদের শুধু একটা সান্ত্বনা দেওয়া যাবে। এছাড়া আর কিছুই হবে না। তারা শুধু কথাই বলতে পারেন, কাজের বেলায় ঠম ঠম।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি অনেক সময় নিয়েছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—ঠিক আছে স্যার, অনেক আইটেমে আলোচনা করবার ছিল কিন্তু সময় না থাকার দরুণ আমি এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটের যে ৪৫ নং ডিমাণ্ড হাউসের সামনে পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী সদস্যদের কাটমোশনের বিরোধীতা করছি। এখানে একটা আইটেম আছে লোনস টু কালটিভেটরস ইনক্লুডিং প্রভিশন ফর কেশোনাট, সুগার কেন অ্যাণ্ড পারচেজ অব পাওয়ার এট্ সেট রা। আমি বেশী কিছু বলতে চাই না, কারণ সময় খুব কম। কাজেই পার্টিকুলার বিষয়ের উপর আলোচনার মাধ্যমে মাননীয় উপাধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই যে ফিসারী লোনস্ সম্বন্ধে প্রতি বৎসর টাকা ধরা থাকে কিন্তু প্রকৃত ফিসারমেন যারা তাদের লোন পেতে বিশেষ অসুবিধা হয়। যেমন কমলপুর সার্ভিস কো-অপারেটীভ আছে। গত ৫ বৎসর ধরে তারা ফিসারী লোনের জন্য পিটিশান করে আসছে। কো-অপারেটিভের যে সেক্রেটারী তিনি আমাকে বলেন যে তিনি আগরতলা এসেছিলেন। কথা হল তাদের যদি কোন ত্রুটি থাকে তাহলে আমার বলার কোন কারণ থাকে না। কিন্তু গত ৫/৭ বৎসরের মধ্যে ফিসারী অফিসার বা ফিসারী একস্টেনশান অফিসার কিছুই করছেন না। আমাদের বাড়ী থেকে

কলোনীটা দেড় মাইলের বেশী দূর হবে না। কিন্তু এইটুকু জায়গায় গিয়ে তারা ব্যাপারটা কি দেখে আসতে পারেন না? সুতরাং পার্টিকুলারলী এই অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। কেন যে এটার এনকোয়ারী পর্য্যন্ত করা হল না এটাই তাদের দাবী। কাজেই এইভাবে ফিসারমেনদের লোনের যে সুযোগ আছে সেটা পার্টিকুলারলী এই অফিসারের গাফিলতীর জন্য নষ্ট হচ্ছে। এই লোন থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি যে তিনি যেন এই ব্যাপারটার তদন্ত করেন। তারা এই কথাও বলেছে যে যদি আমাদের দাবী অযৌক্তিক হয় তাহলে আমরা লোন দাবী করব না। সেখানে একটা জলাশয় আছে সার্ভিস কো-অপারেটিভের অধীনে। সেটা ১৫ কানি হবে। সেখানে ১১৯ জন ফিসারমেন আছে। তারা পূর্ব্ববংগ থেকে এসে রিহেবিলিটেশন পেয়েছে। ঐ জায়গাটা'তে তারা ফিসারী করতে পারলে একটা সুযোগ পাবে বাঁচবার। এইখানে প্রায় ৩২টা আইটেম আছে যেখান থেকে লোনের সুযোগ পেতে পারে। এর অনেক কিছুই সাধারণ লোকের জানা নেই। যেমন রিকসাপুলারদের জন্য লোন। সেই রিক্সা তো মফঃস্বল টাউনের মধ্যেও আছে। কিন্তু মফঃস্বলের রিক্সা-ওয়ালার এইগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়। এজন্য সরকারের মাধ্যমে আরও প্রচার দরকার। অনেক জায়গায় যে প্রচার না হয় তা নয়, কিন্তু সকলে জানতে পারে না। সুতরাং এই ব্যাপারটার একটা তদন্ত হওয়া দরকার। এই অনুরোধ রেখেই বাজেটের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার। ইউ স্পীক ফর ফাইভ মিনিটস্।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে ৫ মিনিট বলার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি সেটা রাখতে চেষ্টা করব। তবে কথা হচ্ছে এই যে মূল্যবান ডিমাণ্ডগুলি সম্পর্কে আমাদেরও বিরোধী দলের সদস্যদের মত অনেক কিছু বলার আছে। কিন্তু দেখা যায় যে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যেভাবে তাদের বক্তৃতা চালিয়ে যান, তাতে আমাদেরও যে কিছু বলার অধিকার আছে, সেই বলার পক্ষে বেশ একটা অসুবিধায় আমাদের পড়তে হয়। এই থেকে আমার মনে হয় যে আমাদের যে একটা সাজেশান দেওয়ার অধিকার আছে, সেটা আমাদের বলতে না দিয়ে, শুধু তাদেরকে বলতে দিয়ে আমাদের যে অধিকার সেটার থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি, তারজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করছি। সে যা হউক মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে, আমি তাকে সমর্থন করছি, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাট মোশান রাখা হয়েছে, তার বিরোধীতা করছি। এখানে পঞ্চায়েতের লোন সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। পঞ্চায়েত আমরা গঠন করেছি, এখন এটাকে যদি আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হয়, তাহলে আমাদের এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কিছু কাজকর্ম করতে হবে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আমরা কিছু কাজ করতে চাই এবং এইসব কাজ করবার আগ্রহও আমাদের আছে, সেজন্য এই পঞ্চায়েতের তহবিলে আমরা আরও বেশী করে অর্থ দিতে পারি কিনা, সেটা আমাদর বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমাদের ফিসারী এবং হর্টিকালচার প্রভৃতি খাতে অবশ্য কিছু টাকা ধরা

আছে ঠিকই কিন্তু সেটা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নেই। এছাড়া যেগুলি ধরা আছে, তাতে দেখা যায় যে সেখানে কোন কোন পঞ্চায়েতের সেগুলি করার জন্য বেশ একটা উৎসাহ আছে, কিন্তু তারা ঐ সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। সেজন্য আমি বলছি যে পঞ্চায়েতকে যেন এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টগুলির দিকে নজর দিতে অনুরোধ করব। আর একটা কথা হল যারা ল্যাণ্ডলেস আছেন, সেটা সম্পর্কে এখানে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন এক জায়গাতে, এটা আমি স্বীকার করি না যে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে যারা ট্রাইবেল বা ট্রাইবেল রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত তারা কোন লোন পায়নি ল্যাণ্ড মর্টগেজের সমস্যার দরুণ। কারণ সেখানে একটা প্রভিশান আছে যে ৩/৪ শত টাকা বা তার যদি কম হয়, তাহলে সেখানে ল্যাণ্ড মর্টগেজ দিতে হয় না। সেখানে কো-অপারেটিভ বা সমবায় সমিতি যেগুলি আছে তারা বণ্ড নিয়ে সেই লোন দিতে পারে, আর তার বেশী যদি হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে এই লোন নেওয়ার ব্যাপারে একটা সমস্যা আছে। আজকে দেখা যায় যে কো-অপারেটিভের যারা সদস্য আছে, তাদের মধ্যেও অনেকের জায়গা জমি আছে এবং তাদের যথেষ্ট সম্পত্তি থাকা সত্বেও, তাদের কো-অপারেটিভের মধ্যে কোন বাকী বা দায় দায়িত্ব না থাকা সত্বেও কো-অপারেটিভের মাধ্যমে তাদেরকে ৩/৪ শত টাকা দিতে হয়। অথচ যারা ট্রাইবেল রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত তাদের যে সমস্ত জমি আছে, সেগুলি বন্ধক দিয়ে এই কো-অপারেটিভ বা অন্য কোন এই জাতীয় সমবায় সমিতি থেকে টাকা নিতে হয়, সেখানে পার্মিশান ইত্যাদিও লাগে এবং সেই পার্মিশান নিতে হলে একটু দেরী হয়। সেই সম্পর্কে আমাদের কিছু আলাপ আলোচনা আছে এবং সেটার প্রতি আমাদের বেশ একটা গুরুত্ব দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আর একটা কথা হচ্ছে লোন টু দি কালটিভেটার্স, সেটা একই রকম সমস্যা, সেখানে যারা ট্রাইবেল রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত আছেন, তাদের যদি হাইয়েষ্ট স্কেলে লোন নিতে হয়, ২৫০ টাকার বেশী লোন, তাহলে পরে ল্যাণ্ড মর্টগেজের প্রশ্ন আসে এবং তাদের সেই ট্রাইবেল রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত এলাকার জমি বন্ধক দিতে হলে ডি, এম, এর পার্মিশান লাগে, আর সরকারের কাছে বন্ধক দিতে হলেও তাদের মর্টগেজ বণ্ড দিতে হয়। তাতে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এবং তাদের টাকা পয়সা থাকা সত্ত্বেও তাদের পাওয়ার থাকা বিধায় তাদের সেগুলি পেতে অনেক হয়রানি হতে হয়। তাই তাদের লোন পেতে যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মোটামোটি এই কয়েকটি কথা বলে, বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাট-মোশানগুলি এসেছে তার বিরোধীতা করে এবং মূল যে ডিমাণ্ডে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অঘোর-বাবু এগ্রিকালচারেল লোন সম্পর্কে যেসব তথ্য এই এ্যাসেম্বলীর মধ্যে দিয়েছেন, আমি সেগুলি সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে রাখতে চাই। কারণ তিনি একটা ভুল তথ্য দিয়ে তাঁর যে পারপাস

তিনি সেটা সার্ভ করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন এগ্রিকালচারেল লোন নিতে হলে নাকি দুইজন উইটনেসকে একত্র করতে হয়, তারপর ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ইত্যাদি নিতে হয়, এবং সেটা নাকি দিতে হচ্ছে টি, এল, আর ১২৭ ধারা মতে। আমি বলছি যে এখন সেটা নিতে হয় না। এখন হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের কাছে থেকে কৃষকেরা যাতে সহজ উপায়ে কৃষি ঋণ পেতে পারেন, সেইজন্য প্রথমে ভি, এল, ডব্লিউদের নিকট দরখাস্ত দিতে হয়, তারা সেটাতে একটা রিকমাণ্ডেশান লিখে দেন পরে সেটা সার্কেল অফিসাররা আবার সেই দরখাস্তগুলি ঠিক আছে কিনা তা দেখেন এবং এস, ডি, ওদের কাছে সেগুলি পাঠিয়ে দেন। তারপরে সেগুলি যথারীতি স্যাংশান হয়ে যায় এবং স্যাংশান করার পর সেই লোন নেওয়ার জন্য একটা এফিডেভিট বা দুই একজন প্লীডারএর কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট নিতে হয় যে লোন হল্ডার এর কোন রকম দায়বদ্ধ নেই, এই রকম একটা সার্টিফিকেট দিয়ে সেখানে তাদের প্রাপ্য যে লোন সেটা তারা নিতে পারেন। কাজেই উনি যেটা বললেন সেটা আর আজকাল লাগে না। এটা এখন বেশ সীম্পল হয়ে গেছে, কোন রকম অসুবিধায় পড়তে হয় না। তাছাড়া রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের আমাদের যে ডেপুটি সেক্রেটারী আছেন, শ্রী বাস্তব তিনি এই ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট সম্পর্কে একটা সার্কুলার দিয়েছেন যে তার কোন ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট লাগবে না। আগে পর পর তিন বছরের ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিতে হত এবং এই তিন বছরের ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিতে হলে কম করে হলেও ৬/৭ টাকা ফি এর ব্যাপারে কৃষকদের খরচ হত, এখন অবশ্য সেটা তাদের লাগে না। এখন অবশ্য ষ্টেট ব্যাংক বা অন্যান্য যে সব ব্যাংক আছে, তার মধ্যে ল্যাণ্ড মর্টগেজ একটা খোলা হয়েছে, সেখান থেকে লোন নিতে হলে এই ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিতে হয়। আর এখন যদি রেজেষ্ট্রি অফিসে যান এবং সেখানে গিয়ে এই সার্টিফিকেট চান, তাহলে তারা বলবে যে আমরা উপর থেকে এমন সার্কুলার পেয়েছি যে আর আমাদের ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিতে হবে না। সুতরাং আমরা আর এখন সেটা দিতে পারি না। আর ব্যাংক থেকে নিতে হলে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিতে হয়। সেইজন্য আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে মন্ত্রী মণ্ডলীকে অনুরোধ করব এটা যাতে ভবিষ্যতে না লাগে বা কৃষক এবং দুঃস্থ জনসাধারণের না নিতে হয়, তারা যেন এই রকম একটা ব্যবস্থা নেন। একথা কেন আমি বলছি? বলছি এই কারণে যে আজকে যদি কৃষকদের রেজেষ্ট্রি অফিসে থেকে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট না দেওয়া হয়, তাহলে তাদের প্রয়োজনীয় যে লোন সেটা তারা নিতে পারবে না। সেজন্য আমি আশা রাখব যে মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলী এই বিষয়টির দিকে তাদের দৃষ্টি রাখবেন। এই বলে আমি আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি সম্পর্কে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, আমি তা সমর্থন করছি। আর আমি এই হাউসের মধ্যে উপস্থিত মাননীয় সদস্য অঘোর বাবুকে দেখতে পাচ্ছি না, যদি তিনি এখানে থাকতেন তাহলে অবশ্য আমি উনাকে কয়েকটি কথা বলতাম। তাছাড়া আমার সময়ও কম সেজন্য আমি সংক্ষেপে উত্তর দেব। আজকে লোন এ্যাণ্ড এ্যাডভান্স সম্পর্কে বলতে গিয়ে এখানে মাছের চাষের কথা উনারা বলেছেন। আজকে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিগত বছরগুলিতে কতঋণ দেওয়া

হয়েছে, সেটা এখানে দেওয়া হয়েছে। অথচ তারা সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে মৎস্য বিভাগ থেকে কিছুই করা হচ্ছে না, আমি বলব যে তাদের এই কথাটা ঠিক নয়। তার কারণ হল আজকে মাছের যে চাষ হচ্ছে, তাতে শুধু ঋণ দিলেই সেগুলি হবে না, সেখানে ঋণের টাকা ঠিকঠিকমত ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা সেটা আমাদের দেখতে হবে।

সমালোচনা করতে যেয়ে বলা হয়েছে যে মৎস্য বিভাগ থেকে কিছু করা হচ্ছে না সেটা ঠিক নয়। তার কারণ আজকে মাছের যে চাষ করা হচ্ছে তাতে ঋণ দিলেই কেবল চলবেনা, সেই ঋণ যথাযথভাবে ব্যয়িত হচ্ছে কিনা সেটাও দেখতে হবে এবং যেখানে মাছের চাষ হবে, সেই ধরণের উপযুক্ত জমি আছে কিনা, সেই অর্থ নিয়ে সেখানে বিনিয়োগ করে মৎস্যচাষে লাভজনক হবে কিনা সমস্ত কিছু দেখে সেটা করতে হবে। যেখানে সম্ভাবনাপূর্ণ জায়গা আছে, সেই জায়গায় সেই কাজগুলি করতে হবে। কাজেই বছর বছর সেইজন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা হচ্ছে এবং সেই হিসাবে ফিসারী ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যে অর্থের বরাদ্দ আছে, তার সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন জায়গায় সেই অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আজকে প্রশ্নোত্তরে যেটা দেওয়া হয়েছে, সেখানে দেখা যাবে বহু ট্রাইবেলকে, ফিসারম্যানকে এবং জেনারেল, সকলকেই তা থেকে অর্থ দেওয়া হয়েছে, এদিক থেকে সরকারের জনসাধারণকে যে সাহায্য করার তা তারা করছেন। এখন তারা যদি সেই অর্থ নিয়ে ঠিক ঠিক মত ফিসারীর মধ্যে ব্যয় করেন, তাহলেই ফিসারীর ক্ষেত্রে ফল হতে পারে। সবটা সরকারের উপর নির্ভর করছেন। যারা ঋণ নিচ্ছে, যে উদ্দেশ্য টাকাটা নিচ্ছেন, সেই উদ্দেশ্যে যদি ব্যয় করেন, তাহলেই মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি হবে। একমাত্র ফিসারী ডিপার্টমেন্ট সবকিছু করবে সেটা সম্ভবপর নয়। জনসাধারণ যে উদ্দেশ্যে অর্থ নিচ্ছে, সেই উদ্দেশ্যে টাকাটা ব্যয় করতে না পারার কারণ, সমাজের এক শ্রেণীর লোক এই জনমনকে বিভ্রান্ত করে। তাদের বলা হয় যে টাকাটার অর্ধেক খরচ করে আমার সঙ্গে আন্দোলনে নাম, তাহলে তোমাদের আরও টাকা পাইয়ে দেব, এই টাকায় তোমাদের কিছুই হবেনা, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে তাদের মনকে বিভ্রান্ত করা হয়, যার ফলে তারা ঠিক ঠিকভাবে টাকাটা যে উদ্দেশ্যে নিয়েছে, সেই উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে পারছেনা। সেইজন্যই অনেক ক্ষেত্রে ফিসারী ডেভলাপমেন্ট ব্যাহত হচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

Mr. Speaker :—Hon'ble Members I would request you not to interrupt him.

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—তা-না-হলে আজকে সরকার যেখানে অর্থ সাহায্য দিয়ে মৎস্যচাষের উন্নতি করতে চান, সেই জায়গাতে এক ধরণের লোক যারা এই সমাজে বাস করছেন তারা নাকি সরকারী পরিকল্পনাগুলি বানচাল করে দিয়ে জনসাধারণের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ যাতে সুদৃঢ় না হতে পারে তারজন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের এই উদ্দেশ্য আজকে সফলকাম হবে না, কারণ আজকে জনসাধারণ সদা জাগ্রত। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে যেভাবে এই ফিসারী স্কীমগুলি সাক্সেসফুল হওয়ার কথা সেইভাবে না হওয়ার একমাত্র কারণ এই সমাজ বিরোধী যারা তারা আজকে এইভাবে

সমাজকে বিভ্রান্ত করেছেন। তা না হলে যেখানে এই অর্থ বিনিয়োগ করলে পরে লাভজনক হবে সেইভাবে ফিসারী ডিপার্টমেন্ট নিজস্ব কাজ কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন। মাননীয় সদস্যরা হয়তো শুনলে খুশি হবেন যে আমাদের এখানে যে· ফিসারী উৎপাদন কেন্দ্র, সেখানে আমাদের এক্সপার্টরা সীডলিং তৈরী করে এখন বাইরে বিক্রী করার পর্য্যন্ত ক্ষমতা রাখেন। সীডলিং তৈরী করে আজকে পশ্চিম বঙ্গে কিছু কিছু বিক্রয় করতে পারে, সেই পর্য্যায়ে আজকে আমাদের এক্সপার্টরা গেছেন। কাজেই তাদের যে বক্তব্য, সেটা আমি স্বীকার করতে পারছিনা।

(গণ্ডগোল)

আপনারা তো "চিলে কান নিয়ে গেছে", সেইরকম উড়ো শুনা কথার মত এখানে এসে উড়ো উড়ো কতকগুলি খবর পরিবেশন করেন। কোনটার অর্দ্ধেক বললেন, পরিষ্কার ভাবে কিছু বললেননা। কোথায় ডি, এম'এর পার্মিশান লাগে, কি হচ্ছে কিছু ঠিকমত না বুঝে এখানে এসে একটা বক্তৃতা দিয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করলেন যে কিছুই বুঝার উপায় নেই। যেটা এ্যাসেম্বলীতে বলতে হবে, সেটা পরিষ্কারভাবে বললে পরে তার উত্তর পাওয়া যায়। কাজেই মাননীয় বন্ধু শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী মহাশয় যে কথা বলেছেন যে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে লোন দিয়ে গ্রামের মধ্যে ফিসারী করা যায় কিনা, ফিসারী লোন পঞ্চায়েতের কাছে দেওয়া যায় কিনা। এই ধরণের উন্নয়নমুলক কাজের পর্যায় পঞ্চায়েতকে দেওয়া যায় কিনা সেটা আমি জানিনা। তবে যদি সেখানে ল্যাণ্ডস এভেলএবল হয়, এবং সেই ল্যাণ্ড যদি দশজনের সম্পত্তি হয়, তাহলে তারা কো-অপারেটিভের মাধ্যমে লোন নিতে পারেন, সেটা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দিয়ে নয়। পঞ্চায়েতের ওয়ার্কস হচ্ছে স্বাস্থ্যের উন্নতি করা ইত্যাদি ডেভেলপমেন্টস ওয়ার্ক পঞ্চায়েতের পর্যায়ে পড়ে। তারপর আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করতে হবে যে পঞ্চায়েত ঋণ নিয়ে সেটা তাদের পরিপুরণ করা সম্ভব কিনা. কাজেই সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে জিনিষটাকে আরও গভীর ভাবে দেখা উচিত। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যদি ফিসারী ডেভেলাপমেন্ট করা যায়, তাহলে যে কো-অপারেটিভ গ্রামাঞ্চলে আছে, আমার মনে হয়, তার মধ্য দিয়ে সেই জিনিষগুলি করা উচিত। এদিক থেকে চিন্তা করে আজকে যে ডিমাণ্ডের উপর মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে, আমি সেই ডিমাণ্ডকে সমর্থন জানাচ্ছি।

Mr. Speaker :—There are two Cut Motions on this Demand for Grant No. 45 moved by Shri Bidya Chandra Deb Barma. Now I am putting to vote these Cut Motions.

The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

'মৎস্য চাষে অর্থ বরাদ্দের অপর্যাপ্ততা সম্পর্কে'

The cut Motion was put to vote and lost.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা পয়েন্ট অব অর্ডার রেইজ করতে চাই।

Mr. Speaker :—Let me finish first.

The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/ to discuss on— কৃষকগণের কৃষি ঋণ পাইতে অসুবিধা সম্পর্কে।

The Cut Motion was put to vote and lost by voice vote.

I am now putting the main motion to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 27,55,00/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account, Bill, 1969,] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 45—Loans and Advances by the State/Union Territory Governments.

The Demand was put to vote and passed.

Now what is your point of order ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমার পয়েন্ট অব অর্ডার হচ্ছে যে পার্লামেন্টে যে কনভেনশান আছে, সেই মতে ডিপুটি স্পীকার বা স্পীকার বিভিন্ন সময়ে যে ভোটাভোটি হয়, পার্লামেন্টারী কনভেনশান অনুযায়ী নিরপেক্ষ থাকেন। সেই অনুসারে আমাদের হাউসে ডিপুটী স্পীকার মহাশয় তিনি কোন পক্ষ নিতে পারেন না। এই সম্পর্কে আমি রুলিং চাই। আমি এখানে ঘটনা দিয়ে বলছি যে পার্লামেন্টে ডিপুটি স্পীকার খাদিলকার সাহেব, তিনি পারসনালি কোন পক্ষ অবলম্বন করেননি.আমি নিজে দেখেছি।

Mr. Speaker :—Now it is upto him. When he sits in the Chamber he is an ordinary Member. When he is in the Chair, he can not do it, but when he sits in the chair of a Member he can do it.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কনষ্টিটিউশনে আছে ৯৫তে যে যখন ডেপুটি স্পীকার অ্যাসেম্বলীতে থাকবেন, যখন তিনি চেয়ারে থাকবেন না তখন তিনি মেম্বার। সুতরাং আমি ভোট দিতে পারি, ডিসকাসনে পারটিসিপেট করতে পারি, বক্তৃতা দিতে পারি, কোয়েশ্চান করতে পারি। কাজেই এই প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker—Yes, he is right.

Next item in the List of Business is Voting on Demands for grants for 1969-70. There are 7 Demands viz., Demand Nos.—17—Agriculture, 37—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research, 18—Animal Husbandry, 30—Pension and Other Retirement Benefits, 31—Privy Purses and Allowances of Indian Rules, 43—Payment of Commuted Value of Pension and 44—Capital Outlay on Schemes of Govt. Trading are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his Demands standing in his name one by one when called by me and as soon as

the Finance Minister has moved his demands I shall take all the Cut motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos.—17 & 37—together and Demand Nos.—30, 31 & 43—together respectively and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature ; of course, I shall dispose of the demands separately.

Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demands No. 17—Agriculture and 37—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Resarch together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,23,28,000/- inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 9,27,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 37—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

Mr. Speaker :— Now, Shri Aghore Deb Barma. You may please speak for 5 minutes only.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ্যাগ্রিকালচার সম্পর্কে বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে যে প্রডাকশন যাতে বাড়ে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাজেট করা হয়েছে। আজ আমি দুইটা একসঙ্গে মিলিয়ে বলছি, এ্যাগ্রিকালচার‍্যাল ডিমাণ্ডে ধরা হয়েছে ১,২৩,২৮,০০০ টাকা এবং ক্যাপিট্যাল আউটলে অন স্কীমস অব এ্যাগ্রিকালচার‍্যাল ইমপ্রুভ-মেন্ট অ্যাণ্ড রিচার্স ধরা হয়েছে ৯,২৭,০০০ টাকা। এখানে অফিস কাম এষ্টাব্লিশমেন্ট বাদ দিয়ে শুধু যে সমস্ত টাকা ডাইরেক্টলী জনসাধারণ যে ভাবে উপকৃত হবে, অর্থাৎ কৃষকের প্রডাকশনের বৃদ্ধির খাতে ব্যয় করা যাবে সেখানে মাত্র বাজেটের মধ্যে ৩৩,১৬,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। আর ক্যাপিট্যাল আউটলেতে ৯ লক্ষ টাকার সবটা যদি ধরি তাহলে ৪২,৪৩,০০০ টাকা হবে। আর টোটেল বাজেট হচ্ছে ইনক্লোডিং ক্যাপিট্যাল আউটলে ১,৩২,৫৫,০০০ টাকা। তাতে দেখা যায় যে ১ কোটী টাকা হচ্ছে অফিস কাম এষ্টাব্লিশমেন্ট ইত্যাদি বাবদে। কাজেই এ্যাগ্রিকালচারের গুরুত্ব যে কতটা সেই সম্পর্কে মোটামুটী একটা রাফ ফিগার দিচ্ছি।

এখানে আমার কাট মোশানের মধ্যে আছে—Disapproval of policy for making provision for improvement of agricultural marketing in India. এ সম্পর্কে কিছুক্ষণ আগেও বলেছি ; কাজে আমি পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। কিছু কিছু দলীয় লোকদের স্বার্থের জন্যই এইসমস্ত খরচ করা হবে। যেমন রেগুলেটিং মার্কেট করা হয়েছে। তার মাধ্যমে জনসাধারণ যে দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করবে সেই পারপাসে সেটা ব্যয় করা হবে না। সেটা করা হয় নাই। লাভের মধ্যে কিছু লোক সেখানে এ্যাপয়েনমেন্ট পেয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের কোন লাভ হয় নি। কাজেই এটা একটা আননেসাসারী খরচ, এটা না করলেও পারা যেত। আর নাম্বার টু হচ্ছে Inadequacy of provision for reclamation and devolopment of land. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার মধ্যে খুব বেশী না থাকলেও এখন পর্যান্ত ইনটেনসিভ ওয়েতে অনেক ল্যাণ্ড কালটিভেশনে আনা যায়। যেমন চেলাগাং থেকে আরম্ভ করে একছড়ি পর্য্যন্ত এবং নূতনবাজারের দক্ষিণাংশে বিরাট এলাকা আছে পতিত। পতিত থাকার কারণ হল বর্ষাকালে সেখানে অসম্ভব রকমের জল হয়। কোন ফসল টিকানো যায় না। প্রশ্ন হচ্ছে আজকে যদি খাদ্যোৎপাদন বাড়াতে হয় তাহলে এইসমস্ত জায়গাগুলি কালটিভেশনে আনা দরকার। কাজেই সেই দিক দিয়ে আজকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গেল, বহু কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে এই সমস্ত ব্যাপারে। আজ পর্য্যন্ত সাধারণ একটা জায়গাও কালটিভেশনের আওতায় আমরা আনতে পারছি না। শুধু কথাটাই থাকবে, আর কার্য্যতঃ খুঁজলে সেখানে কিছুই পাওয়া যায় না। বর্ষাকালে একটা খাল কেটে গোমতী নদীর মধ্যে জলটা যাওয়ার একটা প্যাসেজ এখন পর্য্যন্ত করা হচ্ছে না। ফলে সেখানকার গরীব কৃষকরা এই অবস্থায় আছে। আর উদয়পুরের মধ্যে সুকসাগর জলার মধ্যে মাঝে মাঝে ফ্লাড হয়, গুরিজলা নামে একটা জায়গা আছে ; সেটাও এখন পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক ভাবে বোরো ধানের উপযোগী হয়ে উঠেনি। কারণ বর্ষাকালে যে জল জমা হয় সেটা আর সহজে বেরুতে পারে না। রাজার আমলে সেখানে একটা স্লুইস গেট ছিল। গুরী জলার কাছে, মির্জ্জার কাছে, কাকড়াবন বাজারের দক্ষিণ দিকে একটা বাঁধ দিলে অনেক কাজ হত। এই বাঁধটা যদি একটু ঘুরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এনটায়ার এলাকাটা কালটিভেশনে আনা যায়। এইভাবে সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত অনেক জায়গা আছে। কাজেই এইসমস্ত এলাকা যদি ইনটেনসিভ ওয়েতে সার্ভে করে বা কিস্তি কিস্তি করে এটা করা হত তাহলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যেই এই কথা বলা যেত যে এটা করা হয়েছে ওটা করা হয়েছে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত কোনরকম কনষ্ট্রাকটীভ সাইড নাই। শুধু টাকাটা খরচ হচ্ছে এই পর্য্যন্তই। বলা হয় প্রডাকশন অনেক বেড়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষও তো বেড়েছে। আগে মাত্র ৬ লক্ষ লোক ছিল আর এখন হয়েছে ১৬ লক্ষ। কিন্তু প্রডাকশন সেই তুলনায় অনেক কম। কাজেই অনেক বিরাট বিরাট টিলা লুঙা আবাদ হয়েছে—

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 11 A. M. to-morrow the 4th April, 1969. The remaining demands will be taken up to-morrow.

PAPERS LAID ON THE TABLE

APPENDIX 'A'

STARRED QUESTION NO. 305.

By Shri Abhiram Deb Barma

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরতলীতে হাওড়া নদীর উপর প্রতাপগড়ে একটি ব্রীজ তৈরীর দাবী র্ক অবগত আছেন কি?

২। ইহা কি সত্য যে ঐ ব্রীজ না থাকায় প্রায় প্রত্যহ ১০ হাজার জনসাধারণ নদীর অপর হইতে আগরতলা যাতায়াতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন?

৩। সরকার এই ব্রীজটা তৈরীর কাজ অগ্রাধিকার দিবেন কি?

উত্তর

১। হাঁ।

২। কিছু লোক এই স্থান দিয়া যাতায়াত করে তবে তাহাদের সঠিক সংখ্যা সরকারের নাই। এই স্থানের অতি নিকটেই হাওড়া নদীর উপর একটি পুল আছে। এই স্থানে ফেরী বোটও চালু আছে।

৩। অর্থাভাবে বর্তমানে ইহা সম্ভব নহে। তবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া পুল করিতে রচ পরিবে তাহা দেখা যাইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 368.

By Shri Rabindra Chandra Deb Rankhal.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, সরকারী গাড়ার অভাবে খোয়াই-তেলীয়ামুড়া ইলেকট্রিক লাইনের র অগ্রগতি ব্যাহত হইতেছে;

২। যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রতিকারের কি ব্যবস্থা সরকার করিয়াছে?

উত্তর

১। না।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 425

By Shri Ghanashyam Dewan

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর বিভাগের নালাছড়ায় নালা কাটার কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে?

২। উক্ত নালা কাটার কাজ কবে নাগাদ শেষ হইবে আশা করা যায়?

উত্তর

১ ও ২। কাজের যথেষ্ট অগ্রগতি হইয়াছে এবং আগামী ২।৩ মাসের মধ্যে কাজটি শেষ । বলিয়া আশা করা যায়।

STARRED QUESTION NO. 430.

By Shri Ershad Ali Choudhury

প্রশ্ন

১। ভূমি ব্যবস্থার ও ভূমি সংরক্ষণ পর্ষদ এবং সংরক্ষিত বন পুনর্বিন্যাস কমিটি বন এলাকা বিশেষ করিয়া সংরক্ষিত বন এলাকা হইতে জুমিয়া ও অন্যান্য ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের জন্য কি পরিমাণ ভূমি ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন ?

২। সংরক্ষিত বন গঠনের জন্য এই কমিটিগুলি কোন সুপারিশ করিয়াছেন কি না ?

উত্তর

১। ভূমি সদব্যবহার (utilization) ও ভূমি সংরক্ষণ পর্ষদ ও সংরক্ষিত বন পুনবিন্যাস কমিটি যথাক্রমে মোট ৯৯৪৯·১৪ হেক্টর ও ৭১৭·৪২ হেক্টর ভূমি ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

২। হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 432.

By Shri Rabindra Chandra Deb Rankhal

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সনগাং এর উপর পুল না থাকায় বর্ষাকালে তেলিয়ামুড়া হইতে অমরপুর যাতায়াতে জন সাধারণের অসুবিধা হইতেছে ;

২। যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত অসুবিধা দূরীকরণে কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১ ও ২। নদীগর্ভে ইট দিয়া সোলিং করা একটি রাস্তা আছে। সাধারণতঃ বন্যা না হইলে এই রাস্তা দিয়া তেলিয়ামুড়া হইতে অমরপুর যাতায়াত করা যায়। অধিক বৃষ্টিতে বন্যা হইলে কিছুক্ষণের জন্য যাতায়াত স্থগিত থাকে।

UN-STARRED QUESTION NO. 27

By Shri Aghore Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister—in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীনে বর্ত্তমানে মোট কতটি কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ফার্ম আছে ? (ফার্মগুলির নাম এবং কোথায় কোথায় অবস্থিত ?)

২। গত আর্থিক বৎসরে এই ফার্মগুলিতে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে ? এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ ও আয়ের মোট পরিমাণ কত টাকা ? (প্রতিটী ফার্মের আলাদা হিসেব সহ) ?

৩। গত আর্থিক বৎসরে ফার্মগুলিতে স্থায়ী বা regular ষ্টাফ বাবদ ও অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ বাবদ মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীনে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ফার্মের নাম ও অবস্থান নিম্নে দেওয়া গেল :—

ক্রমিক নং	ফার্মের নাম	অবস্থান
১।	তেলিয়ামুড়া সীড্ মাল্টিপ্লিকেশন ফার্ম	তেলিয়ামুড়া, খোয়াই মহকুমা।
২।	আভাংগা সীড্ মাল্টিপ্লিকেশন ফার্ম।	আভাংগা, কমলপুর মহকুমা।
৩।	করমছড়া সীড্ মাল্টিপ্লিকেশন ফার্ম।	করমছড়া, কৈলাশহর মহকুমা।
৪।	চোরাইবাড়ী সীড্ মাল্টিপ্লিকেশন ফার্ম	চোরাইবাড়ী, ধর্ম্মনগর মহকুমা।
৫।	নলছর সীড্ মাল্টিপ্লিকেশন ফার্ম।	নলছর, সোনামুড়া মহকুমা।
৬।	গোকুলপুর সীড মাল্টিপ্লিকেশন ফার্ম।	গোকুলপুর, উদয়পুর মহকুমা।
৭।	রাংকাং ,, ,,	রাংকাং, অমরপুর মহকুমা।
৮।	কাঠালিয়াছড়া সীড্ ,,	কাঠালিয়াছড়া, বিলোনিয়া মহকুমা।
৯।	রূপাইছড়ি ,, ,, ,,	রূপাইছড়ি, সাব্রুম মহকুমা।
১০।	বংকরায়বাড়ী ডেমোষ্ট্রেশন ,,	বংকরায়বাড়ী, অমরপুর মহকুমা।
১১।	জগবন্ধুপাড়া ,, ,,	জগবন্ধুপাড়া, ,, ,,
১২।	সাউথ হিচাছড়া ,, ,,	সাউথ হিচাছড়া, বিলোনীয়া ,,
১৩।	কাঠালিয়াছড়া ,, ,,	মনু, ,, ,,
১৪।	কলসী ,, ,,	কলসী ,, ,,
১৫।	কালাচেপা ,, ,,	কালাচেপা, সাব্রুম ,,
১৬।	বিশ্রামগঞ্জ ,, ,,	বিশ্রামগঞ্জ, সদর মহকুমা।
১৭।	নবীনছড়া ,, ,,	নবীনছড়া, ধর্ম্মনগর মহকুমা।
১৮।	ক্ষেত্রীছড়া ,, ,,	ক্ষেত্রীছড়া, কৈলাশহর মহকুমা।
১৯।	কাঠালছড়া ,, ,,	কাঠালছড়া, ,, ,,
২০।	লালছড়া ,, ,,	লালছড়া ,, ,,
২১।	মাইক্রোসাপাড়া ,, ,,	মাইক্রোসাপাড়া, সোনামুড়া মহকুমা

২। গত আর্থিক বৎসরে (১৯৬৭-৬৮) উক্ত ফার্মগুলিতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ, মোট উৎপাদনের পরিমাণ, আয়ের মোট পরিমাণ, স্থায়ী বা নিয়মিত কর্মচারী

৩। (**Regular staff**) বাবত ব্যয় ও অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ বাবত মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রতিটী ফার্মের আলাদা হিসাব সহ নিম্নে দেওয়া গেল :—

ফার্মের নাম	মোট ব্যয়ের পরিমাণ (টাকা)	মোট উৎপাদনের পরিমাণ			মোট আয় (টাকা)	স্থায়ী বা নিয়মিত কর্মচারী বাবদ মোট ব্যয় (টাকা)	অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ বাবদ মোট ব্যয় (টাকা)
		বিভিন্ন বীজ (কিলোগ্রাম)	অন্যান্য ফসল (কিলোগ্রাম)	আনুষাঙ্গিক উৎপাদন (কিলোগ্রাম)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। তেলিয়ামুড়া সীড্ মাল্টিপ্লিকেশন ফার্ম।	১৪৭৯৯.৪০	৮৮১২	২০৩১.৫	১৪৪৭৫	১৫৯৬৩.৪০	—	১০৭৪৫.৬৫
২। আভাংগা সীড্ মাল্টিপ্লিকেশন ফার্ম।	১০৬২৪.৬১	৪৯১৮	—	৭৪৮৫	৯৯৭৯০০	—	৭৮৪৪.৮৫
৩। করমছড়া সীড্ মাল্টিপ্লিকেশন ফার্ম।	৮৬০৪.০২	৩৩০৭	—	—	৭৮৯৪.৪৯	—	৫৫৬৮.৯৫
৪। চোরাইবাড়ী সীড্ মালটিপ্লিকেশন ফার্ম।	২০৬৮০.৯৭	৭১৩৪৯.৫	—	১৩০০০	২৯৫৮৪.৫০	—	১৪৬৮৪.১৫
৫। নলছর সীড্ মাল্টিপ্লিকেশন ফার্ম।	১৩৯০২.১৩	২৭৬৮০	১৯	১২০০০	১৫৬৪৫.৭০	—	৯৩৭৯.১৪
৬। গোকুলপুর সীড্ মাল্টি-প্লিকেশন ফার্ম	১৯২৪৬.৩০	৪৩৪৬৯	৭৬	৪৮৪৩	১৫৮৯৩.৯৫	২৮১১.৯০	১৩৮৩৮.৪৭
৭। বাংকাং সীড্ মাল্টিপ্লিকেশন ফার্ম।	৯৪৫০.৩৬	৮৫৩৩৪	—	২০৩	১০৮০৫.৮০	—	৮২৩৬.২৫

	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮। কাঠালিয়াছড়া সীড্ মাল্টি-প্লিকেশন ফার্ম।	১৫২১১.৭১	১৬১৮১	১০৫০	—	১১৭১৩.৯৫	৪৪৮৮.৪৮	৯১১৯.৯০
৯। রূপাইছড়ি সীড্ মাল্টিপ্লিকেশন ফার্ম।	৫৬৪৩.৩৯	৮৬৯৪	৬৫	৪৫০০	৪৪২৯.৫০	২২৩১.০০	২৬৪৫.০০
১০। বংকরায়বাড়ী ডেমোন্‌ষ্ট্রেশন ফার্ম।	৭৬১৯.৯৮	২২০৮	—	১১	১৮৩৩.৬৪	৫০৯১.০৫	২২৫২.০০
১১। জগবন্ধুপাড়া ডেমনষ্ট্রেশন ফার্ম।	৪১৫৪.৭৪	১৪৮৭	—	৩৫০	১৫৮৭.২০	—	৩২৯৪.৭৫
১২। সাউথ হিচাছড়া ডেমনষ্ট্রেশন ফার্ম।	৫১৪৮.১৭	১৭২২	৩১৭	—	১৭৯৮.২৮	২৯২৯.২০	১৫৪৪.৫০
১৩। কাঠালিয়াছড়া ডেমনষ্ট্রেশন ফার্ম।	৫৬৫২.৩৭	৬৯১২	১৩৩	—	২১৮২.৭০	২৮৬৩.৪০	২৪৬৪.৭৫
১৪। কলসী ডেমনষ্ট্রেশন ফার্ম।	৩৫৭৫.৬৬	২৭১	—	২৮০	৬০৮.৩০	২৬৫৪.০০	৭৭৩.৩৫
১৫। কালাঢেপা ডেমনষ্ট্রেশন ফার্ম।	১৫৬৬.০৩	২৫৪১	২২	—	১৬৩৪.৮৯	—	১৩৬২.৭৫
১৬। বিশ্রামগঞ্জ ডেমনষ্ট্রেশন ফার্ম।	৪৬৩৮·০৭	১৭৯১৬	১১৩	১০৫৩	২৫৭৩.৯৫	—	৩১৭৬.৫০
১৭। নবীনছড়া ডেমনষ্ট্রেশন ফার্ম।	৬৮১৭.৮০	৬১০৮	৯	৩২৪০	৮৯৮৪.৩২	—	৪১৪৪·৯০

১৮। ক্ষেত্রীছড়া ডেমনষ্ট্রেশন ফার্ম।	৫১৫৪.৮	১০৪৫	—	—	২৭৯৩.৭৫	—	৩৮২৭.৫০
১৯। কাঠালছড়া ডেমনষ্ট্রেশন ফার্ম।	৮০৮২.৭২	৩৭৫৩	—	—	৪৯৪৫.৭০	—	৬৪০৫.১০
২০। লালছড়া ডেমনষ্ট্রেশন ফার্ম।	৬৬৬৭.০৭	৩২৭১	—	১৫০০	৪৮৭২.৫০	—	৬১০৭.১০
২১। মাইক্রোসা পাড়া ডেমনষ্ট্রেশন ফার্ম।	৬০৯৪.৮৫	২৯৫১	—	১৫০০	২৭৫০.২০	—	৪৪৯৬.০০
মোট —:	১৮৩৩২৪.৬৩	২৭৫৫০৫	৩৮৪০.৫	৬৩৪৪০	১৬১৪৭১.৭২	২০০৬৯.০৩	১২১৮৭১.৫৬

UNSTARRED QUESTION NO. 413

By—Shri Ershad Ali Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

QUESTION

1. What measures for protectior against flood and soil erosion have been taken up at Agartala, Sonamura. Belonia, Kailashahar, Udaipur. Khowai and Subroom ?

ANSWER

1. At Agartala :—Agartala Town has been protected against, the flood of Haora by construction of an embankment. This embankment is being raised and strengthened. Spurs have also been constructed to protect the embankment against erosion.

At Sonamura :—Sonamura-Durgapur is protected against the flood of Gumti by an embankment. Some spurs have already been constructed and some more spurs are being constructed for erosion control of river Gumti.

At Belonia :—Belonia Town is protected against the flood and erosion of river Muhuri by construction of an embankment and spurs.

At Kailashahar :—Kailashahar is protected against the flood of river Manu by construction of an embankment and spurs.

At Udaipur :—Udaipur is protected against the erosion of river Gumti by Construction of spurs.

At Khowai :—Some spurs have already been constructed for proteetion of khowai from erosion of river Khowai. A new embankment is also under construction for protection of the Town from Flood.

At Sabroom :—Some spurs have already been constructed for protection of Sabroom Town from erosion of river Feni.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT. 1963.

APRIL 4, 1969

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday the 4th April, 1969.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker, in the Chair, Chief Minister, four Ministers, the Dy Minister, the Dy. Speaker and twenty Members.

Mr. Speaker—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned.

Shri Aghore Deb Barma and Shri Baju Ban Riyan.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 48

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 48

QUESTION	ANSWER
(1) Whether the Government has received any memorandum from certain citizen of Agartala in the month of February, 1969 requesting to extend west Bengal Rent Control Act in Tripura.	(1) Not in February, 1969 but in March, 1969.
(2) If so, what steps the Government propose to take in the matter.	(2) The matter is under consideration.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে মেমোরেণ্ডাম দেওয়া হয়েছে সেই মেমোরেণ্ডামে কি কি বক্তব্য আছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মেমোরেণ্ডামে যা আছে তাহাই আছে।

শ্রীঅঘোর দেব বর্মা—কোন কোন বিষয় সম্পর্কে তারা উল্লেখ করেছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—রেণ্ট কন্ট্রোল সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এটা কবে পর্যন্ত আগরতলায় চালু হবে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—এটা পরীক্ষা নিরীক্ষাধীন আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—পরীক্ষা নিরীক্ষা বলতে কি বুঝেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—যখন পরীক্ষানিরীক্ষা শেষ হবে তখন দেখা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে রেণ্ট কণ্ট্রোল অ্যাক্টটা যে আছে সেটা কি ত্রিপুরাতে সরাসরি করা হবে না এখানে আলাদা একটা রুল করা হবে ? এই পরীক্ষা কবে থেকে সুরু হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মেমোরেণ্ডাম পাওয়ার আগে থেকেই পরীক্ষা সুরু হয়েছে।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No, 54.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No, 54.

প্রশ্ন	উত্তর
১। জরীপ ও বন্দোবস্ত বিভাগের কর্ম্মচারীদের পক্ষ থেকে তাদেরকে চাকুরীতে স্থায়ী ঘোষণা করার জন্য রাজ্য সরকারের ভারপ্রাপ্ত উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কোন দরখাস্ত করা হয়েছে কি না ;	১। হ্যাঁ।
২। যদি কোন দরখাস্ত করা হয়ে থাকে মোট দরখাস্তের সংখ্যা কত ;	২। ১৮৯ জন।

প্রশ্ন	উত্তর
৩। তাদের দরখাস্ত সম্পর্কে রাজ্য সরকার কোন বিবেচনা করেছে কি না? বিবেচিত হয়ে থাকলে সরকার এই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন কিনা;	৩। বিবেচনাধীন আছে।
৪। যদি বিবেচিত না হয়ে থাকে ইহার কারণ এবং সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হয়ে থাকলে সেই সিদ্ধান্তগুলি কি?	৪। বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই রিপ্রেজেনটেশন কবে দেওয়া হয়েছিল এই দরখাস্তগুলির?

শ্রী এস, এল, সিংহ—বিভিন্ন তারিখে দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই দরখাস্তগুলি কবে দেওয়া হয়েছিল?

শ্রী এস, এল, সিংহ—বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন দরখাস্ত করা হয়েছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—কোন্ কোন্ ক্যাটাগরীর কর্ম্মচারীরা এই দরখাস্তগুলি দিয়েছে বলতে পারেন কি?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—এই সম্পর্কে যারা দরখাস্ত করেছেন, তাদের কিছু জানান হয়েছে কি না?

শ্রী এস, এল, সিংহ—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কি করে জানাব সেটা আমি বুঝতে পারলাম না। সেটা বিবেচনাধীন আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। তবে তাদের জানান হয়েছে যে বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—এই সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—সেটা বিবেচনাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৮ (পষ্টপণ্ড)

শ্রী এস. এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৮ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। সরকারী খাস জমি হইতে উচ্ছেদের জন্য কোন মহকুমার কত নোটিশ জারী করা হইয়াছে ?	১। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
২। এই নোটিশ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা ঐ জমির বন্দোবস্ত প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা ?	২। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
৩। ১৯৬৮-৬৯ সালে যাহাদের উচ্ছেদ করা হইয়াছে তাহাদের মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা ?	৩। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যাদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে উচ্ছেদের জন্য, তাদের মধ্যে উপজাতীয় সংখ্যা কত এবং অন্যান্যদের সংখ্যা কত ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন কোন ল্যাণ্ডলেস কৃষক যদি খাস জমি ইত্যাদিতে ফসল উৎপাদনে ব্যাপৃত থাকে, তাহলে তাকে উচ্ছেদের পরিবর্তে সেই জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হবে কি না?

শ্রী এস, এল, সিংহ—১৭·১৫ একর জমি এ্যালট করা হয়েছে। ১৮,২৫৬ একর জমি। remaining cases are under examination and will be disposed of according to merit.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যাদেরকে উচ্ছেদের জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তারা সকলে ভূমিহীন কি না?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যাদের উচ্ছেদের জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তাদের বন্দোবস্ত মঞ্জুর করা হবে কি না?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৮।

শ্রী এস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৮ স্যার।

QUESTION

(১) নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাহার নিকট হইতে Foodgrain Order অনুসারে এই বছর কত ধান চাউল সংগ্রহ করা হইয়াছে :—

(ক) শ্রীপরিমল নন্দী—পিতা সতীশ নন্দী, গুয়াচাঁদ, পোঃ—জলদা সাক্রম

(খ) শ্রীঅমল নন্দী— ঐ

(গ) শ্রীবিমল নন্দী— ঐ

(ঘ) শ্রীরেবতী সরকার— বিলনীয়া টাউন

(ঙ) শ্রীঅমৃত সরকার— ঐ

(চ) শ্রীঅমর সরকার— ঐ

(ছ) শ্রীবেণী সাহা— ঐ

(জ) শ্রীখগেন্দ্র সাহা— অমরপুর টাউন

(ঝ) শ্রীনীলমণি সাহা— ঐ

(ঞ) শ্রীইন্দ্র লাল ভৌমিক— ঐ

(২) ইহাদের প্রত্যেকের জমির পরিমাণ কত ?

(৩) ইহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে কত খাদ্য সংগ্রহের Levy [illegible] ধার্য হয়েছে ?

ANSWER

(১), (২) এবং (৩)

ব্যক্তির নাম	রিকুইজিশন অর্ডার অনুসারে ধান সংগ্রহের পরিমাণ	প্রত্যেকের জমির পরিমাণ	যত পরিমানের জন্য রিকুইজিসন নোটিশ জারী করা হইয়াছিল।
(ক) শ্রীপরিমল নন্দী	—	১০·৫০ একর	—
(খ) শ্রীঅমল নন্দী	—	১০·৫০ একর	—
(গ) শ্রীবিমল নন্দী	—	১০·৫০ একর	—
(ঘ) শ্রীরেবতী সরকার	—	১৭·৬১ একর	—
(ঙ) শ্রীঅমৃত সরকার	—	৬·০০ একর	—
(চ) শ্রীঅমর সরকার	—	৪·০৯ একর	—
(ছ) শ্রীবেণী সাহা	—	১·৮০ একর	—
(জ) শ্রীখগেন্দ্র সাহা	১,৫৭৫ কেজি	১১·০০ একর	১,৫৭৫ কেজি
(ঝ) শ্রীনীলমনি সাহা	৪৪০ কেজি	৫·০০ একর	৫২৫ কেজি
(ঞ) শ্রীইন্দ্রলাল ভৌমিক	৭৭০ কেজি	১৫·০০ একর	৫,৩৫৫ কেজি

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, খগেন্দ্র সাহা, নীলমণি সাহা এবং ইন্দ্রলাল ভৌমিক তাদের জমির পরিমাণ কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে নীলমণি সাহা, ইন্দ্রলাল ভৌমিক এবং খগেন্দ্র সাহা তাদের জমির পরিমাণ হচ্ছে ৫.১৫ একর, ৫.০০ একর এবং ১১ একর।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, শ্রীঅমল নন্দী, বিমল নন্দী, এবং পরিমল নন্দী, এই তিন জনের জমি হচ্ছে ১০.৫০ একর। তারা কত লেভির ধান দিয়েছে এবং তারা ঐ সমস্ত জায়গা আবাদ করেন কি না।

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হইয়াছে যে তাদের পিতার নামে রিকুইজিশান নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং তারা ৪০.৯৫ কেজি লেভির ধান দিয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, তাদের জমির পরিমাণ অনুসারে তাদের লেভির ধান সংগ্রহ কম হয়েছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—নোটিশ অনুসারে সেটা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন তাদের জমি তাদের দখলে আছে, না অন্য লোক দিয়ে করান ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন তাদের বার্ষিক খাদ্য উৎপাদন কত ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২৮।

শ্রী এস, এল, সিংহ— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২৮ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) আগরতলায় শিবনগর বা নিকটবর্তী এলাকায় বিস্থাপস্তন কোন জায়গা আছে কি ?	(ক) হাঁ।
(খ) যদি থাকে ইহার পরিমাণ কত ?	(খ) ২৩৭·৭৬৪ একর।
(গ) ইহা কি সত্য বিস্থাপস্তনের অন্তর্গত জায়গা কতগুলি লোককে বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে এবং কতগুলি লোক জবর দখল করিয়া আছে ?	(গ) বিস্থাপস্তন এলাকায় কোন নূতন বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নাই। তবে ১১৯ জন জবর দখলকার আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যারা জবর দখল করে আছেন, তাদেরকে কি সেই জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হবে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীপ মিনিষ্টার)—অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা হইবে।

Mr. Speaker—Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury—Starred Question 347.

Shri S. L. Singh—(Minister-in-charge of the Revenue Department) Starred Question No. 347.

প্রশ্ন	উত্তর
(১) ত্রিপুরা রাজ্যের জরীপ ও বন্দোবস্তীয় বিভাগের কাননগোদের বেতনের স্কেল পশ্চিমবঙ্গ হারে অর্থাৎ ২০০—৪০০৲ স্কেলে রিভিশন করার কোন পরিকল্পনা ত্রিপুরা সরকারের আছে কি ? ২। না থাকিলে কারণ কি ?	১ এবং ২। জরীপ ও বন্দোবস্ত বিভাগের কানুনগোদের বেতনের স্কেল ১৭৫—৩২৫৲ টাকা হইতে ২০০—৪০০৲ টাকা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ হারে রিভিশন করার জন্য প্রস্তাব ভারত সরকারের নিকট প্রেরীত হইয়াছিল। উক্ত প্রস্তাব ভারত সরকার কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইয়াছে।

Mr. Speaker—Shri Jatindra Kumar Majumdar.

Shri Jatindra Kumar Majumdar—Starred Question No. 421

Shri S. L. Singh—(Minister-in-charge of the Revenue Department) Starred Question No. 421.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা কোর্ফা রায়তদের নিকট জোতদারগণ যে ক্ষতিপূরণ দাবী করেন ইহা হইতে দরিদ্র কোর্ফা রায়তদের রক্ষা করিবার বা রেহাই দিবার জন্য সরকারের কোন প্রচেষ্টা আছে কি ?	১। ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের বিধান মতে কোর্ফা প্রজার দেয় ক্ষতিপূরণ প্রথমতঃ সরকার হইতে রায়তকে দেওয়া হইবে এবং রায়ত তাহা কোর্ফা প্রজা হইতে সরাসরি দাবী করিতে পারে না।

প্রশ্ন	উত্তর
২। যদি না থাকে তবে উক্ত ক্ষতিপূরণ এর হাত হইতে কোর্ফা রায়তগণ যাতে রেহাই পান তার ব্যবস্থা বা তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট আইনের সংশোধন সরকার করিবেন কি ?	২। প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan—Starred Question No. 427

Shri S. L. **Singh**—(Minister in-charge of the Development Department) Starred Question No. 427

QUESTION	ANSWER
1) Whether it is a fact that the B.D.O., Chaumanu T- D. Block not being able to spend the amount budgetted during the year 1968—69. has surrendered an amount more than Rs. 1,00 lakh.	1) The material is under collection
2) If so, the reasons therefor and the amount of short-fall may be shown.	2. The material is under collection

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Starred Question No. 55

Shri S. L. Singh— (Minister in-charge of the Revenue Department) Starred question No. 55.

QUESTION	ANSWER.
১। ১৯৬৮ সালে কমলপুর বিভাগে কত টাকা কৃষি ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে ?	১। ২৫,০০০৲ টাকা।
২। যাহারা কৃষক নয় এ রকম কোন পরিবারকে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে কি ?	২। না।
৩। কৃষি ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে নীচে কত টাকা এবং উপরে কত টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে ?	৩। নীচে ২০০৲ টাকা [দুইশত টাকা] এবং উপরে ৮০০৲ টাকা [আটশত টাকা]

Mr. Speaker—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma—Starred question No. 248

Shri S. L. Singh—(Minister in-charge of the Revenue Department) Starred question No. 248

QUESTION	ANSWER
১। **Kailashahar** মনুঘাটের জোতদার শ্রীঅমূল্য চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে সরকার কোন কৃষক উচ্ছেদের অভিযোগ পাইয়াছেন কি ;	১। **Ex-Service man** শ্রীকুল বাহাদুর শিমু গত ২৮।২।৬৮ইং তারিখে শ্রীঅমূল্য চক্রবর্তী ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে ইণ্ডিয়া প্যানেল কোড ১৪৭।৪২৭।৩৭৯ নং ধারা অনুসারে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে। ইহা এখনও বিবেচনাধীন আছে।

QUESTION	ANSWER
২। শ্রীচক্রবর্ত্তীর কটিকছড়ায় তহশীলে কোন জোতে কত পরিমাণ জমি আছে ?	২। তাহার জোতে বর্ত্তমানে ৯·২৪ একর জমি আছে।

Mr. Speaker—Shri Bidya Ch. Deb Barma

Shri Bidya Ch. Deb Barma—Starred Question No. 229

Shri S. L. Singh—(Minister in charge of the Food Department) Starred Question No. 229.

প্রশ্ন	উত্তর		
(১) ত্রিপুরা সরকার প্রত্যেক মহকুমায় যাহাদের ধান চাউল সংগ্রহের জন্য এজেন্ট নিয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের মহকুমা ভিত্তিক নাম।	(১) বিভাগের নাম		এজেন্টের নাম
	উদয়পুর—	১)	শ্রী এন, আর, সাহা
		২)	শ্রী এস, সাহা
		৩)	শ্রী আর, ঘোষ
		৪)	শ্রী বি, বি, কর
		৫)	শ্রী আর, চক্রবর্ত্তী
		৬)	শ্রী এ, সাহা
	কমলপুর—	১)	শ্রী কে, আর, ঘোষ
	অমরপুর—	১)	শ্রী ডি, সাহা
		২)	শ্রী ডি, সাহা
		৩)	শ্রী জে, সাহা
		৪)	শ্রী এইচ, এন, সাহা
		৫)	শ্রী বি, এল, সাহা
		৬)	শ্রী বি, বণিক
		৭)	অমরপুর প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটী

প্রশ্ন		উত্তর
	কৈলাসহর—	১) কৈলাসহর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটী
		২) শ্রী কে, আর, রায়
	বিলোনীয়া—	১) শ্রী এ, বি, সাহা
		২) শ্রী বি, এন, সাহা
		৩) শ্রী আর, কে, বৈদ্য
		৪) শ্রী ডি, কে, ঘোষ
		৫) শ্রী জে, পাটওয়ারী
		৬) শ্রী এস, সেন
		৭) মেসার্স মজুমদার সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
		৮) শ্রীবীরচন্দ্র সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
	ধর্মনগর—	১) হিতসাধিনী সার্ভিস কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটী লিঃ
		২) গোবিন্দপুর পারজ সাইজড কো-অপারেটিভ সোসাইটী লিঃ
		৩) কাঞ্চনপুর প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটী লিঃ
		৪) শ্রী আর, সি, দে
		৫) শ্রী পি, সি, দেব
	সদর—	১) শ্রী বি, সি, সাহা
		২) শ্রী এম, সি, দেবনাথ
		৩) শ্রী এস, আর, দাস

প্রশ্ন	উত্তর
সোনামুড়া—	১) মেলাঘর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটী লিঃ ২) মেলাঘর কো-অপারেটিভ কনজুমার্স ষ্টোর্স ৩) শ্রী এস, গুহ ৪) শ্রী ডি, সাহা ৫) শ্রী পি, বর্দ্ধন ৬) শ্রী বি, সাহা
পোয়াই—	১) শ্রী এন, কে, বিশ্বাস [illegible] ৩) শ্রী কে, সি, দাস ৪) এন, কে, বিশ্বাস ৫) শ্রী ইউ, সি, দেবনাথ ৬) শ্রী বি, কে, রায় ৭) শ্রী বি, সি, পাল ৮) শ্রী এস, সি, দেব সরকার
সাব্রুম—	১) সাব্রুম প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটী ২) শ্রী আর, কে, পাটওয়ারী ৩) শ্রী এন, দেবনাথ ৪) শ্রী বি, দাস চৌধুরী ৫) শ্রী এইচ, দে ৬) শ্রী এস, কে, পাল

প্রশ্ন — উত্তর

(২) ইহা কি সত্য যে এই সকল এজেণ্ট ধান চাউল তাহাদের ক্রয় কেন্দ্রে পৌছাইয়া দিবার জন্য মুনী খরচ আদায় করিয়া থাকেন ?

(২) যেখানে কৃষকগণ স্বেচ্ছায় নির্দ্ধারিত নিকটতম সংগ্রহ কেন্দ্রগুলিতে বিক্রুইজিসণ্ড ফসল তাহাদের বাড়ী হইতে পৌঁছাইয়া দিতে রাজী হয় না সেই ক্ষেত্রে তাহাদের ফসলের নির্দ্ধারিত মূল্য হইতে এজেণ্টগণ সঙ্গত পরিবহন খরচ আদায় করিয়া থাকেন।

(৩) ইহা কি সত্য যে ফটিকরায় থানার অন্যতম এজেণ্ট মার্কেটিং সোসাইটী উপজাতীয় কৃষকদের নিকট হইতে লেভীর ধান চাউলের মূল্য হইতে কুইণ্টল প্রতি ১২ টাকা কাটিয়া রাখিয়াছেন ?

(৩) হ্যাঁ, উপরোক্ত ২নং প্রশ্নোত্তরে আদায়ের কারণ বর্ণিত হইয়াছে।

(৪) যদি সত্য হয় তবে ঐ অর্থে উপজাতীয় কৃষকদের ফেরৎ দেওয়া হইবে কি ?

(৪) প্রশ্ন উঠে না।

(৫) ইহা কি সত্য নয় যে এই এজেণ্টদের সরকার হইতে carrying cost দেওয়া হয়। যদি সত্য হয়, উহা কিভাবে দেওয়া হয় ?

(৫) হ্যাঁ। এই এজেণ্টদের টেণ্ডার রেইট অনুযায়ী কেবল নির্দ্ধারিত কেন্দ্রগুলি হইতে নিকটতম সরকারী গুদামে ফসল পৌঁছাইয়া দিবার জন্যই পরিবহন মূল্য দেওয়া হইয়া থাকে।

শ্রী বিদ্যা দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই সমস্ত পরিবহন মূল্য যদি দেওয়া হয়ে থাকে তা হলে কৃষকদের পাওয়ার কি ব্যবস্থা আছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই এই সম্বন্ধে বলা হয়েছে ২ নম্বর উত্তরে যে যেখানে কৃষকগণ স্বেচ্ছায় নির্ধারিত নিকটতম সংগ্রহ কেন্দ্র গুলিতে বিক্রুইজিশনের ফসল তাদের বাড়ী হইতে পৌঁছে দিতে রাজি হয় না সেই ক্ষেত্রে তাদের ফসলের নির্ধারিত মূল্য হইতে এজেণ্টগণ সংগত পরিবহন খরচ আদায় করে থাকেন।

Mr. Speaker—Shri Monoranjan Nath.

Shri Manoranjan Nath—Question No. 180.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, Question No. 180.

প্রশ্ন

(ক) কৈলাশহর সাব-ডিভিশনে ভাগ্যপুর উদ্বাস্তু কলোনীর বাসিন্দাগণ সেটেলমেন্ট পরচা না পাওয়ার কারণ কি ?

(খ) বর্তমানে পরচা বা পরচার Certified Copy কৈলাশহর হইতে পাওয়ার ব্যবস্থা হবে কি ?

(গ) কৈলাশহর Relief & Rehabilitation এর কর্মচারী সেটেলমেন্টের কাজের সময় সরেজমিনে নিয়া রীতিমত সেটেলমেন্ট ষ্টাফকে কাগজপত্র ম্যাপ না দেখানো ও সাহায্য না করার দরুণ Land Record এ অনেক উদ্বাস্তুগণের জায়গা লিপিবদ্ধ হয় নাই এবং Land Record এ ভুলভ্রান্তি আছে, উক্ত মর্মে ইতিপূর্বে সরকারের নিকট উক্ত কলোনীবাসী আবেদন করিয়াছিলেন কি ?

উত্তর

(ক) যেহেতু তজদিক কার্য্যের পূর্ব্বে উদ্বাস্তু কলোনীর লোকেরা পুনর্ব্বাসন কর্তৃক তাহাদের বন্দোবস্তীয় ভূমির কোন প্রামাণ্য পত্রাদি উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই সেই হেতু তাহাদিগকে 'পরচা' দেওয়া হয় নাই।

(খ) বুজারত কার্য্যের সময় জমির মালিকগণকে ২৫ পয়সা মূল্য নিয়া 'পরচা' দেওয়া হয়। যেহেতু বুজারত কার্য্য অনেক পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে সেই হেতু তাহাদিগকে কোন 'পরচা' দেওয়া যাইবে না। রিফিউজিগণ যদি খতিয়ানের নকলের জন্য আবেদন করে তবে তাহা আইনের বিধান মোতাবেক দেওয়া যাইবে।

(গ) বিষয়টি অনুসন্ধানে আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে, যেসমস্ত রিফিউজী ভাগ্যপুর কলোনীতে আছে তাদের কি অ্যালটমেণ্টের কোন কাগজপত্র সরকার হতে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আগেই বলা হয়েছে যে বুজারত কার্য্যের সময় জমির মালিকগণকে ২৫ পয়সা মূল্য নিয়ে পরচা দেওয়া হয়। যেহেতু বুজারত কার্য্য অনেক পূর্ব্বেই শেষ হয়ে গিয়েছে সেই হেতু তাদের এই পরচা দেওয়া যাবে না। তবে তারা যদি খতিয়ানের নকল চান তাহলে তাদের আইনের বিধান অনুসারে দেওয়া যাবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—আমি বলছি (ক) প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে যাহারা জমির মালিক বা জোতদার তাহারা ল্যাণ্ড রেকর্ড করতে পারবে কাগজপত্র নিয়ে। আমি বলছি ভাগ্যপুর কলোনীর লোকদের কোন কাগজপত্র ছিল না যেহেতু তারা রিফিউজী। সুতরাং সরকার যদি এটা রেকর্ড না করেন তা হলে কি করে তারা রেকর্ড করাবে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—সেখানে অ্যালটেড ভূমি, রিফিউজী ডিপার্টমেণ্ট থেকে যে দেওয়া হয়েছে সেইসমস্ত কাগজপত্র না পেলে তাদিগকে পরচা দিলে একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—আমি বলছি সার্ভে স্টাফ যখন সরেজমিনে গেল তখন রিলিফ ডিপার্টমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী যদি নকশা না নিয়ে আসে তা হলে রিফিউজীরা কি করে কাগজপত্র দেখাতে পারে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ল্যাণ্ড রেভিনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফর্মস্ অ্যাক্টেই সেটা দেওয়া আছে। রুল ৬৩ (২) তে দেখলেই পাবেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে কোয়েশ্চানটা করেছি তার রিপ্লাই পাই নি। আমি বলছি রিফিউজীদের কাছে কোন কাগজপত্র নাই। কাগজ ছিল রিহেবিলিটেশান অফিসে। যদি রিহেবিলিটেশানের অফিস স্টাফ কাগজ নিয়ে না যায় তাহলে রিফিউজীরা কি প্রকারে কাগজপত্র দেখাতে পারে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—তারা সেই জায়গাতে অবস্থান করছিল। সুতরাং তাঁরাই সেটা দেখাবে। যদি তাদের না থাকে তবে সার্টিফাইড কপি পাওয়ার জন্য অ্যাপ্রোচ করবে এবং তখন সেই অনুসারে কাজ করা হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি তাদিগকে এই পর্চার সার্টিফাইড কপি কৈলাসহরে দেওয়া হবে কিনা? কারণ যদি ভাগ্যপুর থেকে এই সমস্ত উদ্বাস্তদের আগরতলা এসে কপি নিতে হয় তা হলে বিস্তর টাকা পয়সা দরকার। এত টাকা পয়সা খরচ করে উদ্বাস্তদের পক্ষে আগরতলা এসে কপি নেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রী এস. এল, সিংহ—সেজন্য বলা হয়েছে আইনের বিধান মোতাবেক দেওয়া হবে। সেই জন্যই বলা হয়েছে খতিয়ানের নকল'এর আবেদন ক্রমে, আইনের বিধান অনুসারে যতদূর দেওয়া হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ--মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি জানতে চাই কৈলাসহরে দেওয়া হবে কি না?

শ্রী এস. এল. সিংহ—আইন যদি বলে, দেওয়া হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি জানতে চাইছি, তারা দরখাস্ত করে তখন যদি পেতেন, তাহলে তাদের ২৫ পয়সা খরচ করেই সেটা করতে পারত। যেহেতু এখন টাইম নেই, সার্টিফাইড কপি তাদের কৈলাসহরে দেওয়া হবে কি না, যাতে তারা আগরতলা না এসে সেটা করতে পারে, তার সুবিধা করতে পারেন কি না?

শ্রী এস. এল, সিংহ--তারা রেকর্ডিং'এর জন্য এডমিনিষ্ট্রেটারকে লিখতে পারে আইন অনুসারে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তখন তারা দরখাস্ত করে পাননি, সেটার জন্য কি উদ্বাস্তুরা দায়ী ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—ল্যাণ্ড'এর অধিকার নিতে হলে পরে যেই যেই আইন আছে, সেই আইনমত চলতে হবে। তা-না-হলে কে দায়ী সেটা বলা মুস্কিল।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেটেলমেন্ট'এর জরীপে যদি তাদের রিলিফ ষ্টাফ হিসাবে রেকর্ড করা হত, তাহলে অসুবিধা হত না।

শ্রী এস, এল, সিংহ—রিলিফ ষ্টাফ হিসাবে করা হলে করবে আর অবস্থানকারীদের করবে না, তার কোন কারণ নেই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, রিলিফের ষ্টাফ হলে তাদের কাগজপত্র থাকে, রিফিউজিদের কাছে কোন কাগজপত্র থাকে না, কাজেই তারা কাগজপত্র দেখাতে পারছে না।

শ্রী এস, এল, সিংহ—তাদের অবস্থান দেখাতে পারেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, যে কলোনীতে তাদের জায়গা দেওয়া হয়েছে, তাদের বাড়ী থেকে সেই জমি অনেক দূরে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার—শ্রী এরসাদ আলী চৌধুরী।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫০।

শ্রী এস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫০

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা ১৯৬৭ ইং সন হইতে ১৯৬৯ ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এগ্রি-কালচারেল ইন্‌কাম্ ট্যাক্স বাবত কত টাকা পাওয়া গিয়াছে; কত পরিমাণ কৃষকের মধ্যে ইনভলভ আছে?	১। সর্ব্বমোট ২,৫৯,০৮৩ টাকা ৩৫ পয়সা করদাতাগণ হইতে আদায় করা হইয়াছিল যাহাদের মধ্যে চা-রোপনকারীগণ ব্যতীত কৃষকদের সংখ্যা ১৯৬৭ ইং, ১৯৬৮ ইং ও ১৯৬৯ ইং সনে যথাক্রমে ১৬, ২৫ ও ১৮।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, কতটুকু জমির মালিককে ইনকাম্ ট্যাক্স দিতে হয়?

শ্রী এস, এল, সিংহ—ইহা মাননীয় সভ্যের নিশ্চয়ই জানা আছে। এখানে আমাকে পরীক্ষা করার জন্য বলা হচ্ছে, অতএব আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—ট্রাইবেলদের কোন ইন্‌কাম ট্যাক্স দিতে হয় কিনা, মাননীয়, মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী এস, এল সিংহ—আমি যতটুকু জানি, ট্রাইবেলদের ইন্‌কাম ট্যাক্স দিতে হয় না।

শ্রীনিশীকান্ত সরকার—যদি ট্রাইবেলদের নামে কোন ইনকাম ট্যাক্সের নোটিশ যেয়ে থাকে, সেটা মুকুব করা হবে কিনা?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি এখানে বললাম যে তাদের ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় না, আমি যতটুকু জানি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮৮।

শ্রী এস. এল. সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮৮ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। জিরানিয়া ব্লকের নিজস্ব কোন Pumping Set ছিল বা আছে কি ?	১। জিরাণীয়া ব্লকের নিজস্ব ২টি [দুইটি] Pumping Set আছে।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই দুইটি পাম্পিং সেট বর্ত্তমানে চালু আছে কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা হচ্ছে একটা কলের ব্যাপার, কাজেই এটা এখন কি অবস্থায় আছে সেটা বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাজেই আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৩।

শ্রী এস. এল. সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৩ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
(১) Test Relief তহবিল হইতে বর্ত্তমানে কোন্ মহকুমায় কোথায় কত লোককে কি কাজ দেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণ।	(১), (২), (৩) এবং (৪) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

OUESTION	ANSWER
(২) ইহার মধ্যে অধিক খাদ্য ফলাও কার্যাসূচীর অন্তর্ভুক্ত কাজের বিবরণ ;	
(৩) Test Relief এর কেন্দ্র সংখ্যা বাড়াইবার জন্য দাবী করা হইয়াছে কি ?	
(৪) যদি দাবী করা হইয়া থাকে উহা বাড়ানোর জন্য কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?	

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬২।

শ্রী এস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬২ স্যার

প্রশ্ন	উত্তর
(১) গত ৭ই ফেব্রুয়ারী কৈলাসহরের হাওর এলাকা হইতে একটি মহিলা প্রতিনিধিদল কি চীফ কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের বকেয়া খাজানা আদায় স্থগিত রাখা এবং হাওরে পুলিশ জুলুম বন্ধ রাখার দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন ?	(১) এবং (২) শ্রীমতী সাধনা চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে ২ জন মহিলা বিগত ৭-২-৬৯ ইং তারিখে চিফ কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং প্রকিউরমেণ্ট ও ভূমি রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন। তাহাদিগকে বলা হইয়াছে যে যাহারা অত্যন্ত দরিদ্রতা হেতু ভূমি রাজস্ব আদায়ে এবং প্রকিউরমেণ্ট শস্য দিতে অপারগ তাদের একটি তালিকা দেওয়ার জন্য উক্ত মহিলা দ্বয়কে বলা হইয়াছিল এবং তাহারা সম্মত হইয়াছিলেন। তাহাদিগকে সংশ্লিষ্ট সাবডিভিশন্যাল অফিসারের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বলা হইয়াছিল। তাহারা পুলিশের হয়রানি সম্পর্কে অভিযোগ করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে বিশদ বিবরণ দেওয়ার জন্য বলা হইয়াছিল আর তাহারা রাজী হইয়াছিল।
(২) যদি উপস্থিত করিয়া থাকেন, ঐ সম্পর্কে সরকার কি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?	

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	কাজের বিবরণ	
		টিউবওয়েল	রিংওয়েল
১১।	বগাফা	৫	১
১২।	পানিসাগর	৬	১
১৩।	রাজনগর	৫	—
১৪।	ডুম্বুরনগর	—	২
১৫।	জিরানীয়া	৭	—
১৬।	কমলপুর	৫	২
১৭।	খোয়াই	৫	২
১৮।	আগরতলা (পৌরসভার বাহির এলাকা)	৭	২

Mr. Speaker—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath—Starred Question No. 271.

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 271.

প্রশ্ন

(ক) কুমারঘাট ব্লকে বর্তমান বৎসরে Tube-wells, R. C. C.-wells মেরামত Re-sinking করার জন্য কত টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে ?

(খ) উক্ত ব্লকের অধীনে ভেলিয়া জে, বি, স্কুলের সন্নিকটে যে টিউবওয়েল তিন বৎসর যাবৎ অকেজো অবস্থায় আছে, স্থানীয় অধিবাসী পুনঃ পুনঃ বলা সত্ত্বেও মেরামত ও Re-sinking না করার কারণ কি ?

উত্তর

(ক) টিউবওয়েল— ১৪,৫২৫ টাকা
রিংওয়েল— ৫,০০০ টাকা

(খ) ভেলিয়া জে, বি, স্কুলের সন্নিকটবর্তী টিউবওয়েলটি এক মাস পূর্বে পুনরায় বসানো হইয়াছে।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার প্রশ্ন দেওয়ার পর কি সেগুলি বসানো হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)—এক মাস পূর্বে বসানো হয়েছে।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, গত তিন বৎসর যাবৎ সেগুলি রিপেয়ার রিপেয়ার না করার কারণ জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)—নূতন করে বসানোর জন্য।

Mr. Speaker—Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta—Starred Question No. 322.

Shri S. L. Singh (Minister-in-charge of the Development)—**Starred** Question No. 322.

QUESTION	ANSWER
1. Whether any Geological Survey has been made in Tripura in 1967-68 and 1668-69 ?	1. Yes.
2. If so, result thereof ?	2. Possibility of getting glass sand has been indicated but the detailed reports are awaited.

শ্রী অঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে এই জিওলজিক্যাল সার্ভে কোন সন থেকে আরম্ভ হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলছি, কিন্তু উনাদের মেমরী এত সর্ট যে তারা কিছুই মনে রাখতে পারেন না। সেজন্য আমি আবার বলছি যে during 1966-67 the Geological survey of India has conducted the survey works there.

Mr. Speaker—There is only 1 Unstarred Question to-day. The Ministers may lay the reply of the Question on the Table of the House.

CALLING ATTENTION

There is one calling Attention given notice of by Sarvasree Aghore Deb Barma and Abhiram Deb Barma on 28th March, 1969 to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day, the 4th April, 1969. I would call on Hon'ble Minister in charge of the Police Department to make a statement on killing of the tribal woman at Garjan Basha under Kailashar sub-division by police firing on 22nd March, 1969.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—Hon'ble Speaker Sir, killing of a tribal woman at Garjan Basha under Kailasahar Sub-Division by police firing on 22nd March, 1969 There is no such information of any tribal woman having been killed by any police firing on 22nd March, 1969.

Shri Aghore Deb Barma—On a point of clarification Sir.

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, চৈলেংটার কাছে এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল সেই সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন কিনা যে সেখানে এক কাড়ি থেকে আর এক কাড়িতে যাওয়ার সময়ে পুলিশ এটা করেছিল।

Shri Abhiram Deb Barma—Starred Question No. 295

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 295.

প্রশ্ন	উত্তর
১। Local Development এ ১৯৬৮—৬৯ ইং সনে কোন্ ব্লকে কি কি কাজ করানো হইয়াছে তাহার বিবরণ ?	১। পরিশিষ্ট "ক"তে দ্রষ্টব্য।
২। এই সকল কাজ গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করানো হয় কি না, যদি না হইয়া থাকে তাহার কারণ ?	২। এই সকল কাজ গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মারফত করা হয়।

পরিশিষ্ট ক

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	কাজের বিবরণ	
		টিউবওয়েল	রিংওয়েল
১।	বিশালগড়	৫	২
২।	উদয়পুর	৬	২
৩।	মেলাঘর	—	১
৪।	তেলিয়ামুড়া	৬	১
৫।	ছামনু	—	৩
৬।	মোহনপুর	৩	২
৭।	অমরপুর	৬	২
৮।	কুমারঘাট	৭	—
৯।	সাতচান্দ	৬	২
১০।	কাঞ্চনপুর	—	২

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	কাজের বিবরণ	
		টিউবওয়েল	রিংওয়েল
১১।	বগাফা	৫	১
১২।	পানিসাগর	৬	১
১৩।	রাজনগর	৫	—
১৪।	ডুম্বুরনগর	—	২
১৫।	জিরানীয়া	৭	—
১৬।	কমলপুর	৫	২
১৭।	খোয়াই	৫	২
১৮।	আগরতলা (পৌরসভার বাহির এলাকা)	৭	২

Mr. Speaker—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath—Starred Question No. 271.

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 271.

প্রশ্ন

(ক) কুমারঘাট ব্লকে বর্ত্তমান বৎসরে Tube-wells, R. C. C.-wells মেরামত Re-sinking করার জন্য কত টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে ?

(খ) উক্ত ব্লকের অধীনে ভেলিয়া জে, বি, স্কুলের সন্নিকটে যে টিউবওয়েল তিন বৎসর যাবৎ অকেজো অবস্থায় আছে, স্থানীয় অধিবাসী পুনঃ পুনঃ বলা সত্ত্বেও মেরামত ও Re-sinking না করার কারণ কি ?

উত্তর

(ক) টিউবওয়েল— ১৪,৫২৫ টাকা
রিংওয়েল— ৫,০০০ টাকা

(খ) ভেলিয়া জে, বি, স্কুলের সন্নিকটবর্ত্তী টিউবওয়েলটি এক মাস পূর্ব্বে পুনরায় বসানো হইয়াছে।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার প্রশ্ন দেওয়ার পর কি সেগুলি বসানো হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)—এক মাস পূর্ব্বে বসানো হয়েছে।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, গত তিন বৎসর যাবৎ সেগুলি রিপেয়ার রিপেয়ার না করার কারণ জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)—নূতন করে বসানোর জন্য।

Mr. Speaker—Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta—Starred Question No. 322.

Shri S. L. Singh (Minister-in-charge of the Development)—Starred Question No. 322.

QUESTION	ANSWER
1. Whether any Geological Survey has been made in Tripura in 1967-68 and 1668-69 ?	1. Yes.
2. If so, result thereof ?	2. Possibility of getting glass sand has been indicated but the detailed reports are awaited.

শ্রী অঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে এই জিওলজিক্যাল সার্ভে কোন সন থেকে আরম্ভ হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলছি, কিন্তু উনাদের মেমরী এত শর্ট যে তারা কিছুই মনে রাখতে পারেন না। সেজন্য আমি আবার বলছি যে during 1966-67 the Geological survey of India has conducted the survey works there.

Mr. Speaker—There is only 1 Unstarred Question to-day. The Ministers may lay the reply of the Question on the Table of the House.

CALLING ATTENTION

There is one calling Attention given notice of by Sarvasree Aghore Deb Barma and Abhiram Deb Barma on 28th March, 1969 to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day, the 4th April, 1969. I would call on Hon'ble Minister in charge of the Police Department to make a statement on killing of the tribal woman at Garjan Basha under Kailashar sub-division by police firing on 22nd March, 1969.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—Hon'ble Speaker Sir, killing of a tribal woman at Garjan Basha under Kailasahar Sub-Division by police firing on 22nd March, 1969 There is no such information of any tribal woman having been killed by any police firing on 22nd March, 1969.

Shri Aghore Deb Barma—On a point of clarification Sir.

মননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ছৈলেংটার কাছে এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল সেই সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন কিনা যে সেখানে এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে যাওয়ার সময়ে পুলিশ এটা করেছিল।

Shri S. L. Singh —Hon'ble Speaker Sir, I told on that there is no such information of any tribal woman having been killed by any police firing on 22nd March, 1969.

DEMANDS FOR GRANTS

Mr. Speaker –There are 7 Demands viz. 17-Agriculture, 37-Capital outlay on Schemes of Agricultural Improvement & Research, 18—Animal Husbandry, 30—Pension & Other Retirement Benefits, 31—Privy Purses & Allowances of Indian Rulers, 43—Payment of Commuted Value of Pension & 44—Capital Outlay on Schemes of Govt. Trading which will be taken up to-day on the 4th April, 1969.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছিলাম যে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে আমাকে সময়টা একটু বেশী দিতে হবে। এই সম্পর্কে আমার কিছু বলার ছিল। অর্ডিনারী ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আমরা কম বলি।

Mr. Speaker—Hon'ble Member, I would like to inform you one thing. To-day is the last day ; If you cannot finish I shall have to apply guillotine.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—সেটা আমার জানা আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি চেষ্টা করব তাড়াতাড়ি শেষ করতে।

Mr. Speaker—I would request you to finish within 5 minutes.

শ্রীঅঘোর দেব বর্মা—চেষ্টা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নদী এবং ছড়া গুলিতে বাঁধ না দেওয়ার ফলে সমস্ত ধানী জমিগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সরকার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। যদিও বাজেটের মধ্যে টাকা আছে কিন্তু কার্যতঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরকার কোন ব্যবস্থা করছেন না। বন্যার সময় বালি উঠে বহু জমি নষ্ট করে। যেমন চড়িলাম এলাকার মধ্যে বালি উঠে বহু জমি নষ্ট হয়ে গেছে। চিচিমা ছড়ার মধ্যেও তেমনি। এই রকম বহু নাম আমি দিতে পারি। নন্দলাল দেব বর্মা, রাধাপুর, তার জমি ২ কানি, ক্ষীরোদ, তার জমি ৪ কানি। তাছাড়াও নদী ভাঙ্গা আছে। সব দিতে চাই না। ২০/২২ জন আমার লিষ্টে আছে।

কতগুলি জায়গা আছে, যদি এই ছড়াগুলির উপর বাঁধ দেওয়া হয়, যেমন চিচিমাছড়ার আপে বাঁধ দিলে কয়েক দ্রোণ জায়গা চাষের আওতায় আসবে, যেমন রবি চন্দ্র দেববর্ম্মা, ২ দ্রোণ, চন্দ্রমোহন দেববর্মা, ১ দ্রোণ। যদি চিচিমা ছড়ার আপে বাঁধ দেওয়া যায় তাহলে এই জায়গাগুলি চাষের আওতায় আনা যাবে। আর লাটিয়াছড়া,সেটা জন্য বহুদিন যাবত দরখাস্তের পর দরখাস্ত করা হচ্ছে, কিন্তু এটা হচ্ছে না। আর একটা পেকুয়াজলা, গোলাঘাটির উত্তরাংশে একটা জায়গা আছে, সেখানে বাঁধ না থাকাতে বিরাট এলাকা পতিত পড়ে আছে। অর্থাৎ যেখানে কৃষকরা অনেক কষ্ট করে ধান লাগিয়েছে সেখানে বন্যার ফলে ধান নাই। কাজেই এই সমস্ত ছড়া ও নদীগুলির উপর ইমিডিয়েট বাঁধ দেওয়া দরকার। তা যদি না করা হয় তাহলে শুধু মুখেই বলা যাবে যে আমরা কৃষির উন্নতির জন্য অনেক কিছু করছি। কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হচ্ছে না। আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না। যেমন সিডি নালা আছে কমলপুরে সেখানে ৩ দ্রোণ এবং আভাংগাতে আছে আড়াই দ্রোণ উতলা জমি। এইগুলি রিক্লেমেশন করা ইমিডিয়েটলী দরকার। তারা বলছেন যে এগ্রিকালচারের উপর গুরুত্ব দিচ্ছি। কিন্তু এটা শুধু নামেই। এগ্রিকালচারের ষ্টাফ এবং মেন্টেনেন্স কষ্ট যদি বৃদ্ধি পায় এবং এভাবেই খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হবে বলে যদি তারা মনে করেন তাহলে এটা একটা অবাস্তব কথা। কৃষকদের সাহায্য দিয়ে তাদের কৃষিতে এনকারেজ করা উচিত। খাদ্য উৎপাদনের জন্য তাদিগকে অনেক দিক দিয়ে সাহায্য করা যায়। কিন্তু সেটা করা হয় না। যার ফলে কৃষকরা নিজেদের জমি মর্গেজ দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করেন ফসল বাড়াবার। কিন্তু বন্যায় সব শেষ করে দিয়ে যায়। এইভাবে বহু কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আজকে শুধু মুখেই বলা হয় কিন্তু কার্য্যতঃ কোন সাহায্য পাচ্ছে না। এগ্রিকালচারের লোন দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই অবস্থা চলছে। কাজেই আজকে মন্ত্রীরা হয়ত বলতে পারেন বা আত্ম সন্তোষ্ট থাকতে পারেন যে এগ্রিকালচার বাজেটে এক কোটি টাকা রেখেছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তার দ্বারা আজকে এই কথা মনে করার কোন কারণ নাই যে এই বাজেটের টাকা দিয়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়বে। সুতরাং এই যে এগ্রিকালচার বাজেট এটা আমলাতান্ত্রিক বাজেট। প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণকে সাহায্যের দিক দিয়ে যে খুব গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে বা সহায়ক হবে এই কথা মনে করার কোন কারণ নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি আমাকে পারমিশন দেন তা হলে এইখানে যতগুলি ডিমাণ্ড আছে সেগুলি সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে চাই।

মিঃ স্পীকার—আলোচনা তো করেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—না, এনিমেল হাজবেন্ড্রি ইত্যাদি সম্পর্কে রয়ে গেছে।

Mr. Speaker—No. There is no such precedence in our House.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—আমি খুব কম সময়ের মধ্যে শেষ করব।

মিঃ স্পীকার—না, আমি আর সময় দিতে পারি না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সময় যখন এত কমই পাওয়া যায় তখন আমার মনে হয় এইগুলি এক সঙ্গে মুভ করলেই আমরা এক সঙ্গে আলোচনা করে শেষ করে দিতে পারি।

Mr. Speaker—Alright I shall consider. There is as many as 5 cut motions on the Demand No. 17—Agriculture. I would now put the cut motions one by one to vote.

(All the cut motions were put to vote and lost)

Mr. Speaker— I am now putting the main demand for grant No. 17—Agriculture to vote.

(The demand was put to vote and passed)

Mr. Speaker—There is no Motion for reduction on the Grant No. 37—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research. So I put the main Demand to vote.

(The demand was put to vote and passed)

Mr. Speaker—Now I would request Hon'ble Minister-in-charge to move his Demand for Grant No. 18—Animal Husbandry.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সবগুলি ডিমাণ্ড একসঙ্গে মুভ করলে আমাদের সুবিধা হয়।

Mr. Speaker—Do you want to take all the Demands at a time ?

Shri Aghore Deb Barma—Yes Sir.

Mr. Speaker—I have no objection, if the House agrees.

Shri. S. L. Singh—Yes, I agree.

Mr. Speaker—Now I would request the Hon'ble Minister-in-charge please to move Demand No. 18—Animal Husbandry, Demand No. 30—Pension & Other Retirement Benefits, No. 31—Privy Purses & Allowances of Indian Rulers, No. 43—Payment of Commuted Value of Pension, No. 44—Capital Outlay on Schemes of Government Trading, Demand No 20—Industries, Demand No. 38—Capital Outlay on Industrial and Economic Development, Demand No. 29—Famine Relief & Demand No. 32—Stationery & Printing together.

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 42,13,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 18—Animal Husbandry.

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 7,93,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Accounts) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No 30—Pension and Other Retirement Benefits.

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,35,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill,

1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 31—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers.

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 30,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of Shedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 43- Payment of Commuted Value of Pensions.

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,90,09,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 ia respect of Demand No. 44— Capital Outlay on Schemes of Government Trading.

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 40,22,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 20—Industries.

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 34,75,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 38—Capital Outlay on Industrial and Economic Development.

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,00,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 29 Famine Relief.

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Adminiitrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 12,16,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 32—Stationery and Printing.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার কাট মোশানগুলি এক সঙ্গে মুভ করছি।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত—অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এখন যা সময় আছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে আমরা আরও ৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিট সময় পাচ্ছি। এখন ২০জন সদস্যের মধ্যে যদি ১০মিনিট করে সময় দেওয়া হয় তাহলে আমরা এই সময়ের মধ্যে আমাদের যে কাজ তা শেষ হয়ে যাবে। কাজেই এই ১০ মিনিট লিমিট যে সময় এটার প্রতি আমাদের নজর দেওয়া উচিত বলে আমি করি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—এখানে এ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল যে এটা আমাদের সরকারের যতগুলি ডিপার্টমেণ্ট আছে তারমধ্যে এটি একটি, যেটার মধ্যে আমরা কোন এফি-সিয়ান্সী দেখতে পাচ্ছি না। এই ডিপার্টমেণ্টের যিনি মিনিষ্টার ইনচার্জ্জ আছেন, যিনি এই ডিপার্টমেণ্টকে গাইড করছেন, তাঁর অপদার্থতার জন্যই এই সব দুর্নীতি হচ্ছে বলে আমার ধারনা হয়। এই ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে সরকার পরিচালিত যে সব ফার্ম আছে সেগুলির মধ্যে আজকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ছাড়া আর কিছুই আমরা দেখতে পারছি না এবং সেটা যেন দিনের পর দিন আরও বেড়েই চলছে। যেমন এখানে একটা মিল্ক সাপ্লাইর ডেয়ারী আছে, এটা নো লস নো প্রফিট হিসাবে থাকার কথা, কিন্তু সেটাও আজকে একটা লুজিং কনসার্ণ হয়ে পড়েছে। এই ডেয়ারী থেকে আগে যে দুধ সাপ্লাই দেওয়া

কত সেটার কোয়ালিটি অনেক ভাল ছিল কিন্তু এখন যা সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে তার গুণের কথা বাদ দিলেও তার মধ্যে মানুষের বাঁচার মত কোন প্রোটিন জাতীয় পদার্থ আছে কিনা তাতে আমাদের সন্দেহ আছে। জানিনা এটা কেন হচ্ছে, সরকারের মধ্যে হেড যারা আছেন বা যারা এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন চালাচ্ছেন তারাই শুধু বলতে পারেন। তার পরে গান্ধীগ্রামে যে পলটি ফার্ম আছে, এই পলটি ফার্মের মধ্যে যারা আছেন, এত দিনে সেটার মধ্য থেকে আমাদের প্রফিট আসার কথা, কিন্তু এখানকার যারা কর্ত্তা ব্যক্তি বা সেটা রক্ষনাবেক্ষনের জন্য যেসব টপ রেঙ্কিং অফিসার আছেন তাদেরকে খুসী রাখার জন্য কত ডিম, মোরগী, মাখন এবং ঘি ইত্যাদি দেওয়ার জন্য মনে হয় একটা কম্পিটিশন চলছে। এখানে শুধু মাত্র অফিসারদের দোষ দিলেই চলবে না, তার জন্য যারা মন্ত্রী আছেন তাদেরও দায় দায়িত্ব অনেক আছে, সেগুলি ঠিক মত পালন না করার জন্যই আজকে এই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে দুর্নীতি ভিন্ন আর কিছুই চোখে পড়ে না। আর এজন্যই ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই আজকে খুব বেশীভাবে লস হচ্ছে। কারণ সেখানে যেসব অফিসার আছেন, তারা মোটেই কোন কাজ করছেন না, শুধু সময় কাটানো আর মাসে মাসে বেশ কিছু টাকা পয়সা কামাই করে নেওয়া ছাড়া তাদের অন্য কোন কাজই নাই। আর একটা কথা শুনা যায় যে পলটি ফার্মের জন্য গিফট হিসাবে ইউ, এন, আই সি, ই, এফ, থেকে আণ্ডার এপ্লাইড মিউট্রেশন প্রগ্রাম অনুযায়ী ডিম ইত্যাদি মিউটেশন করার জন্য বেশ কিছু যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেগুলি আজ পর্য্যন্ত কোন কাজেই লাগানো হচ্ছে না এবং সেগুলি নাকি বাহিরে কোথাও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

আর যে সমস্ত ডিসপেন্সারী বা ভেটারীনারি হসপিটাল আছে সেগুলিতে যেসব কর্ম্মচারী ডাক্তারেরা কাজ করেন, তারা রবিবার দিন কোন ছুটি ভোগ করতে পারেন না। অথচ অন্যান্য সরকারী অফিসের অফিসারেরা এবং কর্ম্মচারীরা রবিবার দিন সপ্তাহিক ছুটি ভোগ করেন, তাছাড়া তাদেরকে ওভারটাইম দিয়েও খাটানো হয়ে থাকে, কিন্তু এই ডিপার্টমেন্টের যারা ডাক্তার, কর্ম্মচারী আছেন তাদেরকে কোন ছুটি ভোগ করতে দেওয়া হয় না বা তাদেরকে কোন ওভারটাইমও দেওয়া হয় না। তারা খাটতে রাজি যদি সেখানে জনসাধারণের উপকার হয়, তবুও তাদেরকে যে কেন অন্ততঃ রবিবার দিন ছুটি ভোগ করতে দেওয়া হয়না, যেটা তাদের পাওনা একান্ত দরকার, তার কারণ আমি কিছুই বুঝতে পারি না। আমি মনে করি যে এই সব কাজ যারা করে তাদের একটা গ্রেড করা দরকার।

আমি আগেও একটা বিষয়ে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, এখনও করছি। সেটা হল এই ডিপার্টমেন্টের যে গাড়ী টি, এল, আর, ৬০৮, সেটা ঐ ডিপার্টমেন্টের মিনিষ্টার ইনচার্জ্জ সব সময়ে ব্যবহার করে থাকেন এবং তার জন্য যে পরিমাণ পেট্রোল খরচ হয়, সেটা সবই এই ডিপার্টমেণ্ট থেকে খরচ বহন করা হয়। এই সম্পর্কে অডিট অবজেকশান আছে, কিন্তু সেটাকে

কেন রেগুলারাইজড করা হচ্ছে না তা আমি বুঝে উঠতে পারি না। আর এই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যেসব কর্মচারী আছে তাদেরকে কোয়াসী পারমানেন্ট এবং পারমামেন্ট করার কথা, সেগুলির কোন হচ্ছে না। অথচ ভারত সরকারের সার্কুলার আছে যে ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যেসব কর্মচারী ৩ বছর বা তার উর্দ্ধে কাজ করবে তাদের কোয়াসী পারমানেন্ট বা পারমামেণ্ট করতে হবে। কিন্তু এদিকে সরকারী তরফ থেকে কোন কিছুই করা হচ্ছে না। আর আমরা একটা জিনিষ প্রায় লক্ষ্য করে থাকি যে মেলাঘর বৈরাগী বাজার প্রভৃতি অঞ্চল থেকে যে ভাবে পাঁঠা এবং ছাগল ইত্যাদিকে চার পা বেঁধে গাড়ীতে তুলে আনা হয়, তার যে দৃশ্য সেটা অত্যন্ত বিভৎস্য দৃশ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এরকম একটা অমানুষিক কাজ আজকের দিনে চলতে দেওয়া উচিত নয়। সেজন্য আমি মনে করি যে এই সম্পর্কে একটা পশু ক্লেশ নিবারণী আইন হওয়া উচিত। এদিকে তাদের কোন চিন্তা ভাবনা আছে বলে আমি মনে করি না। সেজন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছিলাম যে এই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যে দুর্নীতি চলছে, সেটা দিনের পর দিন আরও বেড়েই চলছে। অর্থাৎ এই ডিপার্টমেন্টকে খুব ভালভাবে ইকুইপ্‌ড করার কোন নজরই নেই। তাই আমি বলেছি যে মিনিষ্টার-ইন-চার্জ এর অপদার্থতার জন্যই এটা হচ্ছে বলে আমি এই হাউসের মধ্যে অভিযোগ করছি। তারপরে এ্যাকস্টেনশান অব ষ্টকম্যান সেণ্টার ইন ডিফারেণ্ট ভিলেজেস, এই সম্পর্কে অনেক বড় বড় কথা বলা হয়ে থাকে। ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে পশু পাখীর মধ্যে যে সমস্ত রোগ হয়, তাতে বহু মোরগ, হাঁস এবং গরু বাছুর ইত্যাদি মারা যায়, অথচ এই সম্পর্কে পজিটিভ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার মত কিছুই হচ্ছে না। কাজেই এদিকে নজর দিয়ে গ্রামাঞ্চলের প্রতি ২০/২৫ মাইল অন্তর অন্তর একটা করে ভেটারীনারী হাসপাতাল বা ডিসপেন্সারী স্থাপন করা উচিত। কিন্তু এদিকে যে কি করা হবে বা না হবে সেই বিষয়ে কোন চিন্তা নাই, কোন রকমে চললেই যেন হল, এই রকম একটা ভাব।

তারপরে আছে ইন-এডিকোয়েসী অব প্রভিশান ফর ভেটারিনারী এডুকেশন এ্যাণ্ড রিচার্স। পশু পাখীর রোগ ইত্যাদির নিরাময় করার জন্য নূতন নূতন পন্থা বাহির করার জন্য, দুধ, ঘি, মাখন ও অন্যান্য প্রোটিন জাতিয় খাদ্য বস্তু ইত্যাদির কোয়ালিটি যাতে আরও বাড়ে সেজন্য নূতন কিছু উদ্ভাবনের জন্য এই রিচার্সের দরকার আছে। কিন্তু এই বিষয়ে আরও কোন কার্য্যক্রম গ্রহণ করার বা সেটার প্রতিকারের ব্যবস্থা করার সরকারের তেমন কোন লক্ষ্য নেই বলে আমাদের মনে হচ্ছে। তারপরে আছে ইন-এ্যাডিকোয়েসী প্রভিশান ফর ভেটারিনারী হসপিটাল এ্যাণ্ড ডিসপেন্সারী সম্পর্কে অবশ্য আগেও অনেক আলোচনা হয়েছে। সেটা হল অভয়নগর অঞ্চলে ব্রজলাল কর্ত্তার বাড়ীটা বেশ কয়েক বছর হল কিনে নিয়েছে, সেখানে নাকি একটা ভেটারিনারী হসপিটাল করার কথা। কিন্তু আসলে কিছুই করা হচ্ছে না। সেখানে ৩/৪ কানি ধানি জমিও আছে, সেগুলির ফসল কে বা কারা নিচ্ছে, জানি না এই ডিপার্টমেন্টের যারা কর্ত্তা ব্যক্তি তাদের পেটে কিছু যাচ্ছে কি না,

কিন্তু জনসাধারণের উপকারের জন্য সেখানে যে একটা ভেটারিনারী হস্পিটাল হওয়ার কথা সেটা আদৌ হবে কি না সরকারী তরফ থেকে তেমন কিছুই সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। জনসাধারণ এই ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে যে সব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা সেগুলি তারা ঠিক ঠিক মত পাচ্ছে না এবং তাদেরকে এই সব সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য সেগুলি আগামী চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে তৈরীর কাজ শেষ হবে কি না, সেই সম্পর্কেও কোন সরকারী নীতি এই বাজেটের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি না; বা সেগুলি আস্তে আস্তে হবে কি না তারও কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। সেজন্যই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছিলাম যে ডিপার্টমেন্টের যিনি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আছেন, তার অপদার্থতার জন্যই আজকে জনসাধারণ তাদের যে সুবিধা পাওয়ার কথা, সেটা থেকে দিনের পর দিন বঞ্চিত হচ্ছেন।

তারপরে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩০তে আমার একটা কাট মোশান আছে, সেটা হল মিস-ম্যানেজমেন্ট অব পেন্সান এ্যাণ্ড রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটস সম্পর্কে। এই সম্পর্কে বলতে গেলে আমাকে চীফ মিনিষ্টারের কয়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করতে হয়।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে টিটকারী দিয়ে বলছেন আমি নাকি ব্যক্তিগত কাজের জন্য চীফ সেক্রেটারী দুবের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা আমি বলতে চাই যে কেন আমি গিয়েছিলাম। একটা পুরানো কাগজ, এটা হচ্ছে মিনিষ্টারস্ অফিস, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট। ডেটেট ২৯শে মে, ১৯৪১। এই এ্যাসেম্বলীতে লেট জিতেন্দ্র দেববর্মার পেন্সন কেস্ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে আমি প্রশ্ন করেছি। এই সম্পর্কে একবার বলা হয়েছে কোন ট্রেস নাই। তারপর বলা হয়েছে আমরা অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের কাছে পাঠিয়েছি। পরিষ্কারভাবে কিছুই বলা হয়নি। তারপর ত্রিপুরা সরকারে যে উনি চাকরী করতেন তার কোন ট্রেস নাই। এই কথা প্রত্যেক অফিস থেকে বলা হয়। সেইজন্য আমি অনেক পুরানো একটা কাগজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে বের করেছিলাম এবং চীফ সেক্রেটারী দুবের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটা হল ঠাকুর শ্রীজিতেন্দ্র দেববর্মা, বি, এস, সি, হ্যাজ বীন ট্রান্সফারড টু অমরপুর অন ১৫/২/৫১ টি, ই। এই কাগজটা যখন নিয়ে যাওয়া হয় তখন তিনি বললেন যে এই কাগজটা নিয়ে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডিপার্টমেন্টে যান। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে বলল যে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে যান। এইভাবে আমাকে ঘুরতে হয়েছে। আর একটা আছে গভর্ণমেন্ট অব ত্রিপুরা। চিফ কমিশনার অফিস। রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট।

The Chief Commissioner has been pleased to pass order directing Shri Jitendra Deb Barma on long leave to retire from service with effect from 1. 2. 1950 A. D. He is hereby directed to submit his pension proposal. এটা হল S/d- Shri Guha Thakur dt. 14. 2. 51. রেভিনিউ সেক্রেটারীকে দিলাম। তিনি অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। তারপর আর একটা কাগজ আছে যে তিনি একটা দরখাস্ত করেছিলেন চীফ কমিশনারের কাছে। তিনি তার অ্যারিয়ার পান নি বলে।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বার, আপনি তো ডিটেলসে যাচ্ছেন। আপনি প্রেজেন্ট পজিশন অব দি কেস বলুন।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—অর্থাৎ আমার বক্তব্য হল তিনি যে চাকুরী করতেন তার ট্রেসও পাওয়া গেল। তারপর বলা হল এ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের কাছে আমরা পাঠিয়েছি, ইত্যাদি। তারপর অনেক কষ্টে ফাইল বের করা হল। কিন্তু এখন পর্যান্ত এটা ডি, এম, সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। ডি, এম, এর অফিসটা একটা সাগর বিশেষ। এখন পর্য্যন্ত এটা পেন্ডিং অবস্থায় আছে। তার ফলে তাঁর বিধবা স্ত্রী কষ্ট করছেন। তার পেন্সান, তার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা পর্য্যন্ত তিনি পাচ্ছেন না। এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানটা একটা মহাসাগর আর ডি, এম, অফিস একটা সাগর বিশেষ। কত যে সেকশান আছে তার ঠিক নেই। সমস্ত সেকশানেই কাজ শেষ হতে আর কত দিন লাগবে কে জানে।

মিঃ স্পীকার—জিতেন্দ্র দেববর্মার কেস ছাড়া আরও এই জাতিয় কেস আছে কি ?

শ্রী অঘোর দেববর্মা—আর একটা কেস ছিল, দীনেন্দ্র দেববর্মার। তিনি অবশ্য রিটায়ার্ট হয়েছিলেন। তারপর অবশ্য কেস করে জিতেছিলেন। এটা পেনসনের কেস আমি বলছি না। তবে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড যেটা পাওয়ার কথা সেটার একটা অংশ তিনি পেয়েছেন, আর একটা অংশ তিনি পাননি এখন পর্য্যন্ত। তাঁর বিধবা স্ত্রী বহু কষ্টে আছেন। কিন্তু সেইদিক দিয়ে অফিসারদের কোন মাথা ব্যথা নাই।

আর ষ্টেট ট্রেডিংএ তো বিরাট ব্যাপার। এটা বাজেটের মধ্যে সব চেয়ে বড় অংক। এই সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি যে এটাকে কেন্দ্র করে যেভাবে একটা হরির লুট চলছে, কোরিং এর ব্যাপারে বলেছি, চোরাইবাড়ী থেকে ধর্মনগর, ধর্মনগর থেকে আগরতলা, সেটা আমি উল্লেখ করেছি। কাজেই এই যে একটা বিরাট অংক বাজেটে যাচ্ছে এটা আমরা কমাতে পারি কি না সেটা দেখা দরকার। আমাদের যদি এগ্রিকালচারের দিকে যেতে হয়, বা লোক সংখ্যা যা বাড়ছে তার দিকে যেতে হয় তাহলে এই খরচ কমানো দরকার। বর্ত্তমান মিনিষ্ট্রি মনে করেন যে আমরা যখন টাকা চাইলেই পাই তখন খরচ করতে দোষ কি ? কিন্তু আমি মনে করি এই পর নির্ভরশীলতা কমানো উচিত। তা না করে আমি দেখছি কেন্দ্রের উপর নির্ভরতা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। জনসাধারণকে সস্তা দরে খাদ্য দেওয়ার জন্য ষ্টেট ট্রেডিং এর নাম করে টাকা আনা হচ্ছে। কিন্তু জনসাধারণ ঠিক ঠিক মত তা পাচ্ছে না। ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন সম্পর্কে আমি বলেছিলাম। চীফ মিনিষ্টার বললেন, ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনের অর্থ তেলের টিনের ভিতর মাথা লুকাইয়া দেওয়া।

আমি বলেছি, শুধু টিন গুণা হয়। তার ভিতর কিছু আছে কি নেই সেটা আর দেখা হয় না। বছরের পর বছর এইগুলি হচ্ছে। তবে চোরে চোরে মাসতুত ভাই আর চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। সুতরাং এইগুলি বলে আর কি হবে। তারা ডান হাতে বা হাতে লুঠছে। কাজেই এই সম্পর্কে আমি আর ডিটেলসে যাচ্ছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইণ্ডাষ্ট্রী-- গ্রাণ্ট নাম্বার ২০, এখানে যদি আমার ডিটেলস আলোচনা করতে হয়, তাহলে বাজেট স্পীচের রেফারেন্সে বলতে হয়, সেখানে গত তিন বছরের যে বাজেট স্পীচ তার মধ্যে আছে যে আমরা এই করছি, সেই করছি কিন্তু কার্যত কিছুই করা হয় না। এবারও আমরা দেখছি যে গতানুগতিক ভাবে এই স্পীচ দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্যা দিনের পর দিন বাড়ছে, তার সংগে সংগতি রেখে, তার যদি মোকাবিলা করতে হয়, তাহলে এখানে ইণ্ডাষ্ট্রী করা দরকার। আর করতে হলে রেলওয়ের প্রয়োজন, কমিউনিকেশানের প্রয়োজন, ইলেকট্রিফিকেশানের প্রয়োজন, একটার সংগে আরেকটা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, সেই বিষয়ে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা হয়ে গেছে। উদয়পুর একটা পাওয়ার লুম ইণ্ডাষ্ট্রি করার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে একটা মেশিন কিনে রাখা হয়েছে, কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট যদি স্যাংশন না দেয়, তাহলে কি করে হবে। তাহলে সেটা কি করে কেনা হল? শুধু তাই নয়, ইণ্ডাষ্ট্রীজ এষ্টেট যেমন অরুন্ধুতিনগর, সেখানে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোরপোরেশন থেকে, ফিনানশ্যাল কোরপোরেশান থেকে টাকা লোন নিয়ে সেটা করা হয়েছে তারপর গভর্ণমেণ্ট সেটা টেক আপ করেছেন। সব ইউনিটগুলিই প্রাইভেটলি রান করার কথা। যেমন ম্যাচ ফ্যাক্টরী সেটা প্রাইভেটলি রান করছে এবং মোটামুটি ভাবে চলছে, যদিও গভর্ণমেণ্ট থেকে অনেক সাহায্য সহায়তা দেওয়া দরকার, চীফ মিনিষ্টারকে আমি দেখিয়েছি, তিনি বললেন অর্ডার দেওয়া হয়েছে। তারপর ঐ ভদ্রলোককে যখন বললাম তিনি বললেন যে ইণ্ডাষ্ট্রিজ ডিপার্টমেণ্ট থেকে তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছেন যে কোন অর্ডার দেওয়া হয় নি। চীফ মিনিষ্টার কি করে একজন রেস্পনসীবল ম্যান হয়ে এইভাবে বলতে পারেন যে অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এটা গেল ইকনমিক এইড সেটা সেটার কথা। আরেকটা জিনিষ আমরা দেখি যে আগে সিমুল তুলা গছের কাঠে ৫৫ পয়সা টাকুস লাগত সেখানে এখন একটাকা করা হয়েছে, তারফলে তাদের অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। বাইরে থেকে যেমন মাদ্রাজ ইত্যাদি দেশ থেকে যে ম্যাচ আসা সেটার প্রাইওরিটি করার ব্যবস্থা নেই, কাজেই এইসব ছোট ছোট ইণ্ডাষ্ট্রীগুলিকে বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে চলতে হচ্ছে। কেউ কেউ হয়তো প্রাইভেট সেক্টারে ইণ্ডাষ্ট্রী করতে চাইছে, তাদেরকে এনকারেজ করা দরকার। যদি তাদের এনকারেজ করা না হয়, সেইসব ফ্যাক্টরী যদি ফেল করে তাহলে অবস্থাটা কি হবে, পরবর্তী সময়ে যারা ইণ্ডাষ্ট্রী করতে ইন্টারেসটেড, তারা ভয়ে পিছিয়ে যাবেন। কাজেই এই সমস্ত ঘটনাগুলি নজীর হয়ে থাকবে। কাজেই সেইদিক দিয়ে ম্যাচ ফ্যাক্টরী কিভাবে প্রটেকশান দেওয়া যায়, গভর্ণমেণ্ট লোন দিয়ে, আরও কিছু লেবার এমপ্লয়মেণ্ট কি করে করা যায়

সেটা করা দরকার। সরকার নীতিগতভাবে সেটা স্বীকার করেন কিন্তু কার্য্যতঃ কিছু করছেন না। কাজেই ভাল ব্যবসায়ী যারা উৎসাহ নিয়ে ইণ্ডাষ্ট্রী করতে আসেন তারা সেটা করতে পারছেন না। আর যে সমস্ত সরকারী ইউনিট আছে, যেমন পটারী, কারপেণ্ট্রি ইত্যাদি সেখানে দেখা যায় যারা হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট বা ইন্‌ষ্টিটিউট, উনারা বিভিন্ন ভাবে লাভ করছেন। সি, টি, আই সম্পর্কে, এডুকেশান ডিপার্টমেণ্টের উপর বক্তব্য রাখার সময় আমি বলেছি সেখানে কি রকম ঘটনা চলছে। যেমন উদাহরণ দিয়ে আমি বলেছিলাম কোন একটা কাঠের কাজ, জি, বি, হাসপাতাল কন্‌ট্রাকশনের ব্যাপারে সেখানে বহু মেটেরিয়্যালস্‌ সাপ্লাই করতে হবে, টেণ্ডার দিয়ে ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেণ্ট এটা সাপ্লাই করবে। কিন্তু কোথায় এই কাজটা করলেন, সেই মানুষ পত্রিকার প্রেসের ঠিক অপজিটে একটা কাঠের কারখানা, সেখানকার মিস্ত্রী সরল মানুষ তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলেছে যে আমরা ইণ্ডাষ্ট্রি থেকে কাঠ নিয়ে এইগুলি করছি। কাজেই যে সমস্ত কাজ ঐখানকার ওয়ার্কারদের দিয়ে করানো যেত, তা না করে প্রাইভেটলি করানো হচ্ছে। এইভাবে প্রত্যেকটি ইউনিটে ব্যবসা চলছে। কাজেই যদি ঠিক ঠিক ভাবে চালান হত, তাহলে প্রত্যেকটি ইউনিট, পেপার বলুন, পটারী বলুন, কারপেণ্ট্রি বলুন, প্রত্যেকটি ইউনিট লাভ না করার কোন কারণ নেই। কিন্তু বর্তমানে সমস্তগুলির মধ্যে লস হচ্ছে। আজকে ইণ্ডাষ্ট্রীর ব্যাপারে মুখে অনেক কথা বলা যায়, কার্যাতঃ ইণ্ডাষ্ট্রী কি করে ডেভলাপ করা যাবে সেটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বরাবরই সুগার মিল, জুট মিল ইত্যাদির কথা বলা হয়। গত বাজেট স্পীচেও সেটা দেখানো হয়েছে, কিন্তু আসলে প্রত্যেক বছর গতানুগতিকভাবে রাখা হয়, যদিও এই সম্পর্কে টাকা রাখা হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ সেটা ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয়িত হয় না। সেটা ব্যক্তি বিশেষের লাভের একটা কারখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক অবস্থার সাথে সংগতি রেখে, নীতিগতভাবে সকলেই স্বীকার করবেন যে ইণ্ডাষ্ট্রী ডেভলাপ করাতে হবে, এবং ইণ্ডাষ্ট্রি মাইণ্ডেড করতে হবে, তা না হলে আমরা মারামারি, কাটাকাটি করে মরব। কারণ লোক সংখ্যা বাড়ছে, তার বাঁচার অল্টারনেট কোন ব্যবস্থা নেই, হয় তাকে ল্যাণ্ড যোগার করতে হবে, নয়তো ইণ্ডাষ্ট্রি। বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রির কথা বাদই দিলাম, মিডিয়াম এবং স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রিও গড়ে তোলা যেত। গত কয়েক বৎসর বহু ইণ্ডাষ্ট্রি লোন দেওয়া হয়েছে, লোন দেওয়া সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত কোন আপত্তি নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যারা লোন নিয়েছেন, যে স্কীম করে বা যে পার্পাসে লোন নিয়েছেন, ঠিক ঠিকভাবে সেটা এক্‌জিকিউট করেছেন কি, কি ইণ্ডাষ্ট্রি করেছেন বা সেই পার্পাসে খরচ করেছেন কি? হয়তো নাম বললে অনেক রুলিং পার্টির মেম্বার তাদের অনেকটা কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত হবে, কিন্তু উদাহরণস্বরূপ আমাকে কয়েকটা নাম এখানে বলতে হচ্ছে কাদের কাদের ইণ্ডাষ্ট্রি লোন দেওয়া হয়েছে। যেমন প্রিয়দাস চক্রবর্তী— ১০ হাজার টাকা, ভানু কর্তা- ৮০ হাজার টাকা, স্বদেশ দেব - ২০ হাজার টাকা

১৯৬৬—১৯৬৭ সনে শ্রীনিশিকান্ত সরকার—৭৫ হাজার টাকা, কুমারী কমলপ্রভা—৭৫ হাজার টাকা, এ, কুমার মুখার্জী—৮০ হাজার টাকা, কে, আর, দত্ত—৬০ হাজার টাকা ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। দেওয়া হউক আমার আপত্তি নেই, আমার প্রশ্ন হচ্ছে ইণ্ডাষ্ট্রির নামে লোন নিয়ে তারা ইণ্ডাষ্ট্রি করেছেন কি না। যদি অন্য পার্পাসে খরচ করে সেই টাকাটা ফেরৎ দেওয়া হয়, তাহলে সেটা ঠিক হল না। মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রিয়দাস চক্রবর্ত্তী অবশ্য টাকাটা ফেরৎ দিয়েছেন। কিন্তু স্মল হউক, মিডল হউক যে কোন ইণ্ডাষ্ট্রি যদি করা হত, তাহলে কিছু না কিছু লোক সেখানে কাজ পেত। লোন দেওয়াটা অপরাধের কথা নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে লোন নিয়ে সেখানে ইণ্ডাষ্ট্রি করা হউক এবং কিছু কিছু লোককে সেখানে এমপ্লয় করা হউক, মানুষগুলিকে বাঁচবার একটা অলটারনেট ব্যবস্থা করা হউক। সেটা হচ্ছে না কেন, সেটা হচ্ছে আমার বক্তব্য। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। জানি না কিছু করছেন কি না। অবশ্য এক সময় নিশিবাবু তার একটা মিল আমাকে দেখিয়েছেন, অয়েল মিল, রাইস মিল, ফ্লাওয়ার মিল। জানি না সেই সব মিলের যন্ত্রপাতি কেনবার জন্যই উনি লোন নিয়েছিলেন কি না; না পেঁয়াজ নুন খাইয়েই সেটা শেষ করেছেন। কারণ উনি মানুষের সংগে খুব মিশতে পারেন। কাজেই সেইদিক দিয়ে আজকে যদি টাকা দেওয়া হয়, সেটা অপরাধের কথা আমি বলছি না, কথা হচ্ছে টাকা পাওয়ার পর যে ইণ্ডাষ্ট্রি করা দরকার ছিল, সেই রকম কিছু দেখছি না। আমি এখানে বলব যে বিজিনেস করতে যেয়ে যদি অর্দ্ধেক করে রাখা হয় এবং আরও টাকা প্রয়োজন হয়, তাহলেও গভর্ণমেন্ট থেকে টাকা দিয়ে সেই বিজিনেসটা রান করিয়ে দেওয়া দরকার। কারণ যদি সেটা চালু করা যায় তাহলে মানুষ এমপ্লয় করা যায়, সেই দৃষ্টি ভংগী নিয়েই আমি একথাটা বলছি।

তারপর আমার আরেকটা কাটমোশান হচ্ছে—

'Absence of provision for small scale industry namely' Jute, paper, sugar etc. etc.

প্রতিবারেই এটার কথা বলা হয়, কিন্তু কার্যাত কিছুই করা হয় না। সামগ্রিকভাবে যদি দেখি, জুট বা সুগার মিল যদি করতে হয়, সাফিসিয়েন্ট মেটেরিয়্যালস্‌ দরকার।

এখানে আমাদের পাটের যে প্রডাকশান হয়, সেটা যদি গত ৩ বছর যাবত লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে সেই প্রডাকশান বছরের পর বছর কমতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু তারপরেও যদি এখানে বলা হয় যে আমরা জুট মিল করব, সুগার মিল করব, সুতার কল করব এবং কাগজের কল ইত্যাদি করব, এই সবগুলি কাগজেই থাকবে কার্য্যতঃ সেগুলি আর হবে না। আর ইন-এ্যাডিকোয়েসী প্রভিশান ফর টেষ্ট রিলিফ এ্যাণ্ড ফেমিন রিলিফ এ্যাণ্ড গ্রেটুইটাস

রিলিফ ইত্যাদি সম্পর্কে আমার দুইটি কাট মোশান আছে। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল গ্রামাঞ্চলে মানুষের বর্তমানে যে একটা অবস্থা চলছে তাতে তাদের আর না বেঁচে থাকার মতই অবস্থা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি দুই একটি জায়গার কথা বলতে পারি, সেগুলি হল চামনু কাঞ্চনপুর এবং সাব্রুমের মগুরাম ছড়া প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের এখনই যে দুরাবস্থা চলছে সেজন্য সেখানে দুর্ভিক্ষ অবশ্য ঘোষনা করা দরকার। আজকে যে ভাবে টেষ্ট রিলিফ বা ফেমিন রিলিফ দেওয়া হচ্ছে, তাতে করে সেখানকার মানুষের বেঁচে থাকার যে সমস্যা, সেটা কোন দিনই এইভাবে সমাধান হবে না। আর যদি টেষ্ট রিলিফ বা ফেমিন রিলিফ দিয়ে এদের বাঁচানো যাবে বলে সরকার মনে করে থাকেন, তাহলে আমি বলব যে তারা সেটা ভুল করছেন। তাই আমার কথা হল এই রিলিফ ওয়ার্কের জন্য যে টাকাটা এখানে বরাদ্ধ আছে, সেটা যদি কনষ্ট্রাকটিভ ওয়েতে খরচ করা হয় এবং তাতে যাতে আমাদের প্রডাকশান বাড়ে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের যেসব ছোট বড় নদী বা ছড়া ইত্যাদি আছে সেগুলিতে যদি বাঁধ দেওয়া যায় এবং এই জাতীয় কাজগুলি আমাদের গ্রামঞ্চলে যে সব খেটে খাওয়া মজুর বা শ্রমিক আছে তাদের দিয়ে করানো হয় এবং তাদের মধ্যে যদি এই রিলিফের টাকাগুলি বিতরণ করা হয় তাহলে আমরা আমাদের প্রয়োজন একদিকে যেমন কাজ পাব অন্যদিকে আমাদের শ্রমিক এবং মজুরেরা খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে পারবে। কাজেই ত্রিপুরার সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যে চাহিদা আছে সেভাবে যদি এই কাজগুলি করতে হয়, তাহলে এই খাতে যে ব্যয় বরাদ্ধ রাখা হয়েছে সেটা ইন-সাফিসিয়েন্ট বলে আমি মনে করি। আর যে টাকা আছে সেটাও যে ঠিকঠিকভাবে খরচ হবে এমন মনে করার ও কোন কারন আছে বলে আমি মনে করি না। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে মন্ত্রীদের যারা চেলাচামুণ্ডা আছে, তাদের কিছু পাইয়ে দেওয়ার জন্যই এখানে টাকাটা ধরা হয়েছ। আর যারা প্রকৃত নীড়ি তারা যে এই টাকাটা লোন বা রিলিফ হিসাবে পাবে তার কোন ব্যবস্থাই আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেজন্যই আমি বলেছিলাম যে এই বাজেটের মধ্যে যে সব খাতে টাকা বরাদ্ধ রয়েছে তারা দ্বারা আমাদের যারা মন্ত্রী রয়েছেন তারা জনসাধারণের জীবনটা নিয়ে এমন একটা খেলা করছেন। অথচ জনসাধারণের অসুবিধার কথা তাদের নজরেই আসে না। কাজেই বর্তমান সরকারের যারা পরিচালক তাদেরকে আমি সতর্ক করে দিতে চাই এখানে যে পাকিস্থানের আয়ুব খাঁর অবস্থা তো স্বচক্ষে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আয়ুবখাঁর মত লৌহ মানব যে সেনাধ্যক্ষ তাকে আজ জনসাধারণের দাবীর কাছে মাথা নত করতে হচ্ছে, সেজন্যই আমি বলছি যে এভাবে তার বেশী দিন চলতে পারবে না সময় এগিয়ে এসেছে। কাজেই সময় থাকতে জনসাধারনের জন্য কিছু করুন না হয় এই ধরনের রাজনীতি করে আর বেশী দিন গদীতে টিকে থাকা চলবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এদিক দিয়ে এই সতর্ক বাণী তাদের উদ্দেশ্য রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে সমস্ত ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমি মোটামোটিভাবে আলোচনা করতে চেষ্টা করব। এইগুলি নিয়ে অনেক সদস্যই অনেক আলোচনা করেছেন, কাজেই আমি শুধু আমার দুই একটি বিশেষ ধরণের বক্তব্য রেখে আলোচনা করব। এখানে ষ্টেশনারী এ্যাণ্ড প্রিণ্টিং সম্পর্কে আমার একটা কাটমোশান আছে, সেটা হল ষ্টেশনারী ও ছাপাখানার হিসাব নিকাশ এবং শ্রম দুর্নীতি সম্পর্কে। সরকারের অন্যান্য যে সব ডিপার্টমেণ্ট আছে, সেগুলিতে কি ভাবে কাজ হচ্ছে এবং আমাদের যে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে যে সব কাজ করা হচ্ছে তার ফলে আমাদের কতটুকু উন্নতি হচ্ছে এই সব সম্পর্কে অনেক সদস্যই তাদের নিজ নিজ মতামত জানিয়ে বক্তব্য রেখেছেন, আর আমরাও এই সম্পর্কে বক্তব্য এর আগেও রেখেছি এবং এখনও রাখব। এখন সেই কাজগুলির প্রতি যদি আমরা একবার তাকিয়ে দেখি বা পর্য্যালোচনা করে দেখি তাহলে কি দেখব ? দেখব যে আমাদের এখানে ষ্টেশনারী এ্যাণ্ড প্রিণ্টিং যে ডিপার্টমেণ্টটি আছে, তার প্রতি আমাদের সরকারের কোন নজর নাই। এক সময়ে এই ডিপার্টমেণ্টের যিনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তিনি কোর্টে দাঁড়িয়ে স্বীকার করেছিলেন যে এই ডিপার্টমেণ্টের কোন হিসাবপত্রই ঠিক মত রাখা হয় না। আর বাহিরেও এরকম একটা গুজব রটেছে যে এই ষ্টেশনারী এ্যাণ্ড প্রিণ্টিং ডিপার্টমেণ্টের অনেক মালপত্র নাকি ব্ল্যাকে বিক্রি হয়ে যায়, আর তারই জন্য বাহিরের বিভিন্ন প্রেসগুলিতে সরকারের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাপানো হচ্ছে। এই সম্বন্ধে প্রেস কর্মচারী বা শ্রমিকরা যদি কোন প্রতিকারের দাবী করে তাহলে তাদেরকে নানাভাবে ভয় দেখানো এবং তাদের উপর নানাভাবে জুলুম ইত্যাদিও করা হয়ে থাকে। তাছাড়া অনেকের নামে নাকি মামলাও দায়ের করা হয়েছে। আমার কথা হলো সরকারের এত বড় ছাপাখানা থাকা সত্বেও প্রায় ২০ ভাগ কাজ প্রাইভেট প্রেসগুলি দিয়ে করাতে হয় কেন? কেন সবগুলি কাজ এর মধ্যে হয় না, তার জন্য অন্তত একটা তদন্ত করে দেখা দরকার আছে বলে আমি মনে করি। আর জেলখানাতেও যে একটা ছাপাখানা আছে, তার জন্য যেসব মালপত্র আছে সেগুলির নাকি কোন হিসাবপত্র নেই। এই হিসাবপত্রের ক্ষেত্রেও একটা দুর্নীতি প্রায় সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই সরকারী ডিপার্টমেণ্টের মালপত্র ঠিক মত আছে কি না বা সেগুলি ঠিক ঠিক মত খরচ বা কাজে লাগানো হচ্ছে কি না সেজন্যও একটা তদন্ত করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি। মোটের উপর আমাদের ছাপাখানাটা আজকে যেন একটা দুর্নীতির শুন্ড হয়ে আছে, সেগুলির প্রতিকারের জন্য শ্রমিকদের পক্ষ হতে যদি কোন দাবী করা হয়, তাহলে তাদের উপর নানাভাবে জুলুম করা হয় এবং তাদের চাকুরী খেয়ে ফেলবে বলে ভয় দেখানো হয়। এই ছাপাখানাতে শ্রমিকদের চাকুরীর কোন নিরাপত্তা নেই। আর যেসব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে, সেখানে যদি তারা জয়লাভ করে তাহলে তাদের ক্ষতিপূরণ যে কে দেবে সেটার কোন নিশ্চয়তা নেই। সেজন্য আমি এখানে একটা অনুরোধ রাখব যে এই

প্রেস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে যেন একটা ইনকোয়ারীর ব্যবস্থা করা হয়, এবং সেটা করলে পরে এই প্রেসের মধ্যে যেসব কেলেংকারী চলছে সেগুলি বেরিয়ে পড়বে বলে আমার ধারণা।

তারপরে ত্রিপুরার খাদ্য ঘাটতির ব্যাপারে অনেক সদস্যই অনেক কথা আলোচনা করেছেন। এই খাদ্য ঘাটতির ব্যাপারে যে কিছু কিছু কাজ করা হচ্ছে, তা আমাদের খাদ্য ঘাটতি রোধ করার পক্ষে যথেষ্ট নয় বলে আমি মনে করি। আবার এদিকে আমাদের যে পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি আছে, সেটার সবটা ক্রয় করার তেমন কোন ক্ষমতা আমাদের নেই। তাছাড়া যারা সরকারের রক্ষক হিসাবে এই এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনকে পরিচালনা করছেন ... ...

Mr. Speaker– The House stands adjourn till 2 P. M. to-day Hon'ble member speaking will have the floor.

'2 P, M.'

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—নাউ আই উড কল অন অনারেবল মেম্বার শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছিলাম যে দুরের পুলিশকে পর্যন্ত রেশন দেওয়া হয় না। রেশন তো দেয়ই না, এ ছাড়া বাড়ী ভাড়া এবং চিকিৎসা বাবত পর্যন্ত কিছু পায় কিনা সন্দেহ আছে। এইগুলি তো দেয়না বরঞ্চ উল্টা সরকার তাদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করেন। জেলখানায় যারা ওয়ার্ডার আছে সেখানে দেখবেন ১৪ ঘন্টা তাদের খাটানো হয়। যেখানে ৮ঘন্টার কাজ সেখানে ১৪ঘন্টা খাটানো হয়। কিন্তু টাকা দেবার বেলায়, খাদ্য দেবার বেলায় সরকারের কোন মাথাব্যথা নাই। এমন কি মাননীয় স্পীকারের যে কণ্টিনজেণ্ট স্টাফ আছে তাদের মেডিক্যাল বিল তো পাওয়া দূরের কথা তাদের রেস্ট পর্যন্ত নাই। কাজেই সেই সমস্ত দিক দিয়ে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। যাতে তারা অতিরিক্ত খাটুনী না খাটে এবং মানুষের মত তারা যাতে বাঁচতে পারে সেই দিক দিয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে ভাতা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের সরকারে সেই চিন্তা নেই কেন বুঝিনা। তা ছাড়া বেকার ভাতা দেওয়ার কথাও সরকারের চিন্তা করা দরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেকার ভাতা দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন। কিন্তু আমাদের এখানে এমন কোন প্রস্তাব নেই। আর যারা টাকাওয়ালা, যারা কৃষক নন তাদের কৃষি ঋণ দেওয়া হচ্ছে। যারা প্রকৃত কৃষক তারা কিন্তু ঋণ পাচ্ছে না। এই রকম দুর্নীতি চলছে। প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে কি দেখবো ? ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের লোকের অত্যাচারে সাধারণ একটা গাছ পর্যন্ত কাটা সম্ভব নয়। যারা কাটে তাদের প্রতি অন্যায়ভাবে বহুরকম কেস দায়ের করা হয়েছে এবং ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের লোকের যেন অবাধ ... ...

মিঃ স্পীকার– মাননীয় সদস্য আপনি কাট মোশন সম্পর্কে বলুন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—আমার কাট মোশন আছে খাদ্য সম্পর্কে। কাজেই সেই যে অভাব অনটন লেগেই আছে। অন্যদিক দিয়ে আমরা দেখি এমন কি রাজা জমিদারদের ভাতা পর্যন্ত দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করি। রাজাদের কেন ভাতা দেওয়া হবে। রাজাদের ভাতা দেওয়া চলবে না। এই রকমভাবে সমগ্র জায়গায় দুর্নীতি চলছে। (এ ভয়েস-কোন্ অকৃষক ঋণ নিয়েছে?) নিয়েছে ঠিকই কিন্তু দিয়েছে কিনা সেটা আমি জানি না। অবশ্য নাম আমি বলব না। কিন্তু নীচু স্তরের যারা লোক, যারা সাধারণ কৃষক তাদের কাছ থেকে ঋণের দাবী যেগুলি আসে সেগুলি যদি তারা দিতেন তাহলে হয়ত অর্দ্ধেকেরও কম টাকা তাদের খরচ করতে হত। কাজেই তার জন্য পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যদি ঋণ দেওয়া হয় তাহলে আর এই কথা উঠাবার সুযোগ থাকতো না। আর মজুর যারা তাদের মজুরীও ঠিক সময় মত দেওয়া দরকার। কাজেই এর জন্যই আমি আজকে এই দুর্দিনে সারা ত্রিপুরার লোকের জন্য পুরা রেশন দেওয়ার কথা বলছি। সেটাও যাতে সাবসিডি দিয়ে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থাও সরকারের করতে হবে। কংরংগিমা ছড়ায় ডিস্পুটেড ল্যাণ্ড আছে। সেজন্য আমি ডি, এম, সাহেব যখন খোয়াইতে যান তখন ডি, এম, সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু কৃষকরা তাদের টাকা রীতিমত পাচ্ছেনা। কাজেই অন্ততঃ তদন্ত করে দেখা দরকার এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি যাতে তারা সস্তা দরে পেতে পারে তারও ব্যবস্থা করা দরকার। এছাড়াও কৃষকদের নানা সমস্যা সম্পর্কে বিধানসভায় বহু আলাপ আলোচনা হয়েছে, কিন্তু একটাও হচ্ছে না। 'হবে' এইরকম উত্তর আমরা সব সময় পেয়ে থাকি যার ফলে আমাদের বেকার সমস্যার সমাধান এখন পর্যন্ত হয় নি। শুধু অফিসগুলিতে চাকরী দিলেই বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। বিভিন্ন শিল্প আমাদিগকে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য সরকারের চেষ্টা করা দরকার। কাজেই যাতে সমস্ত ত্রিপুরার মানুষ সাবসিডিতে রেশন পায় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যাতে কম দরে পায় তারজন্য আমি এইখানে আমার কাটমোশনের স্বপক্ষে বক্তব্য রেখেই আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now I call on Hon'ble Member Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Cupta—Mr. Deputy Speaker, Sir, আমি এই ডিম্যাণ্ড ফর গ্র্যাণ্ট নাম্বার ১৮—এনিমেল হাজবেণ্ড্রী থেকে আরম্ভ করে গ্র্যাণ্ট নাম্বার ৩২ পর্য্যন্ত যে ডিম্যাণ্ডগুলি এখানে হাউসের সামনে রাখা হয়েছে, আমি সবগুলি ডিম্যাণ্ড সমর্থন করছি এবং তার উপর যে বিরোধী দলের কাটমোশান এসেছে, আমি তার বিরোধিতা করছি। আমার সময় অল্প কাজেই আমি সবগুলি ডিম্যাণ্ডের উপর বলব না।

আমি এখানে প্রথমে ষ্টেট ট্রেডিং সম্পর্কে বলছি। সেখানে আমরা দেখছি যে এবার আমাদের বাইরে থেকে মোট ৭০ হাজার মেট্রিক টন চাউল আনা হবে তার জন্য এবং বাফার ষ্টক, এই দুইটি মিলিয়ে আমাদের বাজেটে ৫ কোটি ৭০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে এবং সেটাকে আমি সমর্থন করি। কারণ ত্রিপুরার জনসাধারণের খাদ্য সমস্যা মিটাতে হলে পরে এই চাউল আমাদের আনতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের যেটা দিচ্ছেন সেটা আমাদের আনতে হবে, সেইদিক দিয়ে আমি মন্ত্রী পরিষদ যে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করে এটা আনছেন তার জন্য তাদের আমি ধন্যবাদ দেব। তবে এই জায়গাতে আমি একটা কথা বাফার ষ্টক সম্পর্কে বলব। বাফার ষ্টকের জন্য ১ কোটি টাকার জিনিসপত্র আমরা আনছি, মাষ্টার্ড অয়েল, তারপর ডাল, তারপর আটা, এই সব জিনিস যে আমরা আনছি এই সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিযোগ এসেছে এবং আমি জানি যে আমাদের কংগ্রেস থেকে আমরা খোলা মন নিয়ে সেই অভিযোগগুলি দেখতে পারব। মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি অনুরোধ রাখব সেই অভিযোগগুলি সত্য কি না তদন্ত করে দেখবার জন্য। আমি মনে করি অভিযোগ উঠলে পরে সেই চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট করার মত সাহস এবং মর‍্যাল কারেজ আমাদের আছে। অভিযোগগুলির মধ্যে একটা হচ্ছে তেল সম্বন্ধে। আগ মার্কা তেলের টিনগুলি যে আসে, সেগুলি আগ মার্কা ছাঁপ থাকলেও কোন লেভেল বা কোন কোম্পানীর নাম সেখানে নেই, তাতে অনেকে সন্দেহ করছে সত্যিই এটা আগ মার্কা তেল কি না ? অতএব সেটাকে সত্যই আগ মার্কা কি না এবং তার ব্রাণ্ড বা লেভেল যদি না থাকে, তাহলে কোন মিল থেকে এসেছে, সেগুলি তদন্ত করে দেখা দরকার। কারণ সেই প্রশ্নটা আজকে উঠেছে। ডাল সম্পর্কে একটা প্রশ্ন উঠেছে বাফার ষ্টকে যে স্যাম্পল দেওয়া হয়, সেই অনুসারে ডাল দেওয়া হচ্ছে না এবং যদি সেটা সত্য হয়ে থাকে, সেটা বিশেষভাবে তদন্ত করে দেখা উচিত। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী পরিষদে যে স্যাম্পলের উপর টাকা মঞ্জুর করছেন, এবং কেন সেই স্যাম্পল এর সংগে সংগতি রেখে ডাল দেওয়া হচ্ছে না সেটা সম্বন্ধে বিশেষভাবে তদন্ত হওয়া দরকার। ২য় হচ্ছে যেসব কনট্রাক্টার আমাদের এইসব জিনিসপত্র দিচ্ছে, এরা ব্ল্যাক লিষ্টেড কিনা আমাদের সেটা দেখা দরকার। ৩য় হচ্ছে আটা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলব। আগে এইসব আটা ৬৭ টাকা দরে বিক্রী করা হয়েছে, এবার সেটা সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে ৩৭ টাকা দরে। হঠাৎ এই ৩০ টাকা দাম কমে যাওয়ার কারণ কি, হঠাৎ এত কমবেশী হওয়ার কারণ কি সেটা তদন্ত করে দেখা দরকার এবং আটাগুলি যদি আমাদের জনসাধারণকে রেশানের মাধ্যমে দেওয়া হয়, তাহলে এইগুলির যে ফুড ভ্যালু কতদূর আছে সেটা সন্দেহ করবার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করব যাতে এইগুলি তদন্ত করে দেখেন এবং কোথায় যেন একটা হাইডএণ্ডসীক প্লে করা হচ্ছে এইরকম একটা অভিযোগ উঠেছে, যদিও আমি এটা বিশ্বাস করি না এই অভিযোগের

কোন ভিত্তি আছে বলে। তবুও আমরা যেন এই চ্যালেঞ্জকে ক্লীন ব্রেষ্টে নিতে পারি, সেটা যেন বিশেষভাবে তদন্ত করা হয় এবং অনুসন্ধান করা হয়—কারণ আমরা এরজন্য এককোটি টাকা খরচ করছি। এই টাকা খরচ করে আমরা আমাদের জনসাধারণকে এই ইনফেরিয়ার কোয়ালিটির জিনিষ কখনও খেতে দিতে পারি না। ষ্টেট টেডিং সম্পর্কে আমার বিশেষ বলার কিছুই নেই, তবে আমি এখানে একটা জিনিষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আমরা যে প্রতি বৎসর বাইরে থেকে চাউল আনছি এবং আমাদের যে এগ্রিকালচারে ইমপ্রুভমেণ্ট হচ্ছে তার ভিতর আমরা দেখছি যে বাইরে থেকে যে চাউল আনার কোয়ান্টিটি দিনের পর দিন বাড়ছে। আমাদের এখানে যে কোয়ান্টিটির কথা বলা হয়, আমাদের প্রডাকৃশান হয়েছে এবার ২ লক্ষ মেট্রিক টনের উপর, তাতে দেখা যায় যে বাইরে থেকে আমাদের যে কোয়ান্টিটি আনার কথা সেটা কমে আসার কথা কিন্তু সেটা দিনের পর দিন বাড়ছে। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে যে কোথায় যেন একটা হিসাবের গড়মিল রয়ে গেছে। একথা বলার কারণ হচ্ছে যে আমরা বাইরে থেকে খাদ্য আনার জন্য যে টাকাটা খরচ করছি সেটা অন্য পারপাসে ইউটিলাইজ করতে পারতাম, ইণ্ডাষ্ট্রিতে ইউটিলাইজ করতে পারতাম। অতএব এই যে ধান চাউল আমাদের প্রডাকশান হচ্ছে আমি এটাকে কিছুটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে দিতে পারি যে আমাদের যে প্রডাকশান হচ্ছে তাতে এই ডেফিশিট হওয়ার উচিত নয়, হওয়ার কোন কারণ নেই, আমাদের যে প্রডাকশান হয়, তার তুলনায়, অতএব কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে ডিষ্ট্রিবিউশানে কিংবা বড় বড় মাহাজনরা বা ব্যবসায়ীরা এটা করছেন। অতএব সেইদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন আছে। যেখানে আমরা রিকুইজিশান করছি, নীতিগতভাবে সকলেই এটা স্বীকার করছেন, কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরাও নীতিগতভাবে লেভিকে সমর্থন করছেন। কেন করেন, ওয়েষ্ট বেঙ্গলেও লেভি হচ্ছে এবং এই লেভিকে সমর্থন করেন। কাজেই সেটা কিভাবে হবে, কিভাবে ইম্‌প্লিমেণ্ট করা হয়, সেইদিকে মন্ত্রী মহোদয়কে নজর দিতে অনুরোধ করব যাতে করে বড় বড় মহাজন এবং বিগ হোল্ডার্সদের হাতে সেইসব ধান চাউল জমা হতে না পারে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে ত্রিপুরার জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করার জন্য এই লেভি সিষ্টেম নিয়েছেন, তার জন্য ত্রিপুরার জনসাধারণের পক্ষ থেকে নিশ্চই আমি ধন্য বাদ জানাব।

ইণ্ডাসট্রীজ সম্পর্কে আমার বক্তব্য কম, জেনারেল ডিস্কাশনে আমি এই সম্পর্কে বলেছি। এখানে আমি মাত্র দুই চারটি কথা বলব। ব্লক লেভেলে আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রি এক্সটেনশান অফিসার আছেন। কারণ তিনি ত্রিপুরার জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট লাঘব করার জন্য এই সব করেছেন। তারপরে ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে আমার বক্তব্য খুব কম। প্রথমতঃ হচ্ছে ব্লক যে এক্সটেনশান অফিসার আছে, তার সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১৭ জন ১৭টি ব্লকে। এক একটি ব্লকে ৯ থেকে ১০ হাজার টাকার বেশী ইনভেষ্টমেণ্ট হয় না। সেটা লোন হিসাবেই হউক আর ষ্টাইপেণ্ড হিসাবেই হউক আর অন্য যেকোন ক্ষেত্রেই

হউক ১০ হাজারের বেশী সেখানে খরচ হয় না। কিন্তু কোন ব্লকের আণ্ডারে যে এ্যাক্সটেনশান অফিসার আছেন এবং তার যে ষ্টাফ আছে, তার জন্যই বছরে প্রায় ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা খরচ হয়, তাতে দেখা যায় যে সেখানে তারা ১০ হাজারের বেশী টাকা ডিসবার্সড করতে পারেন না। সেখানে যে কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি, ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রি, পলট্রি এবং কার্পেণ্টারদের লোন এর টাকা দিচ্ছেন, এইসব মিলে সেখানে ৯/১০ হাজার টাকার বেশী খরচ হয় না। সেই জন্য আমি মনে করি যে এই ১৭টি ব্লকে যেসব এ্যাক্সটেনশান অফিসার আছেন, তাদের সার্ভিসটা অন্য ভাবে ইউটিলাইজড করা উচিত এবং যে ব্লক আছে তাতে যে টাকা ডিসবার্সড হয়, সেগুলি ২ জন লোকেই ডিসবার্সড করতে পারে। সেজন্য আমি মনে করি যে এটা একটা ওয়েষ্টেজ অব টাইম এ্যাণ্ড ওয়েষ্টেজ অব এনার্জি ছাড়া আর কিছুই নয়, সেজন্য আমি অনুরোধ রাখব যাতে করে এই ধরনের ওয়েষ্টেজ না হয় সেদিকে যেন মাননীয় মন্ত্রীরা দৃষ্টি রাখেন। আর একটা হচ্ছে জুট মিল সম্বন্ধে, আমি দেখেছি যে ইউ, পিতে দুইটি জুট মিল আছে, অন্ধ্রতে দুইটি জুটমিল আছে, বিহারে তো আছেই, এমন কি এম, পিতে পর্যন্ত জুটমিল আছে আসাম আর বাংলা দেশের কথা বাদই দিলাম। অথচ সেই সব জায়গাতে যে পরিমাণ জুট প্রডাকশান হয়, মেস্তা ছাড়া আমাদের ত্রিপুরার থেকে অনেক কম। এত বেশী জুট আমাদের ত্রিপুরাতে প্রডাকশান হয় সেই সব জায়গা থেকে, অথচ আমাদের এখানে একটি জুট মিলও নেই। সেই দিক দিয়ে আমি মনে করি যে এটা আমাদের একটা লেজিটিমেট ক্লেইম এবং আমাদের এখানে একটা জুটমিল করা উচিত। এখন আমাদের দাবী আগের থেকে আরও জোরদার হয়েছে, কারন আমরা আর কিছুদিন পরেই সাফিসিয়াণ্ট পাওয়ার পাচ্ছি। এই পাওয়ারকে যদি ইউটিলাইজড করিতেই হয় তাহলে অন্ততঃ আমাদের ইমিডিয়েটলি অন্যান্য ছোটখাটো যে সব প্লেন আছে, সেগুলির ইন্সটলেশান করা দরকার। আর সেগুলিও যদি আমাদের ইন্সটলেশান করতে হয় তাহলে আমাদের আরও তিন চার বছর লেগে যাবে। তারপরে আমাদের প্রাইভেট সেকটরে এই সব ইণ্ডাষ্ট্রি যাতে ডেভেলাপ করতে পারে, সেইজন্য আমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত। আর এই সেক্টরে যদি আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রীকে ডেভেলাপ করতে হয় তাহলে আমার দেখি কি? আমাদের এই কংগ্রেস সরকার মাইশূরে এবং তার সাথে সাথে কেরেলাতে বিড়লাকে এবং অন্যান্য যেসব বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলিষ্ট আছেন তাদেরকে ইনভাইট করে নিয়ে যাচ্ছেন, তাদের ষ্টেটে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলার জন্য। সেইসব ষ্টেটগুলি তাদেরকে জায়গা দিচ্ছেন ফ্রি এবং আরও যেসব তাদের প্রয়োজন, সেইসব ফেসিলিটিস দিচ্ছেন। কাজেই আমাদেরও তাদের মত সেইসব ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলিস্টকে ইনভাইট করে জায়গা দিতে হবে এবং অন্যান্য ফেসিলিটিস দিতে হবে, যদি তারা এখানে ইণ্ডাষ্ট্রী গড়তে চায়। সেজন্য আমাদের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে, যেমন রেল লাইন, সেটা সম্প্রসারিত করতে হবে এবং এই ব্যাপারে আমাদের যেসব বটল-নেক আছে, সেগুলি দূর করে সেইসব ইণ্ডাষ্ট্রীয়েলিস্টকে আমাদের ত্রিপুরাতে আনতে হবে। তারপরে যেসব বক্তব্য রাখা হয়েছে, যেমন

প্লাইউড হউক এবং সিরামিক ফেক্টরীই হউক যাই হউক না কেন, আমাদের এখানে এইসব ইণ্ডাষ্ট্রিকে ডেভেলাপ করতেই হবে। কারণ, আমাদের সরকারের যে বাজেট তাতে পাব্লিক সেক্টারে কতটা ডেভেলাপ হবে এবং কতটুকু করতে পারব, সেটাতে একটা সন্দেহের প্রশ্ন আছে। কারণ আজকে সোসালিজম বলুন আর কমিউনিজম বলুন তার যে ষ্টেজ সেটাকে অস্বীকার করতে পারা যায় না এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের ত্রিপুরাতে প্রাইভেট সেক্টরে ইণ্ডাষ্ট্রীকে ডেভেলাপ করার যে ষ্টেজ, সেটা আমাদের ত্রিপুরাতে সম্পূর্ণভাবে আছে। আজ সেজন্যই প্রাইভেট সেক্টরে আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রীকে ডেভেলাপ করার জন্য সবরকম সুযোগ সুবিধা সেইসব প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজকে দিতে হবে। আমাদের এখানে এণ্টারপ্রাইজকে লোন দেওয়ার ব্যাপারে ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে যেটা গঠিত হয়েছে, তার থেকে লোন নিয়ে যাতে কেহ স্মল ইণ্ডাষ্ট্রি করতে পারে, এই স্মল ইণ্ডাষ্ট্রী বলতে আমাদের মনে করা উচিত নয় যে ৫০/৬০ হাজার টাকাতে এই স্মল ইণ্ডাষ্ট্রি হতে পারে না, সেটা ৫/১০ লাখ টাকার কমেও হতে পারে। সেজন্য বলছি যে ৫/১০ লাখ টাকাতে ইণ্ডাষ্ট্রী আমাদের এই ত্রিপুরাতে হতে পারে, কাজেই সেদিক দিয়ে আমাদের প্রচেষ্টা চালানো উচিত। কারণ আজকে আমাদের যে ১৮ হাজার ৫ শত শিক্ষিত বেকার আছে, তাদের জন্য আমরা যে সমস্যায় পড়েছি, সেটাকে সমাধান করার জন্য আমাদেরকে এদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। আর রি-রলিং মিল সম্পর্কে আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে যে পি, ডব্লিউ, ডিপার্টমেণ্টকে প্রতি বছরই কলকাতা থেকে বেশ পরিমাণ লোহার রড তৈরী করে আনতে হয়। সেখানে একটা নিয়ম আছে, সেণ্ট্রাল সাপ্লাইয়ের যে লোহার পিণ্ড বা রড যেখানে ডেলিভারী হবে, সেটা কলকাতাকে হউক আর আগরতলাতে হউক, সেখানে পৌছিয়ে দিয়ে তারা ঐ একই রেট নেবে। অতএব আমাদের ত্রিপুরাতে বা আগরতলাতে যে পিণ্ড আছে, তাকে যদি এখানে রি-রলিং করা হয় তাহলে যে রেট পড়বে সেটা কলকাতা থেকে রি-রলিং করে ত্রিপুরাতে আনার জন্য যে ট্রেন্সপোর্ট কস্ট পড়বে তার সব মিলিয়ে কম খরচ হবে। সেখানে যে সেণ্ট্রাল সাপ্লাইর নিয়ম আছে, সেটা হল যেখানে ডেলিভারী হচ্ছে, অর্থাৎ ডেলিভারী ষ্টেশনে তারা সেগুলি পৌঁছিয়ে দিবে। কাজেই সেখানে আমাদের অনেক লস হচ্ছে এবং আমাদের পি, ডব্লিউ, ডির অনেক লৌহ পিণ্ড দরকার হয়, এখানে ব্রীজ হচ্ছে, পুল হচ্ছে এবং আর অনেক বড় বড় ইমারত হচ্ছে, সেই সবদিকে চিন্তা করে আমাদের ত্রিপুরাতে একটা রি-রলিং মিল করা অত্যান্ত প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। দরকার এইজন্য যেহেতু সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট আমাদেরকে সেই সুবিধাটুকু দিচ্ছে, কাজেই এই ধরণের মিল যাতে হতে পারে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। তারপরে আছে কোল্ড ষ্টোরেজ সম্পর্কে, আমরা দেখি যে ধর্মনগর এবং সাব্রুমের জোলাইবাড়ীতে প্রতি মণ আলুর দাম সীজনে ৮, ১০, ১২ টাকা পর্য্যন্ত হয়, সেখানে আমাদের কোল্ড স্টোরেজ করা দরকার। এবং সেটা আমাদের ইমিডিয়েটলী করা দরকার। এখন কোল্ড ষ্টোরেজ করতে গেলে ওনারা বলতে পারেন যে পাওয়ারের দরকার, সেই পাওয়ার কোথা থেকে

আসবে। কিন্তু আমাদের এই কোল্ড ষ্টোরেজের অভাবে অনেক আলু নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য আমি বলতে পারি যে এর সংগে ফরেইন এ্যাকচেঞ্জের সম্বন্ধ থাকতে পারে, এইসব প্রডাক্টস কোন ফ্যাক্টরীতে থাকতে পারে, তার জন্য ইনভেষ্টিগেশন, এষ্টিমেট এবং স্কীম ইত্যাদি করতে হয়তো আমাদের ১৯৭০—১৯৭২ সাল পর্য্যন্ত লেগে যেতে পারে। অতএব এখনই যদি আমরা টেক-আপ না করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের এইসব কৃষি শিল্পগুলিকে ডেভেলাপ করতে পারব না। তাছাড়া এই কোল্ড ষ্টোরেজ না থাকার দরুন আমাদের কৃষকেরা সব চাইতে বেশী পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, এবং তাদের উৎপাদিত কৃষি দ্রব্যের বিশেষভাবে ওয়েষ্টেজ হচ্ছে আমাদের মনে রাখা দরকার। সেজন্য আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখব, যে তারা যাতে এইসব ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি ইমিডিয়েটলী করা যেতে পার তার দিকে নজর দিবেন। তারপরে বলা হয়েছে ক্যানিংগুাডিং এ্যাণ্ড সাজিং প্লেন্ট, ১৭ লক্ষ টাকাতে নাকি এটা হবে, তা যদি হয় তবে সেটা ভাল কথা। এইসব করার জন্য আমাদের ত্রিপুরার সরকার থেকে বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত, কেন না আসাম ফিনান্স করপোরেশনের যে বোর্ড অব ডাইরেক্টর আছেন, তাদের মধ্যে আমাদের এখানকার যিনি ফিনান্স সেক্রেটারী আছেন, তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম, সেখান থেকে আমরা যাতে প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজগুলিকে সাহায্য সহায়তা করতে পারি সেজন্য আমাদের দিক থেকে চেষ্টা করা উচিত। এবং আমাদের ত্রিপুরাতে ইণ্ডাষ্ট্রিগুলির যাতে উন্নতি হয়, সেজন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। তাছাড়া সেই সংগে আমাদের সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের উপর আরও বেশী করে চাপ সৃষ্টি করা উচিত বলে আমি মনে করি। আমরা জানি যে আমাদের ত্রিপুরাতে অনেক প্রাইভেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়েলিষ্টস আছেন, তারাও ২/৩ লক্ষ টাকা ইনভেষ্টমেণ্ট করতে পারেন, যদি সরকার থেকে সেই পরিমাণ টাকা তাদেরকে দেওয়া হয়, সেখানে স্পাইনিং মেসিন হউক আর কেনিং ফ্যাক্টরী হউক যা কিছু করা যায়। তারপরে আছে ফ্রুট কেনিং ফ্যাক্টরী, সেখানে আমাদের ৪২ টনের মত আনারস, আমরা রাশিয়াতে পাঠিয়েছি, আমাদের ত্রিপুরার এই আনারসের রাশিয়াতে বেশ চাহিদা হচ্ছে, ত্রিপুরার পাইন এ্যাপেল বেষ্ট ইন ইণ্ডিয়া। আমাদের পাইন এ্যাপেল প্রিজার্ভেশনের বর্ত্তমান যে অবস্থা, সেটা অত্যন্ত শোচনীয় বলা যায়, এমন কি দুই দিন পরে সেটা হয়তো বন্ধ হয়ে যেতে পারে; তাতে বেশ কতগুলি লোক বেকার হয়ে যাবে এবং আমাদের কৃষকেরাও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কারণ হচ্ছে, অন্যান্য ষ্টেটে এ ধরণের ফ্যাক্টরীগুলিতে সরকারী ডিপার্টমেণ্ট থেকে চিনি সরবরাহ করা হয়ে থাকে, অথচ আমাদের এখানে সেরূপ কিছু করা হয় না। সেজন্য এই ফ্যাক্টরীকে ওপেন মার্কেট থেকে ৪ টাকা ৪॥ টাকা দরে চিনি কিনতে হয়, ফলে তাদের উৎপাদন খরচ অনেক বেশী পড়ে যায় এবং তার খুব বেশী লাভ হয় না। কাজেই আমরা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখব যে আমাদের সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট থেকে যেন এই ফ্যাক্টরীকে ৪/৫ বস্তা চিনি দেওয়া হয় এবং তা দেওয়া হলে পরে তাদের উৎপাদন খরচ অনেক কম পড়বে এবং এই শিল্পটিও

বেঁচে থাকবে। কিন্তু আমাদের সিভিল সাপ্লাই থেকে ৪০০/৫০০ বস্তা চিনি দিতে পারে। তা যদি দেওয়া হয় তাহলে ফ্রুটস কেনিং ইণ্ডাষ্ট্রিটা বাঁচতে পারে। লেমন থেকেও জুস করে নানারকম ইণ্ডাষ্ট্রী হতে পারে। আরও নানারকম ব্যাপারে হতে পারে। কিন্তু এই ইণ্ডাষ্ট্রীর সংগে সংগে অ্যাগ্রিকালচারের যে বিরাট একটা সম্বন্ধ ফলের বাগানের সেটা ভীষণভাবে আঘাত পায়। যদি আমরা চিনি তাদের কন্ট্রোল রেটে না দেই তাহলে তারা কি করে ইণ্ডাষ্ট্রী করবে? কারণ কলকাতা থেকে যে স্কোয়াশগুলি আসছে সেগুলির সংগে কম্পিটিশনে এই ইণ্ডাষ্ট্রীগুলি পাবে না। কারণ সেখানে এই সুবিধাটা আছে যে তারা কন্ট্রোল দরে চিনি পায়। অতএব আমি এইদিকে লক্ষ্য রাখতে বলব যে বিশেষভাবে যাতে এইদিক দিয়ে উৎপাদন বাড়ে। তারপর আর একটা ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি আর একটা জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দিতে বলব যে আমরা ১,৩৫ লক্ষ টাকা ইণ্ডাষ্ট্রীতে খরচ করেছি গত ৪/৫ বৎসরে। এবার আমরা সেটা বেশী করে বাজেটে রেখেছি। কিন্তু ১,৩৫,০০,০০০ টাকার মধ্যে বেশ কিছুটা টাকা আমরা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল লোন হিসাবে দিই। কিন্তু সেই লোনের টাকাটা কিভাবে ইউটিলাইজড করা হচ্ছে সেটাও দেখা দরকার। এবার এষ্টিমেট কমিটির রিপোর্টে আমরা দেখেছি যে এই লোনগুলি যে পারপাসে দেওয়া হয়েছিল সেই পারপাসে ব্যয় করা হয় নাই। টাকা নিয়ে দালান করে বসে আছে এবং টাকার যে পরিমাণ তাতে ইণ্ডাষ্ট্রী হতেও পারে না। অতএব আমি অনুরোধ করব যে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে এটাকে যারা লোন হিসাবে নেয় তারা এটা ইউটিলাইজ করে কিনা। আইনের মধ্যে এটাও থাকা চাই যে যদি এই টাকা তারা ইউটিলাইজ না করে তাহলে যাতে আইনগত ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া যায়। আমরা এক জায়গায় দেখেছি যে স্পিনিং মিলের জন্য ১৮,৩৮,০০০ টাকা রাখা হয়েছে এবং পরিকল্পনা করা হয়েছে প্রাইভেট সেক্টারে করার জন্য। স্পিনিং মিলের পরিকল্পনা প্রাইভেট সেক্টারে নিয়েছিলেন আমাদের গভর্ণমেন্ট। তা না হলে ১৮ লক্ষ টাকার শেয়ার কেন আসবে। অতএব সেই সম্বন্ধে যদি আমাদের একটুখানি আলোকপাত করতে পারেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাহলে খুবই ভাল হয়। ত্রিপুরায় আরও একটা ইণ্ডাষ্ট্রি হতে পারে সেটা হচ্ছে কাডবোর্ড ইণ্ডাষ্ট্রী। ত্রিপুরায় ধানের খড়ের অভাব নেই। সেই খড় হচ্ছে ড্রাই। তার সংগে সাথে বাঁশ আছে। সুতরাং তা দিয়ে আমাদের ত্রিপুরায় কাডবোর্ড ইণ্ডাষ্ট্রী হতে পারে। জায়গা এবং ফ্যাসিলিটিজ দিয়ে প্রাইভেট পার্টিগুলিকে দিয়ে ইণ্ডাষ্ট্রি করার সময় এসেছে।

তারপর আমি প্রিভিপার্স সম্পর্কে বলছি প্রিন্সিপল হিসাবে ভারত সরকার প্রিভিপার্সকে অ্যাবলিশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আমি বলি প্রিভিপার্স অ্যাবলিশ করে দেওয়া দরকার। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রথম কথাই হচ্ছে যে পরিশ্রম করে খেতে হবে। কাজ কর ভাত পাবে। কাজ করবেন না ভাত নাই। সেইক্ষেত্রে ঠিক বিভাস হচ্ছে ব্যাপারটা। আমরা কতগুলি লোককে প্রিভিপার্স দিই এবং বসে বসে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করেন। সেটা সমর্থন যোগ্য নয়।

কংগ্রেসও প্রস্তাব নিয়েছে প্রিভিপার্স তুলে দেওয়ার জন্য। তবে এটা আমাদের ক্ষমতায় নাই। তবু আমাদের বক্তব্য আমরা রাখতে পারি। আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চ্যবন যে মত রেখেছেন এই ব্যাপারে সেটাকে আমিও সমর্থন করি উঠিয়ে দেওয়ার জন্য।

তারপর ডিমাণ্ড নাম্বার ৩২—ষ্টেশনারী অ্যাণ্ড প্রিন্টিং। সেখানে ১৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু খরচ হয় প্রতি বছর ৭ লক্ষ টাকা। ৮ লক্ষ টাকা সেভিংস থাকে। সারেণ্ডার পর্যন্ত করা হয় না। এবার দেখা যায় ১২ লক্ষ টাকার রিভাইজড এষ্টিমেট ধরা হয়েছে। যদি টাকাটা সময়মত সারেণ্ডার করে তাহলে সেটা অন্য খাতে ব্যয় করা যায়। সুতরাং যতটুকু টাকার দরকার ঠিক সেই পরিমাণমত যাতে বাজেট করা হয় সেইদিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাদের অবশ্য এই বিষয়ে একটা এক্সপ্লেনেশন আছে। যে সেন্ট্রাল ষ্টোর সময়মত দেয় না। সেটা নট স্যাটিসফ্যাক্টরী। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনিশি কান্ত সরকার।

শ্রীনিশি কান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে যে ডিমাণ্ডগুলি আমাদের অর্থমন্ত্রী রাখেন সেই ২০ থেকে ৩২ পর্যন্ত এবং আরও কতগুলি ডিমাণ্ড আমি সেই গুলিকে সমর্থ করি এবং বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাটমোশন রেখেছেন সেইগুলির বিরোধিতা করি। বিরোধী দলের একজন সদস্য কাটমোশন রেখেছেন যে, ষ্টেশনারী ও ছাপাখানার হিসাব নিকাশ এবং শ্রম সম্পর্কে দুর্নীতি সম্পর্কে। উনি তা কিভাবে রাখলেন আমি তা জানি না। তবে কাগজপত্রে হিসাব সাধারণ একটা মুদীর দোকানেও রাখে। ১০.৫ টাকার পানের দোকানেও কেনা বেচার হিসাব রাখে। কাকে কত দিল এটার হিসাব রাখে। অতএব একটা এতবড় প্রেসের হিসাব এবং কাগজপত্র রাখা হয় না এটা কিরকম ভাবে তিনি বুঝলেন। কাজেই কথায় বলে যে পাগলে না কয় কি আর ছাগলে না খায় কি। সুতরাং তার উত্তর কি দেব। আর বলেছেন যে পুরা রেশন দাও। এখন পুরা হবে কতটুকু দিলে এটাও বলেন নাই। আবার বাফার ষ্টকের মাল দিয়ে যে সব যায়গায় কম দামে জিনিষ দেওয়া হচ্ছে সেটাও বলেন নাই। উনার কথা থেকে মনে হয় যে ত্রিপুরার রাজ্যে বোধ হয় কেউ রেশন পাচ্ছে না। তাই পুরা রেশন চালু কর। তাছাড়া কন্ট্রোল দামে রেশন যেটা দেওয়া হয় সেটাকেই বলে সাবসিডি দুই টাকার জিনিষ এক টাকায় পেলেই আমরা তাকে সাবসিডি রেটে পাওয়া বলি। তেল আর নুন এইগুলি বাফার ষ্টক থেকে দেওয়া হয়। অতএব এই সমস্ত কথা বলার অর্থ হল যে বাইরে গিয়ে বলা যে আমরা তোমাদের জন্য অনেক বলে এসেছি। আর একজন বিরোধী দলের সদস্য আমার সম্পর্কে বেশ কটূক্তি করেছেন। তবে উনাকে একটা ধন্যবাদ দেব যে উনি আমার মিলে গিয়েছেন। তিনি এইটুকু প্রসংশা করেছেন যে চালের কল, আটার কল ময়দার কল তিনি

দেখে এসেছেন। সেজন্য উনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আর একটা কথা তিনি বলেছেন। তার উত্তর আমি দিতাম। কিন্তু তিনি ভয়ে হাউস থেকে চলে গেছেন চোরের মত। এতবড় একটা অসত্য কথা তিনি কি করে বললেন? ভদ্রলোক চোরের মত পালিয়ে গেলেন কেন?

মিঃ স্পীকার—অনারাবল মেম্বার চোর ইজ আনপার্লামেন্টারী।

শ্রীনিশি কান্ত সরকার—আমি চোর বলিনি, আমি চোরের মত বলেছি। উনি এখানে বললেন নিশিবাবু ৭৫ হাজার টাকা লোন নিয়েছেন। আমি ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট থেকে যে লোন দেওয়া হত, ত্রিপুরার জন্য যে একটা কমিটি গঠন হয়েছিল আমি তার একজন মেম্বার ছিলাম, আমি সেখান থেকে লোন নিয়েছিলাম, এবং পরে সেই টাকা আসল সুদে ১৬,১৮২,৬৩ পয়সা ফেরত দিয়েছি। আর তিনি বলছেন আমি ৭৫ হাজার টাকা নিয়েছি। উনি আমার মিলে গিয়েছিলেন এবং আমার মিল দেখে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তখন আমাকে বলেছেন পুরো দমে এটা চালান। কিন্তু আমি বললাম পুরো দমে চালাতে হলে যে মেশিন পত্র দরকার তার জন্য আরও টাকা আমার দরকার, তাই আমি চালাতে পারছি না। আমার মিলে এখনও ১০।১২ জন কর্ম্মচারী কাজ করছে। আবার ভদ্রলোক বলেছেন যে নিশিবাবু গ্রামের লোকের সঙ্গে মিশিতে পারেন, তাই উনার বিজনেস দেখতে পারেন না। উনার মনে কথা ছিল এটাই, উনারা সেখানে যেতে পারেন না, এটা ঠিক আমি গ্রামে কেন, সহরের যারা গরীব মানুষ এবং কৃষক আছেন, আমি তাদের কাছে যাই, আমি তাদের সঙ্গে মেলা-মেশা করি, এতে ব্যবসায়ের দিক দিয়ে কিছু ক্ষতি হয়, তবুও আমি এতে খুশী যে আমি জনসাধারণের কাজ কিছু করতে পারি। তাদের কথার উত্তর দেব কি, যে লোক হাউসে নেই, তার কথার উত্তর দিয়ে লাভ নেই। উনারা যে কাটমোশান আনেন তার সম্পর্কে কিছু জানেন না, একটাকিছু আনা দরকার তাই এনে এখানে কিছু সত্য কিছু অর্ধ সত্য বলেন। আমি এখানে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমতি নিয়ে একটা গল্প বলছি। গভর্ণমেণ্ট প্রেস সম্পর্কে উনারা বলেছেন তাদের কোন কাগজ পত্রের হিসাব পত্র নেই। গভর্ণমেণ্ট এতবড় একটা প্রেস চালাচ্ছেন, আর ভদ্রলোক বলছেন যে তাদের কোন হিসাব পত্র নেই, তাই আমি বলব উনারা কিছু হিসাব পত্র জানেন না, তাই একথা বলেছেন। গল্পটি হচ্ছে, এক গৃহস্থ বাড়ীর শাশুড়ি পাড়া বেড়াতে যাবে, যেমন আমাদের উনি পাড়া বেড়াতে চলে গেছেন, কোথায় গেছেন কে জানে? হয়তো সেই মানুষ পত্রিকার প্রেসের পিছনে নর্দমার মধ্যে গিয়েছিলেন। ইণ্ডাষ্ট্রীর কাজকর্ম্ম দেখতে সেখানে হয়তো গিয়েছেন। শাশুড়ি যাওয়ার সময় বলে গেলেন বৌ কবিরাজ আসবেন, ঔষধ দিয়ে যাবেন তার অনুপান তুমি জেনে রাখবে। শাশুড়ি এই বলে পাড়া বেড়াতে চলে গেছেন, কবিরাজ এসে জিজ্ঞাসা করলেন বৌ তোমার শাশুড়ি কোথায়? তখন বৌ বললেন যে তিনি পাড়া বেড়াতে গেছেন। তবে ঔষুধ? ঔষুধ আমার কাছে দিয়ে যান।

তখন কবিরাজ ঔষধ দিয়ে গেলেন আর বলে গেলেন যে লক্ষ্মীবিলাস বড়ি, বাসক পাতার রস, আর মধু দুই কোটা। এখন শাশুড়ি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, বৌ কবিরাজ এসেছিলেন? তখন বৌ বললেন হ্যাঁ। তবে কি ঔষুধ দিয়ে গেলেন? তখন বৌ বললেন ঠাইরান, বিলাস বড়ি, ভাসুরের নামের রস, আর ঘরের মানুষের দুইকোটা। আগের দিনের গ্রামের বৌরা গুরুজনের নাম নিতেন না, কারণ পাপ হয়। কাজেই বৌ'র শাশুড়ির নাম ছিল লক্ষ্মী, ভাসুরের নাম ছিল বাসু, আর তার স্বামীর নাম ছিল মধু। কাজেই সে সেইভাবে বুঝিয়ে দিলেন। কাজেই সেই ভদ্রলোকও নর্দমা কোনটা অপরিষ্কার আছে সেটা বলতে হবে, তাই পাড়া বেড়াতে গেছেন। কাজেই তার যে কাটমোশান তার কোন মূল্য নেই, তাই আমি সেটা সমর্থন করতে পারছি না। আমি এখানে দুই একটি সাজেশন রাখছি অধ্যক্ষ মহোদয়। প্রথমে আমি বলব আমাদের এ্যাগ্রি-কালচার সম্বন্ধে। বর্তমানে আমাদের ত্রিপুরার কৃষি বিভাগ যেভাবে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে ব্লকের মাধ্যমে, তার কিছু কিছু কাজ হচ্ছে।

এনিমেল হাজবেন্ড্রি—এই যে পশুপালন বিভাগ এটা কৃষির এবং কৃষকের অংগ স্বরূপ। কাজেই এদিকে একটু ভালভাবে নজর দিতে হবে। প্রত্যেক সাবডিভিশনে একটি করে চিকিৎসালয় আছে, থাকলেও পশুগুলি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এনে রোদ বৃষ্টিতে কোথায় রাখবে তার কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই সেইদিকে নজর দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ রাখব। যাতে সেখানে গরুগুলি রাখার জন্য শেড তৈরী করা হয়। তাছাড়া এনিমেল হাজব্যান্ড্রী সম্পর্কে আমি আরেকটু বলব যে আমাদের মানুষের হেলথের জন্য যেমন ডাক্তারখানা, হাসপাতাল বা কর্মচারী থাকে সেইভাবে পশু চিকিৎসালয় এবং তার ষ্টাফ সেইভাবে থাকা প্রয়োজন। আমি আমার উদয়পুর সাবডিভিশনের কথা বলছি। কেন বলছি? কতকগুলি জায়গা একুয়ার করা আছে। বৎসর খানেক পূর্ব্বে আমি জিজ্ঞাসা করলাম এইগুলি কেন করা হল, বলা হল কোয়ার্টার করার জন্য। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেখানে কোন কোয়ার্টার করা হয়নি। কম্পাউণ্ডার থাকবার মত জায়গাও সেখানে নেই।

(রেড লাইট)

শ্রীনিশি কান্ত সরকার— আমাকে সময় দিতে হবে। তারপর আমি বলছি যে একটা সাবডিভিশনে একটা হাসপাতাল সাফিশ্যান্ট নয়। তার কারণ কৃষককে যদি কৃষিকাজে উন্নতি করতে হয়, গরুর স্বাস্থ্য ভাল থাকতে হবে। আমি দেখছি অনেক সময় গরু মহিষের যখন মড়ক লাগে তখন ঐ মেইন হাসপাতালে শহরের হাসপাতালে যে সামান্য কর্মচারী আছেন ছুটে যেয়ে ইচ্ছা থাকলেও কাজ করতে পারেন না। এদিকে নজর দেওয়ার জন্য আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি। তাছাড়া ডাক্তারদের কথা বলতে গেলে তাদের যে অবস্থা আমাদের

উদয়পুরে গৌরাঙ্গ চৌধুরী নামে একজন ডাক্তার ছিল, বোধ হয় পে-স্কেল এত কম ত্রিপুরায় ভদ্রলোকের থাকার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, ওয়েষ্ট বেঙ্গলে চলে গেলেন বেশী টাকা পেয়ে। এইরকম বেতনের তারতম্য যদি থাকে—তার কারণ মানুষের ডাক্তার এবং পশুর ডাক্তারের কোন পার্থক্য নেই। কাজেই সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য বলছি। তাছাড়া আমি আরও বলছি যে মফঃস্বলে দুই চারটি গ্রাম নিয়ে একটি করে যদি ডিস্পেন্সারী করা যায় এবং সেই পরিমাণ ষ্টাফ থাকতে পারে, চিকিৎসক থাকতে পারে, ঔষধ থাকতে পারে, সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। আরেকটা জিনিষ আমি হাউসের সামনে রাখছি—আমাদের গ্রামের কথায় বলে যে গরু বাগছে, এটা আমার মনে হয় প্রত্যেক গ্রামে ছোট ছোট বাছুর এবার শতকরা ৮০টি মরে গেছে,তার কারণ তার ঔষধ এখনও বাহির হয়নি, তারজন্য অনুরোধ রাখব এইগুলির প্রতি যেন নজর দেওয়া হয়। তাছাড়া আমার মাননীয় সদস্য ডাইরি থেকে কর্মচারীরা অফিসারদের ডিম, মাখন দিয়ে বশে রাখেন এই বলে ডাইরীর কর্মচারীদের নামে একটা অভিযোগ এনেছেন কিন্তু আমি যতটুকু জানি সেটা হচ্ছে ডাইরী ফার্ম, এ যে ঘী হয়, মাখন হয়, দুধ হয়, যে চায়, সেই পায় এবং শহরে বোধ হয় কার্ড সিষ্টেমও আছে এইগুলি তারা পায়। কিন্তু আমার যতটুকু খবর আছে সেটা হচ্ছে উনি নাকি পোলট্রি থেকে কোন লোক পাঠিয়ে ডিম বাকী চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে আমার নাম করে বল যে আমি পাঠিয়েছি, পরে দামটা দেব, কিন্তু তা কর্ম্মচারীটি দেন নাই। সেই জ্বালায় তিনি জ্বলছেন এবং কর্ম্মচারীরা ঘি, মাখন দিয়ে অফিসারদের বশে রাখেন বলে এখানে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। ডাইরী ডেভলাপমেণ্টে যে কাজ হচ্ছে আমাদের উদয়পুর থেকেও দুধ আসছে গাড়ীতে গাড়ীতে, মফঃস্বল থেকে যে আদিবাসীরা পূর্ব্বে গাভী দোহন করেন না, তারাও আজকে গাভীর দুধ বিক্রী করছেন। তাই তাদের কথার কোন উত্তর দিয়ে লাভ নেই।

ইণ্ডাষ্ট্রি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলব। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তারা যে সমস্ত যুক্তি এখানে রেখেছেন, আমি তা সমর্থন করি। এই যে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলির দিকে যদি ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্ট নজর না দেয়, তাহলে আমাদের বাজেট বক্তৃতাই সার হবে, কারণ নূতন কোন ইণ্ডাষ্ট্রি আজ পর্যন্ত ত্রিপুরায় গড়ে উঠতে দেখলাম না। প্রাইভেট সেক্টারে ছোট ছোট ইণ্ডাষ্ট্রি গড়তে চায়, কিন্তু তাদের পুঁজি কম। এই যে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলির দিকে যদি সরকার নজর না দেন তাহলে আমাদের বাজেট বক্তৃতার কোন সার হবে না। কেন আমি এই কথা বলছি, বলছি এইজন্য যে আমাদের ত্রিপুরাতে আর কোন নূতন নূতন ইণ্ডাষ্ট্রী গড়ে উঠতে পারবে না। আর প্রাইভেট সেক্টারের যে কথা বলেছেন, তাতে হয়তো আমাদের কিছু ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু আমাদের বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে, সেটা খুবই কম। আমি অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতে পারি যে শুধুমাত্র আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রী গড়ে

তোলার অভিজ্ঞতা থাকলেই চলবে না, কারণ একজনের যদি ইণ্ডাষ্ট্রি করবার মত আগ্রহ থাকে বা সেই রকম কোন জ্ঞানও থাকে, সেখানে বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানী থেকে তারা যে টাকা পায়, ইণ্ডাষ্ট্রিতে টাকা বেশী লাগে, সেজন্য তারা বেশী টাকাও পেতে পারে, কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার বেলায় সেই অবস্থা নেই। সেখানে যদি বেশী টাকা দিতে হয়, তাহলে সরকার থেকে দিতে হবে। কিন্তু সরকারের হাতে বেশী টাকা নেই, সেজন্য এখানে ছোটখাটো ইণ্ডাষ্ট্রি করার ইচ্ছা থাকলেও সেটা অদূর ভবিষ্যতে একেবারে লোপ পেয়ে যাবে। তাই আমার বন্ধু যে যুক্তি দিয়েছেন, যে টাকাটা যদি এককালীন দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তারা কিছু করতে পারে। কিন্তু এভাবে দিয়েও দেখা গেছে যে তারা সেগুলি চালাতে পারছে না। সেজন্য আমি বলছি যে সেটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করে, সেখানে যদি বেশী টাকারও প্রয়োজন হয়, তাহলে পরে সেটা দিলে পরে আমাদের ত্রিপুরাতে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে উঠতে পারে। আর আমার ধ্বজনগর ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে আমি বলব, মাননীয় সদস্যদের অনেকে হয়ত সেখানে গিয়েছিলেন, কত লক্ষ টাকা ব্যয় করে সেখানে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে উঠেছে, সেটা আপনারা দেখেছেন। দেখলে সত্যি সুন্দর লাগে, আমি নিজেও সেখানে গিয়েছি, সেখানে নানা ধরণের মেসিন এসে পড়ে আছে, সেগুলিকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, দেখলে বেশ সুন্দর লাগে। সেখানে দুই একজন কর্মচারী কাপড় বুনে আমাকে দেখিয়েছে, আমি মনে করি যে সেগুলি বেশ ভালই বুনা হয়েছে। তবে একটা কথা কি সেখানে সূতার অভাবে তারা সেটা চালাতে পারছেন না। তারপরে আমার আর একজন বন্ধু লোহার ওয়েল্ডিং ইত্যাদি সম্পর্কে বলেছেন, সেইসব তৈরী করবার অনেকগুলি মেসিন আছে। আমার মনে হয় যে সেখানে কিছু মেসিন ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্ট থেকে বিক্রি করে ফেলা হয়েছে। কারণ যেগুলি বড় বড় মূল্যবান মেসিন, সেগুলি সেখানে কাজে লাগে না। সেজন্য আমি মনে করি যে আমরা যদি এদিকে নজর দিতাম তাহলে আমাদের যে বেকার সমস্যা আছে, সেটার অনেকটা সমাধান করা সম্ভব হত, অন্ততঃ কিছু লোক সেখানে কাজকর্ম করে তাদের পরিবার পরিজনকে খেতে পড়তে দিতে পারত। তারপরে আছে কার্পেণ্টারী, সেখানে বেশ কতগুলি সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র তৈরী হয়, এই ধরণের কাজ জানা বিস্তর লোক সেখানে আছে, কিন্তু তারা কোন কাজ পাচ্ছে না। তাই আমি বলব যে আমাদের শিক্ষা বিভাগ থেকে যেসব জিনিষপত্র বছর বছর স্কুল কলেজগুলির জন্য কেনেন, সেগুলি যদি এই ইণ্ডাষ্ট্রী থেকে অর্ডার দিয়ে কেনা হত তাহলে সেই ইণ্ডাষ্ট্রিতে কিছু লোককে প্রভাইড করে, তাদের চাকুরীর মাধ্যমে কাজ করিয়ে সেগুলি দেওয়া যেত। তাতে প্রায় উদয়পুরের ২০০/৪০০ লোক এতে চাকুরী করে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারত। অথচ সেদিকে কোন নজর নেই। কাজেই আমি যা বললাম সেগুলি যাতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হয় এবং সেখানে যেটা প্রয়োজনীয় তার ব্যবস্থা করা হয় সেদিকে সরকার নজর দিবেন। আমার বিরোধী পক্ষের আর এক সদস্য বলেছেন, যে কৃষকেরা নাকি লোন পায় না, আর যারা নাকি অকৃষক তারাই লোন পেয়ে

থাকেন। এসব কথা যে কেন তারা বলছেন, সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা কৃষিঋণ দেওয়া হচ্ছে, রিক্ল্যামেশান লোন দেওয়া হচ্ছে, ট্যাক্সিন লোন দেওয়া হচ্ছে, ফিসারী লোন দেওয়া হচ্ছে এবং বিনা মূল্যে মাছ চাষের জন্য মাছের পোনা দেওয়া হচ্ছে, কৈ সেগুলির কথা তো তারা একবারও বলছেন না। তবে আমার মনে হয় তাদের একটা চুলকানি স্বভাব আছে, কাজেই তারা শুধু চুলকাবেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি যদি আদেশ দেন তাহলে তাদের কেন যে চুলকানি হয়, সেটা আমি এই হাউসের মধ্যে বলতে পারি। সেটা হল এই রকম—এক কৃষক একদিন বেগুন নিয়ে বাজারে চলছে, যে রাস্তা দিয়ে সে যাচ্ছিল, তার পাশে কোন এক মহারাজ তাঁর বারান্দায় বসে আছে। সেই কৃষকের মাথায় বেগুন দেখে মহারাজ তাঁর মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, ওহে মন্ত্রী এই যে কৃষক মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে, সেগুলি কি ? মন্ত্রী বললেন, মহারাজ এগুলি বেগুন। মহারাজ বলল এগুলি দিয়ে কি করা হয়, মন্ত্রী উত্তরে বললেন, কেন লোকে এই বেগুন খায়। মহারাজ বলল সেটা আবার কি রকম ? মন্ত্রী বললেন, এগুলি খেতে বেশ ভাল, ঝালে খায়, ঝোলে খায়, অম্বলে খায়, ভক্তা খায়, এই বেগুন খেতে বেশ ভাল লাগে। পরের দিন থেকে মহারাজ বেগুন খেতে আরম্ভ করল, আর এমনভাবে খেতে আরম্ভ করলেন যে একদিন ঝাল, একদিন ঝোল, একদিন অম্বল, আর একদিন ভক্তা করে শুধু খেয়েই যাচ্ছে আর এই বেগুন খাওয়ার ফলে মহারাজার গায়ের মধ্যে উঠে গেল খাজলী বা আপনারা যাকে বলেন চুলকানি। সারা দিন সারা রাত ধরে মহারাজ শুধু চুলকাইয়া চলছেন। আর মহারাজার চুলকানি হয়েছে, এটা তো একটা সাংঘাতিক কথা। মহারাজের এই খাজলি ভাল করতে প্রায় ডজন খানেক ডাক্তার আসল, এক এক জন ডাক্তার এক এক রকম ঔষধ দিলেন, আর মহারাজ তো সারা দিন ধরে সেই সব ঔষধ দিতেই ব্যস্ত, কিন্তু সেই চুলকানি আর ভাল হচ্ছে না। তারপরে মহারাজের এক পুরাণ নাপিত আসল, তাঁর দাঁড়ি কামাতে। সেই নাপিত যখন মহারাজের দাঁড়িতে ক্ষুর দিয়ে টানতে ছিল, তখন মহারাজ বলে উঠলেন, আরে, আর একটু একটু, বড় ভাল লাগে। তখন নাপিত চমকে উঠে বলল, এটা কি, মহারাজের দেখি সব জায়গাতে চুলকানি উঠেছে। মহারাজ আপনি ঔষধ খান। মহারাজ বলল, জানি নারে বাপু, কত ঔষধ খাই, কোন কিছুই হচ্ছে না। তারপরে নাপিত বলল, আমার একজন জানাশুনা কবিরাজ আছে, তার ঔষধটা খেয়ে দেখুন না ভাল হয়ে যেতে পারে। মহারাজ বলল ছাড় বাবা, কত কত ডাক্তার আসল, আর ঔষধ দিল কিছুই হল না, এখন বাকী রইল তোমার এ কবিরাজ। নাপিত বলল, আমি তো বলছি, মহারাজ, সে খুব ভাল কবিরাজ, বৃদ্ধ এবং বয়স্কা অভিজ্ঞতাও আছে। তখন মহারাজ বলল আচ্ছা, ডাক দেখি। তাই কবিরাজকে ডাকা হল। কবিরাজ তো মহারাজ ডেকেছে শুনে বলে উঠল, এটা আবার কেমন কথা, মহারাজ আমাকে ডাকছে। মহারাজ বলল, এসব এখন বাদ দাও তুমি আমার চুলকানি ভাল করতে পার কিনা দেখ। তারপর অনেকক্ষণ চিন্তা ভাবনা করার পর কবিরাজ মহারাজকে বলল যে মহারাজের পথ্যটথ্য জানি কি করা হয় ? মহারাজ তার

উত্তরে বলল যে শুধু বেগুন। তখন কবিরাজ বলল, মহারাজ এত বেশী বেগুন খাওয়াতেই আপনার এসব হয়েছে। মহারাজ রেগে বলে উঠলো, কি, মন্ত্রী বলেছেন, বেগুন ভাল জিনিষ, আর তুমি নাকি বলছ যে এ বেগুন খাওয়াতেই আমার চুলকানি হয়েছে। কবিরাজ বলল, হ্যাঁ, মহারাজ তাতেই হয়েছে, অনেক বেশী খেয়েছেন কিনা। তখন মহারাজ বলল, তাহলে এখন কি করতে হবে। কবিরাজ বলল, এসব খাওয়া বন্ধ করুন, আমি ঔষধ দেব। তারপরে মহারাজ মন্ত্রীকে ডেকে বলল যে কি মন্ত্রী, তুমি বললে বেগুন খুব ভাল, আর এখন কবিরাজ বলছে যে এই বেগুন খাওয়াতেই আমার চুলকানি হয়েছে। মন্ত্রী তখন বললেন, হ্যাঁ, আমি বলেছি, বেগুন ভাল জিনিষ, কিন্তু আমি তো আপনাকে বলিনি যে আপনি সারা দিন ধরে বেগুন খাবেন। আপনিই বলুন না, বেগুন খেতে কেমন লেগেছে। তখন মহারাজ বললে আরে খেতে তো ভালই লেগেছে তাই তো খেয়েছি কিন্তু এত বেশী খেলে যে চুলকানি হবে, সেটা তো আমি জানিনা। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের এই যে চুলকানি স্বভাব সেজন্যই তারা বলছে এই কৃষি ঋণ পাচ্ছে না, এটা পাচ্ছে না, এটা পাচ্ছে ঐটা পাচ্ছে না। আরে আমি বলব তারা ঠিক কৃষি ঋণ কেন, সব ঋণের টাকাই পাচ্ছে। তবে বলতে পারেন যে সেটা পরিমাণে কম পাচ্ছে। তাদেরকে মাত্র ২৫০ টাকা কৃষি ঋণ হিসাবে দেওয়া হচ্ছে, এতে তাদের হচ্ছে না, কাজেই এটা যাতে কম করে অন্ততঃ ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়, তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি এই হাউসের সামনে মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীর কাছে আবেদন রাখব। তাছাড়া, যেসব টিলা টংকর, গুৎলা-মোৎলা আছে, এখন আমাদের কৃষির উপর বেশী করে নজর দিতে হবে, সেজন্য আমাদের জমির উপর এবং কৃষকদের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। আজকে আমাদের যেসব ছোটখাটো বা বড় বড় টিলা আছে, সেগুলিকে যাতে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করা হয় তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। তাতে যেমন কৃষক ফসল উৎপাদন করে লাভবান হবে তেমনি সরকারের কিছু লাভ হবে। কেন না একটা ট্রাক্টর দিয়ে ৮ থেকে ১০ একর জমি চাষ করতে পারা যায়। সেজন্য আমি বলছি কৃষক থেকে টাকা নিয়ে, তাদের সেই জমিগুলি যদি চাষ করে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের খাদ্য জাতীয় ফসল অনেক বাড়বে। আজকে আমাদের যেসব ছড়া, নালা বা ডোবাগুলি আছে সেগুলি চাষ করা আমাদের কৃষকদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই আমি যা বললাম, সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, যদি একটা করে ধরে শেষ করা হয় তাহলে আমি মনে করি যে আমরা কৃষির দিক দিয়ে ত্রিপুরাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তুলতে পারব। তার কারণ আজকে দেখছি যে সরকার বিভিন্নভাবে কৃষক এবং অন্যান্যদের সাহায্য করছে, সেটা বলতে গেলে একরকম খুচরা সাহায্য কাজেই এইভাবে না করে আজকে যদি এক একটা গ্রামকে ধরে বা এক একটা সাব-ডিভিশনকে ধরে, স্কীম অনুযায়ী, পরিকল্পনা অনুযায়ী তাড়াতাড়ি করা যায়, তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। তার কারণ বিভিন্ন দিকে সরকার সাহায্য করছে ঠিক। কিন্তু খুচরা খাচরা না ধরে যে স্কীমটা ধরা হবে যদি সেটা তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় তাহলে ভাল হয়

এবং সেইভাবে কাজ করা উচিত। আর কৃষকদের বেলা ২৫০ টাকায় ঋণ না রেখে সেটা ৫০০ টাকায় করা উচিত। তার কারণ এক জোড়া গরু ৪০০ টাকার কমে হয় না। আর এই ঋণটা দিতে হবে গ্রামের সমবায় সমিতির মাধ্যমে এবং প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। প্রতিটি পঞ্চায়েতে আরও কর্মচারী নিযুক্ত করে সেটা করা উচিত। তাদের উপর কড়া নির্দেশ দিতে হবে যে প্রত্যেকটা কৃষি ঋণ ঠিক মত দিতে হবে এবং তাতেই শুধু কৃষকদের মংগল হবে। তাহলে সে তার খাদ্যশস্যও গুদামজাত করে রাখতে পারবে এবং তাতেই গুদামগুলি কাজে লাগবে। এই বলেই আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত—অনারেবল স্পীকার, স্যার, ডিম্যাণ্ড নাম্বার ২০ থেকে ৩২ পর্যান্ত যে ডিম্যাণ্ডগুলি হাউসে রাখা হয়েছে সেগুলি আমি সমর্থন করছি এবং কাটমোশনের বিরোধিতা করছি। ত্রিপুরা একটি কৃষি প্রধান অঞ্চল। এখানে খুব বেশী হলে ১০ লক্ষ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর আমাদের কৃষি জমির পরিমাণ। এর উপরই আমাদের নির্ভর করে অর্থনীতি। কাজেই আজকে এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে শুধু কৃষির উপর নির্ভর করে আমাদের অর্থনীতিকে মজবুত করে তার উপর জাতীয় সম্পদকে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কাজেই শিল্প আজকে আমাদের বাঁচার প্রয়োজনে, উন্নতির প্রয়োজনে অপরিহার্য। দেশবিভাগের পরে পূর্ব্ববাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ভারতবর্ষে এসেছে এবং আমাদের ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষুদ্রতর পরিধিতে আমরা প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ উদ্বাস্তুর জায়গা করে দিয়েছি এবং তারা আজকে কৃষি কাজ না জানলেও কৃষির উপরই নির্ভরশীল। শিল্পের সম্ভাবনা থাকলেও শিল্প আমাদের এখানে গড়ে উঠছে না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের যোগাযোগের অভাব, বিদ্যুতের অভাব। কাজেই এখানে আমরা আজকে আশা করতে পারি যে পাব্লিক সেক্টার থেকে একটা বৃহৎ শিল্প স্থাপিত হবে ত্রিপুরায়। এটা এখানে আমরা চিন্তা করতে পারি না যদি না ত্রিপুরার অভ্যন্তরে মিনারেলস পাওয়া যায়। সুতরাং এখানে বৃহৎ শিল্পের খুব একটা সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। কাজেই আমাদের মাঝারী এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উপরই ত্রিপুরার অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে হবে। ভারত সরকার আর, আই, সি, মারফত অনেক জায়গায় অনেক শিল্প গড়ে তুলছেন এবং তার জন্য তারা টাকা দিয়েছেন এবং আমি যতটুকু জানি একজন উদ্বাস্তু সাহায্যের জন্য তার এমপ্লয়মেন্টের জন্য মাথা পিছু ৫ টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা যে হারে উদ্বাস্তু গ্রহণ করেছি তার সাথে যদি তুলনা করি বাংলা, বিহার এবং আসামের সাথে তাহলে ঐ সমস্ত জায়গাতে আর, আই, সি, যে টাকা ইনভেষ্ট করছেন সেই তুলনায় যদি বিচার করি তাহলে দেখব যে আমরা এই ক্ষেত্রে বেশী টাকা পাইনি। আমাদের অনেক পাওনা আছে। কাজেই

ত্রিপুরা সরকারকে ত্রিপুরার যে আন এমপ্লয়মেন্ট তার সমাধানের জন্য, মানুষকে কাজ যোগাড় করে দেবার জন্য, আমাদের বলতে হবে আর, আই, সি যাতে আমাদের টাকা ফিনান্স করে। তার জন্য আমাদের আজকে চেষ্টা করতে হবে। আমাদের ত্রিপুরায় কুটির শিল্পের মধ্যে হ্যাণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্রী এখানে খুব প্রসারিত হয়েছে এই ২০ বৎসরে। আমাদের শিল্পীরা খুব নিপুন তাঁত বোনার ক্ষেত্রে। কিন্তু তাদের কতগুলি অসুবিধা আছে, সেগুলি আমাদের দূর করতে হবে। আমি অবশ্য দেখেছি বাজেটে গতবার এখানে একটা ক্যালেণ্ডারিং প্ল্যাণ্ট করবার ব্যবস্থা ছিল এবং একটা সাইজিং প্ল্যাণ্টেরও ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমি বলব যে ত্রিপুরায় যে হ্যাণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্রী তার সম্ভাবনা সম্পর্কে এবং তার অবস্থা সম্পর্কে এখানে আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রি বিভাগ একটা সার্ভে করিয়েছিলেন তার একটা রিপোর্টের কপি আমার কাছে আছে। এই রিপোর্টে আমরা দেখতে পাই যে ত্রিপুরায় কলে তৈরী যে কাপড় ১৯৬০ সাল থেকে এটা যেখানে ১,২২,০০,০০০ মত কাপড় ত্রিপুরায় বিক্রি হয়, ত্রিপুরার মিলে তৈরী এবং বাইরে থেকে হ্যাণ্ডলুম কাপড় বিক্রি হয় এখানে ৩৭,৬৫,০০০ টাকার মত এবং ত্রিপুরায় তৈরী যে হ্যাণ্ডলুম তার বিক্রির পরিমাণ হচ্ছে ২০,১৪,০০০ টাকার মত। কাজেই এইযে গ্যাপটা, এইযে বাইরে থেকে যে ৩৭,৬৫,০০০ টাকার হ্যাণ্ডলুম কাপড় আসছে ত্রিপুরায়, এই গ্যাপটা আমরা যদি ফিল আপ করতে পারি এবং মিলে তৈরী যে কাপড় এখানে আমদানী হয় তার পরিমাণ আমরা যদি কমিয়ে আনতে পারি আমাদের কর্মীদের যে প্রব্লেমগুলি আছে সেগুলিকে দুর করলেই সেটা করা যাবে। আমি যতটুকু জানি এখানে প্রধান সমস্যা হচ্ছে ক্যালেণ্ডারিঙ্গে, সাইজিং এর এবং পাড়ের মধ্যে যে নকশা করা হয় সেই জিনিষগুলি আমাদের শিল্পীরা তাদের সেই সুন্দর কাপড় এবং এখানকার বোনা, বেশ চমৎকার বোনে। ভারতবর্ষের যে কোন জায়গার শিল্পীদের সঙ্গে যদি আমাদের শিল্পীদের তুলনা করা হয় তাহলো দেখবো যে আমাদের শিল্পীরা অনেক বেশী নিপুন। কাজেই সেই উদ্দেশ্যে আমি সরকাকে অনুরোধ করব যে আমাদের শিল্পীরা, তাঁতীরা যাতে সাহায্য পান, সুযোগ পান সেই ব্যাপারে যেন সরকার তৎপর হন। আমি সরকারকে অনুরোধ করব যে আমাদের শিল্পীরা, আমাদের তাঁতীরা যাতে এই সুযোগ পান, সুবিধা পান, সাহায্য পান, সেই ব্যাপারে সরকার যেন তৎপর হন, এবং এই যে সার্ভে রিপোর্ট এই রিপোর্টের মারফত যে অভিজ্ঞতা বা যে অসুবিধা এখানে ফোটে উঠেছে, সেই সমস্ত অসুবিধা দুর করার জন্য সরকার যেন অবিলম্বে সক্রিয় হন। এতে করে ত্রিপুরার উৎপাদন একদিকে আমরা বাড়াতে পারব, আরেক দিকে আমাদের আনএমপ্লয়মেন্ট প্রব্লেম যে আছে, এই কারিগরী কাজের দ্বারা তাদের কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারব।

কৃষি সম্পর্কে বলতে যেয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে যে কৃষির উন্নতির জন্য আমাদের এখানে যে টিলা জমি আছে সেই জমিগুলিকে ইউটিলাইজ করতে হবে অর্থাৎ ইকনমিক ইউটিলাইজেশন। কারণ

আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জমির চার ভাগের একভাগ জমি হচ্ছে লুঙ্গা, আর বাকী জমি হচ্ছে টিলা জমি। এইগুলি যদি ইকনমিক ইউটিলাইজেশন না করতে পারি, তাহলে আমরা ত্রিপুরার উন্নতি করতে পারব না। সেই বিষয়ে আমাদের আজকে চিন্তা করা দরকার।

প্রিভী পার্স সম্পর্কে আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা যা বলেছেন, কংগ্রেস নীতিগত ভাবে প্রীভি পার্স সমর্থন করেন না, এবং এই ব্যাপারে কংগ্রেস একটা রিজল্যুশান নিয়েছেন এবং ভারত সরকার চিন্তা করছেন সেটা কি করে ইমপ্লীমেণ্ট করা হবে। কিন্তু তাদের মুখে এই যে কথা সেটা ভূতের মুখে রাম নামের মত। ত্রিপুরার এই যে কম্যুনিষ্ট পার্টি রাজা চাই আন্দোলন করেছেন দীর্ঘকাল। তাদের নেতা দশরথ বাবু পার্লামেণ্টে ছিলেন ১০ বছর, কোনদিন প্রিভী পার্সের বিরুদ্ধে একটি কথাও তার মুখে শুনতে পাইনি। কিন্তু তারা আজকে বলছেন, কেননা, আজকে তারা বিক্ষুব্ধ হয়েছেন, কারণ তাদের নেতা আজকে ধুলায় লুণ্ঠিত। আমাদের কংগ্রেস প্রার্থী মহারাজা সেই কম্যুনিষ্ট প্রার্থীকে পরাজিত করেছেন, তাই আক্রোশ হয়েছে এবং সেই আক্রোশের বশবর্তী হয়ে আজকে তার এই প্রিভী পার্সের বিরোধিতা করছেন। কাজেই আসল কারণ কি তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এর পিছনে নীতি বা আদর্শের প্রশ্ন নেই। বিভিন্ন দিক থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব আজকে এই বছরেও এই কমিউনিষ্ট পার্টি ত্রিপুরায় যারা হোর্ডারস, বড় বড় জোতদার তাদের পক্ষ হয়ে লড়েছেন, লেভির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন, প্রকারান্তরে তারা হোর্ডার্সদের সাহায্য করছেন, তাদের মুখে এই সমস্ত নীতি বা আদর্শের কথা শোভা পায় না। যাই হউক ত্রিপুরার অগ্রগতি এবং উন্নতির স্বার্থে শিল্প সম্ভাবনা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্রিপুরায় শিল্পায়ন করা হয়, আমি আশা করি সরকার সেই চেষ্টা করবেন। এই ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলতে চাই। আমাদের একদিকে যেমন হ্যাণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্রির উন্নতি করতে হবে, অন্যান্য শিল্প স্থাপনের জন্যও বাইরের লোককে অনুপ্রাণিত করতে হবে, অন্যদিকে পাওয়ার লুম ট্রেনিং সেণ্টার যেমন উদয়পুর একটা করা হয়েছিল, সেই জাতীয় আর একটি সেণ্টার কুমারঘাট ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেটে যাতে করা হয় এই বছর তার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব এবং কুমারঘাট অঞ্চলে যারা আনারস চাষ করেন, একমাত্র নাগফুল গ্রামের মধ্যেই ৬ লক্ষ আনারস উৎপাদন কৃষকরা করছেন, কাজেই সেখানে একটা ক্যানিং ফ্যাক্টরী যাতে প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইসে চেষ্টা করা হচ্ছে, সেটা যাতে এই বছর হতে পারে, কৃষকরা যাতে ন্যায্য দাম পেতে পারে, তার চেষ্টা হবে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আলু চাষীরা এবার আলুর দাম ঠিক মত পাচ্ছে না।

(রেড লাইট)

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত— আর দুই মিনিট স্যার।

কারণ কোল্ড ষ্টোরেজ এর অভাব কুমারঘাটে এবার যাতে একটা কোল্ড ষ্টোরেজ করা যায়, তার জন্য চেষ্টা করতে আমি অনুরোধ রাখব।

Mr. Speaker—Now I call on Hon'ble Member Suresh Chandra Choudhury. Only 10 minutes.

শ্রীসুরেশ চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্ট নাম্বার ১৮—এনিম্যাল হাজবেণ্ড্রী, তাতে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, প্রথমে এই সম্বন্ধে আমি কিছু বলব। ত্রিপুরা একটি কৃষি প্রধান অঞ্চল এবং ত্রিপুরার অধিকাংশ মানুষই কৃষক, কৃষক নয় শুধু, গরীব কৃষক বলা যায়, তাদের একমাত্র সম্বল হচ্ছে গরু। কৃষি কাজে গরু ব্যতীত ত্রিপুরাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এখনও কোন কৃষিকার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা হয়নি। সেইজন্য একমাত্র গরুর উপর নির্ভর করেই কৃষককে কৃষিকাজ করতে হয়। গ্রামদেশে গেলেই দেখা যায় ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার তুলনায় ত্রিপুরার গরু অত্যন্ত খর্ব। হালচাষের উপযুক্ত যেসব গরু আকারে ছোট সেই কারণে কৃষির দিক থেকে বিশেষ সুবিধা হয় না। আকারে ছোট, শক্তি কম, তাতে বেশী সময় লাগিয়ে চাষ করতে হয় এবং সেই ছোট গরু দিয়ে চাষ করলে জমির তেমন সুবিধা হয় না, কারণ বেশী মাটি উঠে না যার ফলে ফসলের ফলন কম হয়। ট্রাক্টার বা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যেসব চাষাবাস হয়, সেইগুলির তুলনায় জমির ফসল কম হয়। দেখা যায় গত কয়েক বছরের মধ্যে পশু পালন বিভাগ উন্নত ধরণের ষাড় এনে যে পশুর উন্নয়নের প্রচেষ্টা নিয়েছেন, তাতে কোন কোন অঞ্চলে বড় বড় বলদ দেখা যায়, যার ফলে কৃষির কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা সেই সব জায়গাতে হয়েছে। আমি বলব এটা এখনও ত্রিপুরার গ্রামের জন্য পর্যাপ্ত নয়। এদিকে দৃষ্টি রেখে সারা ত্রিপুরার গ্রামগুলিতে যাতে উন্নত ধরণের গরু পাওয়া যায়, সেইরকম একটা ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি। নাহলে পরে গ্রামদেশে যতকিছুই বলিনা কেন, কৃষির উন্নতিও চাষাবাসের সুযোগ সুবিধা কৃষকেরা পাবে না এবং তেমন উন্নতি করা কষ্ট সাধ্য বলে আমি মনে করি।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে যেমন বলদের কথা বলেছি, তেমনি আমি দুধের কথাও বলব। আমাদের একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য হচ্ছে দুধ যেটা অগ্নি মূল্য দিয়ে শহরে কেনা হয়, এখন গ্রামাঞ্চলেও ক্রয় করতে হয়। আগরতলা শহরকে দুধ খাওয়াতে হবে। সেইদিক থেকে সোনামুড়া, মেলাঘর, উদয়পুর, কমলপুর সমস্ত সাবডিভিশনের দুধ চলে আসে আগরতলা শহরে। কাজেই আগরতলা শহরে যে দুধের দাম, উদয়পুরে দুধের দাম তার চেয়ে বেশী। আমি সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য বলব। কারণ গ্রামগুলির দুধ এনে শহরগুলিকে খাওয়ালে চলবে না, গ্রামগুলির কথাও চিন্তা করতে হবে। দুধের উৎপাদন না বাড়িয়ে গ্রামের সমস্ত দুধ নিয়ে আসলে চলবে না। যাতে দুধ বাড়ানো যায়, সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়ার কথা আমি বলব। পশুপালন বিভাগে আরেকটা বিষয়ে দেখা যায় যে গত এক বছর ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে গোমড়ক লেগে অধিকাংশ জায়গাতে

অনেক গরু মরে গেছে। বিলোনিয়া সাবডিভিশনে বিভিন্ন গ্রামের কথা আমি বলছি। ছোট ছোট বাচ্চা প্রায় সব গ্রামেই শতকরা ৬০/৭০ টি মরে গেছে এবং হালের গরু, গাভী প্রায় সব রকমের গরু অকেজো হয়ে গেছে। পৌষ, আউষ ধান চাষের সময়, বোরো ধান চাষের সময় কৃষকদের অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। গরুর ক্ষুরে এবং মুখে দুই জায়গায়ই ব্যারাম দেখা দেয়, তখন গরু অচল হয়ে যায়, শোয়া থেকে উঠতে পারে না। আমরা ছোট বেলা থেকে আজ পর্যান্তও দেখছি যে এই ব্যারামের কোন চিকিৎসা নেই। যে বাড়ীতে নাকি একটা গরুর এই ব্যারাম হয়েছে, সেই বাড়ীতে আর সমস্ত গরুরই এই ব্যারাম দেখা দেবে। কিন্তু কোন অবস্থায় এটার প্রতিকার করার জন্য কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হচ্ছে না। ডাক্তারখানায় গেলে পরে, বলা হয় যে এটার ঔষধ আজ পর্যান্তও বাহির হয়নি, তারা বলে যেটা মরবে, সেটা মরবে আর যেটা বাঁচবে, সেটা বাঁচবেই। এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা আমি বলব। আমি শুধু বিলোনিয়ার কথাই এখানে বলছি না অন্যান্য জায়গাতেও ঠিক একই রকমের রোগ দেখা দেয়, সেখানে বছরের পর বছর এই রোগ হচ্ছে, কিন্তু তার কোন প্রতিকারই হচ্ছে না। সেজন্য এটাকে যেভাবে প্রতিরোধ করা যায়, আমি সরকারকে তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করব। আর আমরা জানি যে জোলাইবাড়ীতে ১০ বছর পূর্ব্বে একটা ডিসপেন্সারী করা হয়েছিল, সেটা একটি কুঁড়ে ঘরের মধ্যে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে করা হয়েছে, সেখানে ষ্টাফও আছেন ৪।৫ জন কিন্তু সেখানে কোন রকম ঔষধ পত্র নেই। এমন কি সেখানে যে সব ষ্টাফ আছে তাদের খাওয়া থাকারও কোন রকম সুব্যবস্থা নেই, তাতে তাদের সেখানে থাকতে বেশ একটা অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। আর শুধু যে ঔষধপত্র নেই এমন নয়, সেখানে যে সব ফার্নিচার থাকার কথা সেগুলিও নেই। সেজন্য আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে তিনি সেদিকে নজর রাখেন। কেননা, সেটা একটা বিরাট কৃষি প্রধান অঞ্চল এবং সেখানে হাজারে হাজারে গরু ও অন্যান্য পশু পাখী ইত্যাদি রয়েছে; কাজেই এই রকম একটা জায়গাতে যে ডিসপেন্সারী আছে, তার এমন একটা অব্যবস্থা থাকা উচিত নয়। সেজন্যই আমি এই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য বলছি।

তারপরে আছে ডিমাণ্ড নাম্বার ৪৪—ষ্টেট ট্রেডিং। এই ষ্টেট ট্রেডিং সম্পর্কে কিছু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। এই খাতে দেখা যায় যে সব চাইতে বেশী ব্যয় বরাদ্দ ধরা আছে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে টাকা পাই, সেটা আমাদের খাদ্য শস্য কেনার ব্যাপারে আবার সরকারের হাতে তুলে দিতে হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ত্রিপুরাতে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ না হতে পারব, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাওনা টাকা আবার তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। এতে আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি কিছুই হবে বলে আমার অন্ততঃ ধারণা হয় না। তাই আমার বক্তব্য হল, আমরা যদি এই সব ব্যাপারে টাকা পয়সা ঠিক ঠিক ভাবে খরচ করি তাহলে আমরা নিশ্চয় খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারি তাই আমাদের এই খাদ্য

সমস্যাকে সমাধানের জন্য অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আর একদিকে যেভাবে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে, সেই ভাবে আমাদের খাদ্য জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তাই আমরা যদি এই সমস্যা সমাধানের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করার কোন প্রচেষ্টা না নেই, তাহলে আমাদের খাদ্য উৎপাদন বাড়ার তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। তার কারণ হল আমাদের কৃষকদের নিজেদের প্রচেষ্টায় এই খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো কোন দিনই সম্ভব নয়। যেখানে আমরা আমাদের খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার জন্য আমাদের কৃষকদের যে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা, যেমন তাদের জল সেচের ব্যবস্থা করতে পারছি না, অথচ বছরের পর বছর যেভাবে এই জল সেচ ব্যবস্থা করার জন্য যে টাকা বাজেটের মধ্যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হচ্ছে, তার বেশ একটা অংক আমাদের ফেরত দিতে হয়, সেটাকে আমরা কোন কাজেই লাগাতে পারছি না। যেখানে আমরা রাজ্যের উন্নতির জন্য যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বছর বছর পাচ্ছি, সেটা আবার ফেরত দিতে হয়, যেহেতু আমরা সেই টাকা আমাদের কাজে পুরাপুরি লাগাতে পারছি না। সেজন্য আমি বলছি যে আমাদের এদিকে চিন্তা করার মত সময় এসেছে এবং আমি মনে করি যে আমরা যদি আন্তরিকতার সংগে সেই টাকা আমাদের ত্রিপুরার খাদ্য উৎপাদন করবার জন্য ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় করি, তাহলে নিশ্চয় আমরা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠবো। তার কারণ হল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাটির এখনও যে শক্তি আছে, সেটা আমাদের প্রয়োজনীয় ফসল দিতে পারে। তাই দেখা যায় এখানে কোথাও কোথাও যে উন্নত ধরণের কৃষির প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে, তাতে আমাদের উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বাড়ছে এবং সেই সব অঞ্চলে তারা খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য অনেক কিছু করছেন বলে তারা দিনের পর দিন খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছেন। তারপরে আছে, বাফার ষ্টক। আমাদের এই বাফার ষ্টক গঠন এবং পরিচালনার ব্যাপারে একটা সুষ্ঠু চিন্তাধারা থাকা দরকার, সেজন্য এখানে একটা কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা উচিত বলে আমি মনে করি। কারণ কিছুদিন পূর্বেও এই বাফার ষ্টক সম্বন্ধে পত্রপত্রিকায় নানা ধরণের কথা শুনা গেছে, তাতে সরকারের দুর্ণাম হচ্ছে বলে আমি মনে করি। এই খাতে আমাদের অর্থ যেভাবে ব্যয় হচ্ছে, তাতে যদি আমাদের ত্রিপুরার জনসাধারণ স্বল্প মূল্যে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি না পায়, তাহলে এটা অত্যন্ত দুঃখের কারণ হবে বলে আমি মনে করি। তাই আমি বলছিলাম যে এই বাফার ষ্টক পরিচালনা করার ব্যাপারে একটা কমিটি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যেসব কাট মোশান রাখা হয়েছে, সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহাশয় যে ডিমাণ্ডগুলি যেমন ডিমাণ্ড নাম্বার ৩১ এবং ৩০ এই হাউসের মধ্যে পেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। আমি প্রথমে এ্যানিম্যাল হাসবেন্ড্রী সম্পর্কে

আমার বক্তব্য রাখব। স্পীকার স্যার, আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে গ্রামেই অধিকাংশ লোক বসবাস করেন এবং তাদের অর্থ উপার্জনের একমাত্র পথই হল কৃষি। আর এই কৃষির উন্নতি অধিকাংশই নির্ভর করে আমাদের গরু বা গো-সম্পদের উপর। আমার মনে হয় আমরা যদি আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদকে শক্ত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি, তাহলে আমাদের তার দরজা খুলে দিতে হবে, সেজন্য আমাদের গো-উন্নয়ন প্রথমে দরকার আর তারই জন্য কি—ভিলেজ নাম দিয়ে এ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রী ডিপার্টমেন্ট সেটা পরিচালনা করে থাকে। এদিকে লক্ষ্য রেখে আমি বলছি যে টি, টি, সির আমল বাদ দিয়ে আমরা এই এ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রী ডিপার্টমেন্টের মধ্যে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আসছি, তাতে এই বিভাগে আমাদের কতটুকু উন্নতি হয়েছে, বাজেট যদি দেখি তাহলে দেখব, এই যে টাকা খরচ হচ্ছে তাতে আমরা উন্নত ধরণের গাভী কৃষকদের মধ্যে দিতে পারতাম। গত ৫ বছর ধরে আমরা যে স্কীমের কথা চিন্তা করে আসছি, সেটাকে আমরা আজও কার্যে রূপ দিতে পারিনি। ত্রিপুরার জন সংখ্যার বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে এই যে স্কীম চলছে না যেখানে আমরা চিন্তা করতে পারি না যে ত্রিপুরাতে এই স্কীম সাক্সেসফুল হবে, এটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যাবে কিনা সেই সম্পর্কে আমি এখানে সন্দেহ প্রকাশ করি। তাই আমি আবার এই স্কীমকে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত করবার চিন্তা করার জন্য মন্ত্রী পরিষদকে অনুরোধ জানাব। আমি এখানে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেট সম্ভাষণের একটি অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তিনি বলেছেন—"আগরতলায় ডেয়ারী এখন দৈনিক ৪৩০০ লিটার দুধ সরবরাহ করে, যদিও ইহার লক্ষ্য মাত্রা ছিল মাত্র ৩০০০ লিটার। চতুর্থ পরিকল্পনায় ইহার লক্ষ্য মাত্রা দৈনিক ১০,০০০ হাজার লিটার ধার্য্য হইয়াছে। গ্রামাঞ্চল হইতে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ সংগ্রহের জন্য আগামী বৎসরে উদয়পুর, তেলিয়ামুড়া, ধর্মনগর, কৈলাসহর এবং আমবাসায় ২টি গ্রামীন ডেয়ারী কেন্দ্র, তিনটি চিলিং সেন্টার (ফার্ম বাল্ক কুলিং ট্যাঙ্ক সহ) চালু করার প্রস্তাব রহিয়াছে।" আমি এখানে একটি জিনিস চিন্তা করতে পারছি না, আগরতলা শহরাঞ্চলের লোকদের দুধ খাওয়াবার জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় ১০,০০০ লিটার দুধ সরবরাহের প্রস্তাব আছে। এই ১০,০০০ লিটার দুধ গ্রাম থেকে নিয়ে আসা হবে। কিন্তু গ্রামগুলিতে এখন দুধের অভাব। ধর্মনগর এখন শহরের পর্যায়ে এসে পৌঁছে গিয়েছে। সেখানে দুধের দাম বেশী হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও সরকার থেকে সেখানে দুগ্ধ সরবরাহের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সেখানে শিশু দুধ খেতে পায় না। অথচ সেখান থেকে দুধ সংগ্রহের পরিকল্পনা রয়েছে। সেই দুধ এখানে শহরাঞ্চলের লোকদের সাবসিডি দিয়ে, লোকসান দিয়ে খাওয়াবেন। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করি। আমি সরকারকে অনুরোধ করব যে ধর্মনগর, কৈলাসহর প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদের, শিশুদের দুধ খাওয়াবার জন্য সেখানে একটা মিল্ক সাপ্লাই কেন্দ্র খোলার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি দাবী করছি। দুগ্ধ শিশুদের একটা প্রধান খাদ্য. সেই খাদ্যের উৎপাদন যদি বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে এই যে স্কীম

আমরা চাচ্ছি তার চেয়ে আমার মনে হয় যদি আমরা উন্নত ধরণের গাভীর বাচ্চা জনসাধারণের মধ্যে বিলি করতে পারি তাহলে এই স্কীম আরও দ্রুত অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে। এই জন্য আমি আবেদন রাখব যে উন্নত ধরণের গাভীর বাচ্চা এনে জনসাধারণের মধ্যে যাতে বিলি করা যায় তার ব্যবস্থা সরকার করবেন। এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মাত্র ৬,০০০ টাকা রাখা হয়েছে। এর পরিমাণ অতি সামান্য। এর দ্বারা কৃষকদের মধ্যে উন্নত ধরণের গাভীর বাচ্চা সাপ্লাই করা যাবে বলে আমার মনে হয় না। তাই আমি এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমি এখানে আর একটা জিনিষ সম্পর্কে বলছি। সেটা হল ক্যাটেল। মিসেলেনিয়াস হেডে এই সম্বন্ধে ৮০,০০০ টাকা ধরা আছে। এই যে বৎসরে ৮০,০০০ টাকা খরচ হবে ক্যাটল কলোনীর জন্য তার কি প্রয়োজনীয়তা আছে বা কতটুকু উপকার পান সরকার এই ক্যাটল কলোনী থেকে, এই সম্বন্ধে আমি মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখব একটা আলোকপাত করতে। অন্যান্য দেশ দুধের মাধ্যমে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলছে এবং আমরা তাদের কাছ থেকে সেই সব দুগ্ধজাত জিনিষ আমদানী করছি। সেই পর্যায়ে আমাদের দেশকে নিয়ে যাওয়া এখনই সম্ভব নয় এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের গাভীর যে দুধ দেওয়ার ক্ষমতা সেই ক্ষমতা আমাদের এই অঞ্চলের গাভীর নাই। সেজন্যই যদি আমরা দুধের ব্যাপারে স্বয়ম্ভর হতে চাই তাহলে উন্নত ধরণের গাভীর বাচ্চা কৃষকদের মধ্যে দিতে হবে। তাতে একদিকে দুধও বাড়বে আর অন্যদিকে হালের বলদও আমরা পাব। আর একটি কথা হল যে ধর্মনগরে অনেক মহিষ আছে এবং অন্যান্য আরও অনেক জায়গায়ও মহিষের দুগ্ধ পাওয়া যায়। মহিষের দুগ্ধ দানের ক্ষমতাও বেশী। সুতরাং উন্নত ধরণের মহিষও জনসাধারণের মধ্যে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি এই কথা বলব যে আমাদের বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখে আরও শিল্পের প্রসার হওয়া দরকার। এখানে ভারী শিল্পের প্রসার হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই গ্রামীন শিল্পের প্রসার যাতে হতে পারে, সেইগুলিতে যাতে গ্রামীন জনসাধারণ সুযোগ পায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে আমি অনুরোধ রাখবো। লাল বাতি জ্বলে যাওয়ায় আমি আমার বলার অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই জন্য আমি বসে যাচ্ছি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—অনারেবল স্পীকার স্যার, আমি ডিমাণ্ড নং ১৮, ২০, ৩১ এইগুলি সমর্থন করছি এবং বিরোধী দল থেকে যে কাটমোশন দেওয়া হয়েছে তার বিরোধীতা করছি। আমি এনিমেল হাজবেনড্রী সম্পর্কে বলছি। অবশ্য এই ব্যাপারে অনেক মাননীয় সদস্যরা বলেছেন। তবে আমি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিছু বলতে চেষ্টা করব। আমাদের দেশ কৃষির উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে এবং আমাদের একমাত্র সম্পদ হল গরু। আমরা দেখছি যে বর্ডার অ্যারিয়া থেকে অনেক গরু চুরি হচ্ছে। গরু যেমন চুরি হয় তেমনি আবার আমাদের নিজেদের

লোকেরা বেশী দাম পেয়ে পাকিস্তানে গরু পাচার করে দেয়। অন্যদিকে গো-মড়কও হচ্ছে। সেজন্য আমাদের গো-জাতির উন্নতির জন্য সর্ব্ব প্রকারে চেষ্টা করতে হবে। সেজন্য আমাদের গ্রেজিং ফিল্ডেরও দরকার। গরুর একমাত্র খাদ্য হল ঘাস। সেজন্য যে গ্রেজিং ফিল্ডের দরকার সেটা সহজ লভ্য নয়। ফরেষ্টে যে প্রটেক্টেড এরিয়া আছে তার মধ্যে গ্রেজিং ফিল্ড করা যায় এবং সেখানে ঘাস জায়গা আছে। সেজন্য আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন প্রটেক্টেড এরিয়া থেকে গ্রেজিং ফিল্ডের জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন। তা না হলে গো-জাতির খাদ্য যে ঘাস সেটা আমরা পাচ্ছি না। আমরা নিজেরা খাদ্যের জন্য আন্দোলন করতে পারি, বিক্ষোভ দেখাতে পারি। কিন্তু আমাদের উপকারের জন্য যে প্রাণীটি আছে সে তার খাদ্যের জন্য কোন রকম বিক্ষোভ বা আন্দোলন করতে পারে না। কাজেই সেই দিকটির দিকে আমাদের নজর রাখা দরকার। এই নির্বাক প্রাণীর প্রতি আমাদের সদয় থাকা উচিত।

তারপর আর একটি জিনিষ দেখা যাচ্ছে যে পশুক্লেশ নিবারণী সম্বন্ধে অনেক সদস্যই বলেছেন। এই বিষয়টিও আমাদের ভেবে দেখতে হবে। আমি যখন আগরতলা থেকে উদয়পুর যাই তখন পথে এমনও দেখতে পাই যে হাঁস, মুরগীকে অনেক কষ্ট দিয়ে বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে। যেখানে ৫০টি মুরগীর জায়গা হবে সেখানে হয়ত দেখা যাবে ১৫০টি নিয়ে চলেছে। আবার গরুর গাড়ীর ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে যেখানে একটা গরুর গাড়ী ৮ মণ টানতে পারে সেখানে হয়ত ২০ মণ চাপিয়ে দেওয়া হল। এই ক্লেশ নিবারণের জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করছি তারা যেন এই ব্যাপারে একটু দৃষ্টি দেন। তারপর মিল্ক সাপ্লাই সম্পর্কে আমরা দেখছি যে উদয়পুর দুধ এবং মাছের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সেখানে বড় বড় সাগর আছে এবং দুধের প্রডাকশান ভাল, কিন্তু আজকে আমরা ভাল দুধ পাচ্ছি না। সেই রকম আমরা মাছও পাচ্ছি না। সেইজন্য আমি বলব যাতে আমরা দুধ, মাছ পেতে পারি তার ব্যবস্থা করা দরকার। এবার বাজেটে যে উদয়পুরে একটা ডেয়ারি সেন্টার করার জন্য প্রভিশন রাখা হয়েছে, তারজন্য আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রত্যেক সাবডিভিশনে আজকে বেবিফুডের অভাব। হরলিক্স বা কোনরকম বেবীফুড পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই শিশুরা এবং বৃদ্ধরা যাতে দুধ পায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। আজকে সবকিছুতেই ভেজাল। তেলে ভেজাল এবং দুধেও আজকাল ভেজাল দেওয়া হচ্ছে। ডেয়ারী থেকে যে দুধ দেওয়া হয়, তারমধ্যে মাঝে মাঝে ব্যাঙাচী পাওয়া যায়। তার কারণ হচ্ছে যে মফঃস্বল থেকে যে দুধ আসে সেগুলি গরমকালে জ্বাল না দিয়ে আনা যায় না, কারণ নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই সেই সময়ে এক মণ দুধের সঙ্গে আরও এক মণ জল মিশিয়ে বা ভাতের মাড় দিয়ে ভেজাল দেওয়া হয়। ভালজল দিলেও হয়। কিন্তু অনেক সময় যেখানের সেখানের জল বা ভাতের মাড় দেওয়া হয় বলেই আজকে তারমধ্যে ব্যাঙাচী ইত্যাদি পাওয়া যায়।

সেটা যাতে না হয়, সেইদিকে আমি ডিপার্টমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে অনেক সময় দেখা যায় যে হাসপাতাল এবং ডিস্পেন্সারীগুলিতে ঔষধ থাকে না। কাকড়াবনে আগামী বৎসরে যাতে একটা ভেটারিনারী হাসপাতাল হয় সেইজন্য মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টকে অনুরোধ করছি এবং সেইসব ডিস্পেন্সারীগুলিতে যেন সবসময় ঔষধ পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা যেন করা হয়। তারপর অনেক সময় দেখা যায় যে গো-মড়ক লাগে, কিন্তু সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঔষধ পাওয়া যায় না, যাতে ভাল ঔষধ সেখানে পাওয়া যায় তারজন্য অনুরোধ রাখছি। অনেক সময় দেখা যায় ব্রীডিং হওয়ার এক দুই বৎসরের মধ্যে বাছুর মরে যায়, সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা দরকার বলে আমি মনে করি।

তারপর ইণ্ডাস্ট্রী সম্বন্ধে বলতে গেলে আমরা দেখি যে উদয়পুরে একটা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ইণ্ডাস্ট্রিয়েল এস্টেট করা হয়েছে, কিন্তু প্রডাকশান কিছু হচ্ছে না। সেখানে নো ওয়ার্ক নো পে বেসিসে কর্মচারীরা কাজ করছে, কন্টিজেন্ট ওয়ার্কার আছে, তারা অনেক সময় আমাদের দাবী মানতে হবে বলে শ্লোগান দিচ্ছে, তাদের দাবী দাওয়া কি সেটা দেখতে হবে। এইসব এষ্টাব্লিশমেণ্টে যেসব মেশিন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আনা হয়েছে, সেগুলি যাতে চালু হয়, তার প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর ইণ্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কিছু বলেছেন। মাননীয় প্রমোদবাবু অনেক সাজেশন দিয়েছেন, আমি এখানে আরেকটা সাজেশন দেব। আমাদের ত্রিপুরায় অনেক কাঁঠাল হয়, তার রস যদি ভালভাবে সংরক্ষিত করা যায়, এবং সেই সংরক্ষণের জন্য যদি আমরা ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে তার মধ্য দিয়ে কিছু পরিমাণ বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারব। আমাদের এখানে বাঁশের অভাব নেই। কাজেই আমরা এখানে একটা পেপার মিল করতে পারি। তারপর আমাদের এখানে পাট যথেষ্ট পরিমাণ হচ্ছে, কাজেই আমরা এখানে একটা জুট মিল করতে পারি এখানে যাতে একটা জুট মিল হয় তজ্জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর আনারস—যেমন কুমারঘাট, কাকড়াবন এই সমস্ত জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণ আনারস হচ্ছে। আগে ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে আনারস যেত, কিন্তু এখন সেখানে যেতে পারছে না, এইজন্য কৃষকরা আর সেটা চাষাবাদ করছে না। যদি এখানে একটা আনারসের কারখানা হয়, তাহলে আবার তারা আনারস করতে উৎসাহ পাবে। অবশ্য বর্তমান আর্থিক বৎসরের বাজেটে এই সম্পর্কে ইণ্ডাস্ট্রি খাতে প্রভিশন করা হয়েছে, যদি হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম হয়, তাহলে এটা হয়ে যাবে। কিন্তু আমার কথা হল যে প্রাইভেট সেক্টারে এই সমস্ত করলে পরে তারা এখানে এসে বলবে যে আমাদের এখানে স্কীল লেবারের অভাব। কাজেই আমাদের এখানকার যুবকরা যাতে এই সমস্ত কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য আগে থাকতে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা দরকার এবং ট্রেনিং সেণ্টার করা দরকার যাতে বিদেশী ফার্ম এসে বলতে না পারে যে স্কীল লেবারের অভাব। সেইজন্য আগে থেকে

আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি। তারপর আমাদের এখানে ছাতার বাঁট ভাল হচ্ছে। এই সমস্ত ছাতার বাটের প্রডাকশান যাতে আরও বাড়ানো যায়, এবং সেইগুলি যাতে আরও উন্নত ধরণের করা যায়, তার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখছি।

এরপর ফেমিন রিলিফ সম্পর্কে আমি বলছি। টি. টি, সি, আমলে দেখেছি যে আমরা ভালভাবে লোন ইত্যাদি দিতাম, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় আগুন লেগে একজনের সর্ব্বস্ব পুড়ে গেলেও তার আবেদন নিবেদন থাকা সত্বেও তাকে যথা সময়ে সাহায্য করতে পারি না। অথচ ফেমিন রিলিফে এখানে আমাদের যথেষ্ট টাকা আছে কিন্তু প্রপারলি সেটা ডিষ্ট্রিবিউট হচ্ছে না। কাজেই যারা ফ্লাড এফেক্টেড, সাইক্লোনে এফেক্টেড, বা যার সমস্ত কিছু আগুনে নষ্ট হয়ে গেছে, যারা সিডুয়্যাল কাষ্ট এবং দরিদ্র জনসাধারণ, তারা দরখাস্ত করলে পরে যাতে নাকি এস, ডি, ও দ্বারা যথাসময়ে তদন্ত হয়, এবং রিলিফ পায়, তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি আবেদন করছি।

তারপর প্রিভী পার্স সম্পর্কে কেউ পক্ষে আবার কেউ বিপক্ষে বলেছেন। আমার মত হল প্রিভী পার্স যেটা অনেক বছর ধরে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে চলে আসছে, সেটা হঠাৎ যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে যে সমস্ত রাজা বা তাদের পোষ্যরা যারা আছেন, তাদের চরম দুর্দ্দশার সম্মুখীন হতে হবে, সেইজন্য সেটা একবারে তুলে না দিয়ে আস্তে আস্তে বছর বছর কমাতে কমাতে তারপর যাতে তুলা হয়, একথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now I call on Hon'ble Member Kshitish Ch. Das. Only 10 minutes.

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী আজকে যেসব ডিমাণ্ড হাউসের সামনে পেশ করছেন, এইগুলি আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের সদস্যগণ যে কাটমোশান রেখেছেন তার আমি বিরোধিতা করছি। তবে এখানে অনেক কথাই আমাদের বিভিন্ন সদস্য বলেছেন। এখানে ইণ্ডাষ্ট্রির উপর আমার বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করছি সেটা হল পাকিস্তান থেকে অনেক ফিসারম্যান ত্রিপুরার বিভিন্ন সাবডিভিশনে এসেছে, তাদের মধ্যে জাল বোনা পাকিস্তানে একটা ইণ্ডাষ্ট্রির মত ছিল। এই জাল বোনা অনেক মেয়েলোকেও করতে পারে। অবসর সময়ে জাল বোনে তারা একটা মাঝারী ধরনের সংসার চালাতে পারে। এই জাল বোনার যদি একটা ইণ্ডাষ্ট্রি করা যায় তাহলে বিভিন্ন প্রদেশে যে জাল প্রয়োজন হয়, সেটা তারা সাপ্লাই করতে পারে। অনেক ফিসারম্যান আমাকে বলেছে যে আমরা জাল বোনে আসামের দিকে চালান দিতে পারি। কাজেই এই যে জাল বোনা,

সেটাকে একটা ইণ্ডাষ্ট্রি হিসাবে গণ্য করা হলে সেই ইণ্ডাষ্ট্রী থেকে যদি এটাকে উৎসাহ দেওয়া হয়, তাহলে এটা দিয়ে আমার মনে হয় অন্য প্রদেশের চাহিদা অনুযায়ী আমরা সাপ্লাই করতে পারব। এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করছি যাতে এটা ইণ্ডাষ্ট্রি পর্যায়ে গণ্য করা হয়। আমার সময় কম। তাছাড়া বিরোধীদলের সদস্যদের অনুপস্থিতিতে আমার বক্তৃতার তেমন জৌলস উঠছে না।

পশু চিকিৎসার ব্যাপারে সাধারণত, তাদের ট্রীটমেণ্টের খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যদিও আজকে পশুর প্রয়োজনটা আমাদের যথেষ্ট, মানুষের থেকে কোন অংশে কম নয়। আজকের দিনে যেভাবে গরু বাছুরের দাম বাড়ছে, তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর না রাখলে পরে কৃষকের পক্ষে গরু বাছুর ক্রয় করে কাজ চালান সেটা সম্ভব নয়। তাছাড়া আজকে কৃষক গরুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে ততটা সচেতন নয়। কাজেই অনেকে শুধু ডিস্পেনসারী নয়, পশু চিকিৎসার ব্যাপারে গ্রামে গ্রামে কৃষকদের সমাবেশে, যাতে পশু চিকিৎসা ব্যাপারে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, সেরকম শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন উপলব্ধী করি। আজকালকার দিনে যে রকমভাবে নাকি গরু বাছুর এর মধ্যে রোগ বাড়ছে এবং তার স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য না রাখলে, কৃষির উপর অর্থাৎ জমি কর্ষণের যে পরিশ্রম যাকে দিয়ে করাই, তার স্বাস্থ্যের দিকে আমাদের অত্যন্ত সচেতন হওয়া দরকার কাজেই মফঃস্বলে বা গ্রামাঞ্চলে কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যে যাতে পশু চিকিৎসার ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে যাতে এই ব্যাপারে প্রয়োজন অনুভূত হয় সেজন্য সরকারীভাবে প্রচেষ্টা চালানো দরকার। তারপরে আমার কমলপুরে যে একটা পশু হাসপাতাল আছে, সেটা প্রায় এক প্রান্তে বললেই চলে, সেটা একটা কৃষি প্রধান অঞ্চল, কাজেই আমি অনুরোধ রাখব যে মরাছড়া এবং হালাহালির মধ্যে যাতে একটা ডিসপেন্সারী হয়, সেজন্য যেন সরকার প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আর মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীকে অনুরোধ করব যে আমার কমলপুরে যাতে একটা ইনফরমেশান সেণ্টার খোলা হয়, সেখানে এই ইনফরমেশান সেণ্টারের অভাব জনসাধারণের মধ্যে অনুভূত হচ্ছে। তার পরে একটা আছে, ডিমাণ্ড নাম্বার ৪৪—গভঃ ট্রেডিং। এখানে আছে পার্সেজ অব ফুড গ্রেইন্স এ্যাণ্ড কষ্ট ইনকার্ড ট্রেন্সপোর্ট চার্জেস ইনক্লোডিং আদার চার্জেস ফর দি সেম। এই সরকারী ব্যবসা, এটা ফুড এ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট করে থাকেন। এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্য সুরেশবাবু অনেক কথার উল্লেখ করেছেন। আমারও বিশেষ একটা ব্যাপার এখানে প্রয়োজন বলে মনে করি। সেটা হল আজকে মফঃস্বল টাউনগুলি থেকে যদি এই ডিপার্টমেণ্টে টেলিগ্রাম করে এবং ট্রাংক কল ইত্যাদি করে কোন খবর পাওয়া যায় না। এই অবস্থাটা মনে হয়, এখানে বরাবরই চলে আসছে। আমি মনে করি যারা এই ডিপার্টমেণ্ট পরিচালনা করছেন, তারা এই বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষভাবে দায়ী। কারণ টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম করেও এই ডিপার্টমেণ্টে কোন

খবরাখবর পাওয়া যায় না। গতবারে আমাদের কমলপুরে যখন ছাত্র আন্দোলন হয়, তখন এই ধরণের একটা অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি। তখন আমরা বিশেষ কতগুলি জরুরী প্রয়োজনে এই ডিপার্টমেণ্ট থেকে কিছু খবরাখবর জানতে চেয়েছিলাম, তার জন্য আমরা ৪।৫টা টেলিগ্রামও করেছিলাম, কিন্তু ডিপার্টমেণ্ট থেকে তার কোন উত্তরই আমরা পাইনি। যার ফলে আমরা সেখানে ছাত্রদের কোন রকমে বুঝ দিতে পারিনি। এবং বেশ একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে আমাদের পড়তে হয়েছিল। রীতিমত ছাত্ররা সেখানে আমাদের উপর বিশেষভাবে রাগ হয়েছিল। তাই এই বিষয়টি সম্পর্কে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করি উনারা এই বিষয়টির উপর নজর দিবেন। এই বলে আমি ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষের কাটমোশানগুলি বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেস করলাম।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—অনারেবল স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসের আলোচ্য যেসব ডিমাণ্ডের ব্যয় বরাদ্দ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্থাপন করেছেন আমি সেগুলিকে সমর্থন জানাই এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাট মোশান রাখা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। আজকে ডিমাণ্ডগুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি প্রথমে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৮ সম্পর্কে বলব। তার কারণ হল, আমার সময় কম, কিন্তু এর উপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে গেলে অনেক সময়ের দরকার। তবে ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখব। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা এই ডিমাণ্ডের উপর অনেকগুলি কাট মোশান রেখেছেন। সেগুলি হলো (1) Absence of provision for starting stockmen Centre at different village areas. and (2) Inadequacy of provision for Veterinary Hospitals & Dispensaries কিন্তু মাননীয় সদস্য তাঁর কাট মোশানের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে সরকারের সমালোচনা করে বলেছেন, তাতে আজকের হাউস এর আরম্ভে একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বিরোধী পক্ষের সদস্য অঘোর বাবুর প্রতি যে উক্তি করেছেন, সেটাকে আমার আবার এখানে রিপিট করতে হয়। কেননা উনার প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যে ইনফরমেশান দিয়েছেন তিনি সেটা মনে রাখতে পারেননি, বিরোধী পক্ষের সদস্য অঘোর বাবু এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছিলেন যে বিরোধী পক্ষের সদস্যের মাথায় কোন মগজ নাই। যদি সেই মগজ থাকত তাহলে তারা সেটা এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাবার কোন কারণ থাকে না। আমার মনে হয়, তাদের মাথায় যে মগজ ছিল, তারা বিভিন্ন দিকে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে জনসাধারণ যেভাবে তাদেরকে আউট্ট করেছেন, জনসাধারণ যেভাবে তাদেরকে আউট করেছেন, তাতে সত্যি মগজ থাকার কথা নয়। আর বিশেষ করে রাজনীতির জীবনে অধিকাংশ সময় উনারা বনে বনে ঘুরেছেন। সুতরাং তাদের স্বভাবটা অনেকটা বন্য হয়ে গেছে। কাজেই যেসব রোগের কথা তারা এখানে বলেছেন, সেটা তাদের ঠিক জানা নেই। তার কারণ হল তারা সম্প্রতি বন ছেড়ে, বন থেকে বিতাড়িত হয়ে সমতলে

নেমেছেন। কাজেই সমতলের যে আদব, কায়দা এবং ভাব ভঙ্গী শিখতে তাদের আরও অনেক সময় লাগবে। যদি মাননীয় সদস্য এখানে উপস্থিত থাকতেন তাহলে আমি উনাকে ট্রেনিংএর জন্য একটা ইনষ্টিটিউটের কথা বলে দিতাম। তিনি যদি সেখানে রেগুলার এটেণ্ড করতেন, তাহলে এই এ্যাসেম্বলীতে কিভাবে বলতে হয়, সেটা অন্ততঃ শিক্ষা লাভ করার যে একটা প্রসেস আছে, আমি সেটা বলে দিতে পারতাম। যাহউক তিনি যে ধরণের উক্তি করেছেন তার বিরুদ্ধে আমার যে বক্তব্য, সেটা যে অত্যন্ত দুঃসহ হত উনার পক্ষে, তা ভেবেই তিনি হয়ত এখান থেকে পলায়ন করেছেন। তবে আমার আগে মাননীয় সদস্য নিশি বাবুও এই কথা বলেছেন, যে ভয়ে নাকি তিনি এ্যাসেম্বলী থেকে পলায়ন করেছেন। সুতরাং যারা নাকি ভীতু তাদের বিরুদ্ধে বেশী বলে লাভ নেই, কেননা তিনি পলায়ন করে প্রমাণ করেছেন যে তাদের যে বক্তব্য সেই বক্তব্য তারা কাটমোশানের পক্ষে রেখেছেন, সেটা আমাদের বক্তব্যের কাছে লজ্জা পাবে, আর সেজন্যই তিনি এসেম্ব্লীতে অনুপস্থিত আছেন। যাহউক আমি এখানে বলব যে তারা যেসব কাটমোশান এখানে রেখেছেন, তার কোন ভিত্তি নেই। তারা বলেছেন যে এ্যাবসেন্স অব প্রভিশান ফর ষ্টার্টিং অব ষ্টকম্যান সেণ্টার এট ডিফারেণ্ট ভিলেজেস। আমি বলব যে আমাদের অল ইণ্ডিয়াতে যে প্রোগ্রাম আছে ত'তে প্রতি ২৫ হাজার লাইভ ষ্টকের জন্য একটি করে ভেটারিনারী ইনষ্টিটিউশন হওয়ার কথা। এখন আমাদের ১৯৬৯ সনের যে সেন্সাস তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যাটল পপুলেশান হচ্ছে ১ লক্ষ ১০ হাজার ৯২৬টি, সে জায়গাতে আমাদের ভেটারিনারী ইনষ্টিটিউশন আছে বর্ত্তমানে ৪৫টি। সুতরাং আমাদের ৪৫টি ভেটারিনারী ইনষ্টিটিউশান যেখানে আছে, আর অল ইণ্ডিয়া পেটার্ণ হিসাব করলে পরে দেখা যায় যে প্রায় ১১ লক্ষ ক্যাটেল পপুলেশনের জন্য যেটা দরকার তার সমপরিমাণ ইনষ্টিটিউট আমাদের এখানে আছে। ১৯৬১ সেন্সাসে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যাটল পপুলেশান হচ্ছে ৮,১০,৯২৬। আর আমাদের ভেটিরিনারী ইনষ্টিটিউট আছে ৪৫টা। অল ইণ্ডিয়া প্যাটার্ণে হিসাব করলে দেখা যায় প্রায় সাড়ে এগার লক্ষ ক্যাটল পপুলেশনের জন্য তার সমপরিমাণ ইনষ্টিটিউট এখানে আছে ১৯৬১ সেন্সাস অনুযায়ী। সুতরাং সেটার তুলনায় পর্য্যাপ্ত বলা চলে। সুতরাং ইনএডিকোয়েসী আর অ্যাবসেন্স অব প্রভিশনের কথা এখানে খাটে না। তদুপরি আমাদের ফোর্থ প্ল্যানে আরও ৫টি ভেটেরিনারী ডিস্পেনসারী বাড়ানোর কথা আছে। সুতরাং আগামী দিনের জন্য যে প্রভিশন রেখেছি সেটাকেও ইনএডিকোয়েট বলা চলে না। তারপর এখানে কাটমোশন হচ্ছে ইনএডিকোয়েসী অব প্রভিশন ফর ভেটেরিনারী এডুকেশন অ্যাণ্ড রিচার্স। কোথায় যে এই রকম বন্দোবস্ত আছে তার উল্লেখ তারা করেন নাই। তারা শুধু গায়ের জ্বাল মেটাবার জন্যই এইসমস্ত কথা বলেন। এই সম্পর্কে তারা বাজেটেও দেখেন না আর ফিল্ডে গিয়েও আমাদের উন্নত ধরণের কার্যপদ্ধতি দেখেন না। ভারতবর্ষের কথা তারা বলবেন না। তারা তাদের ফাদার ল্যাণ্ডের কথা বলবেন। তাদের ফাদার ল্যাণ্ড হল চীন। চীনের মাও, রাশিয়ার স্ট্যালিন, এই ধরণের মানুষই হচ্ছে তাদের লক্ষ্য, তাদের আদর্শ। গ'দ

তাদের আমাদের দেশের প্রতি লক্ষ্য থাকত তাহলে তারা দেখতেন যে আমরা এনিমেল হাজবেনড্রির মাধ্যমে কি করছি এবং কি কি পরিকল্পনা নিয়েছি আমাদের এই কৃষি প্রধান দেশের যে প্রধান সম্বল গরু, সেই গরুর উন্নতির জন্য। আমরা প্রতি বছর ষ্টাইপেণ্ড দিয়ে ছাত্রদের বাইরে ভেটেরিনারী সায়েন্স পড়ার জন্য পাঠাচ্ছি। তেমনি আমাদের আগরতলাতেও একটা লেবরেটরী আছে। সেটাতে বিভিন্ন রকমের রোগের পরীক্ষা নিরীক্ষা হয় এবং এজন্য ডিজিস ইনভেষ্টিগেশন লেবরেটরী আছে। যাতে পশুপক্ষী ইত্যাদির রোগ নিবারণ করা যায় সেইসমস্ত দিক দিয়েও এখানে একটা লেবরেটরী রাখা হয়েছে। সেইসমস্ত রোগের উপর বিভিন্ন রকমের বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলেছে রোগের কারণ সম্পর্কে, রোগ প্রতিরোধ করা সম্পর্কে, তাকে কন্ট্রোল করা সম্পর্কে আমাদের ইনভেষ্টিগেশন চলছে লেবরেটরীগুলিতে। সুতরাং আমাদের রাজ্যের অভ্যন্তরেও যেমন রোগ কন্ট্রোল করার জন্য ব্যবস্থা রেখেছি তেমনি আমাদের ছেলেদিগকেও ভেটেরিনারী সায়েন্স সম্পর্কে শিক্ষালাভের জন্য বাইরে পাঠচ্ছি। চাকরীর দিক দিয়েও আমরা তাদিগকে প্রভাইড করছি। এই পর্যন্ত যতগুলি ছেলেকে আমরা বাইরের প্রতিষ্ঠান থেকে ট্রেনিং দিয়ে এনেছি তাদের সকলকেই আমরা চাকুরী দিতে পেরেছি। বর্তমানেও আমাদের প্রায় ২৩ জন ট্রেনিং এখন আমাদের ষ্টাইপেণ্ড এবং স্কলারশিপ নিয়ে বাইরে আছে। সুতরাং আমরা আগামী বছরের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক ছাত্র যুবক যারা শিক্ষা নিতে চাইবে তাদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত প্রভিশন আমরা রেখেছি। সুতরাং ভেটেরিনারী ডিস্পেন্সারীর জন্য যে প্রভিশন রাখা হয়েছে সেটা ইনএডিকোয়েট যে নিত্য দেববর্মা বলেছেন সেটা সত্যি নয়। তারপর ভেটেরিনারী হস্পিটাল এবং ডিস্পেন্সারীর জন্য প্রভিশনও ইনএডিকোয়েট বলছেন। কিন্তু কোন জায়গাতে তারা কোন তথ্য দিয়ে সেটা প্রমাণ করতে পারেন নি যে এটা ইনএডিকেয়েট হয়েছে। হস্পিটাল এবং ডিস্পেন্সারী আইটেমে আমাদের টাকা ধরা হয়েছে ৮,৮২,০০০ টাকা। সুতরাং কত টাকা হলে এটা এডিকোয়েট হত এবং কি কি স্কীম যোগ করলে এডিকোয়েট হত সেটা তারা বলেন নি। শুধু তারা সমালোচনা করেছেন যুক্তিহীন তথ্যহীনভাবে। তারা বিরোধিতা করবার জন্যই এই সমস্ত কথা বলছেন। কিন্তু কোন কনষ্ট্রাকটিভ সাজেসান তারা দিতে পারেন নি। কোনদিন তারা তা করতে সমর্থ হন নি। আজও সমর্থ নন এবং তারা যে যুক্তি রেখেছেন সেটাও একমাত্র বিরোধিতার জন্যই রেখেছেন। সেটা দেশের কল্যাণের দিকে নজর দিয়ে তারা করেন নি। তাদের স্বভাব নয় যে গঠনমূলক কিছু বলা বা গঠনমূলক কিছু করা। সুতরাং আমি আশা করব যে এই কাটমোশন হাউসে গ্রাহ্য হবে না এবং আমি আশা করব যে মাননীয় সদস্যরা একটু চিন্তা ভাবনা করে গঠনমূলক প্রস্তাব রাখবেন এবং ব্যক্তিগত সুযোগ লাভের ইচ্ছা থেকেও তারা নিবৃত্ত থাকবেন যেমন নিশিবাবু বলেছেন যে বিনা পয়সায় তাদের দেয়নি বলেই তারা ক্ষুণ্ণ হয়েছেন তাদের ইল্লীগেল সুযোগ দেয়নি বলেই তারা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ইল্লীগেল কোন কাজে আমার ডিপার্টমেণ্ট সহযোগিতা করে না। সেজন্য এই দায়িত্বহীন উক্তি এই সভায় তারা করতে পেরেছেন। তিনি প্রসংগত বলেছেন যে হাঁস মুরগী পালন কেন্দ্র যেটা আছে সেটাতে কোন প্রফিট হচ্ছে না। হাঁস মুরগী পালন কেন্দ্র গান্ধীগ্রামে আছে, সেই সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে যে সেটা লাভজনক

হচ্ছে না। কিন্তু লাভ করার জন্য করা হয়নি, সেটা কমারশ্যাল বেসিস ফার্ম নয়, সেটা একটা ব্রিডিং ফার্ম—হাউ টু রেয়ার বার্ডস বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এবং তার যে নিয়মকানুন সেটা শিক্ষা দেবার জন্য এবং তার দ্বারা গ্রামীন অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য সেটাতে সাবসীডি দিয়ে হাঁস, মুরগী পালন ইত্যাদি করা সেটা করা হচ্ছে এবং যাতে বাচ্চা ফোটানোর উপযোগী ডিম কম দরে তারা সাপ্লাই দিতে পারে, সেটা হচ্ছে এই ফার্মের উদ্দেশ্য। কাজেই সেটা প্রফিট করার উদ্দেশ্যে করা হয়নি। এই ফার্ম আরেকটি কথা জানা দরকার যে আমরা জনসাধারণকে সুযোগ দেওয়ার জন্য বাজারের যে দর হাঁস মুরগী তার চেয়ে সেখানে দাম কম ছিল, বর্ত্তমানে বাজার দরের সংগে মিলিয়ে সেটা ভেরি রিসেন্টলি করেছি। কাজেই আগে যেটা লস হত সেটা আমরা অনেকটা কমিয়ে আনতে পারব বলে আশা করি। তিনি আরও বলেছেন ডিম নাকি কর্ম্মচারীরা অফিসারদের মাগনা দেন সন্তুষ্ট রাখার জন্য। এই ধরণের দায়িত্বহীন উক্তি একজন সদস্য, তিনি আবার বিরোধী দলের লীডার—যদিও গ্রামের একটা কথা আছে যে গাঁয়ে মানে না, আপনি মুড়ল, তিনি সেই রকম নিজেই মুড়ল সেজে বসে আছেন। কাজেই তিনি বলেছেন যে অফিসারদের ডিম এবং চীক্স ইত্যাদি মাগনা দেওয়া হয়, উনি যদি বলতে পারেন কে নিয়েছেন, বা কখন নিয়েছেন, তাহলে তার প্রতিকার করা যেত, কিন্তু কোন সাক্ষী বা প্রমাণ ছাড়া তিনি অফিসারদের বিরুদ্ধে একটা দায়িত্বহীন উক্তি করা এটা উনার পক্ষে শুভ নয়, আশা করব এই ধরণের উক্তি তিনি করবেন না ভবিষ্যতে। তারপর বলেছেন ইউনিসেফের যন্ত্রপাতি কাজে লাগানো হচ্ছে না। সেই সম্পর্কে আমি বলব যে সেইসব যন্ত্রপাতি সম্প্রতি আসতে শুরু করেছে, কিন্তু সেগুলির অনেক পার্টস এখানে পাওয়া যাচ্ছে না, যেখানে যেখানে যেসব মেশিনারী আসছে, সেগুলি প্রয়োজনানুপাতে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তারপর ভেটারিনারী এ্যাসিষ্টেন্ট সার্জেনদের কোন ছুটি নেই, ওভার টাইম নেই এই বলে এখানে অভিযোগ করা হয়েছে। হয়তো তারা জানেন না যে ফিল্ডওয়ার্কারদের ওভার টাইম দেওয়া হয় না। কাজেই তাদের ওভার টাইম দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। এই সংগে আমি একটা কথা বলব যে আমাদের চাহিদা অনুপাতে ডাক্তার কম, কাজেই মানবিকতার দিক থেকে, এনিমেল প্রেশাণ্ট যখন বেশী আসে তখন তাদের সার্ভিস দিতে হয়। যদি তার অলটারনেট ব্যবস্থা করা যেত তাহলে তাদের পুরো ছুটির ব্যবস্থা করা যেত। কাজেই সেইদিকে চিন্তা করে ষ্টাফ বাড়াবার চেষ্টা আমরা করছি। আর অন্যদিকে যতক্ষণ স্টাফ না বাড়াতে পারছি ততক্ষণ তাদের ছুটি দিতে পারছি না। এখানে উপযুক্ত লোক আসতে চায় না, কারণ ত্রিপুরা ব্যাকওয়ার্ড, কাজেই এইসব দিক মানবিকতার দৃষ্টিভংগী নিয়ে আশা করি তারা বিচার বিবেচনা করে দেখবেন, শুধু দোষারূপ করলেই চলবেনা, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি দেখতে হবে। আর ভেটারীনারী সার্জনদের গেজেটেড করার কথা যেটা বলেছেন, সেই বিষয়ে সরকারের যে সমস্ত ব্যবস্থা করনীয় সেটা তারা করছেন, এই সম্বন্ধে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে,

আশা করি কিছুদিনের মধ্যেই তাদের গেজেটেড বলে ডিক্লেয়ার করা যাবে। তারপর উনারা বলেছেন ডিপার্টমেন্টের অনেক কর্মচারী আছেন, তাদেরকে পার্মানেন্ট বা কোয়াসী পার্মানেন্ট করা হচ্ছে না। এইগুলি আমি মনে করি দায়ীত্বহীন উক্তি কারণ এই সময়ের মধ্যে আমরা শতকরা ৮০ জন ষ্টাফকে পার্মানেন্ট বলে ডিক্লেয়ার করেছি আর এ গুড নাম্বার অব এমপ্লয়ীজ হ্যাজ বীন ডিক্লেয়ার্ড কোয়াসী পার্মানেন্ট। এছাড়া আরও যেসব কেস আছে, সেগুলির যথোপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে কোয়াসী পার্মানেন্ট করার জন্য ডিপার্টমেন্ট সেইদিকে নজর রাখছেন। সুতরাং পার্মানেন্ট কাহাকেও করা হয়নি, এই ধরণের উক্তি দায়ীত্বহীন বলেই আমি মনে করি। ষ্টকম্যান সেন্টার সম্বন্ধে বলেছেন সাফিশ্যান্ট নয়, সেই দিকে তিনি কাট মোশান রেখেছেন এবং তার উপর যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা অমূলক কাজেই সেটা ধোপে টিকেনা। তারপর ভেটারীনারী হাসপাতালের কথা প্রসঙ্গত বলেছেন, হাসপাতালের কাজ কম্পলীট হয়ে গেছে। এখন পি, ডব্লিউ, ডি তার বিল্ডিং এবং ল্যাণ্ড হ্যাণ্ড ওভার করলেই সেখানে আমরা কাজ ষ্টার্ট করতে পারি। একটা ইন্টিমীনেশান সেন্টার হাসপাতাল কম্পাউণ্ডে আমরা স্টার্ট করেছি প্রিলিমিনারী মেজার হিসাবে, একটা এপ্রোচিং রোড তৈরী হচ্ছে, অল্প সময়ের মধ্যেই সেটার কাজ আমরা আরম্ভ করতে পারব। দুধ সম্বন্ধে বলেছেন যে দুধ অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় ইত্যাদি এবং তাতে লস হচ্ছে। সেখানে আমি বলব সম্প্রতি যে আমাদের বিদ্যুৎ বিভ্রাট তারজন্য এখানে যে এমোনিয়া কম্প্রেস আছে, যেটাতে দুধ শীতল করা হয় সেটার লো ভোল্টেজের জন্য অনেক সময় দুধ নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই এই যে বিদ্যুৎ বিভ্রাট এটার কারণে সময় সময় সেটা নষ্ট হচ্ছে। আমরা আশা করব এই ব্যাপারে বিদ্যুৎ বিভ্রাট প্রতিকারের জন্য সরকার যে ব্যবস্থা করছেন; তাতে অবিলম্বে এই অসুবিধাটুকু কাটিয়ে উঠা যাবে। তাছাড়া প্রাইস সম্পর্কে বলেছেন যে লস-এ যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ডেয়ারী যে স্কীম সেটা প্রফিট করার জন্য নয়, নো প্রফিট নো লস বেসিসে করার কথা। কিন্তু আমরা কৃষকদের কাছ থেকে যে দাম দিয়ে কিনি, সেই দামই আমাদের দিতে হয়। তার উপর যে প্রসেসিং, ডিষ্ট্রিবিউশন ইত্যাদির জন্য যে কষ্ট যায়, সেটা আমরা সাবসিডি হিসাবে দেই, সেইজন্য বেশী পয়সা লাগছে, সেইদিক থেকে আমরা এখনও একটা এক্সপেরিমেন্ট ষ্টেজে আছি। এরমধ্যে প্রসেসিং এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউশান যে কষ্ট যায়, সেই কষ্টও আমাদের সাবসিডি হিসাবে দিতে হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সেখানে বেশী কিছু পয়সা যাচ্ছে, সেদিক দিয়ে এখন আমরা একটা এক্সপেরিমেন্টাল ষ্টেজে আছি। আমরা আশা করব যে অদূর ভবিষ্যতে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন সাবডিভিশনগুলিতে আমরা ডেয়ারী প্রকল্প এ্যাক্সটেণ্ড করতে পারব। আর সেগুলিতে যদি এ্যাক্সটেণ্ডেড হয় এবং আমাদের ক্যাটেল ইম্প্রুভের যে ডেভেলাপমেন্ট স্কীম, যাতে উন্নত ধরণের গাভী থাকতে পারে, এবং সেটা যদি সাক্সেসফুল হয় তাহলে পর আমাদের দুধের এখন যে দাম আছে সেটা আরও বেশী দুধ পেলে পরে কমিয়ে আনা সম্ভবপর হবে। কাজেই সেদিক থেকে আমাদের এখন

যে লস যাচ্ছে সেটাও অনেক কমে যাবে। প্রসঙ্গতঃ আমাদের মাননীয় সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন—যেমন নিশি সরকার মহাশয় বলেছেন যে আমাদের পশু চিকিৎসালয় যেগুলি আছে, সেগুলিতে পশু যে পেসাণ্টস্ তাদের রাখার জন্য কোন সেড নেই, আমি এখানে বলব যে এদিকে সরকারের দৃষ্টি আছে। তিনি প্রসঙ্গতঃ আরও বলেছেন যে আমাদের আরও বেশী করে ডিস্পেন্সারী করা দরকার। কিন্তু আমরা বেশী করতে চাইলে তো আর সেটা হবে না, কেননা অল ইণ্ডিয়া পেটার্ণ একটা আছে, আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তার সাথে সঙ্গতি রেখে আমাদের সেটা করতে হবে। তাছাড়া আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অল ইণ্ডিয়া পেটার্ণ থেকে অনেক বেশী আছে, তদুপরি আমরা আরও বেশী পাচ্ছি এই কারণে যেহেতু আমাদের ষ্টেটটা একটা ব্যাকওয়ার্ড ষ্টেট। সেদিক দিয়ে আমরা আরও কিছু ভেটারিনারী হসপিটাল ও ডিস্পেন্সারী আমাদের চতুর্থ পরিকল্পনা কালে করব বলে আমাদের যথোপযুক্ত দৃষ্টি আছে। আর সুরেশবাবু বলেছেন গতবছর এপিডেমিক রোগে নাকি অনেক গরুবাছুর মারা গেছে। এই ব্যাপারে আমাদের ডিপার্টমেণ্টের ডাক্তার এবং কর্মচারীরা সেই সময় বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরাফেরা করেছেন। আমি নিজেও আমাদের এনিম্যাল হাজবেনড্রী অফিসার এবং ডেপুটি অফিসারকে বলেছি যাতে করে ঐ সমস্ত জায়গাতে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সেই অনুসারে তারা বিভিন্ন জায়গাতে গিয়ে সেটা দেখাশোনা করেছেন। কিন্তু ফুট এ্যাণ্ড মাউথ এমন একটা ডিজীজ, বাছুরগুলির মধ্যে যদিও কিছু মর্টালিটি আছে, কিন্তু বয়স্ক যেগুলি সেগুলির মধ্যে তেমন কোন মর্টালিটি নেই সেজন্য এই ডিজীজ হলে পরে সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঁচে না।

Mr. Speaker—Hon,ble Minister I would draw your attention that the time in our disposal is very short. So I iequest you to some-up your speech within 10 minutes.

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস— তারপর সেটার কোন স্পেসিফিক মেডিসিন নেই। এই ব্যাপারে সারা ভারতবর্ষের একই অবস্থা। আমরা বিভিন্ন জায়গাতে এই রোগের বিশেষজ্ঞদের এবং বাহিরের অন্যান্য জায়গাতেও যেসব বিশেষজ্ঞ আছে, তাদের সবার সংগে এই রোগের প্রতিশেধক কিছু আছে কিনা সেটা বাহির করার জন্য চিন্তা করা হচ্ছে। এই ডিজীজ হলে পর যেহেতু এটা সংক্রামক রোগ সেজন্য জনসাধারণ যাতে সেদিক থেকে কেয়ারফুল হন এবং রোগাক্রান্ত যেটি সেটিকে আলাদা করে রাখা হয়, তার ব্যবস্থা করা দরকার। তার কারণ হল যে ঔষধ আমাদের নেই সেটা তো আর জোর করে আমরা আনতে পারব না। আমরা অবশ্য চেষ্টা করছি সাধ্য মত যাতে করে এই রোগের স্পেসফিক মেডিসিন খুঁজে পাওয়া যায়। তারপরে আমার এক বন্ধু বিনয় ব্যানার্জী বলেছেন যে ডেয়ারী যে পরিকল্পনা

তাতে যে ১০ হাজার লিটার পর্য্যন্ত দুধ ইন্‌ক্রিজ করার চিন্তা করা হচ্ছে, তাতে করে মফঃস্বল অঞ্চল থেকে এখানে দুধ নিয়ে আসা হবে। সেজন্য উনার একটা দুশ্চিন্তা হচ্ছে এবং তাতে তিনি এখানে তাঁর অসন্তোষের ভাব দেখিয়েছেন। তাই আমি বলব যে উনার অসন্তোষ হওয়ার কোন কারণ নেই। আমরা বলেছি যে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে আগরতলার এই ডেয়ারীতে ১০ হাজার লিটার পর্য্যন্ত বাড়াবার কথা চিন্তা করছি। সুতরাং ধর্মনগর এবং উদয়পুর থেকে যে এই ১০ হাজার লিটার দুধ আনব, এরকম কোন কথা আমরা এখানে বলিনি। আমরা বলেছি যে দুধের পরিমাণ আমরা বাড়াব, তাছাড়া আমরা গ্রামে বা এই রাজ্যের বিভিন্ন সাব-ডিভিশনগুলিতে আরও কিছু ডেয়ারী করব, সেগুলি ধর্মনগর, আমবাসা এবং উদয়পুরে করার কথা আছে এবং সেইসব অঞ্চলে যে দুধ পাওয়া যাবে তাই দিয়ে সেখানে এইসব ডেয়ারীর কাজ শুরু করা হবে। আর এখানে যে ১০ হাজার লিটার দুধ বাড়ানো হবে, সেজন্য এখন ৬টি কি ভিলেজ করতে হবে, সেখানে আমরা উন্নত ধরণের গরু বাছুর এবং বিভিন্ন রকম বৈজ্ঞানিক প্রথায় উন্নত ধরণের ক্যাটেল করব। আমাদের দেশী গাভী যেখানে /১, /১॥ সের দুধ দেয়, সেটাকে আর্টিফিসিয়াল ওয়েতে আরও বেশী দুধ পাওয়ার জন্য ইন্‌সেমিনেট করা হবে। কিম্বা উন্নত ধরণের বুল দ্বারা সেগুলিকে ইন্‌সেমিনেট করে যাতে আরও শক্তি সামর্থ গরুর বাছুর পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা আমাদের সেখানে করতে হবে, এর ফলে সেটা যে শরীরে বাড়বে তা নয়, তার দৈহিক শক্তিও অনেক বাড়বে এবং যেখানে আমরা /১, /১॥ সের দুধ পেতাম সেখানে আমরা এক একটি থেকে ১০।১৫ সের দুধ পাব। সেদিকে আমাদের লক্ষ্য আছে। সুতরাং সেদিক দিয়ে বর্তমানে আমাদের গ্রামাঞ্চলে যেসমস্ত কৃষক গরু বাছুর পালছে, সেগুলিতে এই রকম বৈজ্ঞানিক প্রথাদি অবলম্বনে আরও অনেক বেশী দুধ দিবে, তাতে বর্তমানে আমাদের দুধের যে সাপ্লাই আছে, তার পরিমাণও অনেক বেড়ে যাবে। সেটা শুধু যে এক জায়গাতে বাড়বে তেমন নয়, কৈলাশহর, ধর্মনগর, উদয়পুর, কমলপুর এবং অন্যান্য যে সাবডিভিশন আমাদের আছে তার প্রত্যেকটি গ্রামে এই দুধ উৎপাদন অনেক পরিমাণে বেড়ে যাবে। তার কারণ আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যব্যাপি একটা ক্যাটলিং ডেভেলাপমেণ্ট স্কীম নিয়েছি এবং সেটার কাজও চলছে। মাননীয় সদস্যদের অনেকেই স্বীকার করেছেন যে আগে আমরা যেখানে ছোট ছোট গরু বাছুর দেখতাম, এখন সেখানে অনেক বলিষ্ঠ ষাঁড়, বলদ, গাভী এবং বাছুর দেখতে পাচ্ছি। আগে আমাদের এখানে কোন কোন বাছুরের মা /১,/১॥সের দুধ দিত,এখন ইনসেমিনেশান করার ফলে সেখানে ১০/১২ সের দুধ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের দুধের যে উৎপাদন সেটা দিনের পরদিন বাড়ছে বৈ কমছে না। সেসমস্ত জায়গাতে আমরা সেই ধরণের দুধ সরবরাহ করতে পারব। সুতরাং আগরতলা ডেয়ারীর দুধ বাড়ানোর কথা বলায় কেউ যেন এই কথা মনে না করেন, যে গ্রামের লোকের দুধ আমরা টেনে আনছি এবং সেই উন্নত ধরণের ক্যাটল যেগুলি ১০.১২ সের দুধ দেয় সেগুলিকে আমরা কৃষকদের সাবসিডাইজড রেটে বিলি করতে পারব। সেজন্য

এই সমস্ত খরচের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে দেশে প্রোটিনের অভাব, যার জন্য আমাদের এখানে শিশু মরট্যালিটি হচ্ছে বেশী, সেই মরট্যালিটি কমাতে পারব এবং শক্তি সমর্থ শিশু যাতে আমরা আগামী দিনের জন্য তৈরী করতে পারি সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের এই প্রকল্প। তাদের সাবসিডি দিয়ে ফার্ম করে ক্যাটল বাড়ানোর চেষ্টা করছি এবং সেইদিক থেকে আমরা শুধু আগরতলায় নয় সারা রাজ্যে যেসমস্ত কৃষক আছে তাদের দুধের দামও পাইয়ে দিতে পারব। যেখানে একটা গরুর দাম ৩০০ টাকা সেখানে কেন সে আট আনা সের দরে দুধ বিক্রি করবে। তাহলে তো তার পোষাবে না। আজকে মূল্য বৃদ্ধির দিনে সব কিছুর সংগে সংগতি রেখেই তাকে দুধের দাম দিতে হবে। তাছাড়া আমরা যদি দাম বাড়িয়ে দিই, তাতে কৃষক আরও বেশী ইন্টারেষ্টেড হবে দুগ্ধ উৎপাদনে, যে দুধের দাম তো বেশী পাওয়া যায়। আরও বেশী করে তারা গরু পুষবে এবং সেই দকে লক্ষ্য রেখেই আমরা এগিয়ে চলেছি। সেজন্য আমরা ডেয়ারীর প্রকল্প করেছি। আমাদের দেশের শিশু, বৃদ্ধ, যুবক নির্বিশেষে সকলকে যাতে আমরা প্রোটিন খাওয়াতে পারি, তাদের নীরোগ রাখার জন্য আমাদের এই প্রকল্প। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা এই প্রকল্প করেছি। আশা করি এই প্রকল্পের সুষ্ঠু রূপায়নের জন্য সকলের সহযোগিতা আমরা পাব। প্রসংগত উনারা যেসমস্ত মূল্যবান সাজেসান রেখেছেন এনিম্যাল হাজবেনড্রীর বিভিন্ন দিকে উন্নয়নের জন্য, আগামী দিনের কর্মসূচী তৈরী করে ক্যাটল্ ডেভেলাপমেন্টের ব্যাপারে যাতে উন্নতি করা যায়, চিকিৎসার ক্ষেত্রে যাতে উন্নতি আনা যায়, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে মূল বক্তব্যের পক্ষে এবং বিরোধী দলের কাটমোশনের বিরুদ্ধে এইখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—There are three cut motions.

শ্রী এস, এল, সিংহ—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার যে কতগুলি ডিমাণ্ড ছিল, এই ডিমাণ্ডগুলিকে একসাথে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার কোন রিপ্লাই দেওয়া হয় নি।

মিঃ স্পীকার—কতক্ষণ সময় লাগবে আপনার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—ইট ডিপেণ্ডস অন ইউ।

মিঃ স্পীকার--ঠিক আছে আপনি বলুন।

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথম আমি যে ডিমাণ্ড রেখেছিলাম সেই ডিমাণ্ড হল ফুড অ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লায়ের উপর। অতএব মাননীয় অপোজিশনের সদস্যরা কতগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, সেই প্রশ্ন হল তৈল সরবরাহ যেটা করা হয় সেটা উইদাউট এনি

ট্রেড মার্ক আমরা তাকে গ্রহণ করি। এটা সর্বৈব তাদের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত স্বপ্ন বৈ আর কিছুই নয়। কারণ আমরা ইতিপূর্বে যেসমস্ত তৈল গ্রহণ করেছি সেগুলি উপযুক্ত ট্রেড মার্ক নিয়ে এবং স্যাম্পল অনুসারে পরীক্ষা করে তাকে গ্রহণ করা হয়। ইতিমধ্যে একটা নিউ কন্সা-ইনমেন্ট এসেছিল, সেটার মধ্যে ট্রেডমার্ক ছিলনা। আমরা সেটা রিজেক্ট করেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা হয়তো সেটা জানেন না। তারপর বলা হয়েছে আর একটা কথা। সেটা হল ডাল সম্বন্ধে, স্যাম্পল অনুযায়ী ডাল দেওয়া হয় না। এটাও তাদের উর্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত। এর মধ্যে ভ্যারাইটিস থাকে। ছোলার ডাল থাকে, মুগের ডাল থাকে, মুসুর ডাল থাকে। অতএব তারা কি করে বললেন যে সেটা স্যাম্পল ব্যতিরেকে নেওয়া হয়। সেটা আমি বুঝলাম না। তাহলে এই সমস্ত কথাকেও সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে। এই নীতি নিয়েই তারা চলেছেন। কারণ তাদের যে বক্তব্য, সেই বক্তব্য কোনদিনই এই দেশের ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাখেন না। তাদের একদল মাওবাদী ছিল এবং আর একদল রাশিয়াপন্থী ছিল। এখন আর একটা হয়েছে, সেটা হল সেন্টিষ্ট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তবে আমি তাদের নীতিটাকে বন্ধ্যা নীতি বলেই জানি। অতএব এইভাবে বন্ধ্যা নীতি তারা যদি জনসাধারণের কাছে চালু করতে চান তাহলে জনসাধারণ সেটাকে বন্ধ্যা বলেই গ্রহণ করবে এবং বাস্তবে সেটাকে পরিত্যাগ করে আস্তাকুড়ে ফেলে দেবেন, এই বিশ্বাস আমার আছে। তারপর বলা হয়েছে চিনির অভাবে আমাদের পাইনঅ্যাপল ইণ্ডাষ্ট্রি যেটা গড়েছি সেটা প্রায় অচল। আমরা যে ফ্যাক্টরী গড়েছি, তাদের সাথে আমাদের অ্যাগ্রিমেণ্ট হয়েছে, এরজন্য যে চিনি দরকার সেই চিনি তারা বাইরে কিনতে পারবে। তার কোন অভাব ত্রিপুরা রাজ্যে নাই। সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা কি করে যে এইরকম উক্তি করে থাকেন আমি সেটা চিন্তা করতে পারলাম না। আমি তাদিগকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ত্রিপুরার প্রয়োজনে কতগুলি বিরাট ইণ্ডাষ্ট্রি করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। হিউম পাইপ নামে একটা জিনিষ আছে, সেটা ভারতবর্ষে তৈরী হচ্ছে। এ সম্বন্ধে চিন্তা করা হচ্ছে। এটা একটা বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে গড়ে উঠবে এবং ব্রিক্স আমরা প্রতি বৎসর এখানে তৈরী করছি। লক্ষ লক্ষ লোক সেই ইণ্ডাষ্ট্রিতে নিযুক্ত আছে। অতএব আমরা সেইদিক দিয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি। বিশেষ করে ত্রিপুরাতে আরও বিরাট সম্ভাবনা আছে এবং সেটা আমাদের সময়ের সাথে সাথে, পরিবেশের সাথে সাথে, তা গড়ে উঠবে। এখানে আমাদের কুটীরশিল্প, তাঁতশিল্প যেটা গড়ে উঠেছে যেটা একটা বিরাট সম্ভাবনা। হাজার হাজার কাপড়ের ছোট ছোট কারখানা গড়ে উঠেছে প্রতিটি জায়গায় এবং তার মধ্যে আমরা লোন দিচ্ছি, লোন দিয়ে সেগুলিকে পরিচালনা করছি। আমাদের এখানে ১২০ নাম্বারের যে সুতার কাপড় তাও আজকে আমাদের তাঁতীরা বুনতে পারে, এতবড় সুদক্ষ তাঁতশিল্পের কারখানা গড়ে উঠেছে। তার সাথে সাথে গড়ে উঠেছে চামড়ার শিল্প, কাঠের

শিল্প, এইসব দিকে আমি মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি দিতে বলব। যেসমস্ত শিল্প এখানে গড়ে উঠতে পারে, সম্ভাবনা আছে, সেইদিকে আমরা দৃষ্টি রেখে তার পরিকল্পনা চালিয়ে যাচ্ছি। স্পিনিং মিল করার জন্য এখানে অর্থ আমরা রেখেছি, প্লাইওডের ফ্যাক্টরী করার জন্য অর্থ আমরা রেখেছি। এখানে বেম্বো সম্বন্ধে একটা বক্তব্য রাখা হয়েছে। তারা যে বাস্তবতার কিরকম বিরোধী সেই সম্বন্ধে আমি বলব। আমি জানি এখানে যে বেম্বু আছে, সার্ভে করে দেখা গেছে মাত্র তার দ্বারা দৈনিক ৫০ টন পেপার পাল্প করা যাবে। তারা একদিকে বলবেন আমরা রিজার্ভ ফরেষ্টে জুম করব, কারণ পেপার মিল গড়ে তুলতে গেলে বাঁশকে সংরক্ষণ করতে হবে, কিন্তু তারা তখন জনসাধারকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে যেই ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে, সেটাকে পুড়ে ধ্বংশ করবার জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করবেন। সেই অনুসারে কেণ্ড্যনাট ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলার যে সম্ভাবনা, প্ল্যানটেশানের মধ্য দিয়ে আমরা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি, সেই জায়গাতে হাঙ্গামা বাঁধিয়ে তারা সেটা ধ্বংশ করেছেন, রাবার প্ল্যাণ্টেশান তারা নষ্ট করে রাবার ইণ্ডাষ্ট্রির যে সম্ভাবনা সেটাকে তারা নষ্ট করেছেন। তারা বলার সাথে সাথে, যেই পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হব, তারা তখন বিরোধিতা করবেন। কারণ বাস্তবের সাথে তাদের কোন সামঞ্জস্য নেই, তাদের মূল ফিলোসফির সাথে তাদের মিল নেই, পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়নের জন্য কোন প্রচেষ্টা তারা করেন না বরং উল্টো করেন। কিন্তু এই উল্টো করে বেশীদিন চলবে না। আজকে তাই সংকটের মুখে তারা এসেছেন, একদল বলছেন তুই বেটা জারবাদী, আরেকদল বলছেন, তুই বেটা চেঙ্গিসখাঁবাদী, দুই দলে এখন মুখোমুখি হয়েছে। অতএব তারা যেটা সৃষ্টি করেন সেটা তাদেরকেই আবার ফেইস করতে হয়। অতএব হাউসের সামনে যখন কোন বক্তব্য রাখা হয়, তাদের দর্শনের উপর ভিত্তি করে, সেটা কার্য্যে রূপায়নের পরিপ্রেক্ষিতে যেন বলা হয়, করা হয়, সেইজন্য আমি তাদের কাছে অনুরোধ রাখব। বাস্তবিক ত্রিপুরা রাজ্যে যদি শিল্প গড়ে তুলতে হয় তাঁর যে আনুসাংগিক কাজ, সেগুলি আগে করতে হবে। এর জন্য পরিবেশ তৈরী করতে হবে, সেই পরিবেশ তৈরী করবার জন্য মাননীয় সদস্যকে স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। এদিকে আমি আরও কয়েকটি কথা রাখব। বলা হয়েছে এখানে যে ডিম্যাণ্ড রেখেছি, চাউলের ইম্পোর্টের জন্য সেটা সম্বন্ধে একটা সন্দেহ পোষণ করেছেন। সন্দেহ কি, সেটা তারা ঠিক করে বলছেন না। কারণ আমরা এখানে আমাদের উৎপাদন বাড়িয়েছি ২ লক্ষ ২ হাজার মেট্রিক টন, খাদ্য আমরা উৎপাদন করছি। তবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের আমি চিন্তা করতে বলব যে উৎপাদন হলেও ঘরে আনতে সময় লাগে, বীজের জন্য যেটা লাগে, তার জন্য শতকরা ১৪ টন আমাদের রিবেট করতে হয়, বাদ দিতে হয়। ১ লক্ষ ৭৪ হাজার মেট্রিক টন আমাদের খাদ্য অবশিষ্ট থাকে, আর বাকীটা ঘাটতি। সেই অনুসারে সেটা চাওয়া হয়েছে এবং আবার যদি কোন চাউল নষ্ট হয়, তাহলে আমরা সেটা রিজেক্ট করতে পারিনা, সেটাকে আবার

সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঠাতে হয়, সেখান থেকে তাদের এক্সপার্ট ভিউ নিয়ে তারপর সেটাকে রিজেক্ট করতে পারি। অতএব সেইদিক দিয়ে আমি তাদের চিন্তা করতে বলব এবং সেইদিক দিয়ে চিন্তা করে যেন আমরা আমাদের বক্তব্য রাখি। কারণ আমরা জনসাধারণের ফোরাম হিসাবে এখানে এসেছি, অতএব তাদেরকে বিভ্রান্ত করবার জন্য আসিনি, তাদের মনের কথাটা অভিব্যক্ত করার জন্য, প্রকাশের জন্য আমরা এখানে এসেছি, কাজেই আমরা যেন তাদের মধ্যে একটা ভুল তথ্য নিবদ্ধ না করি। ভুল তথ্য পরিবেশনের জন্য আমাদের এখানে পাঠান হয়নি। অতএব সেইদিক দিয়ে বিরাট দায়ীত্ব তাদের আছে, সেই দিকে তাদের দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি তাদেরকে অনুরোধ করছি। পাটের কল, চিনির কল, পেপার মিল ইত্যাদি স্থাপনের কথা বলা হয়েছে, সেটা আমাদের পরিবেশ এর পক্ষে যদি ঠিক হয়, তাহলে সেটার সম্ভাবনা থাকবে, তা না হলে এমন কোন লোক নেই যে পরিবেশের প্রতিকূলে সে এখানে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলবে। কাজেই সেইদিক দিয়ে অনুকূল পরিবেশ গড়ে আমাদের তুলতে হবে। জুট মিলের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নূতন কোন জুট মিলের জন্য লাইসেন্স ইস্যু করছেন না। কেন দেওয়া হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে যে জুট মিল ভারতবর্ষে আছে বর্ত্তমানে, সেই মিলকে উপযুক্ত জুট সাপ্লাই করতে পারছে না, সেখানে সংকট দেখা দিয়েছে, কাজেই আরেকটি সংকট এই জায়গায় তৈরী তারা করতে পারেন না। একটা পরিকল্পনা নিয়ে মানুষকে কাজ করতে হয়, অতএব সেইদিক দিয়ে আমাকে চিন্তা করতে হবে। সুগার মিল, করতে হলে ইক্ষুর চাষ বাড়াতে হবে, আখের চাষ করবনা, বাঁশ দিয়ে সুগার মিল হবে না। কাজেই আখের প্ল্যাণ্টেশান যাতে বাড়াতে পারি সেইদিক দিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। আরেকটা কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এখানে নেট ইণ্ডাষ্ট্রি করার কথা। নেট ইণ্ডাষ্ট্রি করতে গেলে পরে তার যে মেটেরিয়্যাল্‌স যে সমস্ত জায়গা থেকে আনতে হবে, তাতে যে কেরিং কষ্ট সেটা অত্যন্ত সাংঘাতিক কাজেই সেদিকে চিন্তা করতে বলব। এই নেটিংএর জন্য অবশ্য আমরা একটা বরাদ্দ এখানে রেখেছি এবং ভাবছি সেটাকে কি করে সাফল্যমণ্ডিত আমরা করতে পারি। মাননীয় সদস্য আরেকটা কথা বলেছেন সেটা হল এ্যাসাম সম্বন্ধে। এই বিষয়ে আমি মধ্য প্রদেশের কথা তাদের স্মরণ রাখতে বলব।

এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যের কাট মোশানের ভিতর দিয়ে যে কতকগুলি যুক্তি এখানে রেখেছেন, আমি প্রত্যেকটি কাট মোশানের বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। তাদের কাট মোশান হচ্ছে—

1) Absence of provision for starting stockment Centre at different village areas.

2) Inadequacy of provision for Veterinary, Education and Research. etc. etc.

এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন। গোচারণ ভূমি সম্পর্কে আমার একটা কথা বলার আছে সেটা হচ্ছে যে সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে অনেকটা জায়গা সংরক্ষণ করে গোচারণ ভূমি করার একটা পরিকল্পনা আছে এবং পরিকল্পনার কাজ সেভাবে চলছে। তার সাথে সাথে ফরেষ্টের মধ্যে ৩৭ পয়সা মাসে দিয়ে এক একটি গরুকে সেই সমস্ত জায়গায় চড়াবার বন্দোবস্ত আছে। তাই সেখানে কারও অসুবিধা হবে না। তারপর একটা কাট মোশান রাখা হয়েছে যে

'Mismanagement of Pension and Retirement Benefits.'

তারজন্য অর্থের বরাদ্দ রাখা হয়েছে এ্যাকরডিং টু প্রভিশন ৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে রাজন্য ভাতা বিলোপ সম্বন্ধে। আরেকটা কাট মোশান হচ্ছে ভূর্তুকী সহ খাদ্য ক্রয় সম্পর্কে। সেই সমস্ত জায়গাতে চড়াতে পারেন, সেখানে প্রতিটি গরুর জন্য ৩৭ পয়সা দিয়ে সেখানে কৃষকেরা তাদের গরু চড়াতে পারেন, তার জন্য কোন অসুবিধা হয় না। তারপরে রাখা হয়েছে মিসম্যানেজমেণ্ট অব প্রভিশান ফর রিটায়েরমেণ্ট এ্যাণ্ড পেন্সান্স বেনিফিট, তার জন্য এখানে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। একর্ডিং টু প্রভিশান দেখা যাচ্ছে যে এখানে ৭ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা রাখা হয়েছে অন দি বেসিস অব দি এষ্টিমেটস্ রিসিভ্ড ফ্রম দি এ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেল ফর ১৯৬৯-৭০। তারপরে বলা হয়েছে রাজন্য ভাতা বিলোপ সম্পর্কে। তারপরে ক্যাপিটেল আউট-লে অন গভঃ ট্রেডিং এর উপর তারা একটা কাটমোশান রেখেছেন, সেটা হল, ভূর্তুকী সহ খাদ্য ক্রয় সম্পর্কে। এটাতে আমার বক্তব্য আগেও রেখেছি, এখন আবার তাদের অবগতির জন্য বলছি যে সেণ্ট্রাল সেলস্ ট্যাক্স বাবতে ২ টাকা ৩৩ পয়সা পার কুইণ্টাল, সর্টেজের জন্য ৫১ পয়সা, ট্রেন্সপোর্টের জন্য ৬ টাকা ৫০ পয়সা, আর কমিশন টু ডিলার্স ৫৭ পয়সা আর রিবেট ফর ডেলিভারী ৬৩ পয়সা, মোট সেখানে ১১ টাকা পার কুইণ্টাল দেওয়া হচ্ছে। অতএব সেই অনুসারে আমরা এখানে ভূর্তুকীর জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরেছি। আর সেই অনুসারে আমরা তার ক্রয় দর নির্ধারিত করছি। আর যে সমস্ত অভিযোগগুলি এখানে রাখা হয়েছে, সেগুলি আমি বলব যে সম্পূর্ণভাবে অমূলক।

তারপর ইন্-এ্যাডিকোয়েসী অব প্রভিশান ফর গ্রেটুয়াস রিলিফ এ্যাণ্ড টেষ্ট রিলিফ ওয়ার্কস এবং ইন্-এ্যাডুকোয়েসী অব প্রভিশান ফর ফেমিন রিলিফ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ১৯৬৮-৬৯ সালে ছিল ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা আর ১৯৬৯-৭০ সালের জন্য ধরা হয়েছে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আর ফেমিন রিলিফের জন্য ১৯৬৮-৬৯ সালে ছিল ৫ লক্ষ টাকা এবং ১৯৬৯-৭০ সালের জন্য ধরা হয়েছে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এগেইনষ্ট ১ লক্ষ ৫০ টাকা। অতএব দেখা যাচ্ছে যে যখন প্রয়োজন হচ্ছে, তখন আমরা আর পিছিয়ে থাকছি না। আর ফাইয়ার ভিক্‌টিম সম্পর্কে আগে কোন প্রভিশান ছিল না, এখন আমরা সেটার জন্যও প্রভিশান রেখেছি, এবং সেই অনুসারে যদি কোথায়ও এইরকম ঘটনা হয় তাহলে পরে সেটা তদন্ত করে দেওয়া হয় আর কত দেওয়া হবে সেই অংকও আমরা নির্ধারিত করে রেখেছি। তারপর এগ্রিকালচারেল লোন এবং গ্র্যাণ্ট ইন-এইড, প্রপার্লি

ইন্‌কোয়ারীর পর টু মিট দিয়ার ডিমাণ্ড সেজন্য যে এষ্টিমেট হয়েছে, সেটা হল প্রায় ৩ লক্ষ টাকার মত ডিয়ুরিং ১৯৬৯-৭০। অতএব সেদিক দিয়েও আমরা আর পিছিয়ে নেই। তারপরে আছে আন্‌-নেচেচারী হেভী এ্যাক্সপেণ্ডিচার ডিউ টু পাবলিসিটি অব ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট। আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রি করতে হলে যে সমস্ত জায়গা পশ্চাদপদ থাকবে সেখানে পাবলিসিটি প্রপাগেণ্ডা আমাদের সব চাইতে প্রয়োজনীয়। যেমন এক জায়গাতে বলা হয়েছে পাবলিসিটি প্রপাগেণ্ডা যদি আরও ভাল হত তাহলে সেটা তো তারা বয়েল করে খেত না। সেইজন্য আমি বলছি যে এটা আমাদের খুবই দরকার এবং সেটা ওয়েল প্রপাগেণ্ডা হওয়া দরকার সব জায়গাতে। কাজেই সেই অনুসারে আমরা সেটাতে ব্যয়বরাদ্দ ধরেছি, মনে রাখা দরকার যে এটা নট ফর ওয়েষ্টেজ বাট ফর দি ডেভেলাপমেণ্ট অব আওয়ার ইণ্ডাষ্ট্রিস। তারপরে আছে এ্যাবসেন্স অব প্রভিশান ফর দি গ্রেণ্টস টু রিনোভেশান অব রিফুইজি উইভার্স। আমরা সেই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৬৬—৬৭, ১৯৬৭—৬৮, ১৯৬৮—৬৯ তেও ছিল এবার সেখানে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৭৫ হাজার টাকা। আর এ্যাবসেন্স অব প্রভিশান ফর স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রি নেমলী জুট মিল, পেপার মিল, এ্যাণ্ড সুগার কেইন ইত্যাদি। আমি এই জায়গাতে বলব যে এগুলির কোনটিই স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রী নয়। অতএব সেই সব দিকে তারা যেটা রেখেছে তাতে দেখা যায় যে তাদের নিজেদেরই কোন তাল নেই। তারপরে আছে ইনএডুকায়েসী অব প্রভিশান ফর ষ্টাইপেণ্ড টু দি ক্রাফটস ট্রেনিস। এই ক্ষেত্রে আমি বলব যে আমরা যে সমস্ত জায়গাতে কতগুলি প্রডাকশান কাম ট্রেনিং সেণ্টার করেছি, সেগুলির জন্য আমরা ষ্টাইপেণ্ডের জন্য টাকা বরাদ্দ রেখেছি এবং সেই অনুসারে আমরা সেগুলি পরিচালনাও করে চলছি। তারপরে একটা রেখেছেন ষ্টেশনারী এবং ছাপাখানার হিসাব নিকাষ ব্যাপারে দুর্নীতি সম্পর্কে, এছাড়া আরও অনেকগুলি কাটমোশান তারা এই সম্পর্কে রেখেছেন। তবে এই সম্পর্কে আমি বলব যে আমাদের সরকারের যে রুলস্ এ্যাণ্ড রেগুলেশান আছে, সেই অনুসারে আমরা আমাদের কার্য্যক্রম পরিচালনা করছি। আমাদের সরকারী প্রেসের কার্যক্রম দিনের পর দিন আরও বাড়ছে, এই বিষয়ে কোন রকম সন্দেহ নাই। যেমন এইট নাম্বার অব অটোমেটিক ক্যালেণ্ডার মেসিন্স, স্মল এ্যাণ্ড বিগ ইনক্লুডিং টু নাম্বার্স অব হাইস্পীড মেসিন্স। এদিক দিয়ে আমরা কিভাবে আমাদের কার্য্য পরিচালনা করছি, সেই যে ওয়ার্কস তাদের নামগুলি আমি এখানে পড়ে শুনাচ্ছি।

	1967 - 68	1968--69
Nos. of books with pages	104	216
T. R. P. Form	3,370	6,143
No. of forms with pages	605	795
	759	1,061

	1967—68	1968—69
No. of Gazettes with 52 pages	2,565	3,757
Extra-Ordinary Gazette	978	4,028
No. of quarterly publication & book form pamphlets	798	617+25
Copies	1,415	58,100

অতএব আমরা প্রেস এ্যাণ্ড প্রিন্টিং এরদিক দিয়ে পিছিয়ে নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা যেসব কাট মোশান হাউসের সামনে রেখেছেন আমি সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য আমি এখানে রাখতে চেষ্টা করছি। তার পরে আমি এনিম্যাল হাজবেন্ড্রি সম্পর্কে কয়েকটি কথা এখানে রাখব। সেটা হল আমাদের ত্রিপুরা মাত্র একটা দেশ ছিল, যেখানে এনিম্যাল হাজবেন্ড্রি বলতে কোন কিছুই ছিল না। এবং সেই এনিম্যাল হাজবেন্ড্রি প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে আমাদের যে ক্যাটেল পপুলেশান এখন যা বাড়ছে, সেটা হল প্রায় ৪ লক্ষ ৬ হাজার, আর টোটাল পল্ট্রি হল ৬ লক্ষ। অতএব যেখানে কোন কিছুই ছিল না, সেখানে আমরা এই ভাবে এই সব বিষয়ে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, এখানে ডিম হচ্ছে ২৭০০০, পলট্রি মিট হচ্ছে ২,৮০০ কেজি, ফর্ক হচ্ছে ১, ৯৪০ কেজি, এতেই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পলট্রি এবং ফিসারীর একটা বিরাট সম্ভাবনা আছে এবং আমাদের এই রাজ্যে সেটাকে আমরা বেশ ভালভাবে গড়ে তুলছি। যেখানে নাকি এটার কিছুই ছিল না, সেখানে আমরা আজকে এমন একটা পর্য্যায়ে এনে ফেলেছি, এটা কম কথা নহে। তাই আমি আশা রাখব যে আমরা সবাই মিলে যদি এই ভাবে কার্য্য পরিচালনা করি, তাহলে আমার একটা বিশ্বাস আছে যে ত্রিপুরার পলট্রি, ফিসারী এবং ডেয়ারী মাধ্যমে এখানে একটা বিরাট ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে উঠতে পারে। তার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের অসংখ্য বেকারীর বেকারত্ব ঘুচাতে পারব। তারপরে এখানে গরুর ফুট এ্যাণ্ড মাউথে যে রোগের কথা বলা হয়েছে, সেই রোগের প্রিকশানারী মেডিসিন এখানে নেই, এটা আমার পূর্ববর্তী বক্তাও বলেছেন। তবে এই সম্বন্ধে সব চাইতে বড় কথা হল এই যে এটা একটা সংক্রামক রোগ, এই সংক্রামক রোগ থেকে বাঁচতে হলে আমাদের কতগুলি নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। যেমন গরুর বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথে, সেটা যদি মারা যায়, তাহলে পরে আমরা সেটাকে মাঠের মধ্যে ফেলে দিয়ে থাকি। অতএব সেদিক দিয়ে যারা গৃহস্বামী তাদের সচেতন থাকা প্রয়োজন। অতএব সেই দিক দিয়ে গৃহস্বামীদের সচেতন করতে হবে যাতে তারা এই রোগে মৃত গরুগুলিকে মাঠে ফেলে দেন। তা যদি না করেন তাহলে সংক্রামক অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। অতএব মাননীয় সদস্যদের আমি সেই দিক দিয়ে চিন্তা করতে বলব।

Mr. Speaker—Hon'ble Chief Minister, your time is over. Hon'ble Members we require some more time to dispose the rest of the Demands which will now be put to vote. So I request the House to give me some time.

(The House agreed to extend time)

Mr. Speaker—Then I may take that the House has granted my proposal for extention of the sitting. There are three cut motions moved by Shri Aghore Deb Barma on the Demand No. 18—Animal Husbandry. Now I am putting to vote his cut motions one after another. That the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—Absence of provisions for starting stockmen Centre at different village areas.

(The motion was put to vote and lost by voice vote)

by

Mr. Speaker—That the Demand be reduced Rs. 100/- to discuss on—Inadequacy of provision for Veterinary Education and Research.

(The cut motion was put to vote & lost by voice vote)

Mr. Speaker—That the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—Inadequacy of provision for Veterinary Hospitals and Dispensaries.

(The cut motion was put to vote and lost by voice vote)

Mr. **Speaker**—Now I am putting the main motion to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 42,13,000/-[inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 18—Animal Husbandry.

(The Demand was passed by voice vote)

Mr. Speaker—There is one cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma on the Demand for Grant No. 30—Pension & Other Retirement Benifits. I am now putting the cut motion to vote, that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—Mismanagement of Pension & Retirement Benifits.

(The cut motion was lost by voice vote)

Mr. Speaker—Now I will put the main motion to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 7,93,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 30—Pension & Other Retirement Benifits.

(The Demand was passed by voice vote)

Mr. Speaker—There is one cut motion moved by Shri Bidya Chandra Deb Barma on the Demand for Grant No. 31—Privy Purses & Allowances of Indian Rulers.

Mr. Speaker—I am now putting the cut motion to vote that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—রাজন্য ভাতা বিলোপ সম্পর্কে।

(The cut motion was lost by voice vote)

Mr. Speaker—I am now putting the main motion to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,35,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vot on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 31—Privy Purses & Allowances of Indian Rulers.

(The Demand was passed by voice vote)

Mr. Speaker—There is no cut motion on this Demand for Grant No. 43—payment of Commuted Value of Pensions. I am now putting the Demand to vote. The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 30,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropria-

tion (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 43 – Payment of Commuted Value of Pensions.

(The demand was passed by voice vote).

Mr. Speaker—There is one cut motion moved by Shri Bidya Chandra Deb Barma on tne Demand for Grant No. 44 – Capital Outlay on Schemes of Govt. Trading, I am now pntting the cut motion to vote—That the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—ভরতুকী সহ খাদ্য সম্পর্কে।

(The cut motion was put to vote and lost by voice vote)

Mr. Speaker—Now I am putting the main motion to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 5,90,09,000/- [inciusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 44—Capital Outlay on Schemes of Government Trading.

(The Demand was passed by voice vote).

Mr. Speaker—There is one cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma on the Demand for Grant No. 20—Industries. I am now putting the cut motion to vote. That the Demand be reduced by Rs. 1,00,000/- to discuss on—Unnecessary heavy expenditure due to publicity of Industry Department.

(The cut motion was lost by voice vote).

Mr. Speaker—There are three more cut motions of Shri Aghore Deb Barma on this Demand. I am putting the to vote one after another. That the Demand be reduced by Rs. 100/- for 'Absence of provision from Grants to Renovation of Refugee Weavers'.

(The cut motion was lost by voice vote)

Mr. Speaker—That the Demand be reduced by Rs. 100/- for 'Absence of provision for small scale industry namely, jute, paper, sugar etc.'

(The cut motion was lost by voice vote).

Mr. Speaker—That the Demand be reduced by Rs. 100/- for 'Inadequacy of provison for stipend to the Crafts trainees.'

(The cut motion was lost by voice vote).

Mr. Speaker—Now I am putting to vote the main motion. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 40,22,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bills, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 20—Industries.

(Demand was passed by voice vote).

There is aother Cut Motion moved by Shri Abhiram Deb Barma on Demand for Grant No. 38--Capital Outlay on Industrial and Economic Development. Now I am putting the Cut Motion to vote. The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/-to discuss on—'পাট, কাগজ, সূতা ও চিনিরকল প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যর্থতা সম্পর্কে।'

(The motion was put to vote and lost).

Now I am putting the main motion to vote. The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 34,75,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 38-Capital Outlay on Industrial and Economic Development.

(The Demand was passed by voice vote.)

Mr. Speaker– There are two Cut Motions on the Demand for Grant No. 29—Famine Relief, moved by Shri Aghore Deb Barma. Now I am putting to vote these cut motions one by one. The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

'Inadequacy of provision for Gratutious Relief and Test Relief Works.'

(The Motion was lost by voice vote.)

The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

'Inadequacy of provision for Famine Relief.'

(The motion was put to vote and lost).

Now I am putting to vote the main Motion. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 3,00,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand 29—Famine Relief.

(The Demand was passed by voice vote).

There is one Cut Motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma on Demand for Grant No. 32—Stationary and Printing. Now I am putting to vote the Cut Motion. The question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

'ষ্টেশনারী ও ছাপাখানার হিসাব নিকাশ এবং শ্রম সম্পর্কে দুর্নীতি সম্পর্কে।'

(The Motion was lost by voice vote.)

Mr. Speaker—Now I am putting the main Motion to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 12,16,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 32—Stationary & Printing.

The Demand was passed by voice vote.

The House stands adjourned till 11 A. M. on Monday the 7th April, 1969.

PAPERS LAID ON THE TABLE

UNSTARRED QUESTION NO. 341.

BY

Shri Naresh Roy

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

(১) সমগ্র ত্রিপুরায় ট্রাইবেল রিজার্ভ জমির পরিমাণ কত? লুঙ্গা কত? টিলা কত?
(সাবডিভিশন ভিত্তিক হিসাব)

QUESTION

(২) কোন কোন সাবডিভিশনের কোন কোন এলাকা ট্রাইবেল রিজার্ভ (চৌহদ্দি সহ সেই এলাকাগুলির নাম)

ANSWER

(১) ট্রাইবেল রিজার্ভ আদেশ অনুসারে ১৭৬০ বর্গ মাইল।

সদর—	১৬৫	বর্গমাইল
খোয়াই—	৪৪৭	"
কৈলাসহর—	২১৮	"
বিলোনীয়া—	১৫৩	"
উদয়পুর—	১২০	"
অমরপুর—	৪৮৭	"
সাব্রুম—	১৫০	"

লুঙ্গা এবং টীলা সম্বন্ধে কোন তথ্য প্রাপ্য নহে।

(২) সঙ্গীয় তালিকায় এলাকাগুলির নাম দ্রষ্টব্য।

Name of the Areas which fall within the Tribal Reserve Area.

থানার নাম ১	এলাকার নাম ২
খোয়াই	১। শান্তিনগর
	২। উত্তর প্রমোদনগর
	৩। দক্ষিণ প্রমোদনগর
	৪। তুইচিংগ্রাম বাড়ী
	৫। কড়ইবাড়ী (অংশ)

থানার নাম ১	এলাকার নাম ২
খোয়াই	৬। মহারাণীপুর
	৭। উত্তর ঘিলাতলী
	৮। দুর্গাপুর
	৯। লক্ষ্মীনারায়ণপুর
	১০। দ্বারিকাপুর
	১১। মধ্য কল্যাণপুর
	১২। পশ্চিম কল্যাণপুর
	১৩। কুঞ্জবন (অংশ)
তেলিয়ামুরা	১৪। উত্তর পুলিনপুর
	১৫। দক্ষিণ পুলিনপুর
	১৬। মোহরছড়া (অংশ)
	১৭। কমলনগর
	১৮। পূর্ব্ব কল্যাণপুর
	১৯। ঘিলাতলী
	২০। কৃষ্ণপুর (অংশ)
	২১। লক্ষ্মীপুর (অংশ)
	২২। রামকৃষ্ণপুর
	২৩। দক্ষিণ মহারাণী
	২৪। শ্রীরাম খাবা
	২৫। আঠারমুড়া আর এফ (অংশ)
	২৬। মুনাছড়া আর, এফ (অংশ)
	২৭। কুলাই আর এফ এক্সটেনশন
	২৮। কাওমাপাড়া
	২৯। উল্লেনীছড়া
	৩০। বাটাবাড়ী

১	
তেলিয়ামুড়া	৩১। গঙ্গানগর
	৩২। কর্ণমুনিপাড়া
	৩৩। বালুছড়া
	৩৪। লালছড়া
	৩৫। খোয়াইপাড়
	৩৬। গঙ্গাপ্রসাদপাড়া
	৩৭। রাধারাম বাড়ী
	৩৮। পুস্তারাণীপাড়া
	৩৯। সার্দিংখাপাড়া
	৪০। তোতাইয়া
	৪১। থাম্বুপাড়া
	৪২। চাকমাপাড়া
	৪৩। দাঙ্গামাপাড়া
	৪৪। সাতভাইয়াপাড়া
	৪৫। সিদ্ধপাড়া
সাব্রুম	১। শকবাড়ী (অংশ)
	২। তইকুম্বছড়া (অংশ)
	৩। উত্তর তইছামা
	৪। বাঘমারা
	৫। বড়মুড়া দেবতামুড়া আর, এফ,
	৬। বড়বিল
	৭। শীলাছড়ি
	৮। শুকনাছড়ি
	৯। গোড়াকাপা
	১০। দেশরামপাড়া
	১১। বিষ্ণুপুর
	১২। উত্তর বিজয়পুর

১	২
সাক্রম	১৩। উত্তর মনু বকুল
	১৪। চালিতা মনু বকুল
	১৫। দক্ষিণ তাইছামা
	১৬। উত্তর কালাপানিয়া
	১৭। সিন্দুক পাথর
	১৮। গোয়াচান্দ (অংশ)
	১৯। মাগুরছড়া
	২০। গৌরাংফা
	২১। কাঁঠালছড়ি
	২২। দক্ষিণ মনু বকুল
	২৩। রূপাইছড়ি
	২৪। সোনাইছড়ি
	২৫। ছাতকছড়ি
	২৬। হরিণা (অংশ)
	২৭। পূর্ব্ব জলেফা (অংশ)
	২৮। পশ্চিম লুধুয়া ,,
	২৯। পশ্চিম সাক্রম ,,
	৩০। পূর্ব্ব লুধুয়া ,,
	৩১। দক্ষিণ বিজয়পুর
	৩২। আলিয়ামারা (অংশ)
	৩৩। বৈষ্ণবপুর
	৩৪। দক্ষিণ সাক্রম
	৩৫। পূর্ব্ব সাক্রম
	৩৬। মাধরুম
	৩৭। রাজধরপুর
	৩৮। বাঘাচাতল
	৩৯। কাণ্ডালী

থানার নাম	এলাকার নাম
বীরগঞ্জ	(১) বড়মূড়া দেবতামূড়া আর এফ (অংশ)
	২। পাক্কুছড়া (অংশ)
	৩। বৈষ্ণমণিপাড়া (অংশ)
	৪। উত্তর ছাংগাং
	৫। ছেঙ্কুয়া
	৬। এক জানছড়া
	৭। মেলছী (অংশ)
	৮। অম্পিনগর (অংশ)
	৯। গামাই ছড়া (অংশ)
	১০। হরিপুর (অংশ)
	১১। পূর্ব্ব তাইছলং (অংশ)
	১২। পশ্চিম তাইছলং (অংশ)
	১৩। জম্বুকছড়া (অংশ)
	১৪। দক্ষিণ ছাংগাং
	১৫। সোনাছড়া
	১৬। কমলই পাড়া
	১৭। দেববাড়ী
	১৮। বামপুর
	১৯। পশ্চিম সারবং
	২০। পূর্ব্ব সারবং
	২১। ঘুংগিয়া
	২২। বীরগঞ্জ
	২৩। রাঙ্গামাটি
	২৪। অম্পিছড়া (অংশ)
	২৫। রাজকং
	২৬। অমরপুর
	২৭। রাংকাং
	২৮। দালাক

১	২
বীরগঞ্জ	২৯) পশ্চিম মালবাসা
	৩০) পূর্ব্ব মালবাসা
	৩১) পাহাড়পুর
	৩২) পূর্ব্ব দলুমা
	৩৩) পশ্চিম দলুমা
	৩৪) কুর্ম্মাছড়া
	৩৫) তাইরভুমা
	৩৬) লং গং
	৩৭) দক্ষিণ চেলাগাং
	৩৮) পশ্চিম একছড়ি
	৩৯) দক্ষিণ একছড়ি
	৪০) উত্তর একছড়ি
	৪১) উত্তর চেলাগাং
	৪২) নতুন বাজার
	৪৩) পশ্চিম কালাসরি আর, এফ
	৪৪) রামভদ্র
	৪৫) লেবাছড়া
	৪৬) পূর্ব্ব মাণিক্য দেওয়ান
	৪৭) পশ্চিম মাণিক্য দেওয়ান
	৪৮) পশ্চিম কার্বাক
	৪৯) দক্ষিণ কার্বাক
	৫০) পূর্ব্ব কার্বাক
	৫১) ইছাছড়ি
	৫২) পাত্তিছড়ি
গণ্ডাছড়া	৫৩) পূর্ব্ব কালাঝড়ি আর, এফ
	৫৪) জগবন্ধুপাড়া
	৫৫) বড়বাড়ী
	৫৬) উল্টাছড়া

১	২
গণ্ডাছড়া	৫৭। চিত্রাঝড়ি
	৫৮। লক্ষীপুর
	৫৯। পশ্চিম গণ্ডাছড়া
	৬০। পূর্ব্ব গণ্ডাছড়া
	৬১। জিনারাইপাড়া
	৬২। ভগীরথপাড়া
	৬৩। সিপাসিং
	৬৪। মল্যানসিং
	৬৫। দোলাপতিপাড়া
	৬৬। সরমা
	৬৭। ভুলংবাসা
	৬৮। ঢালাঝড়ি
	৬৯। রামনগর
	৭০। রাণীপুকুর
	৭১। ঠাকুরছড়া
	৭২। উত্তরাইপাড়া
	৭৩। বীরচন্দ্রনগর
	৭৪। পশ্চিম কল্যাণসিং
	৭৫। পূর্ব্ব কল্যাণসিং
	৭৬। সার্দিং
	৭৭। জয়রামপুর
	৭৮। রতনগর
	৭৯। তুইছামা
	৮০। কমলা আশ্রম
	৮১। কমলা খাল
	৮২। খিলারকোট
	৮৩। জড়িমুড়া
	৮৪। মুকছড়ি

১	২
গণ্ডাছড়া	৮৫) চকপুর
	৮৬) পশ্চিম পোত্তাছড়া
	৮৭) পশ্চিম রাইমা
	৮৮) পূর্ব্ব রাইমা
	৮৯) বোয়ালখালি
	৯০) সুকরাইছড়া
	৯১) জারুলছড়া
	৯২) পূর্ব্ব পোতাছড়া
জিরানীয়া	১) দীনবন্ধুনগর (অংশ)
	২) কাঠিরামবাড়ী „
	৩) আশীঘর „
	৪) খেংরাই „
	৫) হাররং „
	৬) মেখলীপাড়া „
	৭) পূর্ব্ব নোয়াগাঁও „
	৮) রাধামোহনপুর „
	৯) রাধাপুর „
	১০) রত্নপুর „
	১১) জনমেজয়নর „
	১২) বেলবাড়ী „
	১৩) বামাবাড়ী „
	১৪) কিল্লাবাড়ী
	১৫) শংকুমাবাড়ী
	১৬) পূর্ব্ব টাকারজলা
	১৭) পশ্চিম টাকারজলা
	১৮) জম্পাইজলা
	১৯) কলইবাড়ী

১	২
জিরাণীয়া	২০) কল্যাইছড়া
বিশ্যালগড়	
	২১) শ্যামনগর (অংশ)
	২২) মধ্য ঘনিয়ামারা (অংশ)
	২৩) উজান ঘনিয়ামারা (অংশ)
বিলোনীয়া	১) উত্তর দেবীপুর
	২) পূর্ব্ব মনু
	৩) পূর্ব্ব কাঠালিয়া
	৪) বগাফা (অংশ)
	৫) পশ্চিম কাঠালিয়া (অংশ)
	৬) পশ্চিম মনু "
	৭) শান্তির বাজার "
বৈকুরা	৮) কলালাওগাং "
	৯) রাইবাড়ী "
	১০) উত্তর বড়পত্তিরায়
	১১) বড়মুড়া দেবতামুড়া আর, এফ,
	১২) দক্ষিণ বড় পত্তিরায়
	১৩) কলসী (অংশ)
	১৪) মুহুরীপুর আর, এফ,
	১৫) পশ্চিম চরকাবাই (অংশ)
	১৬) পূর্ব্ব মুহুরীপুর
	১৭) বীরেন্দ্রনগর (অংশ)
	১৮) পূর্ব্ব পীলক "
	১৯) তইরুমাছড়া "
ছামনু	১) উত্তর লংতরাই
	২) দক্ষিণ লংতরাই
	৩) পশ্চিম ছামনু

১	
ছামনু	৪। মাকরছড়া
	৫। পূর্ব্ব ছামনু
	৬। মানিক পুকুর
	৭। দাবাছাড়া
	৮। সেণ্ট্রাল ক্যাচমেণ্ট আর, এফ,
ফটিকরায়	৯। পশ্চিম করমছড়া
	১০। পূর্ব্ব করমছড়া (অংশ)
	১১। দেউরিজার্ভ ফরেষ্ট (অংশ)
মনু	১২। পূর্ব্ব মাছলি (অংশ)
	১৩। লালছড়া (অংশ)
	১৪। খাগরা ছড়া
	১৫। দুর্গাছড়া
	১৬। সোনাপুর
	১৭। জয়চন্দ্র পাড়া
	১৮। সাধুজন পাড়া
	১৯। ছৈলেংটা (অংশ)
	২০। মনু ছৈলেংটা আর, এফ
রাধাকিশোরপুর	১। ফুলকুমারী (অংশ)
	২। হিরাপুর
	৩। উত্তর মহারাণী
	৪। গান্ধারী
	৫। দক্ষিণ মহারাণী (অংশ)
	৬। চন্দ্রপুর আর, এফ, (অংশ)
	৭। পূর্ব্ব পুষ্করিণী (অংশ)
	৮। গজ্জিছড়া (অংশ)
	৯। গজ্জি রিজার্ভ ফরেষ্ট (অংশ)
	১০। বৈশাবাড়ী
	১১। ছপিয়াপাড়া
	১২। তৈয়াবছুম
	১৩। দং বড়মুড়া দেবতামুড়া আর, এফ,

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

7th APRIL, 1969.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Monday, the 7th April, 1969.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair. The Chief Minister, the Deputy Minister, the Deputy Speaker, four Ministers and twenty members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—Today in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Question No. 171.

Shri S. L. Singh :—Question No. 171.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের ভিজিলেনস কমিটি কবে কোন সদস্য লইয়া গঠিত হইয়াছে এবং উহা গঠিত হওয়ার পর হইতে কোন দপ্তরের কয়টি অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করা হইয়াছে তাহার বিবরণ ?

উত্তর

ত্রিপুরা সরকারের ২৮শে জুলাই ১৯৬৪ ইং আদেশ মূলে ভিজিলেনস কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যগণকে নিয়া গঠিত হইয়াছে।

১। মুখ্য প্রশাসক
২। মুখ্য মন্ত্রী
৩। উন্নয়ন মন্ত্রী
৪। মুখ্য সচিব
৫। ডেভেলাপমেন্ট কমিশনার
৬। মুখ্য বন অধিকর্ত্তা

অভিযোগ তদন্ত করা কমিটির কাজ নহে।

২) ভিজিলেনস কমিটির বৈঠক কয়টি হইয়াছে, যদি কম হইয়া থাকে তাহার কারণ ?	দুইটি ভিজিলেনস কমিটির বৈঠক হইয়াছে। প্রয়োজন বোধে অধিকতর বৈঠক করা হইবে।
৩) প্রাক্তন চীফ সেক্রেটারী শ্রীদুবে, বন দপ্তরের অধিকর্ত্তা শ্রীনরেশ ভট্টাচার্য্য এবং প্রাক্তন সমবায় অফিসার শ্রী দেববর্ম্মার বিরুদ্ধে যে সকল দুর্নীতির অভিযোগ স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, কমিটি তাহার উপর কোন তদন্ত করিয়া থাকিলে তাহার ফলাফল।	উপরোক্ত ভিজিলেনস কমিটি নিজে কোন তদন্ত করে না। স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগগুলি বিবেচনার পর কমিটি যথোপযুক্ত নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে দুইটি ভিজিল্যান্স কমিটির বৈঠক হয়েছিল, সেগুলি কবে হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ভিজিল্যান্স কমিটি পত্রিকার এই অভিযোগগুলি সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য কোন নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই প্রশ্নোত্তরে বলেছি যে ভিজিল্যান্স কমিটি নিজে কোন তদন্ত করে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি বলছি ভিজিল্যান্স কমিটি নিজে না করলেও, তদন্তের জন্য কোন নির্দ্দেশ দিয়েছেন কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই অভিযোগগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে তদন্ত হয়েছিল কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—প্রাইমা ফেসি কেস প্রুভড হলে পরে তদন্ত করা হয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৬।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৬ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৬৬এর ২৮-২৯শে আগষ্ট আগরতলায় পুলিশের গুলি চালনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কি শেষ হইয়াছে ?

২) যদি তদন্ত শেষ হইয়া থাকে তবে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট সরকার প্রকাশ করিবেন কি ?

৩) তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কি ?

৪) ঐ রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ।

উত্তর

১) ২৯শে আগষ্ট ১৯৬৬ ইং পুলিশের গুলি চালনা ও উক্ত ঘটনার পূর্ব্বের আগরতলায় অন্যান্য আনুসঙ্গিক ঘটনার তদন্ত কার্য্যে নিযুক্তীয় কমিশনের কাজ শেষ হইয়াছে এবং রিপোর্ট সরকার সমীপে দাখিল হইয়াছে ।

২)
৩) } ইহা বিবেচনাধীন আছে ।

৪) প্রশ্ন উঠে না ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই বিচার বিভাগীয় তদন্ত কবে আরম্ভ হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই বিচার বিভাগীয় তদন্ত কবে শেষ হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে তার মর্ম্ম কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে ইহা তদন্তাধীন আছে ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট কবে সরকারের নিকট দাখিল করা হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সাবসিকোয়েন্ট নোটিফিকেশনে ২৮শে ফেব্রুয়ারী, '৬৯ পর্য্যন্ত একস্টেনড করা হয়েছে ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, আর কতদিন পর্য্যন্ত বিবেচনাধীন চলবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ— :—আগেই বলা হয়েছে ইহা তদন্তাধীন আছে । বিবেচনা যখন শেষ হবে তখনি দেওয়া হবে ।

Mr. Speaker—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma—Question No. 247.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 247.

প্রশ্ন

১) ১৯৬৮এ কমলপুর পুলিশের গুলি চালনায় ছাত্র হত্যা সম্পর্কে যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হয় তাহার রিপোর্ট সরকার প্রকাশ করিবেন কি ?

২) ঐ তদন্তের রিপোর্ট সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কি ;

৩) ঐ রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ?

উত্তর

১) ২) ৩) প্রয়োজন মত কার্য্যে পরিণতির জন্য রিপোর্টটি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কমলপুরে গুলি চালনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কবে আরম্ভ হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—১৬।৫।৬৮ইং এ।

Mr. Speaker—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma—Question No. 256.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 256.

প্রশ্ন

১) Appointment এর ছয় মাসের মধ্যে Union Public Service Commissionএর নিকট উপস্থিত হওয়ার নির্দ্দেশ থাকা সত্বেও [According to Sec. 4(III) of Union Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1958)] যে সকল অফিসার ছয় মাসের মধ্যে U. P. S. Cর নিকট উপস্থিত হয় নাই তাহাদের নাম ও পদ ;

২) এই সকল অফিসারের U. P. S. Cর নিকট উপস্থিত না হওয়ার কারণ ;

৩) যাহারা U. P. S. Cর দ্বারা অনুমোদিত হন নাই, সরকার তাহাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

উত্তর

১,২ ও ৩) Appointment এর ছয় মাসের মধ্যে Union Public Service Commissionএর নিকট উপস্থিত হইতে হইবে এমন কোনও নির্দ্দেশ নাই। তাই অন্য প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma—Question No. 405.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 405.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় National Railway Grid পরিকল্পনায় রেলপথ সম্প্রসারণ সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার কি কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পত্র বিনিময় করিয়াছেন।

২। যদি পত্র বিনিময় করিয়া থাকেন তবে উহার সারমর্ম।

উত্তর

১। National Railway Grid পরিকল্পনা অনুসারে কোন পত্র বিনিময় হয় নাই, তবে ত্রিপুরায় রেল লাইন সম্প্রসারণ সম্পর্কে পত্র বিনিময় হইয়াছে।

২। কেন্দ্রীয় সরকারকে ধর্মনগর হইতে সাবরুম পর্যান্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 312.

Shri S. L .Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 312.

প্রশ্ন

১। আগরতলার আদালতসমূহের প্রয়োজনের তুলনায় বর্ত্তমানে কতজন বিচারক কম আছেন ?

২। ইহা কি সত্য যে বিচারক না থাকার জন্য অনেক মামলা শেষ হইতেছেনা এবং তাহাতে জনসাধারণ হয়রাণ হইতেছেন।

৩। ইহা কি সত্য নয় যে সরকার ত্রিপুরার বাহির হইতে বিচারক আনার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন না বলিয়াই বিচারকের সংখ্যা কম,

৪। যদি সত্য হয় তবে এই ব্যাপারে সরকার সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন কি ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে আগরতলার দেওয়ানী আদালত সমূহে প্রয়োজনের তুলনায় বিচারকের সংখ্যা কম নহে। কিন্তু ফৌজদারী আদালত সমূহে মুলতবী মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারকের সংখ্যা কতক পরিমাণে কম বলিয়া বিবেচিত হয়। বিচারক বৃদ্ধির বিষয়টি সরকারের বিবেচনার যোগ্য। নিশ্চিত কতজন ফৌজদারী বিচারক কম আছে তাহা নিরুপণ করা হইতেছে।

২। সম্পূর্ণ সত্য নহে।

৩। সত্য নয়।

৪। এই প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker—There is one Unstarred Question to-day. The Minister may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred Question.

QUESTION OF PRIVILEGE

I have received a notice from Shri Abdul Wazid, M.L.A. alleging breach of privilege against the Editor, 'Nabajyoti'. It has been stated by Shri Abdul Wazid that in its publication dated 31. 3. 69 the Editor of Nabajyoti has published news under caption—'ত্রিপুরায় আইনের উপর সরকারী ব্যভিচার বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ '

In the detail news' it has been stated—'এতদ্ব্যাপারে শ্রীসিংহের ভাষণটি মিথ্যা ও বাস্তবের সহিত সম্পর্ক শূন্য।'

It has been contended that such publication of the Assembly Proceedings are not permissible under Rule. The Editor of the newspaper by catering such news has tried to belittle the prestige of the Chief Minister and the House and thus he has committed a breach of privilege of the Chief Minister and of the House.

My observations on the point raised by Shri Abdul Wazid are that "The criticisms offered by the Editor are not fair. The Editor in publishing the news has infringed the provision of section 16(2) of the Union Territories Act, 1963 read with the Rule 279(2) of the Rules of Procedure.

"May in his Parliamentary Practice has also stated so long as the debate is correctly and faithfully reported the orders which prohibit their publication are not enforced, but if they are malafied the publisher of the newspaper are liable to punishment."

I refer the case to the Committee of Privileges for examination. investigation, and report.

GOVERNMENT BILLS

Mr. Speaker--Next business of the House, the Appropriation (No. 3) Bill, 1969 (Bill No. 4 of 1969), is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Appropriation (No. 3) Bill, 1969 (Bill No. 4 of 1969).

Mr. Speaker—Now, the question befor the House is the motion moved by the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee for leave to introduce the Appropriation (No. 3) Bill, 1969 (Bill No. 4 of 1969),

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voices—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(No Voice)

I think AYES have it

AYES have it. AYES have it.

The leave to introduce the Bill is granted.

(The Secretary read the long title of the Bill, i. e. A Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Tripura for the services of the financial year 1969-70).

Mr. Speaker—I shall call on Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee to move his motion to introduce the Appropriation (No. 3) Bill, 1969 (Bill No. 4 of 1969).

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, I beg to introduce the Appropriation (No. 3) Bill, 1969 (Bill No. 4. of 1969).

Mr. Speaker—The question before the house is that the Appropriation (No. 3) Bill, 1969 (Bill No. 4 of 1969) be intoduced.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

Voice—AYES.

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(No -- Voice)

I think AYES have it.

AYES have it. AYES have it.

The Bill is introduced.

Mr. Speaker — Members are requested to collect their copies of the Bill from the Notice office.

Next business of the House, the Societies Registration (Tripura Amendment) Bill, 1969, (Bill No. 5 of 1969) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Societies Registration (Tripura Amendment) Bill, 1969 (Bill No. 5 of 1969).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Sachindra Lal Singh for leave to introduce the Societies Registration (Tripura Amendment) Bill, 1969 (Bill No. 5 of 1969).

As many as are of that opinion will please say. 'AYES'
(Voices—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'
(No--voice)

I think 'AYES' have it,
'AYES' have it, 'AYES' have it

The leave to introduce the Bill is granted.

Mr. Secretary—A Bill to amend the Societies Registration Act, 1860.

Mr. Speaker—I shall call on Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his motion to introduce the Societies Registration (Tripura Amendment) Bill, 1969 (Bill No. 5 of 1969)

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—Mr. Speaker, Sir, I beg to introduce the Societies Registration (Tripura Amendment) Bill, 1969 (Bill No. 5 1969).

Mr. Speaker—The question before the House is that the Societies Registration (Tripura Amendment) Bill, 1969 (Bill No 5 of 1969) be introduced.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'
(Voices—'AYES)

As many as are of contrary of opinion will please say 'Noes'
(No—voice)

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, Ayes' have it'
The Bill is introduced.

Members are requested to collect their copies from the NOTICE OFFICE. Next business of the House, the Tripura Land Revenue & land Reforms (Amendment) Bill, 1969 (Bill No. 6 of 1969) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Land Revenue & Land Reforms (Amendment) Bill, 1969 (Bill No. 6 of 1969).

Mr. Speaker—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Sachindra Lal Singh for leave to introduce the Tripura Land Revenue& Land Reforms (Amendment) Bill, 1969 (Bill No. 6 of 1969).

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'
(Voices—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say :Noes'
(No—Voice)

I think 'AYES' have, it, 'AYES' have it, AYES' have it,
The leave to introduce the Bill is granted.

Secretary—A Bill to amend the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, 1960.

Mr. Speaker—I shall call on Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his motion to introduce the Tripura Land Revenue & Land Reforms (Amendment) Bill, 1969 (Bill No. 6 of 1969)

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—Mr. Speaker, Sir, I beg to introduce the Tripura Land Revenue & Land Reforms (Amendment) Bill, 1969 (Bill No. 6 of 1969.)

Mr. Speaker—The question before the House is that the Tripura Land Revenue & Land Reforms [Amendment] Bill, 1969 [Bill No 6 of 1969] be introduced.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

[Voices—AYES']

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

[No voice]

I think 'AYES' have it, 'AYES' have it. 'AYES' have it.

The bill is introduced.

Members are requested to collect their copies from the Notice office.

REPORT OF THE COMMITTEE

Mr. Speaker :—Next item in the list of Business is the Presentation of the Report of the Committee on the Tripura Legislative Assembly [Members 'Hostel] Rules, 1967. I would call on Shri Suresh Ch. Choudhury, Chairman of the Committee to proceed to present before the House the Report of the Committee.

Shri Jatindra Kumar Majumdar has been authorised by Shri Choudhury to present the Report of the Committee on the Tripura Legislative Assembly (members' Hostel] Rules, 1967. 5

Shri Jatindra Kr. Majumdar—Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the report of the Committee on the Tripura Legislative Assembly [Members' Hostel] Rules, 1967.

Mr. Speaker—Next, I shall call on Shri Jatindra Kumar Majumdar to move the motion for Consideration of the Report.

Shri Jatindra Kr. Majumdar—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Report of the Committee on the Tripura Legislative Assembly (Members' Hostel] Rules, 1967 be taken into consideration.

Mr. Speaker—The question before the House is that the Report of the Committee on the Tripura Legislative Assembly [Members' Hostel] Rules, 1967 be taken into consideration.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

[Voices—'AYES']

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

[No Voice]

I think 'Ayes' have it, 'Ayes have it. 'Ayes' have it.

The motion is passed.

Now, I shall call on Shri Jatindra Kr. Majumdar to move the motion that the House agrees with the recommendations contained in the Report of the Committee on the Tripura Legislative Assembly [Members' Hostel] Rules, 1967.

Shri Jatindra Kr. Majumder :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that this House agrees with the recommendations contained in the Report of the Committee on the Tripura Legislative Assembly (Members' Hostel) Rules. **1967.**

Mr. Speaker:—The question before the House is the motion moved by Shri Jatindra Kr. Majumder that this House agrees with the recommendations contained in the Report of the Committee on the Tripura Legislative Assembly (Members' Hostel) Rules, 1967.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(VOICES— 'AYES')

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(NO VOICE)

I think 'AYES' have it. 'AYES' have it. 'AYES' have it.

The Motion is carried

Members are requested to collect their copies from the NOTICE OFFICE.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION.

Next item in the List of Business is Private Members' Resolution. I would call on Hon'ble member Shri Aghore Deb Barma to move his resolution that—

"This House urges upon the Central Government to implement immediately the recommendations of Parliamentary Administrative Reforms Committee (known as Hanumantia Commission) regarding the Tribal Problem of Tripura which was submitted by the Commission to the Prime Minister of India by the middle of January, 1969."

As the mover of the resolution is absent from the House, the resolution in question is deemed to be withdrawn.

The House stands adjourned till 11 A. M. to-morrow, the 8th April, 1969

PAPERS LAID ON THE TABLE

Appendix 'A'

UN-STARRED QUESTION NO. 47.

By Shri Aghore Deb Barma.

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Apptt. and Services Department be pleased to state—

১। গত ১৯৬৮ সনে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মোট কতজনকে কর্মে নিয়োগ (চাকুরী) করা হয়েছে ?

২। কোন দপ্তরে কতজনকে নিয়োগ করা হয়েছে এবং কোন তারিখে কতজনকে Interview দিয়েছে, কতজনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে ?

৩। তাদের মধ্যে তপশীল জাতি ও উপজাতিদের কতজন প্রার্থী বিভিন্ন সময়ে Interview দিয়াছে। তাদের মধ্যে কতজনকে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। মোট ১৮১৩ জনকে।

২ ও ৩। এতৎ সঙ্গীয় তালিকায় সমস্ত তথ্যাদি দেওয়া গেল।

ASSEMBLY QUESTION NO. 47.

Statement Showing Persons Interviewed/Appointed in Different Departments During the Year 1968.

Name of Department.	Date of interview.	Number of persons interviewed				Number of persons appointed				Remarks.
		Total	S.C.	S. T.	Others.	Total	Sc.	S. T.	Others.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Education Department.	15. 9. 66	9	—	—	9	1	—	—	1	
	10. 8. 66	2	—	—	2	1	—	—	1	
	13. 6. 67	4	—	—	4	1	—	—	1	
	4. 8. 67	3	—	—	3	1	—	—	1	
	19. 8. 67	8	—	—	8	1	—	—	1	
	5. 10. 66	68	5	—	63	1	—	—	1	
	7. 12. 68 8. 12. 68 16. 12. 68	130	2	—	128	6	—	—	6	
	20. 6. 68 3 7. 68 4. 7. 68 5. 7. 68 6. 7. 68	100	—	—	100	5	—	—	5	
	19. 6. 67 to 16. 8. 67	1691	94	53	1544	294	31	38	225	
	2. 6 67	206	9	6	191	28	8	6	14	
	9. 5. 67 & 10. 5. 67	316	10	3	303	33	10	3	20	
	17. 5. 67 to 19. 5. 67	335	8	3	324	39	6	3	30	
	15. 5. 67	84	2	4	78	15	2	4	9	
	8. 5. 67	59	7	—	52	5	4	—	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Education Deptt. (Contd.)	20. 5. 67 to 27. 5. 67	393	7	13	373	38	1	7	30	
	4. 7. 67 & 5. 7. 67	335	5	3	327	51	4	3	44	
	16. 6. 67	133	8	2	123	22	7	2	13	
	19. 6. 67 & 20. 6. 67	309	9	22	278	54	11*	22	21	* 2 apptd. out of the remaining 3 interviews of 8. 5. 67.
	12. 12. 67 to 4. 1. 68	272	12	4	256	243	10	4	229	
	28/29. 12. 67	31	—	—	31	4	—	—	4	
	15/16. 4. 68	15	—	—	15	5	—	—	5	
	3. 7. 68 to 6. 7. 68	23	—	—	23	3	—	—	3	
	17. 7. 68	12	—	—	12	2	—	—	2	
	30. 10. 68	1	—	—	1	1	—	—	1	
	12. 3. 68	1	—	—	1	1	—	—	1	
	17. 2. 68	1	—	—	1	1	—	—	1	
	18. 2. 68	1	—	—	1	1	—	—	1	
	14. 6. 68	1	—	—	1	1	—	—	1	
	17. 6. 68	2	—	—	2	2	—	—	2	
		—	—	—	—	129	22	11	96	Existing contingent menials appointed as Class IV without interview.
						57	—	1	56	Substitute Assistant Teachers whose services terminated were re-appointed subsequently.
		4545	178	113	4254	1046	116	104	826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Agriculture Deptt.	27.5.68	166	20	32	114	9	2	3	4	
	4.10.67	11	1	1	9	1	—	—	1	
	12.8.67	13	—	—	13	2	—	—	2	
	23.6.67	9	9	—	—	1	1	—	—	
						4	1	—	3	Filled up by Departmental sponsored candidates.
		199	30	33	136	17	4	3	10	
Forest Department.	28.2 68	83	10	11	62	17	4	4	9	
	10.5.68	62	3	8	51	25	1	5	19	
	13.5.68	14	1	3	10	9	1	2	6	
	13.9.68	7	4	—	3	4	2	—	2	
		166	18	22	126	55	8	11	36	
Excise Department.	16.7.68	20	3	2	15	2	—	1	1	
Industries Department.	6.10.67	15	—	1	14	2	—	—	2	
	19.4.68	35	3	2	30	3	—	—	3	
	23.4.68	11	1	1	9	2	—	—	2	
	31.5.68	14	—	—	14	2	—	—	2	
	2.8.68	7	—	2	5	1	—	—	1	
		82	4	6	72	10	—	—	10	
Food Department.	12.1,68	139	13	18	108	19	4	5	10	
	23.11.68	35	—	35	—	4	—	4	—	
	26.11.68	84	14	70	—	26	4	22	—	
		258	27	123	108	49	8	31	10	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Animal Husbandry & Vety. Services.	30. 6. 64	25	1	2	23	1	—	—	1	
	27. 7. 66	235	28	37	170	25	1	5	19	
	2. 12. 67	56	7	2	47	4	1	—	3	
	16. 10. 68	5	—	1	4	1	—	—	1	
		321	36	42	243	31	2	5	24	
Registrn. Department.	17 10. 68	31	2	28	1	3	1	2	—	
D. M. & Collector.	14. 10. 68	50	22	28	—	8	—	8	—	
	16. 8. 68	19	4	15	—	9	1	8	—	
		69	26	43	—	17	1	16	—	
Rehabilitation Department.	23. 8. 68	32	4	—	27	2	—	1	1	
Labour Department.	19. 12. 66 to 28. 12. 66	33	6	10	17	1	1	—	—	
	9. 11. 66	43	—	2	41	2	—	2	—	
	17. 6. 68	8	—	—	8	2	—	—	2	
	12. 8. 68	9	—	—	9	1	—	—	1	
		93	6	12	75	6	1	2	3	
Dist. & Sessions Judge.	6. 1. 68	4	—	3	1	1	—	1	—	
	4 1. 68	9	1	1	7	1	—	—	1	
	21 5. 68	11	—	1	10	1	—	—	1	
		24	1	5	18	3	—	1	2	
Employment Exchange.	30. 3. 68	12	1	7	4	2	1	1	—	
Ptg. & Stationery.	16. 7. 68	20	—	1	19	1	—	—	1	
	17. 7. 68	19	—	—	19	2	—	—	2	
	6. 8 68	9	—	9	—	1	—	1	—	
		48	—	10	38	4	—	1	3	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8,	9.	10.	11.
Medical & Public Health Department.	4. 4. 68	4	—	—	4	3	—	—	3	
	22. 5. 68	3	—	—	3	1	—	—	1	
	24. 10. 68	4	—	—	4	2	—	—	2	
	13 6. 68	2	—	1	1	1	—	1	—	
	27. 4. 68	1	—	—	1	1	—	—	1	
	8. 5. 68	1	—	—	1	1	—	—	1	
	19. 10. 68	1	—	—	1	1	—	—	1	
	24. 10. 68	2	—	—	2	1	—	—	1	
		18	—	1	17	11	—	1	10	
Civil Supplies Orgn.						1	—	---	1	With prior approval of Govt.
Public Works Department.	9. 3. 67	104	8	12	84					
	7. 9. 67	30	2	3	25					
	8. 9. 67	25	—	—	25					
	12. 9. 67	28	2	1	25					
	24. 9. 67	88	5	5	78					
	27, 12. 67	15	1	1	13	153	17	27	109	
	3. 5. 68	34	1	2	31					
	25. 5. 68	122	2	5	115					
	28. 5. 68	69	6	—	63					
	29. 5. 68	100	4	5	91					
	26. 7. 68	5	—	1	4					
	3. 9. 68	49	3	2	44					
		669	34	37	598	153	17	27	109	
Co operative Department.	30. 10. 67	66	4	13	49					
	1. 3. 68	16	—	—	16	22	1	4	17	
	26. 3. 68	10	—	—	10					
		92	4	13	75	22	1	4	17	
Publicity Department.	11. 11. 68	6	—	1	5	1	—	—	1	
	10. 11. 68	64	2	5	57	5		2	3	
	11. 11. 68	19	1	3	15	1	—	1	—	
		89	3	9	77	7	—	3	4	
Jail Department.	29. 5. 67	6	1	5	—	1	—	1	—	
	23. 4. 68	28	2	20	6	6	1	4	1	
		34	[illegible]	25	6	7	1	5	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Police Organisation.	24. 1. 68	32	—	10	22	26	—	6	20	
	9. 3. 68	54	7	23	24	32	7	5	20	
	12. 3. 68	31	9	11	11	19	4	5	10	
	16. 7 68	159	17	79	63	66	—	66	—	
	7. 9. 68	250	24	139	69	88	—	88	—	
	20. 12. 68	12	—	—	12	3	—	—	3	
	4. 5. 68	20	1	5	14	13	1	5	7	
	15. 4. 68	54	23	19	12	20	10	5	5	
	15. 6. 68	33	7	6	20	21	1	3	17	
	19. 7. 68	15	3	10	2	1	—	1	1	
	8. 8. 68	32	—	31	1	18	—	17	1	
	16. 10. 68	35	—	26	9	23	—	14	9	
	7. 11. 68	12	—	9	3	3	—	1	2	
		739	109	368	262	333	23	216	94	
Secretariat Administration Deptt.	18 4. 67 20. 4. 67 11. 12. 67 10. 6. 68 29. 7. 68	143	20	10	113	11	2	1	8	
	6. 6. 68	17	1	2	14	1	—	—	1	
Assembly Sectt.						1	—	—	1	Apptd. from the Contingent menials without interview.
A. D M. (C. D.)	3. 9. 68	9	4	5	—	1	1	—	—	
Evalution Org.	17. 1. 68	14	3	—	11	1	—	—	1	
J. C.'s Court.	7. 2. 68	1	—	—	1	1	—	—	1	
D. S. S. & A Board.	7. 4. 68	16	—	3	13	6	—	—	6	
Fire Service.	20. 1. 68	7	—	—	7	1	—	—	1	
		23	—	3	20	7	—	—	7	
Statistical Department.	28. 7. 68	28	5	5	18	2	—	1	1	
A. D. M. (Tribal Welfare)						1	—	1	—	
Panchayat Raj.	30. 10. 67 1. 3 68 26. 3. 68	66 16 10	4 4 1	18 12 4	44 — 5	6	—	2	4	Apptt. made from Colony inmates without interview.
		92	9	34	49	6	—	2	4	

UNSTARRED QUESTION NO. 408
by Shri Bidya Chandra Deb Barma, M.L.A

প্রশ্ন	উত্তর
১। যে সকল Gazetted Govt, Servant এর বিরুদ্ধে Vigilance Case আছে তাহাদের নাম ও পদ।	১। শ্রী জে, কে, ভট্টাচার্য্য সাব্ ডিপুটি কালেক্টার। ২। শ্রী এ পি, রায়, সাব ডিপুটি কালেক্টর। ৩। শ্রী এ, সি, দেববর্ম্মা, জয়েন্ট সাব-রেজিষ্ট্রার। ৪। শ্রী এ, টি, দেব, ইনসপেক্টর অব পুলিশ। ৫। শ্রী এম, এন, দাশগুপ্ত, সাব ডিপুটি কালেক্টর।
২। তাহাদের বিরুদ্ধে কি ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ আছে ?	সরকারী তহবিল তছরূপ, অসৎ প্রণোদিত, অনিয়মানবর্ত্তিতা, সরকারী কার্য্যে ঔদাসীন্য।
৩। ১৯৬৪ এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে ১৫ জন Non-gazetted employees Vigilance case এ শাস্তি দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম, শাস্তির বিবরণ।	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

APRIL 8, 1969

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Tuesday the 8th April, 1969.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair. Chief Minister, four Ministers, the Dy. Minister and 24 Members.

Mr. Speaker—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Shri Aghore Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma—Question No. 438.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 438,

QUESTION	ANSWER
1. Whether Government of Tripura has received any letter from the Government of India not to send any proposal for revision of D. A. of the Tripura Government Employees,	1. No.
1, If so, what step the Government of Tripura propose to take in the matter ?	2. Does not arise.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীজদের ডি, এ, এবং পে স্কেল সম্বন্ধে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট থেকে কোন কাগজপত্র এসেছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে [১] না এবং [২] প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—আমার সাপ্লিমেণ্টারী হচ্ছে তাদের ডি, এ, এবং স্যালারী সমন্ধে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট থেকে কোনরকম রেফারেন্স ত্রিপুরা সরকারের কাছে এসেছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি বলেছি যে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট থেকে কোন প্রপোজাল আসে নি। সো ইফ দি ডি, এ, কোয়েশ্চান কামস্ দেন আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এবার যে পে রিভিশন হয়েছে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়ীজদের, ইন্ডিয়া গভর্ণমেন্ট থেকে কোন রেফারেন্স এসেছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—পে কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে ত্রিপুরা সরকার ডি, এ, রিভিশনের কোন প্রস্তাব সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে পাঠিয়েছেন কিনা ?

শ্রীএস,এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৭।

শ্রীএস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। কৈলাসহরের ক্ষেত্রীছড়া জুমিয়া কলোনী ও বাইবোনছড়া জুমিয়া কলোনীতে মোট কতজন জুমিয়া পুনর্ব্বাসন পাইয়াছেন ?

২। এই কলোনী হইতে এখন কতজন জুমিয়া desert করিয়াছেন এবং কি কি কারণে desert করিয়াছেন ?

৩। ইহা কি সত্য যে কলোনীর অনেক জমি মহাজনদের হাতে চলিয়া গিয়াছে ?

৪। যদি সত্য হয় তবে ঐ মহাজনদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে ?

উত্তর

১। ৯৯টি জুমিয়া পরিবার ক্ষেত্রীছড়া এবং ১৭৯টি পরিবার বাইবোনছড়া কলোনীতে পুনর্ব্বাসন পাইয়াছেন।

২। ক্ষেত্রীছড়া কলোনী হইতে ২৫টি পরিবার এবং বাইবোন ছড়া কলোনী হইতে ৫৪টি পরিবার কলোনী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে জুম চাষের অসুবিধাই তাহাদের কলোনী ত্যাগের কারণ।

৩। ক্ষেত্রীছড়া কলোনীর কোন ভূমি মহাজনদের নিকট হস্তান্তরিত হয় নাই। বাইবোনছড়া কলোনীর ১২টি জুমিয়া পরিবারের ৪১·৫৭ একর জমি বিক্রি কবলা বলে উপজাতি মহাজনদের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে।

৪। বিষয়টি বর্ত্তমানে তদন্তাধীন আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ক্ষেত্রীছড়া কলোনী এবং ভাইবোনছড়া কলোনীতে কবে জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ক্ষেত্রীছড়া এবং ভাইবোনছড়া জুমিয়া কলোনীতে বেশীরভাগ জমি ফরেষ্টের রিজার্ভ অন্তর্ভূক্ত কি না ?

শ্রীএস,এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বলা হয়েছে তাদের সেখানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং তারা সেখানে আছে। তাদের ৯৯টি জুমিয়া পরিবার এবং ১৭৯টি পরিবার ভাইবোনছড়া এবং ক্ষেত্রীছড়া কলোনীতে যথাক্রমে আছে। কাজেই সেখানে রিজার্ভ এবং নন-রিজার্ভের প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, চন্দ্রনাথ চাকমার জমি সমবায় সমিতি নিয়ে গিয়েছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বাট্টা কারবারীর জমি রবীন্দ্র তালুকদার, রাজেন্দ্র সাহা এবং সন্তোষ বড়ুয়ার নিকট চলিয়া গিয়াছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, এটা সত্য কিনা যে বাট্টা কারবারীর জমি হালের গরু কিনার জন্য, ২৫ টাকায় বিক্রী করতে হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এই বিষয়ে সরকার অবগত নহেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই বিষয়ে তদন্ত করে দেখতে রাজী আছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, তাদের অর্থাৎ ক্ষেত্রীছড়া এবং ভাইবোনছড়া কলোনীর জুমিয়াদের কলোনী ত্যাগ করে যাওয়ার কারণ তাদের চিরাচরিত প্রথায় জুম চাষ করার অসুবিধা কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আগেই বলেছি তাদের ফরেষ্টের কাজের জন্য ডাকা হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, প্রত্যেক জুমিয়া পরিবারকে কত কাণি করে জমি দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই ক্ষেত্রীছড়া এবং ভাইবোনছড়া জুমিয়া কলোনীর জুমিয়াদের হালের বলদ এবং বীজের ধানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—জুমিয়া কলোনীতে যে যে ব্যবস্থা আছে, তাই দেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই ক্ষেত্রীছড়া এবং ভাইবোনছড়া জুমিয়া কলোনীতে জুমিয়াদের কত টাকা করে লোন দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—লোন দেওয়া হয়না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের গ্র্যাণ্ট দেওয়া হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, গ্র্যাণ্ট ছাড়া, হাল বলদ বা বীজের ধান কেনার জন্য লোন দেওয়ার প্রভিশন আছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—গ্র্যাণ্ট দিয়ে প্রথম তাদের বসানো হয়, তারপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে হালের গরু কেনার জন্য যদি চায় সেই হিসাবে তাদের দরখাস্ত করতে হয়, এবং সেই অনুসারে কৃষি ঋণ তারা পেতে পারেন। তাছাড়া ইণ্ডাষ্ট্রী লোন আছে সেই অনুসারে দরখাস্ত করতে পারে, অতএব সেই দিক থেকে লোন পেতে বাধা নেই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই ক্ষেত্রীছড়া এবং ভাইবোনছড়া কলোনীতে কত পরিবার জুমিয়াকে ইণ্ডাষ্ট্রী লোন দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, তারা ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল লোনের জন্য কোন দরখাস্ত করেছিল কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, ক্ষেত্রীছড় এবং ভাইবোনছডা জুমিয়া কলোনীগুলি যারা ত্যাগ করে চলে গেছেন, তারা কবে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—এই যে পরিত্যাক্ত জমিগুলি এখন কি অবস্থায় আছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই দুইটি কলোনীর যারা জুমিয়া, তাদের মধ্যে চাকমা কত পরিবার এবং অন্যান্য উপজাতি কত পরিবার ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, ক্ষেত্রীছড়া এবং ভাইবোনছড়া কলোনীর মধ্যে ইরিগেশান ফেসিলিটি আছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই ক্ষেত্রীছড়া এবং ভাইবোন ছড়া কলোনীতে কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত এণ্ড শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ব্রেকেটেড।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৩।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৩ স্যার।

QUESTION	REPLY
1) Whether it is a fact that the prisoners of the Agartala Central Jail have submitted a representation to the Govt. for redress of their grievances a few days ago.	Yes. An unsigned representation said to have been submitted by the prisoners of the Central Jail was received.
2) If so, the step taken thereof.	These have, however, been examined in the meantime and found unacceptable as not being consistent with and contrary to the provision of the relevant rules in respect of each.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, সেইসব গ্রীভেন্সগুলি কি কি ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ :—গ্রীভেন্সগুলির ওরিজিন্যাল তথ্যাদি এখানে নেই। আমার এখানে যে নোট আছে, তার থেকে আমি বলছি সেটা হল—The prisoners should be given full liberty to move within the four walls. The prisoners should not be given anckle ring. The daily wages of the convicts should be increased. The provision for electric fan in each ward. The amenities in the form of games and sports should be provided. Film show should be arranged twice in a month.

Anti-mosquito measure should be adopted. The facilities for higher study should be provided in the Jail premises. Water supply facilities should be provided in the jail premises for 24 hours., etc. etc.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, মিনিমাম ওয়েজ, মার্কেট রেটের মত না দেওয়ার কারণ কি ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ :—রুল অনুযায়ী দেওয়া হচ্ছে। মার্কেটে যে রেট আছে সেই অনুযায়ী তাদের দেওয়া হলে তাদের রোজগারের সুবিধার জন্য তারা জেলে যাওয়ার জন্য প্রভোক্ট হবে। কাজেই জেলের রেট এবং মার্কেট রেট এক হতে পারে না।

Shri Radhika Ranjan Gupta : —What are the rate of wages now paid to them ?

Shri P. R. Das :—হার্ড ওয়ার্কের জন্য ছয় আনা, মিডিয়ামের জন্য পাঁচ আনা, লাইট ওয়ার্কের জন্য চার আনা দেওয়া হয়।

Shri Radhika Rn. Gupta :—Is it not incentive ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ :—ইনসেনটিভ বলতে কি বোঝেন আমি জানি না। এ্যাজ পার জেইল কোড তাদের ওয়েজ দেওয়া হয়। তার আণ্ডারে রুলস আছে, এবং সেই অনুসারে রেট ফিক্স করা হয়।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—সেন্ট্রাল বুরো অব কারেকশান সার্ভিসেস যে ষ্টাডি গ্রুপ করেছিল, আউটসাইড ওয়েজের সাথে সংগতি রেখে ওয়েজ দেবার কোন রিকম্যাণ্ডেশান সেখানে তাদের রিপোর্টে আছে কিনা ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—সেন্ট্রাল বুরো অব কারেকশান সার্ভিসের রিকম্যাণ্ডেশন-গুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পড়ে দেখেছেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—সেই রিকম্যাণ্ডেশান আমি দেখেছি কিনা এই ব্যাপারে তিনি আলাদা প্রশ্ন করতে পারেন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার প্রশ্নটা ছিল তাদের ডিমাণ্ডের মধ্যে মিনিমাম ওয়েজ যেটা মার্কেট রেট ছিল সেটা এই সেন্ট্রাল ব্যুরো অব কারেকশান সার্ভিসেস এর রিকম্যাণ্ডেশানের ভিত্তিতে ছিল এ্যাণ্ড দিস ওয়াজ সার্কুলেটেড টু দি অল জেল অথরিটিস এ্যাণ্ড মিনিষ্টারস অব আদার ষ্টেটস। এই সার্কুলারটা উনার কাছে এসেছে কিনা, এসে থাকলে উনি সেটা পড়ে দেখেছেন কিনা।

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে যে উনি দেখেছেন কিনা? যিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি যদি সেটা হাউসের কাছে বিবৃত করেন, সেই রিকমেণ্ডেশানটা তাহলে বলতে পারি যে আমরা সেটা দেখি নাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই কোয়েশ্চানটার উপর আমি আধা ঘণ্টা ডিসকাশান চাচ্ছি, কারণ আমি সেটা হাউসের কাছে ব্যক্ত করব। এই প্রশ্নটার উপর উনিও ডিসকাসশান চাইছেন, অতএব এই কোয়েশ্চানটার উপর ডিসকাশান এ্যালাউ করা হবে কিনা সেটা আমি জানতে চাচ্ছি।

Mr. Speaker :—I can not allow any discussion on this but I request you to read out the recommendation if any copy with you.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—রুলস অব বিজনেসে প্রভিশান...

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) ঃ—অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে আপনি বলেছেন যে রিকম্যাণ্ডেশান আপনারা দেখেছেন কিনা, সেখানে আমি বলেছি—

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ—সেটা আমি বলব, কোয়েশ্চানের রুলসের মধ্যে সেটা পড়ে না, সেজন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মাননীয় স্পীকার স্যার, যে উনারা রিকম্যাণ্ডেশনটা পড়েছেন কিনা। তবে আমি রিকম্যাণ্ডেশানটা পড়েছি কিন্তু মাই অবজেকশান ইজ দেয়ার—কোয়েশ্চানের উপর যদি কোন এ্যাকসপ্লেনেশান দিতে হয় তখনই একটা ডিসকাসান আসে। কিন্তু কোয়েশ্চানের ক্ষেত্রে তেমন কোন প্রভিশান নেই দ্যাট শুড বি কনসালটেড।

মিঃ স্পীকার ঃ—হোয়াট আই নো।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—ইয়েস, প্রথমে হচ্ছে সেই কারেকশান সার্ভিসেস এর রিকম্যাণ্ডেশানে আছে যে উন্মুক্ত এবং আধা উন্মুক্ত সংশোধনাগার···

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেই রিকম্যাণ্ডেশানটা বাংলাতে ছিল, আমি সেটা জানতে চাই?

মিঃ স্পীকার :—দ্যাট রিকমেণ্ডেশান ইজ ইন বেঙ্গলী অর ইন ইংলিশ?

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—সেটা ইংলিশে ছিল, আমি তাকে বাংলা করে বলছি, স্যার।

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) ঃ—দিস রিকম্যাণ্ডেশান ইটসেল্‌ফ ওয়াজ ইন ইংলিশ, সো, আই ওয়ান্ট ইন ইংলিশ।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্পীকার স্যার, আমি আমার বাংলা ভাষাকে কোন রকমে অপমান করতে রাজি নই।

মিঃ স্পীকার ঃ—ইয়েস হি কেন রীড দি বেঙ্গলী ভারসান অব দিস রিকম্যাণ্ডেশান।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বাংলাতে বলছি যে উন্মুক্ত অথবা আধা উন্মুক্ত সংশোধনাগার···

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—স্পীকার স্যার, উনি রিকম্যাণ্ডেশানটা বাংলাতে বলছেন, সেটা কি তিনি ট্রেনসলেট করে বলছেন না কোন পরিভাষার সংগে মিলিয়ে সেটা পড়ছেন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার ট্রেনসলেশান যদি ভুল হয়ে থাকে দ্যাট আই কেন বি চেলেঞ্জড এ্যাণ্ড দ্যাট চেলেঞ্জ আই এম টু এ্যাকসেপ্ট ইন দিস হাউস।

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা যদি চেলেঞ্জ করতে হয় তাহলে রিকম্যাণ্ডেশানটাকে বাংলা পরিভাষার কাছে পাঠাতে হবে, আফটার দ্যাট উই কেন এ্যাকসেপ্ট ইট।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, আমি ইংরেজীতে বলছি, ইংরাজীকে বাংলা তর্জমা করার পরিভাষা অথরিটী যখন এখানে নেই তখন আমাকে ইংরেজীতেই বলতে হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—নো, ইউ কেন রীড বেঙ্গলী ভারশান অলসো।

শ্রীএর্সাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিসকাসান যদি করতে হয়, তাহলে হাফ এন আওয়ার এলাউ করা হবে কিনা—

মিঃ স্পীকার :— No, I am not allowing any discussion over it.

Shri Promode Rn. Dasgupta :— Open space Prison and semi-open space prison, minimum wage according to the market wage, classification according to the merit of the cases সেখানে আরও আছে যে জেল ওয়ার্ডার যারা থাকবে তাদের মিনিমাম কোয়ালি ফিকেশন মেট্রিকুলেট হতে হবে। তাদের পে-স্কেল এট পার উইথ্ পে-স্কেল অব দি পুলিশ সার্ভিসেস। এই জেল শাস্তি দেওয়ার জন্য, তার প্রিএম্বলে আছে যে জেল হচ্ছে কারেকশানের জন্য এবং সংশোধনের জন্য। অতএব বর্তমানে জেল কোড যেটা আছে বা আমাদের এখানে যেটা এখনও প্রচলিত আছে ঘ্যাট সুড বি এ্যামেনডেড একরডিংলী কিপিং কনফরমিটি উইথ দি স্পীরিট অব দি রিকম্যাণ্ডেশন সাবমিটেড বাই দি স্যাইড ষ্টাডি টিম স্পনসরড বাই দি সেন্ট্রাল কারেকশান সার্ভিসেস ষ্টাডি গ্রুপ।

Mr. Speaker :—Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury :—Starred Question No. 416.

Shri S.L. Singh :—(Minister in-charge of the Tribal Welfare Department) Starred Question No. 416.

প্রশ্ন

১। ১৯৬৮ইং সনে বিনামূল্যে কত সংখ্যক আদিবাসীকে আলুর বীজ, আনারস নিংড়ান যন্ত্র ও কমলা লেবুর চারা বিতরণ করা হইয়াছে?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Mr. Speaker :—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :—Starred Question No. 423

Shri S. L. Singh :—(Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department) Starred Question No. 423.

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে কোন কোন ট্রাইবেল কলোনীগুলিতে সুপারভাইজার নাই ?

২। অথবা সুপারভাইজার আছেন কিন্তু কলোনীতে থাকেন না, সে সব কলোনীগুলির নাম ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত কলোনীগুলিতে সুপারভাইজার নাই—

ক] ক্ষেত্রীছড়া—কৈলাসহর

খ] তারাবনছড়া—ঐ

গ] চিচিংছড়া—ঐ

ঘ] পানবোয়া—কমলপুর

ঙ] সোনাছড়া—অমরপুর

চ] লেবাছড়া—ঐ

ছ] উত্তর কালাচেপা—সাব্রুম

জ] মধ্য পিলাক—বিলোনীয়া

ঞ] খেদাছড়া—ধর্ম্মনগর

২। ক] লালছড়া—কৈলাসহর

খ] রামকৃষ্ণপুর—খোয়াই

গ] মহারাণীপুর—খোয়াই

ঘ] শিকারাইবাড়ী—কমলপুর

ঙ] হরিণছড়া—ঐ

চ] ফুলকুমারী—উদয়পুর

ছ] রাজপ্রসাদ—অমরপুর

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই সব কলোনীতে সুপারভাইজার না থাকার কারণ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রামে ১৯৬৮ইং সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত ৫৫টি এম, টি, কলোনি এবং ১৯৬৮-৬৯ইং সনের ৪টা এম, টি, কলোনী স্থাপিত হইয়াছে। মোট ৫৯টা আছে। ২টা কলোনীতে সুপারভাইজার নিয়োগের প্রয়োজন নাই। ৪৮টা কলোনীতে ৪৮টা সুপারভাইজার নিযুক্ত আছেন, ৯টা সুপারভাইজারের পদ এবং ৯টা পিয়নের পদ সৃষ্টির বিষয়টা পরীক্ষাধীন আছে। যেসব কলোনীতে কোন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়

নাই সেগুলি সেই এলাকার ভি,এল, ডব্লিউগণ দেখাশুনা করেন। নিম্নলিখিত যে কোম্পানী-গুলিতে সুপারভাইজার নিযুক্ত আছেন অথচ তাহারা সেসব কলোনীতে বর্তমানে থাকেন না তাহার কারণ কলোনীগুলির নামের পাশে বর্ণিত হইল :—

কলোনীর নাম	বিভাগের নাম	বর্তমানে যেখানে অবস্থান করেন	কারণ
১] লালছড়া	কৈলাশহর	ছৈলেংটা	কোয়ার্টার মেরামত হইতেছে।
২] রামকৃষ্ণনগর	খোয়াই	তেলিয়ামুড়া	কোয়ার্টার এখনও তৈরী হয় নাই।
৩] মহারাণীপুর	ঐ	ঐ	ঐ
৪] শিকারীবাড়ী	কমলপুর	আমবাসা	২টা কলোনীর উন্নয়ন-মুলক কাজ একই সুপার-ভাইজাব দেখশুনা করেন।
৫] হরিণছাড়া	ঐ	ঐ	ঐ
৬] ফুলকুমারী	উদয়পুর	উদয়পুর	জুমিয়া পুনর্বাসনের প্রস্তাব সমুহ নিস্পত্তি করার কাজে সহযোগিতা কবাব জন্য সুপার-ভাইজারকে উদয়পুর বিভাগীয় অফিসে পরি-বর্তন করা হইয়াছে।
৭] রাজপ্রসাদ	অমরপুর	অমবপুর	সুপারভাইজারের কোয়া-র্টাব ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দরুন।

সুপারভাইজারগণের সম্ভাব্য নিকটতম স্থানে অবস্থান হেতু কলোনীর কাজ ব্যাহত হইতেছে না। ১৯৬৯-৭০ইং সনের বাজেট প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা হইয়াছে। যেইমাত্র সুপারভাইজার-গণের কোয়ার্টার নির্ম্মাণ এবং মেরামতের কাজ সম্পন্ন হইবে তখনই সুপারভাইজারগণকে কলোনীতে দেওয়া হইবে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সমস্ত কলোনীতে সুপারভাইজার নাই এবং সুপারভাইজার দেওয়া যাচ্ছে না তারজন্য সুপারভাইজার রিক্রুটমেন্ট করা হবে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—এখানে বলা হয়েছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রয়োজনীয় টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং সুপারভাইজারগণের কোয়ার্টার নির্ম্মাণ এবং মেরামতের কাজ সম্পূর্ণ হলেই সুপারভাইজারগণকে কলোনীতে দেওয়া হবে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—পূর্বপিলাক কলোনীর সুপারভাইজার কোথায় থাকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সব কলোনীতে সুপারভাইজার আছে তারা আদৌ কলোনীতে যান না এবং থাকেন না, এটা ঠিক কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি তো যে যে কারণ সেগুলি বর্ণনা করেছি। অতএব সরকারের এই বিষয়ে জানা নাই।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন স্যাংক্রাকদের তথা সমাজদ্রোহীদের ভয়ে এই সমস্ত সুপারভাইজার কলোনীতে যেতে রাজী নয়, এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—433.

Shri T. M. Dasgupta—Mr. Speaker, Sir, question No. 433.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে অম্পি প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারের রোগীরা পানীয় জলের অভাবে কষ্ট পাইতেছে ?

২। যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে ইহার কারণ কি ?

৩। পানীয় জল সরবরাহ করার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্নই উঠে না।

৩। রোগীদের পানীয় জল সরবরাহের জন্য ইতিমধ্যে একটি টিউবওয়েল পুনঃ খনন করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন ঐ এলাকার পাম্পিং মেশিন মেরামতের জন্য এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার তেলিয়ামুড়া ডিভিসনকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি পানীয় জলের অভাব আছে কিনা ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত :—আমি তো উত্তর দিয়েছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে টিউবওয়েল মেরামতের জন্য দেওয়া হয়েছিল, সেটা কবে দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে, এই সম্বন্ধে কোন রিপোর্ট কোন ব্যক্তির থ্রুতে ডিরেক্টর অব হেলথের নিকট এসেছিল কিনা ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত :—ফর দ্যাট আই ওয়ান্ট নোটিশ।

Mr. Speaker—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh—Question No. 437.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 437.

QUESTION

1. How many Tribal Supervisors are there under the Tribal Welfare Department ?
2. How many Tribal Supervisors have been confirmed uptill now ?
3. If not confirmed, the reasons thereof ?

ANSWER

1. There are 48 Colony Supervisors under the Tribal Welfare Department.
2. None.
3. As in the cases of other Government employees, Supervisors may be confirmed against permanent posts in order of seniority subject to the fulfilment of conditions prescribed under the rules. Out of 48 posts of Colony Supervisors 28 posts are permanent. Steps are being taken to declare 28 incumbents as permanent against these posts. Reports of Police varification, medical examination and clearance from Vigilance Department have since been obtained. The eligible incumbents will now be confirmed shortly.

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ :—আমার প্রশ্নটা হচ্ছে তাদের মধ্যে কতজনকে কনফার্ম্ম করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—উত্তর দিয়েছি, 'নান্' স্যার। আমরা এখন তাদেব কনফার্ম্ম করব। ২৮টা পোষ্ট পারমানেন্ট হয়ে এসেছে।

Mr. Speaker—Is there anybody interested in the question of Shri Monoranjan Nath ?

Shri Naresh Roy—177.

Shri T. M. Dasgupta—Mr. Speaker, Sir, question No. 177.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরায় ১৯৬৬/১৯৬৭ ইং সনে ফুড এডালটেরেশান অ্যাক্ট অনুসারে কত কেইস কোর্টে দায়ের করেছে, তন্মধ্যে কতটা কেইসে শাস্তি হয়েছে (সাব-ডিভিশনওয়াইজ ব্রেক আপ) ২) ইহা কি সত্য যে ফুড এডালটেরেশান বাড়ছে কিন্তু কেইসের সংখ্যা কমেছে ?	Materials are under collection.

Mr. Speaker :—Any member interested in the question of Shri Aghore Deb Barma ?

Shri Abhiram Deb Barma—Question No. 190.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 190.

QUESTION

1) What is the amount of loan per tribal family from Government or private (Mahajani) sources ? Has any data in this regard been collected by Government through survey ?

2) If so, what is the amount of loan per tribal family in each Sub-Division ?

3) Whether there is any plan for remmisson of such loan ? If so, details thereof ?

ANSWER

1) The estimated amount of Government and Private (Mahajani) loan per tribal family is Rs. 31 62 and Rs. 45.34 respectively. This estimate was obtained through a survey conducted on tribal indebtedness in 1963-64.

2) Sub-divisionwise statistics on tribal indebtedness are not available.

3) No.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ত্রিপুরার উপজাতিদের মহাজনের নিকট এত বেশী পরিমাণে ঋণী হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ঋণ করে বলেই ঋণী হয়।

শ্রীনরেশ রায় :—এই মহাজনদের মধ্যে ট্রাইবেল মহাজন কতজন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ। এইরকম হিসাব সরকার রাখেন না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, তারা কোন কোন্ অবস্থার ভিতর এই ঋণগুলি করেছেন।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—অবস্থা বলতে মাননীয় সদস্য কি বোঝাতে চান আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—যেমন জমি বিক্রি, সুদ পরিশোধ ইত্যাদি দাদনের উপর যেটা মহাজনেরা নিয়ে থাকে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কি অবস্থায় দাদনটা নিচ্ছে সেটা বলা হল না। সেটা না জানালে বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মহাজনদের কাছ থেকে উপজাতিদের বেশী ঋণ নেওয়ার কারণ মন্ত্রী মহোদয় অনুসন্ধান করে দেখবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি অবস্থা সম্বন্ধে বলছেন। তবে অবস্থাটা কি জানালে পরে আমি বলতে পারব।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এদের পরিবার পিছু ৪৫·৩৪ সরকারী ঋণ আছে। মহাজনদের ঋণ কত পারসেন্ট ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বলা হয়েছে যে সরকারী ঋণের পরিমাণ ৩১·৬২ পয়সা।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি মহাজনদের মধ্যে লাইসেন্সধারী মহাজন আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এটা সমীক্ষা হয়েছে এবং তার ফলাফলও দেওয়া হয়েছে। কারণ সরকারী ঋণের পরিমাণ এবং মহাজনের ঋণের পরিমাণ দেওয়া হয়েছে। অতএব নোটিশ চাই।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—বীজধান বা সারের অথবা মাইনর ইরিগেশনের প্রয়োজনে কোন ট্রাইবেল দাদন নিয়েছে কিনা মহাজনদের কাছ থেকে এবং এই দাদন পরিশোধ করতে না পেরে জমি বিক্রি করতে হয়েছে এইরকম কেস্ আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দাদন নেয় জানি এবং তাদের যখন অবস্থা খারাপ হয়, আর্থিক অবস্থা, তখনি দাদন নেয় এবং সেজন্য দাদন দেওয়া হয়ে থাকে। তবে সেটা কোন্ কোন্ কাজে লাগায় তা বলতে পারব না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই দাদন দেওয়ার জন্য মহাজনদের কোন লাইসেন্স দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মহাজনী করতে গেলে পরে লাইসেন্স নিতে হয়। ত্রিপুরায় যে আইন আছে সেই বিধান মতে লাইসেন্স করতে হয়।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে মহাজনদের কথা বলা হল সেই মহাজন ব্যক্তিটা কি লাইসেন্সধারী ব্যক্তি না যে কোন একজন ব্যক্তি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—কথা হল মহাজনী ঋণের একটা সমীক্ষা হয়েছিল, সরকারী বেসরকারী ঋণের। তারি একটা পরিসংখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং সেটা সংখ্যা তত্বের ভিত্তিতে করা হয়েছে। অতএব আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ত্রিপুরায় লাইসেন্স-ধারী মহাজনদের সংখ্যা কত ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ :—এই যে ৩১'৬২ টাকা বলা হয়েছে সেটা কি কি পারপাসে, এই ঋণগুলি দেওয়া হয়েছে এই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ইট ইজ টু মাচ জলিমিনাস স্যার।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আইনের ভাষায় যাদের লাইসেন্স নাই তাদের মহাজন বলা চলে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আইনে আছে যারা মহাজনী করবে তাদের লাইসেন্স নিতে হবে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—আমার প্রশ্নের উত্তর পাই নি। আমার প্রশ্ন ছিল আইনের ভাষায় যারা লাইসেন্সধারী নয়, তারা মহাজন বলে কথিত হতে পারেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আইনে সুনির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং দিচ্ছে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে আমাদের ত্রিপুরার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বোম্বে মানি ল্যাণ্ডাস অ্যাক্টটা অ্যামেনমেণ্ড করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—যদি জনমত হয় তাহলে যে কোন অ্যাক্টই পরিবর্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত এবং সংশোধিত হতে পারে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই মহাজনদের দাদন প্রথাকে বন্ধ করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন দাদন প্রথা সেটা আমি বুঝলাম না। তবে উইদাউট লাইসেন্স কেউ মহাজনী করতে পারে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যারা লাইসেন্স প্রাপ্ত মহাজন তারা ধান, পাট মন প্রতি কত টাকা করে দাদন দেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আইনে যা সুনির্দিষ্ট আছে সেই অনুসারে দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, আইনে সুনির্দিষ্ট কি লিখা আছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আইন পড়ে দেখলেই আমি আনন্দিত হব এবং এটা হাউসে বিবৃত করলে সুখী হব।

Mr. Speaker :—There is another question of Shri Aghore Deb Barma

Shri Abhiram Deb Barma—Question No. 198.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, question No. 198.

QUESTION

1. Whether there is any qualified Meat Inspector under Municipality of Agartala
2. If not, the reason thereof.

ANSWER

1 The is a qualified Sanitary Inspector under the Agartala Municipality who is entrusted with the duty of inspection of meat. He is qualified to inspect and check meat. There is no post of Meat Inspector here.

2. Does not arise.

Mr. Speaker :—There are 4 Unstarred Questions to-day. The Ministers may lay on the Table of the House the Replies of the Unstarred Questions.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER
REGARDING PANEL OF CHAIRMAN

Mr Speaker :—In exercise of the powers conferred by Rule 11(1) of the Rules of procedure and conduct of business in the Tripura Legislative Assembly, I do nominate the following Members to form a Panel of Chairman.

1, Shri Benode Behari Das.
2. ,, Suresh Ch. Choudhury.
3. ,, Baju Ban Riyan.
4. ,, Abhiram Deb Barma.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER
REGARDING FORMATION OF COMMITTEES FOR THE YEAR
1969-70.

Mr. Speaker :—In exercise of the powers conferred by rule 163(1) of the Rules of procedure & Conduct of Business in the Tripura Legislative

Assembly, I do hereby nominate the following Members to be Members of the Committees as mentioned below :—

(1) Rules Committee :

1.	Speaker.	Chairman Ex-Officio.
2.	Deputy Speaker.	Member.
3.	Shri U. K. Roy.	—do—
4.	,, Promode Ranjan Dasgupta.	—do—
5.	,, Sunil Chandra Dutta,	—do—
6.	,, Abhiram Deb Barma.	—do—

(2) BUSINESS ADVISORY COMMITTEE :

1.	Speaker.	Chairman, Ex-Officio.
2.	Dy. Speaker.	Member.
3.	Shri N. K. Sarker.	—do—
4.	,, Rajkumar Kamaljit Singh.	—do—
5.	,, Binoy Bhusan Banerjee.	—do—
6.	,, Abhiram Deb Barma.	—do—

(3) COMMITTEE ON PRIVILEGES :

1.	Deputy Speaker.	Chairman, Ex-Officio.
2.	Shri Ghanashyam Dewan.	Member.
3.	,, Jatindra Kr. Majumder.	—do—
4.	,, Promode Rn. Dasgupta.	—do—
5.	,, Binoy Bhusan Banerjee.	—do—
6.	,, Aghore Deb Barma.	—do—

(4) COMMITTEE ON PETITION :

1.	Shri Sunil Ch Dutta.	Chairman-Ex-Officio.
2.	,, Benode Behari Das.	Member
3.	,, Rabindra Ch, Deb Rankhal.	—do—
4.	,, Nishi Kanta Sarkar.	—do—
5.	Smt. Renu Chakraborty.	—do—
6.	Shri Abhiram Deb Barma.	—do—

(5) COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS :

1.	Shri Benode Behari Das.	Chairman.
2.	Angju Mag.	—do—
3.	,, Nishi Kanta Sarkar.	—do—
4.	,, U. K. Roy.	—do—
5.	Smt. Renu Chakraborty.	—do—
6.	Shri Bidya Chandra Deb Barma.	—do—

(6) COMMITTEE ON DELEGATED LEGISLATION :

1.	Deputy Speaker.	Chairman-Ex-Officio.
2.	Shri Jatindra Kr, Majumder.	Member.
3.	Rabindra Chandra Deb Rankhal.	—do—
4.	,, Angju Mag.	—do –
5.	,. Ghanashyam Dewan.	—do—
6.	, Bidhya Chandra Deb Barma.	—do—

(7) HOUSE COMMITTEE :

1.	Deputy Speaker.	Chairman Ex-Officio,
2.	Shri Binoy Bhusan Banerjee.	Member.
3.	., Jatindra Kr. Majumder.	—do—
4.	,, Nishikanta Sarkar.	—do—
5.	.. Rajkumar Kamaljit Singh.	—do—
6.	Aghore Deb Barma.	—do—

(8) LIBRARY COMMITTEE :

1.	Shri U. K. Roy,	Chairman
2.	,, Sunil Ch. Datta,	Member.
3.	., Rajkumar Kamaljit Singh,	—do—
4.	., Promode Rn. Dasgupta,	—do—
5.	Smt. Renu Chakraborty,	—do—
6.	Shri Abhiram Deb Barma.	—do—

For the constitution of the Committee on Estimates & Public Accounts Committee, I have received the nomination of six candidates for each of the said Committees equal to the number of vacancies for each of the Committees and as such I do hereby announce that the following Committees be constituted with the members as noted for each below :—

(9) COMMITTEE ON ESTIMATES :—

1.	Shri Ershad Ali Choudhury,	Chairman
2.	,, Suresh Ch. Choudhury,	—do—
3.	,, Kshitish Ch. Das,	—do—
4.	,, Bajuban Riyan,	—do—
5.	,, Naresh Roy,	—do—
6.	,, Bidya Ch. Deb Barma,	—do—

(10) PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE :—

1.	Shri Umesh Lal Singh,	Chairman
2.	,, Debendra Kr. Choudhury,	Member
3.	,, Radhika Rn. Gupta,	—do—
4.	,, Abdul Wazid,	—do—
5.	,, Monomohan Deb Barma,	—do—
6.	,, Aghore Deb Barma.	—do—

Mr. Speaker :—Next business of the House, the Appropriation (No. 3) Bill, 1969 (Bill No. 4 of 1969) is to be taken into consideration. I shall request the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Appropriation (No. 3) Bill, 1969 (Bill No. 4 of 1969) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee that the Appropriation (No. 3) Bill, 1969 (Bill No. 4 of 1969) be taken into consideration at once.

As many as are of that opinion will please say 'AYES' (Voices—AYES)
As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'=(No voice)
I think 'AYES' have it, 'AYES' have it, 'AYES' have it.
The motion is carried.
CL2 do stand part of the Bill.
As many as are of that opinion will please say 'AYES'=(Voices—AYES)
As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'=(No voice)
I think 'AYES' have it, 'AYES' have it, 'AYES' have it.
CL3 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'=(Voices—AYES)
As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'=(No voice)
I think 'AYES' have it, 'AYES' have it. 'AYES' have it.
Schedule do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'=(Voices—AYES)
As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'=(No voice)
I think 'AYES' have it, 'AYES' have it. 'AYES' have it.

Mr. Speaker :—CL1 do stand part of the Bill.
As many as are of that opinion will please say 'AYES'=(Voices—AYES)
As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'=(No voice)
I think 'AYES' have it, 'AYES' have it, 'AYES' have it.
The Title do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'=(Voices—AYES)
As many as are of contrary opinion will please say NOES=(No voice)
I think 'AYES' have it, 'AYES' have it. 'AYES' have it.

Next business is the Passing of the Appropriation (No. 3) Bill, 1969 (Bill No. 4 of 1969). I shall request the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee to move his motion for passing of the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Appropriation (No. 3) Bill, 1969 (Bill No. 4 of 1969) as settled in the Assembly be passed.

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister) :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Registration (Tripura) Amendment Bill, 1969 (Bill No. 5 of 1969) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Sachindra Lal Singh that the Societies Registration (Tripura Amendment) Bill, 1969 (Bill No. 5 of 1969) as settled in the Assembly be passed.

As many as are of that opinion will please say 'AYES' = (Voices—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES' = (No Voice)

I think 'AYES' have it, 'AYES' have it, AYES' have it.

The Bill is passed.

Next business of the House, the Tripura Land Revenue & Land Reforms (Amendment) Bill, 1969 (Bill No. 6 of 1969) is to be taken into consideration. I shall request the Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister) :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Land Revenue & Land Reforms (Amendment) Bill, 1969 (Bill No. 6 of 1969) be taken into consideration at once.

মাননীয় স্পীকার স্যার, কি পরিবেশের দরুন আমাদের এটা করতে হয়েছে সেই সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। তার প্রধান উদ্দেশ্য হল ত্রিপুরাতে ল্যাণ্ড রেভিনিউ এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট অনুসারে সার্ভে সেটেলমেণ্ট এর কাজ সুরু হওয়ার সাথে সাথে এই প্রথম একটা কথা হল যে ত্রিপুরাতে এক সার্ভে অপারেশন কাজ করতে হয়েছিল, সেটা একটা সায়েন্টিফিক সার্ভে। সেখানে একটা আদেশ থাকে যে যেদিন থেকে রেণ্ট ডিক্লারেশনের নোটিফিকেশান তার এক বছর পর বৈশাখ মাসে যে ইয়ার সুরু হবে, সেই সময় থেকে নূতন হারে খাজনা দিতে হয়, তার ফলে অনেক কৃষককেরই বিরাট এক দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়, অনেকের খাজনা জমে যায় এবং তার সাথে সাথে যে একটা অবস্থার স্টি হয় যেমন কোন জায়গাতে হয়েছে ৬২ তে, কোন জায়গায় হয়েছে ৬৩ তে কোন জায়গা হয়েছে ৬৪তে, কোন জায়গায় হয়েছে ৬৫ তে কোন জায়গাতে হয়েছে ৬৬ তে, কোন জায়গাতে হয়েছে ৬৭ এবং আর কোন জায়গাতে হয়েছে ৬৮ তে। ত্রিপুরা এজে হোল একটা ইউনিট অতএব সেই দিক দিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে নূতন হারে যদি খাজনা নির্ধারিত হয় তা হলে কোন সময় থেকে সেটা ত্রিপুরাতে প্রবর্ত্তিত হবে। এবং সেখানে কৃষকদের কাছে একটা বিরাট পরিমাণ খাজনা বকেয়া পড়ে আছে, এই খাজনা কৃষককুলের পক্ষে এক সাথে দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব বিধায় কৃষক এবং জনসাধারণের মধ্যে থেকে একটা দাবী উঠেছিল যে আমরা এক সাথে সমস্ত খাজনা দিতে পারব না কাজেই

আমাদের খাজনা দিতে হলে কিস্তিতে দিতে হবে এবং সেজন্য কিস্তিতে দেওয়ার বিধান করতে হবে। তবে আমাদের বর্ত্তমানে বিধানে কিস্তিতে খাজনা দেওয়ার কোন বিধান নেই। তাই আজকে এই আইনকে সংশোধন করে প্রত্যেকটি কৃষক যাতে তাদের বকেয়া খাজনা কিস্তিতে দিতে পারে তার সুবিধার জন্য এখানে আমাদের বর্ত্তমান আইনকে এ্যামেণ্ড করতে চাওয়া হয়েছে। এই এ্যামেণ্ডমেন্টকে হাউস যদি সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেন, তাহলে বর্ত্তমানে আমাদের কৃষকেরা তাদের বকেয়া খাজনা দেওয়ার ব্যাপারে যে অসুবিধায় পড়েছেন, তাদের উপর যে বোঝা আছে সেটা দূর করার পক্ষে সহজ সমাধানের একটা পথ খুঁজে পাওয়া যাবে এবং তাদের বোঝা লাঘব হবে। আশা করি হাউস এটাকে সমর্থন জানাবে। এর সাথে সাথে আমি আরও কতকগুলি বিষয়ের প্রতি আমাদের হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, সেটা হল অনেক জায়গাতে ফ্লাড হয়েছে, তাতে অনেক ছোট ছোট কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের পক্ষে এক সাথে খাজনা দেওয়া আরও সাংঘাতিক অবস্থা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই খাজনা দেওয়ার জন্য তাদের যেসব সম্পত্তি আছে সেগুলি যদি নীলামে উঠে তাহলে আজকে একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে তাই এই আইনকে সংশোধন করার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে এবং ত্রিপুরার মানুষ সেটা অনুভব করছেন। তারপরে এর আগেও এই হাউসের মধ্যে তাদের খাজনা যাতে কিস্তিতে দেওয়া যেতে পারে সেজন্য একটা প্রস্তাব আনা হয়েছিল। কাজেই এইগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে এই এ্যামেণ্ডমেন্ট এই হাউসের কাছে আনা হয়েছে, আমি আশা করব হাউস এ্যামেণ্ডমেন্টকে সমর্থন করে কৃষকদের উপর খাজনার যে বোঝা চেপেছে সেটা লাঘব করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এবং ইতিপূর্ব্বেই এই হাউসে কিস্তিতে যাতে দিতে পারে এই প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করেছিলাম এবং সেই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতেই এই আইনকে সংশোধন করে প্রকাশিত হল এবং সেই অনুসারেই এই সংশোধন হাউসের সামনে সংরক্ষিত করা গেল যাতে হাউস এ প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে কৃষককুলের বোঝাটাকে লাঘব করেন এই আশা আমি পোষণ করি।

Mr. Speaker :—Any member can speak on this now.

Shri Promode Ranjan Dasgupta :—স্পীকার স্যার, ল্যাণ্ড রেভিনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফর্মস্ অ্যাক্ট, ১৯৬০কে অ্যামেণ্ডমেন্ট করবার জন্য যে প্রস্তাব এই হাউসের সামনে আনা হয়েছে আমি সেটাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেটা অনেক পূর্ব্বেই করা উচিত ছিল কারণ ল্যাণ্ড রেভিনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফর্মস্ অ্যাক্ট ১৯৬০ সেটা আমাদের বিধানসভায় কোন অবস্থায়ই পাশ হয় নি। পরবর্তীকালেও কোন অ্যামেণ্ডমেন্ট হয় নি। সেটা হয়েছে পার্লামেন্ট এবং সেই অ্যাক্ট ত্রিপুরাতে প্রযোজ্য হয়েছে। যেহেতু তখন আমাদের বিধানসভা ছিল না সেইহেতু ত্রিপুরার জন্য সমস্ত আইন প্রণয়ন হত পার্লামেন্টে। কিন্তু ল্যাণ্ড রেভিনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাক্টের যে লুপহোলগুলি আছে সেগুলি এ্যামেণ্ডমেন্ট এনে আরও আগেই দূর করা উচিত ছিল। তবে আমার মনে হয় যে ত্রিপুরা সরকার একটা কনফিউসনে ছিলেন যে পার্লামেন্টে যে অ্যাক্ট পাশ হয় সেটা অ্যামেণ্ডমেন্ট পার্লামেন্ট করবে না ত্রিপুরা সরকার করবেন সেই সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমাদের ৬৯-৭০ অ্যাক্টে প্রভিশান আছে যে আমাদের সেভেন্থ সিডিউলড কনকারেন্ট লিষ্ট অনুসারে আমরা এইখানে বিলও আনতে পারি,

অ্যামেণ্ডমেন্টও আনতে পারি এবং ত্রিপুরার জনসাধারণের আশা আকাঙ্খাকে সামনে রেখে সেগুলি আনা আশু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পার্লামেন্টের কতগুলি বিল ত্রিপুরায় চালু আছে যেগুলি দেখলে মনে হয় আমরা কি মান্ধাতার যুগে আছি নাকি? ১৯২৫ এর ব্রিটিশ আমলের যে অ্যাক্ট ত্রিপুরায় চালু হয়েছিল সেটা আজও আছে কিন্তু অ্যামেণ্ডম্যান্ট হচ্ছে না। যার জন্য কো-অপারেটিভ ফেল করেছে। সেটার অ্যামেণ্ডমেন্ট বহু পূর্ব্বেই আনা উচিত ছিল। কারণ ভুবনেশ্বরে যে টেন পয়েন্ট প্রগ্রাম আমাদের ছিল সেখানে সমবায়ের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ কিভাবে রূপায়িত করব এবং সমাজের নীচের স্তরের লোককে কিভাবে ডিষ্ট্রীবিউশান অব ওয়েলথ করা হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের চিন্তার বিষয়। কিন্তু এই ১৯২৫ সালের অ্যাক্টে ডিষ্ট্রীবিউশন অব প্রডাকশনকে কনট্রোল করার কথা নেই। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই অ্যাক্টের যাতাকলে আমরা এখনও আছি। বোম্বে মানি লেণ্ডার্স যখন তৈরী হয়েছিল তখন সেটা মহারাষ্ট্র আর গুজরাটেই ছিল। কিন্তু আজাকে সেই অ্যাক্ট মহারাষ্ট্র বা গুজরাটেও নাই। সেটা আছে চীনাবাদাম যারা বিক্রি করে তাদের ঠোঙার মধ্যে। স্যাট শুড বি অ্যামেণ্ডেড। তার পর পঞ্চায়েত অ্যাক্ট ৫৪ সালে হয়েছিল। আজ থেকে ১৫ বছর আগে সেটা চালু করা হয়েছে। কিন্তু সেই অ্যাক্টের যাতাকলে আমরা এখনও আছি। ইউ, পি, বিরাট প্রদেশ। ত্রিপুরা তার একটা ডিষ্ট্রিক্টের চেয়েও ছোট। সেখানকার অ্যাক্ট এখানে চালু করার অর্থ হচ্ছে গাধা দিয়ে ঘোড়ার কাজ করানো। যেটা সম্ভব নয় সেটাই করাবার চেষ্টা হচ্ছে। সেটা হচ্ছে আন-রিয়েলিসটিক। তৎকালে যেহেতু আমাদের বিধানসভা ছিল না সেই হেতু আমরা সেইগুলি করতে পারি নি। পার্লামেন্ট থেকে বা অন্যান্য প্রদেশ থেকে এইগুলি একষ্টেনডেড করা হয়েছিল। ত্রিপুরার সঙ্গে তার কোন সঙ্গতি নাই। একটা কোয়েশ্চান আছে যে আমাদের যে সেক্রেটারীরা, দে আর নট কম্পিটেন্ট এনাফ টু ফ্রেম অব প্রিপেয়ার এ বিল অর অ্যামেণ্ডমেন্ট। আপনারা যদি পার্লামেন্টের বিল দেখেন তাহলে দেখবেন যে লোক সভার বিল সেক্রেটারীরা বিল ড্রাফট করছেন। হাতীর চোখ ছোট, মাহুত তাকে চালায়। সে জানেনা তার ক্ষমতা। সেই ক্ষমতা সম্বন্ধে হাতী যে কিছুটা সজাগ হয়েছে সেজন্য আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমি আশা করি যে দ্রুত আমরা এইসব এ্যামেণ্ডমেন্ট রূপায়িত করে ত্রিপুরার জনসাধারণের আশা আকাঙ্খাকে পূরণ করতে পারব। আমি বলেছি যে এইরকম বিল অনেকগুলি আমরা আনতে পারি। জুনিয়ার সিভিল সার্ভিস বিল আমরা আনতে পারি। আর্টিকেল ফোরটি ওয়ানে প্রভিশন আছে যে আমরা জুনিয়ার সিভিল সার্ভিস রুলস ফ্রেম করতে পারি। কিন্তু আমরা সেটা করছি না।· আমাদের ছেলেরা ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে যায়। সেখানে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে পরীক্ষা হয়। অন্যান্য প্রদেশের ছেলেদের সঙ্গে তারা সমস্ত পোষ্টে পরীক্ষা দিয়ে চাকরী পায়না। সুতরাং আমাদের ছেলেদের চাকুরীর সুবিধাটুকু পর্য্যন্ত আমরা দিতে পারিনা। তাই আমি বলব যে আজকে দিন এসেছে যে ত্রিপুরার ছেলেদের সুযোগ দেওয়ার জন্য অ্যাক্টে যেখানে প্রভিশন আছে সেখানে সুযোগ দিতে হবে। কারণ মানুষের নেচার হচ্ছে যে সে যদি ক্ষমতা পায় তাহলে আরও ক্ষমতা চায়। কিন্তু আমরা চাওয়ার পরিবর্ত্তে যেন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছি। মাথা ভিতরে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা ক্ষমতাকে

আদায় করতে জানিনা। এই বলে আমি এই সংশোধনীকে আবার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই এল, আর, ১৯৬০ এর উপর আরও অ্যামেণ্ডমেন্ট ভবিষ্যতে আসবে সেই আশা নিয়েই আমি এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বহুদিন পরে ভূমি রাজস্ব আইনের সংশোধনী এখানে আনা হয়েছে। তার জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং এই সংশোধনী প্রস্তাবটিকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। শুধু এটা নয়, আরও সুযোগ সুবিধা আমরা জনসাধারণকে দিতে পারতাম। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভা যদি পূর্ণাঙ্গ বিধানসভা না হয় তাহলে সেগুলি সম্ভব হচ্ছে না। পূর্ণাঙ্গ বিধানসভা হলে আরও ক্ষমতা থাকত। কিন্তু সেটা না থাকার ফলে অনেক কিছুই আমরা করতে পারছিনা। কাজেই আমি এই অনুরোধ রাখব যে পূর্ণাঙ্গ বিধানসভার জন্য যেন আমাদের সরকার চেষ্টা করেন। আমার আর একটা অনুরোধ যদিও সেটা আইনে নাই, তবুও ত্রিপুরার কৃষকদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে তাদের খাজনা, নজরানা, ঋণ, ইত্যাদি যা আছে সেগুলি মকুব করা দরকার। সেজন্য আমি মকুবের প্রস্তাবটা এখানে রাখছি। তাছাড়া খাজনা নজরানা যা বৃদ্ধি হয়েছে সেগুলি কমানো উচিৎ। আর যেখানে আবাদযোগ্য জমি রিজার্ভ করেছে এলাকার ভিতরে পড়েছে সেই সমস্ত জমি রিজার্ভ মুক্ত যাতে করে দেওয়া হয় সেজন্য আমি প্রস্তাব রাখছি। এছাড়া ত্রিপুরার তপশীল উপজাতি সমস্ত দিক দিয়ে অনুন্নত। তাদের যদি উন্নত করতে হয় তাহলে তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা এমন কি উপজাতি প্রধান এলাকাগুলি যাদের স্বায়ত্বশাসনাধীন হয় এবং উন্নয়নমূলক সমস্ত কাজের দায়িত্ব যাতে দেওয়া হয় তার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি ল্যাণ্ড রেভিনিউর উপর বলুন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—আমি আর বিশেষ বলছি না। এই সংশোধনী বিলটি সমস্ত লোকের উপকারের জন্য ব্যবহার করা হবে এই আশা নিয়েই আমি প্রস্তাবটিকে সমর্থন করছি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাক্টের উপর সংশোধন এনেছেন সেজন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রমোদ বাবু একটা কথা বলেছেন যেটা আমিও সমর্থন করি। কো-অপারেটিভ অ্যাক্ট বোম্বে মানি লেণ্ডার্স অ্যাক্ট, পঞ্চায়েত অ্যাক্ট প্রভৃতি কতগুলি পুরানো অ্যাক্ট এখনও এখানে চালু আছে। কিন্তু ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে এইগুলি এখন বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। সেজন্য এই অ্যাক্টগুলির সংশোধন দরকার। পূর্বে উত্তর প্রদেশের অ্যাসেম্বলীর রুলস অনুসারে আমাদের অ্যাসেম্বলীর বিজনেস কণ্ডাক্ট করা হত। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলী তার নিজস্ব রুল করে নিয়েছে। কাজেই বহুদিনের পুরানো আইনগুলির সংশোধন হোক সেটাই আমাদের সমস্ত সদস্যদের কাম্য। কিন্তু এখানে একটা বিষয়ের প্রতি আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে এই ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যামেণ্ডমেন্ট বিলটি হাউসে ইনট্রডিউস করা হয়েছে ৭ তারিখে এবং ৮ তারিখে দেওয়া হয় ফর পাসিং। সুতরাং অ্যামেণ্ডমেন্টটা যে কি ধরণের হচ্ছে না হচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারলাম না। কাজেই এই সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার স্কোপও কম। হয়ত আমরা পাশ করে দিলাম। কিন্তু বিষয়টা যে কি সেটা বিশদভাবে জানতে পারলাম না। সেজন্য আমি অনুরোধ করছি যে আমাদের যে একটা ডেলিগেটেড

লেজিশলেশন কমিটি আছে তার মারফতে যদি এ্যামেণ্ডমেন্টগুলি আসে অথবা তার জন্য সাফিসিয়েন্ট টাইম যাতে আমাদের দেওয়া হয় যাতে আমরা নিজেদের অভিমত যথাসময়ে হাউসের মধ্যে রাখতে পারি এবং এর সঙ্গে আমি আশা করি যে যদি কোন এ্যামেণ্ডমেন্ট আসে তাহলে সেটা কমিটি অন ডেলিগেটেড লেজিশলেশনের মারফত যেন আসে। এই আশা রেখেই মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এই বিলটি সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার :—ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই এটা শর্টার নোটিশে আনা হয়েছে। ভবিষ্যতে আপনার অনুরোধ রক্ষা করা যাবে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ :—অনারেবল স্পীকার স্যার, আজকের হাউসে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এমন একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল এনেছেন যার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। আমাদের ত্রিপুরায় মহারাজের আমলে যে আইনগুলি ছিল সেগুলি তার নিজের প্রয়োজনে ছিল এবং আমাদের ভারতবর্ষের জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্রিটিশ আমলের আইনগুলি তৈরী হয় নাই। সেগুলি হয়েছে ১৯৪৭ সালের পর থেকে। ত্রিপুরার জন্য যে আইন করা হয়েছে এইগুলি পাশ হয়েছে পার্লামেন্টে। আজকে আমরা আনন্দিত যে আমরা নিজেদের আইন রচনা করবার ক্ষমতা আমরা নিজেরাই পেয়েছি। কৃষকদের কাছ থেকে যেসব অভাব অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে তারই ভিত্তিতে এই এ্যামেণ্ডমেন্ট করা হয়েছে। ত্রিপুরায় ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাক্ট যেটা পুরাপুরি ভাবে প্রযোজ্য হতে পারে নাই। তার ডিফেক্টগুলি দূর করতে গিয়েই এই এ্যামেণ্ডমেন্ট বিলটি আনা হয়েছে। আজকে যে মেকানাইজ ওয়েতে পৃথিবী চলছে তার সংগে তাল মিলিয়ে চলবার জন্য আইনের যে প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা আমাদের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন। অতএব প্রথম ধাপ হিসাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আইনটা এনেছেন সেটা সময়োপযোগী এবং আশা করবে যে, সেই আইনগুলি বাইরে থেকে আনা হয়েছে তার লুপহোলগুলি আছে সেগুলি বন্ধ করবার জন্যও তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। কিন্তু এই আইনের উপর বিতর্ক করতে গিয়ে এম, এল. এ. হিসাবে আমাদের যে কন্‌ট্রিবিউশন করার কথা সেটা আমরা পারিনি কারণ মাত্র গতকাল এই বিলটা এখানে ইন্‌ট্রডিউস করা হয়েছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে চিন্তা করে কিছু বলার মত কোন সুবিধা নাই। সেজন্য আমি অনুরোধ করব যে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৫ লক্ষ লোকের ভালমন্দ যে আইনের উপর নির্ভর করেছে সেটার উপর ভালরকম আলোচনার সুযোগ যাতে দেওয়া যেতে পারে সেইদিকে হাউস দৃষ্টি রাখবেন। যাই হোক আমি এই বিলের প্রতি আমার সমর্থন জানাচ্ছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীনরেশ রায় :—অনারেবল স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস এক্টের যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন, আমি তাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করি এবং এটাকে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সত্য কথা যে সার্ভে অপারেশনের দরুণ প্রায় গত ১২ বছর যাবত ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের খাজনা বাকী পড়ে আছে। তার ফলে তাদের এমন একটা অবস্থার সম্মুখীন

হতে হয়েছে যে এই খাজনা তাদের কাছে থেকে কি করে আদায় করা যাবে এবং সেই খাজনা কি করে তারা সরকারের কাছে থেকে রেহাই পাবে তার জন্য একটা অনুসন্ধান তারা করতে ছিল। ঠিক এই মুহূর্তে একদল সুযোগ সন্ধানী মানুষ তারা ত্রিপুরার কৃষক সমাজের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করতেছিল। তারা সেখানে প্রচার করতে লাগল যে একামাত্র ত্রিপুরা সরকারের দোষে এবং সার্ভে সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টের দোষে ত্রিপুরাতে কৃষকদের খাজনা গত ১২ বছর যাবত বাকী পরে আছে। অতএব কৃষকবন্ধুগণ তোমরা সাবধান হও এবং সরকারের বিরুদ্ধে মুভমেন্ট ঘোষণা কর। যদি এই সমস্ত খাজনা একেবারে না দেওয়া যায় অথবা এই খাজনাকে যদি বিভিন্ন কিস্তিতে দেওয়া হয় এইভাবে ত্রিপুরার কৃষককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা একদল সুযোগ সন্ধানী মানুষ ঠিক এই রকম একটা মুহূর্তে করেছিল। কিন্তু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, এই এ্যাক্টের এ্যামেণ্ডমেন্ট করার যে বিল এখানে এনেছেন তাতে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি কৃষক একটা সুস্থ পরিবেশের মধ্যে আসবে বলে আমরা মনে করতে পারি। তাই সেই সঙ্গে কৃষকরাও মনে করবে যে আমরা ত্রিপুরা সরকারের কাছে থেকে আমাদের অনেক দিনের যে ন্যার্য্য দাবী সেটা আমরা পেয়েছি। এটার একটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কেননা ত্রিপুরার কৃষকদের অনেকদিন ধরে যে খাজনা বাকী পড়ে আছে সেটা তাদের পক্ষে এক সাথে দেওয়ার পক্ষে কষ্টকর হত, সেজন্য তারা যদি খাজনা এক সাথে না দিয়ে বিভিন্ন কিস্তিতে দিতে পারে তাহলে সেটা আমাদের কৃষকদের একটা আর্থিক দিক দিয়ে সুবিধা হবে। আর সেজন্য তারা সরকারের কাছে রিপ্রেজেনটেশনও দিয়েছেন, সরকার তাদের সেই রিপ্রেজেন্টেশন এর কথা চিন্তা করে, আজকে শেষ মুহূর্তে এই যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন তাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুসী হয়েছি। কিন্তু একটা লক্ষ্যণীয় ব্যাপার যে, যে মুহূর্তে সরকার ত্রিপুরার কৃষকদের একটা সুস্থ পরিবেশে আনবার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন ঠিক সেই মুহূর্তে একদল সুযোগ সন্ধানী মানুষ চেষ্টা করছে যাতে করে সরকারকে তাদের পাথেও থেকে কিভাবে আরও বিভ্রান্ত করা যায়। সেজন্য আমি মনে করি এই এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল হাউসের মধ্যে এনেই সরকারকে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না।

তার সাথে সাথে এইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে করে এই সব সুযোগসন্ধানী লোক আমাদের কৃষককে বিভ্রান্ত করতে না পারে। এছাড়া আমি আর একটা কথা এখানে বলব সেটা হল এই ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস্ এ্যাক্টের মাধ্যমে যাতে যারা প্রকৃত কৃষক সেই ট্রাইবেল হউক আর নন-ট্রাইবেলই হউক তাদের হাতে যেন জমির মালিকানা থাকতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে সেজন্য আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। আজকে যারা সমাজের মধ্যে প্রকৃত কৃষক যারা লাঙ্গল দিয়ে ক্ষেতে খামারে কাজ করে আমাদের খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করে, তাদের ন্যায্য পাওনা সেই জমি সেটা তাদের হাতে আমাদের তুলে দিতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার এখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট এর এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করছি। এই বিল আনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়

তার যে অবজেক্ট এ্যাণ্ড রিজনস এখানে বিবৃত করেছেন। কারণ এই যে আইন ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ রিফর্মস এ্যাক্ট ১৯৬০, এটা আমাদের পার্লামেণ্ট প্রণয়ন করেছেন এবং আমি যতটুকু জানি যে আজকে ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশে যে ভূমি আইন চালু আছে, সেগুলির সহিত আমাদের যে ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট এর তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাব এই আমাদের এই আইনটা সবচেয়ে বেশী প্রগতিশীল। যে আইনের দ্বারা যারা প্রকৃত কৃষক এবং যারা লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করে তাদেরকে জমিতে মালিকানা দেওয়ার যে ব্যবস্থা বা চেষ্টা এবং উদ্দেশ্য আমরা এই আইনের মধ্যে দেখতে পাই। কাজেই স্বাধীন ভারতের অর্থনীতি আজকে বিশেষভাবে এই কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং সেজন্য কৃষক এর হাতে জমির মালিকানা তুলে দিয়ে কৃষকদের উন্নতির জন্য, দেশের উন্নতির জন্য এবং দেশের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদকে শক্ত করে গড়ে তোলার জন্য এটা আজকে অত্যন্ত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু ত্রিপুরাতে এই আইন চালু থাকায় আমাদের এই ব্যবস্থা করার দিক দিয়ে সেখানে কতগুলি অসুবিধা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তার মধ্যে আমাদের যেটা প্রধান সমস্যা সেটা হল ত্রিপুরাতে কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ মাত্র ১০ লক্ষ একর। কিন্তু ত্রিপুরার লোক সংখ্যার শতকরা ৯৯ জনই হল আজকে কৃষিজীবী। অথচ তাদের হাতে জমি আমাদের তুলে দিতে হবে।

কিন্তু আমাদের এখানে জমির যে সিলিং সর্ব্বোচ্চ সীমা আমাদের এই আইনে নির্ধারিত আছে সেটা ত্রিপুরার কৃষক এবং কৃষি জমির অনুপাতের দিক দিয়ে খুব বেশী, তাকে কমিয়ে আনার প্রয়োজন আছে। এবং এখানে যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এনেছেন সেটা আনার কারণ হচ্ছে সেকশান ১(৯৮) অব দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ এ্যাণ্ড ল্যাণ্ডরিফর্মস এ্যাক্ট ১৯৬০ প্রভাইডস ফর লেয়িং অব রুল্‌স মেড আণ্ডার দ্যাট এ্যাক্ট বিফোর ইচ হাউস অব দি পার্লামেণ্ট। কাজেই আইনের প্রভিশান হল কোন রুল্‌স যদি তৈরী করতে হয় তাহলে সেটাকে পার্লামেণ্টের উভয় সভাতে লেইড করতে হবে

এই আইনের প্রভিশন হল যে কোন রুলস যদি তৈরী করতে হয় তাহলে পার্লামেণ্টের সভাতে সেটাকে লে করতে হবে এবং একটা সেসন অথবা একাধিক সেসনে ৩০ দিনের জন্য সেটা সেখানে লেড থাকবে এবং সেই আইন যখন তৈরী হয় তখন আমাদের ত্রিপুরায় বিধান সভা ছিল না। কিন্তু এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার। সুতরাং পার্লামেণ্ট আমাদের ত্রিপুরার কৃষকদের স্বার্থে যে সংশোধন প্রয়োজন হবে সেটা পার্লামেণ্ট করে দেবে সেটা আমরা আশা করতে পারি না, অন্যান্য কাজকর্ম ফেলে রেখে তারা সেটা করতে পারে না। সেজন্য এখানে ক্ষমতা চাওয়া হয়েছে যাতে ত্রিপুরার বিধানসভা ল্যাণ্ড রেভিনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফর্ম এ্যাক্টের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারে এবং সেই সংশোধন যাতে ত্রিপুরার কৃষকের এবং কৃষির স্বার্থে হয় এবং আমাদের যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে আমরা আদর্শ হিসাবে নিয়েছি এবং আজকের যে শ্লোগান, 'লাঙ্গল যার জমি তার' সেটা করতে গিয়ে আমরা কৃষকদের হাতে জমির মালিকানা তুলে দেব এবং জাতির ভবিষ্যতকে আমরা উজ্জ্বল করে তুলব, আমাদের অর্থনীতিকে মজবুত করব, সেই উদ্দেশ্যকে যদি সাফল্যমণ্ডিত করতে হয়, তাহলে এই যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট যেটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এনেছেন, যার ফলে আমরা কৃষকদের স্বার্থে কাজে লাগতে পারব

এবং যারা কৃষকদের হাতে জমির মালিকানা ছেড়ে দিতে চায় না এবং যারা ছলে বলে কৌশলে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায় সেই সমস্ত শক্তিকে আমরা রুখতে পারব। সেই উদ্দেশ্য যে সংশোধন প্রয়োজন সেই সংশোধনী বিল আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এনেছেন এবং সেজন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এবং সরকারকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এই এ্যামেণ্ডমেন্টকে সমর্থন জানাচ্ছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকারঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে ল্যাণ্ড রেভিনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফর্মস্ অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিলটা আমাদের চীফ মিনিষ্টার এনেছেন, সেটা সত্যি আনন্দের কথা। কারণ মুখ্যমন্ত্রী অনুভব করেছেন যে ত্রিপুরার কৃষক বা ত্রিপুরার ভূমিহীনদের মনের কথা যা আমরা হাউসে বলেছি সেইগুলি জেনেশুনেই আজকে ল্যাণ্ড রেভিনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফর্মস্ বিল আনা হয়েছে। এটা উনি স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরার জন্য এটা সংশোধন করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। মাননীয় সদস্যগণ অনেক কিছু বলেছেন এবং আমাদের রাধিকাবাবু একটু আগে বলেছেন যে পার্লামেন্টে যদি এটা করতে হয় তাহলে অনেক দেরী লাগবে। সেজন্য আমি বলব যে, যে শুভ প্রচেষ্টা তিনি করেছেন এবং আমাদের হাউসের সামনে যে বিলটি এনেছেন তা যেন তাড়াতাড়ি ত্রিপুরায় প্রযোজ্য হয়। তার কারণ হল, কৃষকরা এখন যে খাজনা দিচ্ছে সেটা তারা কিস্তিতে দিতে পারছে না এবং তারা যদি কোন কৃষি ঋণ বা এই জাতীয় কোন কিছু টাকা সরকারের কাছ থেকে নিতে চায় তাহলে তাদের বলা হয় যে ৪৷৫ বছরের যে খাজনা বাকী পড়েছে সব টাকা মিটিয়ে দিয়ে তহশীল কাছারী থেকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না চেক সে নিতে পারছে ততক্ষণ সে কৃষি ঋণ পাবে না। ফলে হচ্ছে কি, যেখানে নাকি ২০০ টাকা পাচ্ছে কৃষি ঋণ সেখানে বকেয়া খাজনার টাকাটা পরিশোধ করে মাত্র ১০০ টাকা সে বাড়ীতে নিয়ে গেল। তার বেশীর ভাগ টাকাই রাজস্ব খাতে চলে গেল। রিক্লেমেশন থেকে স্থরু করে যে কোন টাকাই সরকারের কাছ থেকে নিতে হলে তহশীল থেকে তার ক্লিয়ারেন্স সাটীফিকেট লাগে। ফলে পাঁচ বছরের খাজনা আগেই নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। স্থতরাং আমি এই অ্যামেণ্ডমেন্টকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য যে বিলম্বে হলেও গরীব কৃষকের মনের কথাটা এই হাউসে রূপ পেয়েছে। সেটা যেন তাড়াতাড়ি প্রযোজ্য হয় এই আমার অনুরোধ।

রাধিকা বাবু যে কথাটা বলেছেন যে ত্রিপুরার কৃষকদের ভূমির পরিমাণ নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হোক সেটা আমার মনে হয় যে পরিমাণ এখন নির্দ্ধারিত আছে সেটার যদি পরিবর্ত্তন করা না হয় তাহলে ত্রিপুরার ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়াই বিশেষ কষ্ট হবে। বন্দোবস্ত দেওয়াও ব্যাহত হচ্ছে। যেখানেই জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হোক না কেন, চাই শহরে, চাই গ্রামে, চাই টীলায় বা জংগলে, জংগলে দিলেও ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট যতক্ষণ তার মন্তব্য না দিচ্ছে যে 'হ্যাঁ তুমি দিতে পার' ততক্ষণ পর্য্যন্ত এস, ডি, ও, বা কালেক্টর চুপ করে বসে থাকে। কারণ তারা সরকারী কর্ম্মচারী। কেন যাবে ডি, এফ, ও বা সি, এফ, ও, কে রিমাইণ্ডার দিয়ে চেষ্টা করবে কেন? তাই বলব, যে শুভ প্রচেষ্টা চলছে সেটা যেন তাড়াতাড়ি কার্যে রূপায়িত করা হয়। তার কারণ আইনে বলা হয়েছে যে জমিদার, তালুকদার, এইসব কিছুই নাই। ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া হবে। কৃষককে বাঁচাতে হবে। কারণ ত্রিপুরাকে বাঁচাতে হলে একমাত্র কৃষকের মাধ্যমেই

যা কিছু করতে হবে। কিন্তু জমিদারী গেল, তালুকদারী গেল, আইনও পাশ হল, এখন যদি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের অনুমোদন লাগে তাহলে দেখা যায় এখানে আর একটা জমিদারের সৃষ্টি হচ্ছে। আর একটা কথা হল, ভূমিহীন যারা তারা ভূমি সংগ্রহের জন্য বনে জংগলে যায়। এখন সেখানে যদি তাকে ভূমি না দেওয়া হয় তাহলে এই আইন করে লাভ কি হল ? তাই আমি বলছি যেখানে কৃষির উপযোগী ভূমি পাওয়া যাবে, যেখানে বসতি স্থাপন করা হবে সেখানে যাতে তাদের অধিকার দেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণ কাজটা যাতে কালেক্টারের মারফতে করা হয় সেই চেষ্টা করতে হবে। মধ্যখানে যেন আর একজনের মারফতে করতে গিয়ে এই আইনে শুভ উদ্দেশ্যকে ব্যাহত না করা হয়। যেখানে কৃষক তার গরু বিক্রি করে, জমি বিক্রি করে খাজনার টাকা দিচ্ছে সেখানে এই আইনটা যাতে অতি দ্রুত করা হয় সেই অনুরোধ আমি সরকারকে করব।

তাছাড়া আরও বলছি, আজকে যারা ত্রিপুরায় আসছে, বা আছেন, বহুকাল ধরে বনে জংগলে বসবাস করছেন, তাদের যে যেখানে আছেন, যে জায়গা তারা দখল করে আছেন, তাদের যেন সেই সমস্ত জায়গার অধিকার দেওয়া হয়, অন্যের মাধ্যমে নয়, জমিদারের মাধ্যমে নয়, ফরেস্টের মাধ্যমে নয়, এই বলেই আমি এই এ্যামেণ্ডমেন্টকে আনন্দ সহকারে গ্রহণ করছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে আজকে এই এ্যাসেম্ব্রীতে ল্যাণ্ড রেভিন্যু এবং ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্টের সংশোধনী প্রস্তাব দাখিল করেছেন, তা আনন্দের বিষয় এবং ত্রিপুরার চাষী এবং গরীব কৃষকদের পক্ষ থেকে আমি তার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বাস্তবিক এটা আনন্দের বিষয়। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসে ল্যাণ্ড রেভিন্যু এবং ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্টের ১৯৮ ধরার সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আমি সেটা সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এইজন্য যে এই ধারাটা সংশোধন হলে পরে এতে ভূমিহীন কৃষক যারা আছেন তাদেরকে তাদের ভূমি দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যে বাধা, আইনের ফেকড়া আছে সেটা দূরীভূত হবে বলে আমি মনে করি। এরপর আণ্ডার রায়ত যাদের সরকার সুযোগ সুবিধা দিতে চাইছেন, আইনের ফ্যাকড়ার দরুণ তারা সেটা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সেটা আর থাকবে না, এছাড়া কুরফা রায়ত যারা ত্রিপুরা রাজ্যের সেটেলমেন্ট রিপোর্ট অনুসারে বলা হচ্ছে ১৩,০০০ সেই কুরফা রায়তদের তাদের জমি, যে জমিতে তারা এখন আছে, সেটার মালিক হচ্ছেন সেই জোতদার, সেই জমির পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ১৫ হাজার একর-এর মত, এই ধারাটা সংশোধিত হলে পরে এইরকম জুমিয়া পুনর্বাসন, ভূমিহীনদের পুনর্বাসন, এবং আণ্ডার রায়তদের জমির অধিকার, কুরফা রায়তদের জমির অধিকার দেওয়া যাবে তার মধ্যে আইনের কোন ফ্যাকড়া থাকবে না। তাছাড়া

ইনষ্টলমেণ্টে যে খাজনা নেওয়ার জন্য আমার রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্যরা জোরদার আলোচনা করেছেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বিষয় চিন্তা করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ল্যাণ্ড রেভিনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফরমস্ এ্যাক্টের যে ১৯৮ ধারা সংশোধনী এনেছেন, তাকে সেইজন্য আমি অভিনন্দন জানাই এবং সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা। আপনি পাঁচ মিনিটে শেষ করবেন অনুগ্রহ করে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—আমি পাঁচ মিনিটে শেষ করতে চেষ্টা করব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ল্যাণ্ড রিফরমস্ এবং ল্যাণ্ড রেভিনু এ্যাক্টের এমেণ্ডমেণ্ট যে এনেছেন, এই ধরণের বিল বা এ্যামেণ্ডমেণ্ট আজকে আমরা এই প্রথম দেখতে পেলাম। এই এ্যামেণ্ডমেণ্টের দ্বারা ত্রিপুরার যে কৃষক সমাজ তাদের যে ঋণের বোঝা, দুঃখ দুর্দ্দশা কতটুকু ঘুচবে আমি বলতে পারি না, তবে এইটুকু বলতে পারব এই এ্যামেণ্ডমেণ্টদ্বারা তাদের যে দাবী, তার আংশিক পূরণ হতে চলেছে। ত্রিপুরার কৃষকদের সংঘবদ্ধ দাবীর আংশিক যে পূরণ হতে চলেছে, তারজন্য আমি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ আমরা জানতাম যে ত্রিপুরার যে কৃষক তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা দিনের পর দিন অবনতির দিকে চলেছে, তাদের ঋণের বোঝা বাড়ছে, তাদের উপর সরকারী জুলুম বাড়ছে, খাজনা, নজরানা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেটেলমেণ্ট অপারেশানের জন্য চার পাঁচ বছরের খাজনা তাদের জমে গেছে, তারা সেটা দিতে পারছে না, সরকারী বাহিনী তাদের জমি ক্রোক করার জন্য হাজির হচ্ছে। তারা আজকে অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে, তার থেকে এই কৃষক সমাজকে রক্ষা করার কোন আইন ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল না। আজকে এ্যামেণ্ডমেণ্ট আকারে যে তাদের জন্য একটা আইন করার চেষ্টা হয়েছে তারজন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীকে আবার ধন্যবাদ জানাব। কারণ কৃষকদের অবস্থা আজকে দিনের পর দিন অবনতির দিকে চলেছে এবং তাদেরকে রক্ষা করবার জন্য আমরা বিধান সভায় বকেয়া খাজনা মুকুবের জন্য ১২ হাজার সই সংগ্রহ করে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন কৃষকদের এ্যাপীল দিয়েছিলাম এবং সেখানে বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়েছিলাম যে এমন আইন এখানে করতে হবে যে আইন ত্রিপুরার কৃষক সমাজ-এর সহায়ক হবে, তাদের ফসল ফলাবার পক্ষে সহায়ক হবে, জীবন যাপনের পক্ষে সহায়ক হবে, তখন রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্যগণ কমিউনিষ্ট পার্টির সেই চীংকারকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমরা জানি শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত শতকরা ৯৫ জন-এর প্রতিনিধিত্ব করি, সভায় আমরা তিনজন সদস্য, তথাপি আমরা শতকরা ৯৫ জন জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করি, তার জন্য আমরা জানি কৃষকদের দৈনন্দিন অবস্থা কি, জীবিকার অবস্থা কি? আমরা দাবী করেছিলাম খাজনা মুকুব করার জন্য আমাদের মাননীয় রুলিং পার্টির সদস্যরা, বিশেষ করে আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী, পাখার নীচে বসে থাকেন, তারা কৃষকদের দুর্দ্দশার কথা, তাদের অভাবের কথা, তাদের উপর সরকারী কর্ম্মচারীদের জুলুমের কথা তাদের জানার কথা নয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার ফলে এই কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই আমি খুব বেশী বলব না। কৃষক সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন অবস্থার

আলোচনা উত্থাপন করেছি তবে সেই আলোচনা ফলপ্রসূ হিসাবে আমি এই এ্যামেণ্ডমেন্টকে ধরে নেব। ত্রিপুরার কৃষক এতদিন জমি চাষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৬ লক্ষ লোকের খাদ্য জুগিয়েছে, তাদের আংশিক হলেও, তাদের দাবীর সামান্যতম যে সুবিধা এই এ্যামেণ্ডমেন্টের মাধ্যমে হবে, এটা ত্রিপুরার কৃষক সমাজের ঐক্যবদ্ধ চেতনা, এবং ন্যায় সংগত দাবী আদায়ের প্রথম সোপান বলেই আমি মনে করি। তাই আমি এখানে ত্রিপুরার কৃষক সমাজকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারাবেল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধারা সংশোধন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বিরোধী দলের সদস্যরা যে বক্তব্য পেশ করেছেন, সেটা কিসের পরিপ্রেক্ষিতে পেশ করেছেন আমি তা বুঝতে পারলাম না। ল্যাণ্ড রিফরমস ত্রিপুরায় হয়েছে এবং ত্রিপুরায় ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্ট সেটা ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্ট। তার কারণ হল যে বর্গাদারএর যে সত্ব, ভারতবর্ষের অন্য কোন জায়গায় এইভাবে স্বিরীকৃত হয় নি। তারা সীম্পল মর্টগেজ পর্যান্ত দিতে পারেন না অতএব এই ল্যাণ্ড রিফর্মস্ সেদিক দিয়ে রাখা হয়েছে রিটেইনের জন্য ২৫ একরস এ্যাণ্ড এবাভ যদি ৫ জনের বেশী হয় তাহলে ৫০ একর পর্য্যন্ত রাখতে পারবেন এবং ইন্টারমিডিয়ারিজ যাতে লোপ করা যায় সেজন্য এই আইন করা হয়েছে। আগে জমিদার এবং তালুকদার ছিল জমির মালিক এখন যারা হাল চাষ করে জমিতে তারা হচ্ছেন জমির মালিক এবং যদি কেউ বর্গাদার থাকেন তাকেও ল্যাণ্ড এবিট করতে পারেন, সে সীম্পল মর্টগেজ দিতে পারবে তার জমি, সেটা উল্লেখ আছে এবং ওয়ান ফোর্থ এবং ওয়ান ফিফ্থ ৫ ভাগের ১ অংশ এবং ওয়ান ফোর্থ পর্য্যন্ত যে শস্য দেওয়ার বা ক্যাশে দেওয়ার বিধান সেটা আছে এটা ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে এই নিয়ে তারা এখন পর্য্যন্ত বঞ্চনা করেছেন তার থেকে অনেক শ্রেষ্ঠতম আমি বলব। তার কারণ হল এই ল্যাণ্ড রিফর্মস্ এ্যাক্টের দাবী ত্রিপুরার জনসাধারণের দাবী ছিল, সেখানে জমিদারী লোপ কর তালুকদারী উঠিয়ে দাও ইন্টারমিডিয়ারিজ উঠিয়ে দাও, আমাদের জমির মালিকানা দাও এই দাবীই ছিল এখানকার কৃষক এবং গরীব জনসাধারণের। তবে আমি জানি এই ধারাতে আরও অনেকগুলি আছে যেগুলি আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সংশোধনযোগ্য হলে তাকে সংশোধন করা হবে। কারণ আইন কখনও অনঢ় বা অচল নয়। পরিবেশের সাথে সাথে জনসাধারণের ইচ্ছাই হল আইন। অতএব সেই ইচ্ছা গণতন্ত্রে স্বীকৃত এবং আইনানুগভাবে সেই ইচ্ছা প্রকটিত হয় তার মধ্য দিয়ে আইন তৈরী হয়। অতএব এদিক দিয়ে ত্রিপুরার ভূমি সমস্যা হল এক বিরাট সমস্যা। একদিকে ট্রাইবেল রিজার্ভ আছে আর একদিকে অসংখ্য ভূমিহীন মানুষ আছেন এবং বর্গাদার আছেন, তাদের দাবী আজকে ঘোষিত হয়েছে। অতএব সেই অনুসারে আজ ত্রিপুরার ভূমি সমস্যার সমাধান কল্পে যে জমি আমাদের আছে বর্ত্তমানে ফসল উপযোগী এবং ফরেষ্ট রিজার্ভের মধ্যে এবং প্রটেকটেড ফরেষ্টের মধ্যে তা থেকে ফসল উপযোগী যে ভূমি, সেটা ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করার জন্য সুপারিশ যে কমিটি করেছেন, সেই অনুসারে আমরা

অগ্রসর হচ্ছি এবং সাথে আরও চিন্তা করতে হচ্ছে যে ট্রাইবেল যাদের জমি আছে তাদের ল্যাণ্ডকে মর্টগেজ দিতে পারেন না কারণ সেটেলমেন্টে সব চেয়ে বড় হল দান বিক্রি বন্ধ এবং সেটা দেওয়ার ক্ষমতা ট্রাইবেল রিজার্ভ আইন বলে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অতএব আমাদের সেই চিন্তা করতে হবে এবং তার মধ্যে কেবলমাত্র ফাইভ কমিউনিটিস—ত্রিপুরী, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং এবং হালাম আর অন্য যারা ট্রাইবেল যেমন মগ, চাকমা, গারো, কুকী এবং লুসাই প্রভৃতি আছে তারা এই ট্রাইবেল আইনে ট্রাইবেল নন। তাই আজকে চিন্তা করতে হবে যে তারাও ট্রাইবেল, তারাও ভূমিহীন তারাও জুমিয়া তাদেরকে কি অধিকার দেব সেটা আমি আশা করেছিলাম বিরোধী দল থেকে একটা সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হবে এই ট্রাইবেল ছাড়া যারা নন ট্রাইবেল ভূমিহীন আছেন এবং নন-ট্রাইবেল বর্গাদার আছেন, ট্রাইবেল বর্গাদার আছেন তাদের সুস্পষ্ট ঘোষণার যে নীতি তা তারা করবেন বলে আমি আশা করেছিলাম। আমি আরও আশা করেছিলাম যে বিরোধীদল এর মধ্য থেকে সুচিন্তিত মতবাদ দিয়ে ত্রিপুরার জনগণকে তারা যেখানে বলছেন যে লক্ষ লক্ষ পিটিশন তারা সংগ্রহ করেছিলেন, নিশ্চয় তার মধ্যে ভূমিহীনদের দরখাস্তও তারা পেয়েছেন, আর যারা নন-ট্রাইবেল বর্গাদার তাদের অধিকারও তারা পেয়েছেন। এবং ট্রাইবেল এলাকায় যারা বর্গাদার এই আইন বলে তারাও বর্গার অধিকারী, তার সম্পর্কে আমি আশা করি তারা একটা সুস্পষ্ট রায় ঘোষণা করবেন। তার ফলে আমরা কিছু সুনির্দিষ্ট পথ গ্রহণ করে ত্রিপুরার ভূমিহীনদের যে সমস্যা, বর্গাদারদের যে সমস্যা, কৃষকদের যে সমস্যা এবং উদ্বাস্তু ভাইদের যে সমস্যা যারা ঐ সমস্যাসঙ্কুল অঞ্চলে গত ১০।১২ বছর ধরে আছেন এবং সরকার তাদেরকে যে সমস্ত জায়গাতে বসিয়েছেন, তার সম্বন্ধে তাদের যে একটা মতবাদ সেটা এই হাউসের সামনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করবেন এবং তাদের সমাজের মধ্যে মর্য্যাদা দেওয়ার জন্য, ভূমি দেওয়ার জন্য তাদের যে সুনির্দ্দিষ্ট নীতি সেটা জেনে আমরা খুব আনন্দিত হব। অতএব এদিকে আমি তাদেরকে লক্ষ্য রাখতে বলব যে বর্ডারেও আমাদের যে সমস্ত জিরাতিয়া প্রজা আছে, তাদের যে ভূমি আছে সেই সম্পর্কে আমাদেরকে একটা চিন্তা করতে হবে। সেটা কি অকশান হবে না ভেষ্টেড টু দি গভর্ণমেন্ট হবে সেটা আমাদের চিন্তা করতে হবে। কারণ অকশান যদি তাহলে আমরা দেখেছি যে সেখানে যারা বিত্তবান আছেন, তাদের হাতে ঐ সব জমি চলে যাবে। কিন্তু আমাদের এটা ঠিক রাখতে হবে যে আমরা ভূমিহীনদের ভূমি দেব, ইন্টারমিডিয়ারিজ লোপ করব সেই অনুসারে কতজমি আমরা আমাদের হাতে রাখব এবং ৫ কাণি পর্য্যন্ত যারা জমি নিয়েছেন তাদের সম্বন্ধে আমরা কি ব্যবস্থা গ্রহন করব এবং যারা ট্রাইবেল তাদের জমি মর্টগেজ দিতে পারেন না বিক্রিও করতে পারেন না তাদের সম্বন্ধে আমরা কি করব ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের এই ভূমি সংস্কার আইন নিয়ে আরও গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। কারণ হল ত্রিপুরার মোট লোক সংখ্যার শতকরা ৮৫ জন লোকই ভূমিহীন এবং সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়ের।

Mr. Speaker :—I may extend some time if the House agrees.

(Voices—Yes, we agree).

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—অতএব এই সমস্ত দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। আজকে ভূমিহীনদের যে সমস্যা, জিরাতিয়া প্রজার যে জমি, তার যে সমস্যা সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য

আমরা নিশ্চয়ই রাখব এবং সুনির্দিষ্ট মত নিয়ে হাউস এই দিকে অগ্রসর হবেন সেটা আমি আশা করি এবং বিরোধী দলও এই দিকে সুনির্দিষ্ট মতবাদ জানিয়ে ত্রিপুরার ভূমিহীনদের যে সমস্যা সেই সমস্যাকে এবং কৃষকদের যে অভাব অভিযোগ সেগুলি কি করে দূর করা যায় সেই দিক দিয়ে সুনির্দিষ্ট মত ও পথ জানিয়ে আমাদিগকে সাহায্য করবেন সেটাও আমি আশা করি। এই দিক দিয়ে আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে ভূমির উপর বৃক্ষাদি কর্তন করার অধিকার লোকের ছিল না। কিন্তু এখন ভূমি আইনে যাবতীয় বৃক্ষাদি কর্তনের এবং পরিবহনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। অতএব আমি আশা করি যে আমরা এখানে যে সংশোধনী রেখেছি ত্রিপুরার কৃষকদের দুঃখ লাঘব করার জন্য, আশা করি হাউস এটাকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে সংশোধনীকে গ্রহণ করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The question before the House is that the Motion moved by Hon'ble Sachindra Lal Singh that the Tripura Land Revenue & Land Reforms (Amendment) Bill, 1969 (Bill No. 6 of 1969) be taken into consideration at once.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voices—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No voice)

Mr. Speaker :—I think AYES have it.

AYES have it. AYES have it.

The motion is carried.

Mr. Speaker :—Cl_2 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(No voice)

I think AYES have it.

AYES have it. AYES have it.

Mr. Speaker :—Cl_1 do stand part of the Bill.

A many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(No voice)

I think AYES have it.

AYES have it. AYES have it.

Mr. Speaker :—The Title do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say AYES.

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(No voice)

I think AYES have it.

AYES have it. AYES have it.

Mr. Speaker :—Next business is the Passing of the Tripura Land Revenue & Land Reforms (Amendment) Bill, 1969 (Bill No. 6 of 1969). I shall request the Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his motion for passing the Bill.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir I beg to move that the Tripura Land Revenue & Land Reforms (Amendment) Bill, 1969 (Bill No. 6 of 1969) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Sachindra Lal Singh that the Tripura Land Revenue & Land Reforms (Amendment) Bill, 1969 (Bill No. 6 of 1969) as settled in the Assembly be passed.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(No voice)

I think 'AYES' have it.

'AYES' have it. 'AYES' have it.

The Bill is Passed.

Mr. Speaker :—I have it in command from the Administrator that the Assembly do now stand prorogued.

PAPERS LAID ON THE TABLE

UNSTARRED QUESTION NO. 86

BY Shri Baju Ban Riyan

১। ত্রিপুরার দশটি মহকুমার মধ্যে [মহাকুমা ভিত্তিক] কোন কোন রেভিনিউ মৌজা ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ও মহকুমা ভিত্তিক এরিয়া কত ?

ANSWER

১। সংলগ্ন ক ও খ বিবরণীতে দেখান হইয়াছে।

NAME OF THE REVENUE MAUJAS WHICH FALL WITHIN THE TRIBAL RESERVE AREA (TRIPURA)

বিবরণী "ক"

Name of Sub-Division.	Name of Revenue Mauja
1	2
। খোয়াই	১। শান্তিনগর
	২। উত্তর প্রমোদ নগর
	৩। দক্ষিণ প্রমোদ নগর
	৪। তুইমিগ্রাবাড়া
	৫। করঙ বাড়ী অংশ
	৬। মহারাণীপুর
	৭। উত্তর ঘিলাতলী
	৮। দুর্গাপুর
	৯। লক্ষীনারায়ণপুর
	১০। দ্বারিকাপুর
	১১। মধ্য কল্যাণপুর
	১২। পশ্চিম কল্যাণপুর
	১৩। কুঞ্জবন অংশ
২। তেলিয়ামুড়া	১৪। উত্তর পুলিনপুর
	১৫। দক্ষিণ পুলিনপুর
	১৬। মোহরছড়া অংশ
	১৭। কমলনগর
	১৮। পূর্বকল্যাণপুর
	১৯। ঘিলাতলী
	২০। কৃষ্ণপুর অংশ
	২১। লক্ষীপুর অংশ
	২২। রামকৃষ্ণপুর
	২৩। দক্ষিণ মহারাণী
খোয়াই	২৪। শ্রীরামথাবা
	২৫। আঠারমুড়া (অংশ)
	২৬। নুনাছড়া (অংশ)
	২৭। কুলাই (বর্দ্ধিত)
	২৮। কাওমাপাড়া
	২৯। উলেনিছড়া
	৩০। বাটাবাড়ী
	৩১। গঙ্গানগর

১	২
	৩২। কর্ণমুনিপাড়া
	৩৩। বালুছড়া
	৩৪। লালছড়া
	৩৫। খোয়াইপার
	৩৬। গঙ্গাপ্রসাদপাড়া
	৩৭। রাধারামবাড়ী
	৩৮। পুস্তাবাইপাড়া
	৩৯। সার্দিংথাপাড়া
	৪০। তেতাইয়া
	৪১। খামুপাড়া
	৪২। চাকমাপাড়া
	৪৩। দাঙ্গামাপাড়া
	৪৪। সাতভাইয়াপাড়া
	৪৫। সিদ্ধাপাড়া
সাবরুম	১। সকবাড়ী (অংশ)
	২। তুইকুমাছড়া (অংশ)
	৩। বাগমারা
	৪। উত্তর তইছামা
	৫। বড়মুড়া দেবতামুড়া
	৬। বারকিল
	৭। শিলাছড়ি
	৮। শুকনাছড়ি
	৯। গোড়াকাপা
	১০। দেশারামপাড়া
	১১। বিষ্ণুপুর
	১২। উত্তর বিজয়পুর
	১৩। উত্তর মনু বনকুল
	১৪। চালিতা মনু বনকুল
	১৫। দক্ষিণ তাইছামা
	১৬। উত্তর কালাপানিয়া
	১৭। সিন্ধুক পাথর
	১৮। গোয়াচান্দ (অংশ)
	১৯। মাগুরছড়া
	২০। গৌরীফা
	২১। কাঠালছড়ি
	২২। দক্ষিণ মনু বনকুল
	২৩। রূপইছড়ি
	২৪। সোনাইছড়ি
	২৫। ছাতকছড়ি
	২৬। হরিণা (অংশ)

১	২	৩
	২৭।	পূর্ব্ব জালফা (অংশ)
	২৮।	পশ্চিম লুধুয়া (অংশ)
	২৯।	পশ্চিম সাবরুম (অংশ)
সাব্রুম	৩০।	পূর্ব্ব লুধুয়া (অংশ)
	৩১।	দক্ষিণ বিজয়পুর
	৩২।	আলিয়ামারা (অংশ)
	৩৩।	বৈষ্ণবপুর
	৩৪।	দক্ষিণ সাব্রুম
	৩৫।	পূর্ব্ব সাব্রুম
	৩৬।	মাগরুম
	৩৭।	রাজধরপুর
	৩৮।	বাঘাচাতল
	৩৯।	কাপতালি
	১।	বড়মুড়া দেবতামুড়া (অংশ)
	২।	পালকুছড়া (অংশ)
অমরপুর	৩।	বৈশ্যমণি পাড়া (অংশ)
	৪।	উত্তর ছাংগাং
	৫।	ছেম্পুয়া
	৬।	একজানছড়া
	৭।	মেলছি (অংশ)
	৮।	অম্পিনগর (অংশ)
	৯।	গামাইছড়া (অংশ)
	১০।	হরিপুর (অংশ)
	১১।	পূর্ব্বতইছলং (অংশ)
	১২।	পশ্চিম তইছলং (অংশ)
	১৩।	জম্বুকছড়া (অংশ)
	১৪।	দক্ষিণ ছাংগাং
	১৫।	সোনাছড়া
	১৬।	কমলইপাড়া
	১৭।	দেববাড়ী
	১৮।	বামপুর
	১৯।	পশ্চিম সরবং
	২০।	সর্ব্ব সরবং
	২১।	ঘুংঘিয়া
	২২।	বীরগঞ্জ
	২৩।	রাঙ্গামাটি
	২৪।	অম্পিছড়া (অংশ)
	২৫।	রাজকাং
	২৬।	অমরপুর
	২৭।	রংকং

১	২	৩
অমরপুর—	২৮। দালাক	
	২৯। পশ্চিম-মালবাসা	
	৩০। পূর্ব মালবাসা	
	৩১। পাহাড়পুর	
	৩২। পূর্ব দলুমা	
	৩৩। পশ্চিম দলুমা	
	৩৪। কুর্মাছড়া	
	৩৫। তাইরভূমা	
	৩৬। লাউগাং	
	৩৭। দক্ষিণ লোগাং	
	৩৮। পশ্চিম একছড়ি	
	৩৯। দক্ষিণ একছড়ি	
	৪০। উত্তর একছড়ি	
	৪১। উত্তর চেলাগাং	
	৪২। নতুন বাজার	
	৪৩। পশ্চিম কালাঝারি	
	৪৪। রামভদ্র	
	৪৫। লেবাছড়া	
	৪৬। পূর্ব মানিক্য দেওয়ান	
	৪৭। পশ্চিম মানিক্য দেওয়ান	
	৪৮। পশ্চিম কাবুক	
	৪৯। দক্ষিণ কাবুক	
	৫০। পূর্ব্ব কাবুক	
	৫১। ইছাছড়ি	
	৫২। পাতিছড়ি	
	৫৩। পূর্ব কালাঝারি	
	৫৪। জগবন্ধু পাড়া	
	৫৫। বড়বাড়ী	
	৫৬। উল্টাছড়া	
	৫৭। চিত্রঝারি	
	৫৮। লক্ষ্মীপুর	
	৫৯। পশ্চিম গণ্ডাছড়া	
	৬০। পূর্ব গণ্ডাছড়া	
	৬১। জিনাবাই পাড়া	
	৬২। ভগীরথ পাড়া	
	৬৩। সিপাসিং	
	৬৪। মল্যানসিং	
	৬৫। দোলাপতি পাড়া	
	৬৬। সরমা	
	৬৭। ভুলংবাসা	
	৬৮। ধলাঝারি	

১	২
	৬৯। রামনগর
	৭০। রাণীপুকুর
	৭১। ঠাকুরছড়া
অমরপুর—	৭২। টিতরাই পাড়া
	৭৩। বীরচন্দ্রনগর
	৭৪। পশ্চিম কল্যানসিং
	৭৫। পূর্ব্ব কল্যাণসিং
	৭৬। সর্দ্দিং
	৭৭। জয়রামপুর
	৭৮। রত্নগর
	৭৯। তুইছামা
	৮০। কমলা আশ্রম
	৮১। কমলা খাল
	৮২। খিদারকোট
	৮৩। জারমূড়া
	৮৪। মকছড়ি
	৮৫। ঢকপুর
	৮৬। পশ্চিম পোতাছড়া
	৮৭। পশ্চিম রাইমা
	৮৮। পূর্ব্ব রাইমা
	৮৯। বোয়ালখালি
	৯০। সুকরাই ছড়া
	৯১। জারুলছড়া
	৯২। পূর্ব্ব পোতাছড়া
সদর—	
	১। দীনবন্ধুনগর (অংশ)
	২। কাঠিরাম বাড়া (অংশ)
	৩। আলীঘর (অংশ)
	৪। খোংগরাই (অংশ)
	৫। হরবং (অংশ)
	৬। মেথলি পাড়া (অংশ)
	৭। পূর্ব্ব নোয়াগাঁও (অংশ)
	৮। রাধামোহনপুর (অংশ)
	৯। রাধাপুর (অংশ)
	১০। রতনপুর ,,
	১১। জন্মেজয় নগর ,,
	১২। বেলাবাড়ী ,,
	১৩। বামাবাড়ী ,,
	১৪। ঝিল্লাবাড়ী ,,
	১৫। সংকুমারীবাড়ী ,,

১	২
সদর	১৬। পূর্ব্ব টাকারজলা
	১৭। পশ্চিম টাকারজলা .
	১৮। জম্পইজলা
	১৯। কালাইবাড়ী
	২০। কগ্রইছড়া
	২১। শ্যামনগর (অংশ)
	২২। মধ্য ঘনিয়ামারা ,,
	২৩। উজান ঘনিয়ামারা ,,
বিলোনীয়া	১। উত্তর দেবীপুর
	২। পূর্ব্ব মনু
	৩। পূর্ব্ব কাঠালিয়া
	৪। বগাফা (অংশ
	৫। পশ্চিম কাঠালিয়া ,,
	৬। পশ্চিম মনু ,,
	৭। শান্তির বাজার ,,
	৮। কালালাউগাং ,,
	৯। রাইবাড়ী ,,
	১০। উত্তর বড়পতিরায়
	১১। বড়মুড়া দেবতামুড়া
	১২। দক্ষিণ বড়পতিরায়
	১৩। কলসী (অংশ)
	১৪। মুহুরীপুর
	১৫। পশ্চিম চকরাই (অংশ)
	১৬। পূর্ব মুহুরীপুর
	১৭। বীরেন্দ্রনগর (অংশ)
	১৮। পূর্ব্ব পিল্লক ,,
	১৯। তইরুমাছড়া ,,
৬। কৈলাশহর	১। উত্তরলংতরাই
	২। দক্ষিণ লংতরাই
	৩। পশ্চিম ছামনু
	৪। মাকরছড়া
	৫। পূর্ব ছামনু
	৬। মাণিকপুর
	৭। দাবাছড়া
	৮। সেন্ট্রেল কাচমেণ্ট
	৯। পশ্চিম করমছড়া (অংশ)
	১০। পূর্ব করমছড়া ,,
	১১। দৈত্ত রিজার্ভ ফরেষ্ট (অংশ)
	১২। পূর্ব মাছলি ,,
	১৩। লালছড়া ,,
	১৪। ঘাঘরাছড়া

১	২
	১৫। দুর্গাছড়া
	১৬। সোনাপুর
	১৭। ছইলেংটা (অংশ)
	১৮। সাধুজনপাড়া
	১৯। ছৈলেংটা (অংশ)
	২০। মনু ছৈলেংটা।
রাধাকিশোরপুর	১। ফুলকুমারী (অংশ)
	২। হিরাপুর
	৩। উত্তর মহারাণী
	৪। গান্ধারী
	৫। দক্ষিণ মহারাণী (অংশ)
	৬। চন্দ্রপুর আর, এফ ,,
	৭। পূঃ মগন্ধপুরিনী ,,
	৮। গর্জিছড়া ,,
	৯। গর্জি রিজার্ভ ফরেষ্ট (অংশ)
	১০। বৈশাবাড়ী
	১১। ছপিয়া পাড়া
	১২। তৈহারজুম
	১৩। দঃ বড়মুড়া দৈবতীমুড়া আর.

বিবরণী—খ

মহকুমা ভিত্তিক ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়া

মহকুমার নাম	এরিয়া
১। সদর—	১৬৫ বর্গমাইল
২। খোয়াই—	৪৪৭ ,,
৩। কৈলাসহর—	২৩৮ ,,
৪। বিলোনীয়া—	১৫৩ ,,
৫। উদয়পুর—	১২০ ,,
৬। অমরপুর—	৪৮৭ ,,
৭। সাব্রুম—	১৫০ ,,

UNSTARRED QUESTION NO. 113.

By Shri Rabindra Ch. Rankhal.

প্রশ্ন

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare/Community Development Department be pleased to State—

১। অমরপুর ও ডুম্বুরনগর টি, ডি, ব্লক একালায় পানীয় জলের কতগুলো পাতকুয়া বা রিংওয়েল সরকার হইতে খনন করা হইয়াছে ?

২। উক্ত কুয়া বা রিংওয়েল বাবত মোট কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?

৩। কতগুলো পাতকুয়া বা রিংওয়েল অকেজো হইয়া পড়িয়াছে এবং কতগুলো চালু অবস্থায় আছে, তাহাদের হিসাব ?

৪। অকেজোগুলোর জন্য কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?

উত্তর

১। অমরপুর টি, ডি, ব্লক এলাকায় ৮৫টি রিংওয়েল এবং ডুম্বুরনগর টি. ডি, ব্লক এলাকায় ৩৫টি রিংওয়েল খনন করা হইয়াছে।

২। অমরপুর ব্লক এলাকায় রিংওয়েল খনন করা বাবত ১,৭৩,৭৫৯ টাকা খরচ হইয়াছে এবং ডুম্বুরনগর ব্লক এলাকায় রিংওয়েল খনন করা বাবত ৭৮,৫৪৪ টাকা খরচ হইয়াছে।

৩। অমরপুর টি, ডি, ব্লক এলাকায় ১২টি রিংওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে এবং ডুম্বুরনগর ব্লক এলাকায় ১৪টি রিংওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে।

৪। অমরপুর টি, ডি, ব্লক এলাকায় ১২টি অকেজো রিংওয়েল তৈরী বাবত ২০,৬০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং ডুম্বুরনগর টি, ডি, ব্লক এলাকায় রিংওয়েল তৈরী বাবত ২৪,০৩৮ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 129.

By Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare Deptt. be pleased to state—

১। ১৯৬০ হইতে ১৯৬৮-৬৯ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর Tribalদের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে যে টাকা বরাদ্দ হয়, তাহা সম্যক খরচ হয় কি ?

২। যদি খরচ না হইয়া থাকে তবে কোন বছর কোন দপ্তরে কত টাকা খরচ করা হয় নাই, তাহার বিবরণ ?

৩। যদি বরাদ্দকৃত অর্থ Tribal Welfare হইতে অন্য দপ্তরে transfer করা হইয়া থাকে তবে কোন দপ্তরে কত টাকা transfer করা হইয়াছে তাহার বিবরণ।

উত্তর

১। না।

২। সঙ্গীয় বিবরণী দ্রষ্টব্য।

৩। না।

STATEMENT

Year	Name of the Department.	Amount of savings (in lakhs)
1960-61	Education Department	Rs. 0.40
	Tribal Welfare Department	Rs. 0.80
	Agriculture Department	Rs. 0.60
	Co-operative Department	Rs. 0.20
		Rs. 2.00
3rd Five Year Plan (1961-62 to 1965-66).	Tribal Welfare Department	Rs. 1.000
	Agriculture Department	Rs. 0.400
	Industry Department	Rs. 0.306
	Co-operative Department	Rs. 0.300
		Rs. 2.006
1966-67	NO SAVINGS	
1967-68	Education Department	Rs. 0.364
	Agriculture Department	Rs. 0.093
	Animal Husbandry Department	Rs. 0.040
	Medical Department	Rs. 0.034
	Public Health Department	Rs. 0.078
	Industry Department	Rs. 0.045
	Tribal Welfare Department	Rs. 3.035
		Rs. 3.689
1968-69	FIGURES OF EXPENDITURE NOT YET RECEIVED.	

UNSTARRED QUESTION NO. 429

By Shri Ghanashyam Dewan.

প্রশ্ন

Will the Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

১। ধর্মনগর বিভাগের কাঞ্চনপুর টি, ডি, ব্লকের অন্তর্গত মাছমারা ট্রাইবেল মডেল কলোনীটি কোন সনে কত পরিবার জুমিয়াকে নিয়া চালু করা হয়? তন্মধ্যে বর্তমানে কত পরিবার অবস্থান করিতেছেন?

২। উক্ত কলোনীর খাতে এ পর্য্যন্ত কত টাকা C. D. এবং T. D. Schemeএ খরচ করা হইয়াছে তাহার termwise হিসাব কত?

উত্তর

১। } তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
২। }

Printed by the Superintendent, Government Printing,
Tripura Government Press, Agartala.

TGPA—3-6-69—150